নৈবেদ্য

ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ্য সম্বন্ধে বহুকাল যাঁহার শান্তমধুর
সঙ্গসুখ ভোগ করিয়াছি ; পুস্তক-বিক্রয়লব্ধ অর্থ
গ্রন্থকারের অধিকারে আসা সম্ভব তাহার
প্রত্যক্ষ প্রমাণ যিনি আমাকে প্রথম
দেখাইয়া দেন ; পুস্তকপণ্য জীবনকে
যিনি শৃঙ্খলা ও সততার মর্য্যাদায়
ভূষিত করেন, ব্যবসায়ের
সাধনায় সার্থককারী সেই
চিরনিরভিমান, মিষ্টভাষী, স্বর্গবাসী,

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

পুণ্যনাম স্মরণে
ভক্তিসিক্ত প্রাণে
আমার এই পুস্তকখানি
উৎসর্গীকৃত
করিলাম।

শ্রীঅমৃতলাল বসু



কৌতুক-যৌতুক।

আমের ধুমধাম।

(১৩২৯ সাল)

আমের বাজার সস্তা, পোস্তায় পচিছে বস্তা,
রাস্তায় রাস্তায় দেখি আঁটি গাদাগাদি।
বোম্বাই পেয়ারাফুলি, চুষে ফেলে দেয় কুলী,
আঁধুলিতে মধুকুলি করে সাধাসাধি॥
চুণোগালি বাজেছেঁটে, বৃন্দাবনি বেঁটে বেঁটে,
পেটে পূরে আশ মিটে মজা লোটে লোক।
মধুর সিঁদুরে রাঙা, চেপ্‌টো কপাটভাঙা,
রামকলা ঢেঙ্গা ঢেঙ্গা বাবুদের ঝোঁক॥
ল্যাংড়া চ্যাংড়া ভরা, মালদ'রে দামে মরা,
ফোজ্‌লি জুড়ায় জিভ দেখিতে ডাগর।
ক'লেছে গোপালেভোগা, এবারে বড়ই তোফা,
বে-আঁশ গোলাপখাস রসের সাগর॥
মাদ্রাজী দরাজ দরে, গরজে দে' যায় ঘরে,
ঘরে ঘরে চালতাখাস, বিশ্বনাথমুখো।
সস্তায় অবস্থা ভুলে, কেনে লোক দেনা তুলে,
খরচে সহরে লোক খুব ডাকাবুকো॥

কৌতুক-যৌতুক

সাত সিকে মণ 'কোক্', [illegible] টাকা থোক্
এক ঢোক্ ছুধে প্রায় এক আনা পড়ে।
উঠেছে দাঁড়ার ফেরে, আলু পাঁচ আনা সেরে
ঘি তেলে বেড়েছে ভেল দাম গেছে চ'ড়ে ॥
সন্দেশের দিতে তুল, তামোপ্যাথি গ্লবিউল্
খদ্দরে ভদ্দর সাজি সাত টাকা জোড়া।
ট্রামের বেড়েছে ভাড়া, উপায় নাহিক ছাড়া,
বাবুয়ানা ক'রে ক'রে হ'য়ে গেছি খোঁড়া ॥
দয়া করে ভগবান, দে'ছেন অমৃত দান,
ঘৃত দুধ চিনি মেলে খেলে এক আম।
ভাত খাও আধপেটা, রেখো না আলুর লেঠা,
মিটিবে খিদের জ্বালা—জিভের আরাম ॥
শুনি বহরমপুরে, আরো কোথা দূরে দূরে,
বাজারে হাজার মিলে দিলে ষোল আনা।
যশোরে পচিছে প'ড়ে, কেমনে আনিবে ফোড়ে,
কচুরি-পানায় হায় নদী নালা কাণা ॥
জল পড়ে গুঁড়ি গুঁড়ি, শাশুড়ী ভেজেছে মুড়ি,
ঝুড়ি পেড়ে গোটা কুড়ি নাও বউ, তুলে
মাখন মাখানো হাতে, রস ক'রে ঢাল পাতে,
ফজার গলায় গেলে ভাত যাবে ভুলে ॥
মেয়েরে পাঠাও তত্ত্ব, ক'রে রাখ আমসত্ত্ব,
শিশুর সুপথ্য হবে মিশে দুধে ভাতে।
বলিয়া ফেলেছি ভুলে, দুধ কোথা এ গোকুলে,
যেটুকু রেখেছ তুলে বাবু খাবে চা'তে ॥

আবার বছর ষোলো, ফলিবে না থোলো থোলো,
খেয়ে নে লো দিয়ে নে লো যত সাধ মনে।
লুকায়ে একেলা খেলে, সেঁটে ধরে পেটে গেলে,
কাঙালে বিলালে ফল, ফল যে ভোজনে॥
দোহাই বিজ্ঞান বাবা, আমেতে মেরোনা থাবা,
ক'রো নাকো প্রিজার্ভের পথ-আবিষ্কার।
জাহাজ চড়িলে ম্যাঙ্গো, পছন্দ করিলে অ্যাঙ্গো,
তাম্রেতে পাব না বঙ্গে আম্রের সু তার॥
কালো মেঘে ঘনঘটা, একটি বিদ্যুৎ ছটা,
মাগ্‌গির বাজারে এই সস্তা মিষ্ট আম।
ডাবের ভিতরে জল, গাছে ধরে মধুফল,
এখনো সোণার অঙ্গ মম বঙ্গধাম॥

পতিত ডাক্তার।

পতিত গুপ্ত যে জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, এ কথা অবশ্য-ই গুপ্ত ছিল না; কিন্তু তাঁহার ধাতের ভিতর যে বৈদ্যবিদ্যা-ও গুপ্ত ছিল এ কথা তাঁহার মন ফিস্ ফিস্ করিয়া তাঁহাকে ছেলাবেলা হইতে-ই শুনাইত। জাতি-ব্যবসায়টা তাঁহার বট্‌ঠাকুরদার অংশে-ই পড়িয়াছিল, তাঁহার পুত্রপৌত্রেরা এখন-ও নাড়ী টেপেন, বড়ী বাঁটেন, গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা দেন।

পতিতের পিতামহ শম্ভু গুপ্ত সেয়ানা ছিলেন, শারবরণ সাহেবের স্কুলে একটু ইংরাজী পড়িয়াছিলেন এবং একখানা ভকাবুলারি প্রায় মুখস্থ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে রকম ঘোড়ায়চড়া ডাক্তারী এ দেশে আসিয়া টগাবগ্ টগাবগ্ ছুটিতেছে, তাহার সহিত পাল্লা দিতে কবিরাজের পাল্কী সহজে পারিবে না; তাই তিনি পাঁচনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ঘুচাইয়া পাঁচনবাড়ি হস্তে গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, অর্থাৎ একটি ছোট স্কুল খুলিয়া কলিকাতার কয়েকটি ছেলেকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

তখন সাহেব সওদাগরেরা এ দেশের মঙ্গলার্থ নূতন বাণিজ্য খুলিয়াছেন; সাহেব কিনিবে ধান, তুলা, তিসি, আর বাঙালা কিনিবে বোতল, গেলাস, শিশি। উভয়ে-ই ক্রেতা, উভয়ে-ই বিক্রেতা; সুতরাং পরস্পরে একটু কথাবার্ত্তা না কহিলে চলে না, তাই তখনকার বুদ্ধিমান বড়মানুষ বাঙালী ইংরাজী ভাষার দু' দশটা লবেজ্ শিখিয়া লইবার জন্য একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এখনকার লোকের ভিতর কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, আমরা যখন পশ্চিমে যাই তখন আমরা-ই ত' জোড়াতাড়া দিয়া এক

রকম ক'রে হিন্দী ক'য়ে সে দেশের লোকের সঙ্গে কাজ চালাই, তাহারা কিছু আমাদের সঙ্গে কথা কহিবার জন্য বাঙলা শেখে না, তবে সেই প্রথম আমলানীর সাহেবরা কেন বাঙলা শিখিয়া দেশের লোকের সঙ্গে কথা কহিলেন না? কর্ত্তারা কেন তাড়াতাড়ি ইংরাজী পড়িতে গেলেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। এ দেশ ব্রাহ্মণ-সেবার দেশ, ব্রাহ্মণের ক্রিয়ার ভাষা (Court-langauge) সংস্কৃত — বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করাইবার সময় ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়ান সংস্কৃতে, কায়স্থ হইতে মুচি পর্য্যন্ত নরনারী, বালকবালিকা, বুঝুক না বুঝুক, পুরুত-ঠাকুরের মুখে 'আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা' শুনিয়া 'আবোম্ বোম্ ভুবুনে ধোপা' বলিয়া পিতৃপিণ্ডদান করিয়া থাকে; সুতরাং যখন দেশের লোক দেখিল যে, যে ব্রাহ্মণ ক্রোরপতি শূদ্রের মস্তকে কর্দ্দমলিপ্ত পদতল স্থাপন করিলে-ও শূদ্র আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, সেই বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-ই স্বীয় পৃষ্ঠ ধনুকাকারে পরিণত করিয়া দুই হাতে সাহেব দেখিলে-ই সেলাম করেন, তখন আর বুঝিতে বিলম্ব রহিল না যে এ দেশে হ্যাট্‌ধারী এক নূতন ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন— যিনি পৈতাধারী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা-ও শ্রেষ্ঠতর বর্ণ। পৈতাধারী ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মা বমন করিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু ব্রাহ্মণপূজ্য হ্যাট্‌ধারী শ্বেতকায় ব্রাহ্মণ নিশ্চয়-ই ব্রহ্মার ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া ধরাধামে লীলা করিতে আসিয়াছেন; অতএব উঁহার মুখ-নিঃসৃত ভাষা দেবভাষার ও উপরে, অতএব উপদেবভাষা।

তাঁহারা আর-ও দেখিলেন যে বঙ্গভাষার হাড় নাই, কেবল "যে আজ্ঞে" "আসতে আজ্ঞা হউক" "নিবেদন ক'র্‌ছি" "সেবকস্য" এই গোছ কতকগুলো, থোলো থোলো মাংস, মাটীতে পড়িয়া-ই গড়াগড়ি দেয়, উঠিয়া দাঁড়াবার শক্তিটুকু-ও নাই; আর ইংরাজী বুলি—কি জবরদস্ত, হাড়ে মাসে পেশীতে যেন অসুর-অবতার! "ড্যাম্" "ডেভিল্" "গেট্

"আউট" "ডোণ্ট কেয়ার্" যে জাত চেয়ারে বসিয়া এই রকম বুলি বলিতে 'ডেয়ার' করে, তার 'পেয়ার' কি দুনিয়ায় পাওয়া যায়? এইজন্য প্রণাম-পিপাসী ভক্ত বাঙালী এই ব্রাহ্মণপূজ্য ব্রাহ্মণের ভাষা শিক্ষার অভিলাষে নিজ নিজ বংশ-প্রদীপগণকে শার্বরণ সাহেবের স্কুলে, বেচারাম মাষ্টারের স্কুলে, শম্ভু গুপ্তের স্কুলে এবং ঐরূপ অন্য অন্য ইংরাজী-বিদ্যার দোকানে পাঠাইতে লাগিলেন এবং অনেকে নিজেরা-ও ঘরে বসিয়া ভকাবুলারি মুখস্থ করিতে সুরু করিলেন।

শম্ভু মাষ্টার দিনের বেলা ছেলেদের লইয়া স্কুল করিতেন, আর সন্ধ্যার পরে বাড়ী বাড়ী গিয়া দু' চারিজন 'বাবাকে' ভকাবুলারি মথন করাইয়া আসিতেন।

ক্রমে হিন্দু কলেজ, কুইন্স কলেজ, গৌরমোহন আড্ডির স্কুল প্রভৃতি গোরা-ইঞ্জিনিয়ারে চালানো ময়দার কল স্থাপিত হইল; বেচারাম মাষ্টার, শার্বরণ সাহেব, শম্ভু গুপ্ত প্রভৃতির হাতে-ঘুরাণো জাঁতার অস্তিত্ব লুপ্ত হইল। শম্ভুবাবুর ছেলে ব্রজনাথ দিনকতক পিতার স্কুলে মনিটারী করিয়াছিলেন, স্কুল উঠিয়া যাওয়ার পর ম্যাক্সোয়ালো কোম্পানীর হৌসে ওজনসরকারী কার্য্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

এ কার্য্যে সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার সম্পর্ক সামান্যই ছিল; গুদামসরকার, ওজনসরকার, মুহুরীরা মুৎসুদ্দির অধীন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ I come running running from Baghbazar to the Laldighi, Sir, stair get up asthma to asthma to, Sir, তবু-ও is the ten ring five minute become, what I am can do, Sir? Please kindly beg your pardon another one time, Sir, গোছ ইংরাজী বলিতে পারিলে-ও মুৎসুদ্দির অধীনে বাঙলা দপ্তর-ই থাকিত।

এই মুৎসুদ্দি বা বেনিয়ান এ দেশে কোম্পানীর আমলের এক নূতন সৃষ্টি; এই মুৎসুদ্দি না থাকিলে এ দেশে ইংরাজ সওদাগরের সওদাগরী চলিত কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। তখন এত বড় বড় সব ব্যাঙ্ক ছিল না, দেশী মহাজনরা দেশীয় অন্যান্য লোকের সহিত সাহেবদিগকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দৈবপুরুষ ভাবিলে-ও তাঁহারা যে ব্রাহ্মণের-ই ন্যায় নিঃস্ব, আশীর্ব্বাদ-মাত্র-সম্বল, এইরূপ একটা ধারণা করিয়াছিলেন। মহাজনরা ভাবিতেন যে 'এণ্ড কোং' সাহেবদিগের পিঠে কোট আর মাথায় হ্যাট মাত্র-ই ভর্সা, জাহাজ চড়িলে-ই সব ফর্সা; সুতরাং সরা-সরি সাহেবকে কেহ-ই ধারে মাল দিতেন না। মুৎসুদ্দি হইতেন ধন-খ্যাতি-লব্ধ অট্টালিকাবাসী সম্ভ্রান্ত বাঙালী; তাঁহারা guarantee (দায়ী) হইলে মহাজন মাল ছাড়িত। আবশ্যক হইলে মুৎসুদ্দিরা বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ হাজার, এমন কি লক্ষ দেড় লক্ষ টাকা-ও মহাজনদিগকে বা সাহেবের অন্য প্রয়োজনসাধনার্থ ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতেন। সাহেবের প্রয়োজনে সংগৃহীত মালের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য গুদাম সংক্রান্ত কেসিয়ার হইতে সরকার পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মচারী-ই নিজের লোক বাছিয়া নিযুক্ত করিতেন; তাহারা আফিস হইতে মাহিনা পাইত, কিন্তু তাহাদের কার্য্যতৎপরতার ও সততার জন্য দায়ী থাকিতেন মুৎসুদ্দি। সাহেবরা মাল চালান দিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে মহাজনদের পাওনা মুৎসুদ্দির হাতে-ই দিতেন এবং এই guarantee থাকায় দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মুৎসুদ্দিরা সাহেবের নিকট টাকায় এক আনা দেড় আনা হারে দস্তুরি পাইতেন। মুৎসুদ্দিদের অন্যান্য ভাবে-ও আয় মন্দ ছিল না। কলিকাতা ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ অনেক স্থানের বর্ত্তমান ধনীগণের পূর্ব্বপুরুষগণ এই মুৎসুদ্দিগিরি করিয়া-ই বড়মানুষ হইয়া গিয়াছেন। বিলাতী আমদানী মাল-ও

মুৎসুদ্দিরা-ই বাজারে কাটাইতেন এবং অনেক সময়ে ব্যাপারীর দেনার জন্য সাহেবের কাছে guarantee থাকিতেন।

মুৎসুদ্দিরা বড়মানুষ হইতেন বটে; দোলদুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া করিতেন; অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করিতেন; বহু লোক ও আত্মীয়কে অন্ন দিতেন; অনেকে এমন বড়মানুষ হইয়াছিলেন যে চারি পুরুষ শুইয়া দুই হাতে খরচ করিয়া-ও আজ-ও সে টাকা ফুরাইতে পারেন নাই। অনেকের প্রপৌত্ররা সেই বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে আজ-ও ল্যাণ্ডোয় জুড়ি যুতিতেছেন, মোটরের ভেঁপু টিপিতেছেন, বিলিয়ার্ড টেবিল কিনিতেছেন। কিন্তু যে সাহেবদের মুৎসুদ্দি হইয়া তাঁহারা এত ধনী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থের তুলনায় মুৎসুদ্দিদের লব্ধ অর্থ অকিঞ্চিৎকর। সাহেবরা পাইতেন যেখানে দশ বারো লাখ টাকা, মুৎসুদ্দি পাইতেন সেখানে এক লাখ দেড় লাখ টাকা। অথচ মুৎসুদ্দি মধ্যে না থাকিলে সাহেবের আমদানী একখানা বনাত, এক থান ফরাসী ছিট, একটা ছাতা বা এক ঝাঁকা চীনা মাটীর বাসন বাজারে বিক্রয় হইত না; বা এক গাড়ী তিসি, এক মণ কুসুমফুল, এক বোট চাউল, এক বস্তা তুলা, এক তোলা গালা হাটখোলা বেলেঘাটা হইতে ওজন হইয়া বা বাঁকুড়া আজিমগঞ্জ হইতে চালান আসিয়া সাহেবের গুদামে উঠিত না। ঐ মুৎসুদ্দি যদি পায়ের গোড়ালী অবধি চাপকান-ঝোলানো মাথায় পাট-করা পাগ্‌ড়ী-বাঁধা কালা রঙের বাঙালী না হইয়া হ্যাটকোটধারী সাদামুখ সাহেব হইতেন তাহা হইলে ম্যাক্‌সোয়ালো প্রভৃতি কোম্পানীকে তাঁহাদের বখ্‌রাদারীতে লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় থাকিত না; এবং এই বাঙালী মুৎসুদ্দিরা যদি তখন বলিতেন যে আমাদের বখ্‌রাদার করিয়া লও নতুবা বাজার-guarantee হইব না, তাহা হইলে সওদাগর সাহেবরা যে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতেন তাহা তাঁহারা-ই জানিতেন। কিন্তু 'অবশ্যপ্রতিপাল্য সেবকশ্রী' বাঙালীর সাধ্য কি যে তাহা বলে!

"কে দেবে আগুনে হাত, কে ধরিবে ফণী!" সাহেব যে মনিবের জাত! Kite and Crowর এণ্ড কোং হবেন ঘোষ, বোস, মৈত্র, শীল, মল্লিক! যেমন ব্রাহ্মণের আজ্ঞায় শূদ্রের "ওঁ" উচ্চারণ নিষেধ, সেইরূপ আতঙ্কের আজ্ঞায় সাহেবের কাছে বাঙালীর "কোং" হওয়া নিষেধ!

ম্যাক্‌সোয়ালোব হৌসের মুৎসুদ্দি ছিলেন বাবু বদনচন্দ্র শীল; ইনি আর-ও তিন চারিটা বড় বড় হৌসের মুৎসুদ্দিগিরি করিতেন। কলিকাতায় তখন তাঁহার খুব প্রতিপত্তি, খুব টাকা।

ব্রজনাথ হৌসে মাসে মাহিনা পাইতেন আট টাকা, কাঁটায় পাওনা তিসি, গম, ছোলা, তুলা, সোরা চুটকির দোকানে বেচিয়া দিন বারো চৌদ্দ আনা পাইতেন, হয় ত পূরা এক টাকা-ও পাইতেন; ইহা ছাড়া হেড্ ওজন-সরকার নিজ বুদ্ধি-কৌশলে যাহা উপরি লাভ করিতেন, তাহা হইতে assistant ব্রজনাথকে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য দিলে-ও মাসে মোট ঠিক দিয়া চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা দাঁড়াইত; সুতরাং ব্রজনাথের আয় মাসে তখনকার বাজারের একটা মুন্সেফের মাহিনার বেশী দাঁড়াইত।

কাল হইল, চাকরী করার বছর আটেক পরে ব্রজনাথের একবার জ্বরবিকার হইয়া। তখন ব্রজনাথ হেড্ ওজনসরকার হইয়াছেন ও তাঁহার পাওনা-ও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। রোগের প্রথম অবস্থায় ব্রজনাথের জ্যেঠতুতো ভাই অধর কবিরাজ মহাশয় তাঁহার চিকিৎসার ভার লইলেন।

অধর পিতার কাছে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পিতৃবন্ধু তালতলার এক প্রসিদ্ধ বৈদ্যের নিকটে-ও তিন চারি বৎসর যাতায়াত করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র ও রোগ-নির্ণয় শিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু ঔষধের উপকরণ—সকল রকম পত্র, বল্কল, মূল, কাষ্ঠ প্রভৃতি বা ধাতব, জান্তব অনেক পদার্থ চিনিয়া লইবার চক্ষু তাঁহার-ও ছিল না, তাঁহার পিতা বা অধ্যাপক কাহার-ও ছিল না। কবিরাজ মহাশয় বেদেকে

বলিয়া দিলেন, "অর্জ্জুনকাষ্ঠ আনিও"; বেদে সুঁদরী কাষ্ঠ আনিয়া দিল, তাহা-ই ঢেঁকিতে কুট্টিত হইয়া চূর্ণাকার ধারণ করিল। বৈদ্য বলিলেন, তেউড়ির মূল আনিতে, বেদে ঢোল-কল্‌মীর মূল চালাইয়া দিল।

অনেক উপকরণ সম্বন্ধে-ই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং শাস্ত্রোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া-ও তাহার ফল না দেখিয়া কবিরাজ মহাশয়রা অনেক সময়ে ধাঁধায় পড়িয়া যান। ইহার উপর আবার ঔষধ প্রস্তুতকারী ছাত্রের এবং উড়িষ্যাবাসী ভৃত্যের-ও অনবধানতা এবং দৌরাত্ম্য আছে; সুতরাং অনেক স্থলে-ই অট্টালিকাচূর্ণ-বটিকা এবং ছুঁছুন্দারপুরীষ-মোদক প্রস্তুত হইয়া যায়।

পীড়িত ভ্রাতার জন্য অধর কবিরাজ প্রথমে সামান্য জ্বর ভাবিয়া বৈদ্যনাথবটিকা, মৃত্যুঞ্জয়রস প্রভৃতি জ্বরান্তক ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু জ্বর ক্রমে একটু বাঁকা দাঁড়াইল—রোগীর চক্ষু যৎকিঞ্চিৎ রক্তাভ হইল, কথাবার্ত্তার-ও দু' একটা গোলমাল হইতে লাগিল। ব্রজনাথের পরিবার কিছু উতলা হইয়া পড়িলেন, বালক পুত্র পতিতকে দিয়া ভাসুরকে বলাইলেন যে, বট্‌ঠাকুর হাতটাত দেখুন, এ সব ব্যায়রামে একটা ডাক্তারকে দেখাইয়া ওষুধ দেওয়াইলে ভাল হয়। ছোটবৌয়ের বট্‌ঠাকুর ভাবিলেন যে, পাওনা-ও নাই থোওনা-ও নাই, মিছিমিছি দায়িত্ব ঘাড়ে করি কেন? শেষ কি বাড়ীর ভিতরে একটা দুর্নাম কুড়াইব? তাই তিনি পাড়ার রাধিকা ডাক্তারকে আনাইলেন। ডাক্তার আসিতে-ই বাড়ীতে চিকিৎসার একটা সরগরম পড়িয়া গেল। তিনি নাড়ীস্পর্শ করিলেন; তখন বগলে গুঁজিবার কাঠি হয় নাই, কিন্তু শিঙে ছিল, সেটা বুকে বসাইলেন, পিঠে বসাইলেন, ব্রহ্মতালুতে হাত দিয়া মুখটা সিঁটকাইলেন, কাগজ-কলম চাহিলেন; প্রিস্কৃপ্‌সন্ লিখিলেন এক দফা একটা মিক্‌স্‌চার, এক দফা ছটা পাউডার, এক দফা এক বাক্স পিল, পিঠে মালিশ করিবার

একটা লোসন্, বুকে বসাইবার একখানা বেলেস্তারা। একেবারে "সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচি"; অন্দর বাহিরে দুই জায়গায়-ই ঔষধের ব্যবস্থা হইল; তাহার উপর মাথায় দিবার জন্ম বরফ ও অডিকলন আনাইতে বলিলেন। খই বাতাসা যা' ঘরে ছিল, ছেলেরা জল খাইতে পাইল; রোগীর জন্ম আসিল দুধ, সাগু, আরারুট, বিস্কুট।

তখন প্রায় সকল বাঙালী-ডাক্তার-ই এক রকম কাটা গাড়ী ব্যবহার করিতেন; একখানা পাল্কীগাড়ীর আধখানা কাটিয়া লইলে যেরূপ অবস্থা হয়, এ-ও সেইরূপ; সাধারণ শিক্ষিত লোক তামাসা করিয়া সে গাড়ীর নাম দিয়াছিল "পিলবক্স।"

ডাক্তার বাবু হাত পাতিয়া দুটি টাকা লইয়া পিলবক্সে চড়িলেন। তখনকার প্রায় সকল ভাল ভাল বাঙালী-ডাক্তার-ই দুই টাকার অধিক ভিজিট লইতেন না। সেকালে কবিরাজ মহাশয়কে প্রথম দিনে এক টাকা ও আরোগ্যস্নানের পর পাঁচ টাকা দেওয়ার পরিবর্ত্তে ডাক্তারকে প্রতি ভিজিটে দুই টাকা ও তদ্ভিন্ন ঔষধের দাম-ও দুইটাকা তিনটাকা চারিটাকা দেওয়া গৃহস্থরা কষ্টকর মনে করিতেন, এখন দুই টাকা ভিজিট লইলে ডাক্তারের স্ব-সমাজে জাতি যায়, রোগী-ও তাঁহাকে হাতুড়ে মনে করে।

ডাক্তারবাবু আবার বৈকালে আসিলেন, রোগীকে দেখিয়া মুখ একটু গম্ভীর করিলেন; বলিলেন, 'ভয় নাই তবে একটু ভোগাবে'। এইরূপে চিকিৎসা চলিতে লাগিল, এগার দিনের দিন রোগ বেশী বৃদ্ধি পাইল, মাথায় অনবরত বরফ বসানো হইতেছে, তথাপি চক্ষুর্দ্বয়ের লালভাব কমিতেছে না, রোগী আচ্ছন্ন অবসন্ন হইয়া আছে। ব্রজনাথের পরিবার সজলনয়নে পুত্রের মারফৎ ডাক্তারবাবুকে একজন সাহেব-ডাক্তার আনাইবার জন্ম মিনতি করিলেন। পরদিন বেলা এগারটা দশ মিনিটের সময় ক্রহামের জুড়ি ব্রজনাথের দরজায় দাঁড়াইল। বাড়ীর সম্মুখে পাড়ার

লোকজন আসিয়া জমিল, দু' চারজন বাড়ীর মধ্যে-ও প্রবেশ করিলেন। সাহেব-ডাক্তার রাধিকা ডাক্তারের প্রিস্কৃপ্‌সন্ চাহিয়া দেখিলেন; বলিলেন, "চিকিৎসা ঠিক-ই হইতেছে।" একখানা প্রিস্কৃপ্‌সনে রাধিকা শুধু Acid Nit. dil. দিয়াছিলেন, সাহেব সেটা বদ্‌লাইয়া Acid Nitmur. dil. করিয়া দিলেন আর একখানায় রাধিকার Ipecacর সঙ্গে সাহেব একটু Tinct, Tolu জুড়িয়া দিলেন; বলিলেন, "খাওয়া" ঠিক হ'চ্ছে না, support ভাল করিয়া দেওয়া চাই, তাই ঘণ্টায় ঘণ্টায় Vinum Gallicie ও Decoct Carnia ব্যবস্থা করিয়া কুলমর্য্যাদার স্বরূপ ষোলো টাকা লইয়া ক্রহামস্থ হইলেন।

এইরূপে রোগ ও চিকিৎসকের হাতে প্রায় ৪১ দিন ভুগিয়া ব্রজনাথ out of danger হইলেন। ডাক্তারের ভিজিট, ঔষধের দাম, পথ্যের খরচ, বরফ আনা-আনির ধুমধামে পাঁচ ছয় শত টাকা বাহির হইয়া গেল।

বরফ তখন আজকালকার মত সুপ্রাপ্য ছিল না, মুটে-মজুরে তখন বরফ চিবাইয়া খাইতে পাইত না; এ দেশের কথা দূরে থাক্, য়ুরোপে-ও বোধ হয় তখন বরফের কল প্রস্তুত হয় নাই। কলিকাতায় এখন যেখানে ছোট আদালত আছে, তাহার দক্ষিণপশ্চিম পার্শ্বে একটা বাড়ী ছিল তাহার নাম Ice House বা বরফগুদাম; ঐ বাড়ীটি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গবর্ণমেণ্ট বিনা ভাড়ায় এক আমেরিকান কোম্পানীকে ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলেন, সর্ত্ত ছিল যে বারো মাস তাঁহাদিগকে ঐ স্থানে বরফের সরবরাহ রাখিতে হইবে, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রেতায় বরফ কিনিতে পারিবে, সাধারণ মূল্য দু' আনা সের, মজুদ্ মাল কমিয়া আসিলে নেহাৎ চার আনা পর্য্যন্ত বাড়াইতে পারিবে, ইহার উপর কখন-ও নহে। আমেরিকা হইতে জাহাজের ballast রূপে এই বরফ কলিকাতায় আসিত, বড় বড় মোটা মোটা লম্বা থাম, দুজন বা

চার জন মুটে মাথায় করিয়া তাহা গুদামে তুলিত। সাহেবরা প্রায় সকলে-ই বরফ ব্যবহার করিতেন; সৌখীন বড়লোক বাঙালী বাবুরা, যাঁহারা গাড়ী চড়িয়া আফিসে যাইতেন বা বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইতেন, বাড়ী আসিবার কালে অবস্থা অনুসারে এক সের বা দুই সের বরফ কিনিয়া আনিতেন; সে বরফে বেশ একটু সুন্দর স্বাদ ছিল, এত শীঘ্র সে বরফ গলিয়া যাইত না। বেলা পাঁচটার পর বাড়ীতে এক সের বরফ আনিলে তাহা কম্বল জড়াইয়া যত্ন করিয়া রাখিতে পারিলে পরদিন বেলা দেড়টা দুইটা পর্যান্ত কিছু মজুদ থাকিত, এক টুক্‌রা এক গেলাস জলে ফেলিয়া দিয়া সে জল ঠাণ্ডা করিয়া খাওয়ার পর-ও আর দুই তিন বার তাঁহাতে জল ঢালা বেশ চলিত।

তখন ভারতবর্ষে আপেল জন্মাইবার বন্দোবস্ত ছিল না, মাঝে মাঝে আমেরিকা হইতে বরফের সঙ্গে আপেল আমদানী হইত, সে আপেল আকৃতিতে বড়, সিঁদুরের মত রাঙা, সুঘ্রাণে ভরা এবং স্বাদে অতি মধুর। ঐ বরফ-গুদামে-ই প্রথমে এ দেশে কেরোসিন্ তেলের আমদানী হয়। সে সময় সাধারণ গৃহস্থ-বাড়ীতে কম্বল-বাঁধা বরফ ঢুকিলে ও তাহার পরে সাহেব-ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইলে পাড়ার লোক ভাবিত খাট আসিবার আর বিলম্ব নাই।

একটু আগে বলিয়াছি যে কাল হইল ব্রজনাথের জ্বরবিকার হইয়া; ব্রজনাথের সেই রোগভোগের সঙ্গে যদি ভবকারাগার ভোগের মিয়াদ ও শেষ হইয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহার পরিবারের সীঁথির সিঁদুর মুছিয়া যাইত বটে, তবে ঘরে কিছু অন্নসংস্থান থাকিত; কিন্তু ব্রজনাথের এক রোগ সারিয়া আর এক বিষম রোগ ধরিল। ঔষধরূপে ব্রজনাথকে যখন প্রথম প্রথম "গ্যালিসাই" দেওয়া হয়, তখন তিনি এক প্রকার বেহুঁসে-ই থাকিতেন; কিন্তু রোগের মধ্যাহ্নের পর বেলা অবসানে যখন-ই গ্যালি-

সাইয়ের ড্রামটুকু গলাধঃকরণ করিতেন, তখন-ই তাহার বৈদ্যুতিক প্রভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া ব্র্যাণ্ডির আনন্দদায়িনী শক্তির যৎকিঞ্চিৎ আভাস-ও পাইতেন। রোগ সারিবার পর বাকী একসা-নম্বর-ওয়ানটুকু বোতলে-ই রহিল; ডাক্তার রোগীর জন্ত দুই বেলায় দুই আউন্স করিয়া রবার্টসন্স পোর্টের ব্যবস্থা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বদ্‌লাইবার-ও পরামর্শ দিলেন। মুৎসুদ্দি বদন বাবু বেড়াইতে যাইবার জন্ত ব্রজনাথকে আর-ও দুই মাসের ছুটী দিলেন; নানা মুনির নানা মতের পর বর্দ্ধমানে-ই বেড়াইতে যাওয়া স্থির হইল।

এখন যিনি এই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তিনি নিশ্চয়-ই জ্বরের রোগী শরীর সারিতে বর্দ্ধমান যাইতেছে শুনিয়া চম্‌কাইয়া উঠিবেন; কিন্তু যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন কলিকাতা অঞ্চলের বাঙালী বাবুরা রোগান্তে বা সখে চুঁচড়া চন্দননগর শ্রীরামপুর বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে-ই বেড়াইতে যাইতেন। তখন সবে বৎসর চারি পাঁচ মাত্র রেল খুলিয়াছে, ম্যালেরিয়া তখন-ও বর্দ্ধমানের নিকট হইতে স্বাস্থ্যনিবাসের সম্মান কাড়িয়া লইয়া বর্দ্ধমানকে শ্মশানাদপি ভয়াবহ করিয়া তুলে নাই। ১৮৬৪।৬৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের বর্দ্ধমান, আর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের বর্দ্ধমান, নন্দনে ও কুম্ভীপাকে তফাৎ।

আর একটি কারণে-ও বর্দ্ধমান দেখিবার প্রবৃত্তি ব্রজনাথের মনের মধ্যে একটু প্রবল ছিল; তাঁহার পিতা কোন প্রতিবেশী ধনী বন্ধুর সহিত তাঁহার পিনেশে চড়িয়া সন ১২৩০ সালে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের বর্দ্ধমান অবস্থানকালে লোকপ্রসিদ্ধ ৩০ সালের ভয়াবহ বন্যা বর্দ্ধমান অঞ্চলকে ভাসাইয়া দেয়; ব্রজনাথ পিতার নিকট সেই বন্যার গল্প অনেকবার শুনিয়াছিলেন; শম্ভুনাথ বলিতেন বন্যার সময় তাঁহারা পিনেশে-ই ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পিনেশ যে কোথায় উধাও হইয়া ভাসিয়া যায়, কিরূপে

একটা বন্যা-গঠিত জল-প্রপাতের নিকট সেই পিনেশ চুরমার হইয়া ভাঙিয়া যাইতে যাইতে কেবলমাত্র সঙ্গে সরকারী রক্ষক সরিফের সার্জ্জন সাহেবের নাবিক-বিদ্যাকৌশলে রক্ষিত হইয়া কোন অজানা গ্রামে ধান্যক্ষেত্রমধ্যে আটকাইয়া যায়, এই সব কথা বৃদ্ধ শম্ভুনাথ সকলের নিকটে-ই সর্ব্বদা গল্পচ্ছলে বলিতেন।

সে কালের কলিকাতার বড়লোকরা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বা অন্য কোন স্থানে বেড়াইতে যাইতে হইলে খরচা জমা দিয়া সরিফের নিকট আবেদন করিলে রক্ষকরূপে এক জন গোরা সার্জ্জন সঙ্গে পাইতেন। শম্ভু গুপ্ত মহাশয় তাঁহাদের সঙ্গী সার্জ্জনের অনেক প্রশংসা করিতেন। তদ্ভিন্ন ভারতচন্দ্রের কবিতা ও গোপাল উড়ের যাত্রা তখনকার লোকের কল্পনার উপর এতটা আধিপত্য করিয়াছিল যে অনেকে-ই বিদ্যাসুন্দর সংক্রান্ত ঘটনা সত্য বলিয়া মনে করিতেন এবং ব্রজনাথ বর্দ্ধমানে গেলে হীরা মালিনীর মালঞ্চ ও সুন্দরের স্বহস্তে ক্ষোদিত সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইবেন এ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেন।

দিন দেখিয়া ব্রজনাথ কাপড়-চোপড় থালা-ঘটি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাঁধিয়া লইয়া শ্রীদুর্গা স্মরণে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন; অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যের সঙ্গে ঔষধরূপে সেই বোতলস্থ আধখানা ব্রাণ্ডি ও আর দুই বোতল পোর্ট-ও লইলেন। বর্দ্ধমানে পৌঁছিয়া আট দিন পরে তাঁহার শরীর দিন দিন ভাল হইতেছে, বেশ বল পাইতেছেন, ক্ষুধা খুব বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া বাড়ীতে বেয়ারিং পত্র লিখিলেন।

যদি-ও ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে-ই ভারতবর্ষে আধ আনা টিকিটের ডাক প্রচলিত হইয়াছিল, তথাপি তখনকার অনেকের মনে সন্দেহ ছিল যে টিকিট-মারা চিঠি মারা যায়, কিন্তু বেয়ারিং চিঠি ঠিকানায় পৌঁছানো সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এটা যে ঠিক কুসংস্কার তাহা বলা যায় না; এখন-ও

অনেক গ্রামে চিঠি পাঠাইতে হইলে, সেখান হইতে ডাকঘর দুই মাইল তিন মাইল যদি তফাৎ হয়, তবে বেয়ারিং পত্র দেওয়া-ই সুপরামর্শ।

বর্দ্ধমানের জল হাওয়ার গুণে ব্রজনাথের শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি যত-ই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সেই স্ফূর্ত্তিকে অধিকতর বৃদ্ধি করিবার পিপাসা তাঁহার মনে তত-ই প্রবল হইতে লাগিল এবং সেই পিপাসা তিনি মিটাইতে লাগিলেন—বোতল হইতে গ্লাসে ঢালিয়া, গ্লাস হইতে বদনে ঢালিয়া। এখন *আর মেজর গ্লাস নাই, সকাল সন্ধ্যা-ও নাই; রাত্রি দশটা এগারটা* অবধি ঔষধ প্রথমে এক ঘণ্টা অন্তর, তার পর তিন কোয়ার্টার — আধ ঘণ্টা— এক কোয়ার্টার অন্তর চলিতে লাগিল; ক্রমে কলিকাতা হইতে আনীত পোর্ট গ্যালিসাই বোতলরূপ দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া ব্রজনাথের উদর-গোলোকধামে প্রস্থান করিলে, বর্দ্ধমানে তেমন বিলাতী জিনিসের সুবিধা না পাইয়া ব্রজনাথ দশ আনা বোতল "দোয়াস্তা"র শরণাপন্ন হইলেন।

কংগ্রেস হইবার বহু পূর্ব্বে-ই স্বদেশী ভাব ব্রজনাথের কাণে প্রবেশ করিয়াছিল। আসল কথা, কঠিন বিকাররোগ আরোগ্য করিবার ছলে ডাক্তাররা ব্রজনাথের ধাতুর মধ্যে যে নূতন রকম রোগের একটি বীজ পুঁতিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি ক্রমে এক জন মাতাল হইয়া দাঁড়াইলেন এবং দুই মাস পরে এক দিন রাত্রি আটটার সময় ব্রজনাথ যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন তাঁহার স্ত্রী স্বামীকে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ দেখিয়া যেমন হৃষ্ট হইলেন, নিকটে গিয়া তাঁহার ঢুলুঢুলু নেত্র দর্শনে ও মুখনিঃসৃত দুর্গন্ধ আঘ্রাণে তেমন-ই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

ব্রজনাথ আফিস যাইতে লাগিলেন, কাজ-ও করিতে লাগিলেন; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আর সন্ধ্যার পূর্ব্বে-ই বাড়ী ফিরেন না, রাত্রি নয়টা দশটা, কোন কোন দিন বা এগারটা বারোটার সময়ে-ও জড়িতকণ্ঠে "প'টে, ডওজা কোল্" বলিয়া কড়া নাড়িতে থাকেন; চাদরের খুঁটে

রাস্তার কাদা, জামার বাজারের তরকারীর ছোপ্, মেজাজ রুক্ষ। পূর্ব্বে প্রত্যহ আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া ব্রজ উপরি-পাওনাটা স্ত্রীর হাতে দিতেন, আজকাল সে টাকা চাহিলে বলেন, "এখন কি আর সে কাল আছে, উপরি সব উঠে গেছে, সাহেবেরা আপনারা কাঁটায় আস্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, দু' আনা চার আনা যা পাই তা জল খেতে-ই কুলোয় না।"

এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিল। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে-ই সঞ্চিত অর্থের উপর টান পড়িয়াছে। এখন মাঝে মাঝে দিনের বেলা-ও চলে; আফিস প্রায়-ই কামাই হয়, তাহাতে আফিসের যত ক্ষতি হউক না হউক, ব্রজনাথের আয় ও আয়ুক্ষয়-ই অধিক পরিমাণে হইতে লাগিল। ব্রজকে ক্রমে অসুস্থ হইতে দেখিয়া একদিন তাঁহার জ্যেঠতুত ভাই বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া অতি বিমর্ষভাবে বলিলেন, "ভায়া, ক'রেছ কি? এ যে উদরীর লক্ষণ দেখ্‌ছি!" ভয়ে ব্রজ হাঁ করিয়া ফেলিলেন, তাঁহার স্ত্রী দরজার আড়ালে শিহরিয়া উঠিলেন, ব্রজ শয্যাশায়ী হইলেন। জল ও নুণ বন্ধ করিয়া তাঁহার চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

পতিত গুপ্তের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া কোথ্‌থেকে তা'র কুলজী ঘাঁটিতে বসিয়া গেলাম! অসভ্য বুড়াদের ওটা একটা চিরকেলে দোষ, যদি কোন একটা লোকের কথা পড়িল, অমনি-ই তার পিতামহ বাঘনান্ হইতে আসিয়া কবে কলিকাতায় বাস করেন, ছোকরার পিসীর বিয়ে হ'য়েছিল মূলোজোড়ে, এই রকম সব বায়নাক্কা সুরু করিয়া দেয়।

পতিত পড়াশুনা করিতেছিল এক রকম মন্দ নয়, বেচারী মুস্কিলে পড়িল থার্ড ক্লাসে উঠিয়া। এখানে Geometry Algebra রূপ সরস্বতীসরোবরের দুইটি হাঙ্গর কুম্ভীর হাঁ করিয়া ভীষণ্ দন্ত দেখাইয়া তাহাকে একেবারে ভড়্‌কাইয়া দিল। সে ইংরাজী গ্রামারে would, could, should, have, has, had কোন রকম করিয়া চালাইয়া যাইতেছিল, ইতিহাসের

মামুদ অফ্ গিজ্নী ১৪ই অক্টোবর কাবাব খাইয়াছিলেন, ১৫ই নয়,—এটা এক রকম মুখস্থ রাখিয়াছিল। যদি-ও পতিত বরাহনগর কলিকাতার উত্তরে কি দক্ষিণে জানিত না, তথাপি ক্যামেস্কাট্কার ল্যাটিচিউড্টা ঠিক মনে রাখিতে পারিত এবং Clift's Geography হইতে "The Bengalis are cunning, intelligent, cowardly and avaricious" গড়্গড়্ মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারিত; অঙ্ক কসার সময় যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ত্রৈরাশিক প্রভৃতির-ও সার্থকতা এবং ব্যবহারিক প্রয়োজন-ও বেশ বুঝিতে পারিত, কিন্তু Algebra ও Geometry দেখিয়া সে একেবারে অবাক্! (a+b) 2 ইত্যাদি এ গোষ্ঠীর পিণ্ড শিখিয়া আমি কি করিব? আর equilateral triangle, একটা কাটি কেটে তিন দিক মেপে দেখ্লে-ই চুকে যায়, তার জন্য দুটো circle আঁকে, হ্যান্ কর, ত্যান্ কর, এ সব কেন?

মাষ্টার মশাই প্রতিদিন একটা করিয়া নূতন পড়া দেন, ব্ল্যাক্বোর্ডে figure এঁকে propositionটা ক'সে ফেলেন, তার পর next dayর জন্য আর একটা proposition পড়া ক'রে আস্তে বলেন।

Algebra বা Geometryর ভিতর যে কি রস আছে, কি মিষ্টতা আছে, অঙ্কের মত গণিতের ঐ দুই বিভাগ ছাত্রের কর্ম্মজীবনে কোথায় কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে, ইহা বুঝাইয়া দেওয়া যে আবশ্যক, তাহা মাষ্টারি মস্তিষ্কে একেবারে প্রবেশ লাভ-ই করে নাই। সুতরাং Geometry Algebraকে আঁকড়াইয়া পতিত ঐ থার্ড ক্লাসে-ই একাধিকক্রমে তিন বৎসর অবস্থিতি করিল।

যে বার ঐ স্কুল হইতে তাহার সহপাঠী ও ভ্রাতা অধর কবিরাজের তৃতীয় পুত্র second divisionএ Entrance পাশ হইয়া Medical Collegeএ ভর্ত্তি হইল, সেবার ব্রজনাথ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার

পুত্রের বিদ্যারথের চক্র একেবারে দঁকে বসিয়া গিয়াছে, আর অগ্রসর হইতেছে না। তখন তিনি বদন বাবুকে ধরিয়া করিয়া ঐ Macswallow কোম্পানীর আফিসে-ই পতিতকে despatch clerk করিয়া দিলেন। পতিত লেফাপায় শিরোনামা লিখিতে লাগিল, ডাকের টিকিটের হিসাব রাখিতে লাগিল আর মাসে ১৫টি করিয়া টাকা আনিয়া মায়ের হাতে দিতে লাগিল। মন কিন্তু পতিতের একে বারে ভাঙিয়া গেল! যে-ডাক্তার হইবার আশা সে বাল্যকাল হইতে হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিল, যে আশার বলে সে একদিন-ও স্কুল কামাই করিত না, রাত্রি জাগিয়া পড়া মুখস্থ করিত, সে আশার মঙ্গলপ্রদীপ একেবারে নিবিয়া গেল।

পতিত ছেলেবেলায় ডাক্তারী ডাক্তারী খেলা করিত; টিফিনের পয়সায় কচুরি জিলিপি না খাইয়া বেণের দোকান হইতে সোডা, এ্যাসিড্ কিনিয়া আনিয়া সে আলাদা আলাদা বাটিতে গুলিত এবং ভাই বোন্ ও খেলুড়ীদের সামনে ঐ দুইটা জল মিশাইয়া চোঁ চোঁ শব্দে ফুটাইয়া তাহাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিত। জলপানির পয়সা জমাইয়া সে তাপিণ কিনিত, পিপারমেণ্ট কিনিত, টিন্চার্ আইডিন্ কিনিত এবং অবস্থানুসারে ক্রীড়া-সঙ্গীদিগের উপর ঐ সকল ঔষধের ব্যবস্থা চালাইত। পাড়ার এক নাপিত ডাক্তারের নিকট সে একখানি ভাঙা বেল্কার চাহিয়া লইয়া তাহার দ্বারা ভাইবোনের পাকা পাঁচ্ড়া উস্কাইয়া দিয়া অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করিত। একবার সে একটা পাকা বেল কাটাইয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল, বেল পচিয়া তাহাতে যে পোকা ধরিল, তাহা-ই তাহার খেলাঘরের জোঁক হইল।

পতিত মনুষ্যকুলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিত ডাক্তারকে। সে যখন ফোর্থ ক্লাসে পড়ে, তখন শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় হাইকোর্টের

জজ নিযুক্ত হয়েন। ইনি-ই হাইকোর্টের প্রথম দিশী জজ; বাড়ীর সকলে এ কথা আলোচনা করিত। পতিত ভাবিত, আমায় যদি জজ করিয়া দেয় ত' আমি সে পদ লইব না, আমি ডাক্তার হইব। পাড়ার কাহার-ও পীড়া হইলে পতিত আগে তথায় ছুটিয়া যাইত, ডাক্তারকে খবর দিবার লোকের অভাব হইলে, পতিত সেই মধুর ভার আনন্দে লইয়া ডাক্তারের বাড়ী ছুটিত; ডাক্তার আসিলে তাঁহার উঠা-বসা, দাঁড়ানো, নাড়ী টেপা, জিভ্ দেখা, শিঙে বসানো, প্রিস্ক্রপ্সন্ লেখা প্রভৃতি শাস্ত্রীয় ক্রিয়া অতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিত। দাগে দাগে ঠিক ঔষধ ঢালিয়া রোগীকে খাওয়াইবার ভার পাইলে পতিতের চিত্ত প্রফুল্ল হইত এবং গরম জলে হাত পোড়াইয়া-ও সে ফোমেণ্ট করিত, পুলটিস্ বসাইত। পল্লীস্থ সকলে-ই এই জন্য পতিতকে ভালবাসিত ও তাহার সুখ্যাতি করিত; কিন্তু অদৃষ্টের বক্রদৃষ্টি ভেষজ-ধ্যান-পরায়ণ পতিতকে কেরাণীর কেদারায় বসাইয়া দিল, মর্ম্মান্তিক বেদনা বুকে বহন করিয়া পতিত কলম পিষিতে লাগিল।

Entrance পাশ না করিলে Medical Collegeএ প্রবেশ করিতে দেয় না, এই বিধি সয়তান কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলিয়া পতিতের বিশ্বাস জন্মিল; সে ভাবিত, ও-বাড়ীর সুধোর চেয়ে আমি কি কম ইংরিজি জানি, যে আমি Anatomy, Materia Medica বুঝিতে পারিব না? ডাক্তারীতে Geometryর এত কি দরকার? তখন Campbell School স্থাপিত হয় নাই, Medical Collegeএর ভিতর-ই একটা বাঙলা ও একটা উর্দ্দূ বিভাগ ছিল; ডাক্তার প্রসন্ন মিত্র, তামিজ খাঁ, কানাইলাল দে প্রভৃতি তখন তথায় শিক্ষকতা করিতেন। পতিত ইচ্ছা করিলে বাঙলা বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিত, কিন্তু সেরূপ Native ডাক্তারীতে পতিতের ততটা আস্থা ছিল না। সেখান হইতে যাহারা

পাশ হইত, তাহারা বাঙলায় প্রিস্কৃপ্‌সন্‌ লিখিত, Governmentএর কাছে ৫।৭ বছরের একরারনামা লিখিয়া দিলে তবে একটি ১৫।২০ টাকার চাকুরী পাইত, তা-ও দূরদেশে—গণ্ডগ্রামে। সে-ডাক্তারী পতিতের উচ্চাভিলাষের নিকট অতি হেয়। যাহা হউক, রোগী-পরিচর্য্যার পূর্ব্বাভ্যাস পতিত পরিত্যাগ করিল না, পাড়ার লোক-ও পতিতকে পরিত্যাগ করিল না। অমন সাগ্রহ সখের সেবা পতিত ভিন্ন আর কে করিবে? পল্লীস্থ দুঃখী গৃহস্থরা পতিতকে বলিতেন, "বাবা, তুমি আমাদের পতিতপাবন।"

ঝোঁকের রেখা বেশ স্পষ্ট দেখা দিয়াছে, সুতরাং ভাঙা বেল্‌কার দিয়া কলাগাছ অস্ত্র করা ও বেলের আটার সঙ্গে পোকার জোঁক বসানোর খেলা আর চলে না। তখন-ও ডাক্তার দুর্গাদাস করের চিরপ্রসিদ্ধ Materia Medica বাহির হয় নাই, পাড়ার নাপিত ডাক্তারের বাড়ীতে শিবচন্দ্র কর্ম্মকার প্রণীত একখানি চলনসই বাঙলা Materia Medica ছিল, পতিত ডাক্তার জ্যেঠার বাড়ী গিয়া মাঝে মাঝে তাহা পড়িত এবং একখানি খাতা করিয়া আপন মনে নানাবিধ প্রিস্কৃপ্‌সন্‌ লিখিত এবং অন্য ডাক্তারের প্রিস্কৃপ্‌সন্‌ দেখিলে-ই ঐ খাতায় নকল করিয়া রাখিত।

অনেক দিন ভুগিয়া পতিতের পিতা ব্রজনাথ রোগশয্যা হইতে চিতা-শয়ন করিলেন; জীবনের সমস্ত ধূমধাম ধূমে পরিণত হইল। চিতার দেহ-ভস্ম জাহ্নবীজলে ভাসাইয়া উনিশ বৎসরের পতিত-ও চক্ষে ধোঁয়া দেখিতে দেখিতে গৃহে ফিরিল। ডাক্তারী শেখে নাই বলিয়া তাহার আপশোষ দশগুণ বৃদ্ধি পাইল।, সে নিজে ডাক্তার হইয়া চিকিৎসা করিলে পিতাকে বাঁচাইতে পারিত, এই তাহার ধারণা।

ব্রজনাথের প্রথম রোগের চিকিৎসা ও বায়ু পরিবর্ত্তনের খরচাদিতে, পরে

তাঁহার অপব্যয়ে এবং অস্তিমরোগে বৈদ্য-ঋণ পরিশোধ করিতে সামান্য পুঁজি ফুরাইয়া গিয়া অবশেষে পতিতের মা'র খাড়ু পৈঁচেতে যে-হাত পড়িয়াছিল, সে বিষয়ে তখন পতিতের ভ্রূক্ষেপ-ই নাই ; মা চিরকাল সংসার চালাইয়া আসিয়াছেন, মা-ই চালাইবেন, এই তাহার দৃঢ়বিশ্বাস।

পতিতের মাহিনা ১৮ টাকা হইয়াছিল, ব্রজনাথের মৃত্যুর পর বদন বাবুর দয়ায় আর দুই টাকা বাড়িয়া তাহা ২০ টাকা দাঁড়াইল ; কিন্তু পিতার শ্রাদ্ধ তিল কাঞ্চনে সারিয়া-ও ব্রাহ্মণ আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী প্রভৃতিকে ভোজনাদি করাইতে ব্যয় ৪০০৲ টাকার উপর পড়িয়াছিল এবং ইহার জন্য মায়ের কণ্ঠমালা ও গোপহার পাড়ার বেণে-গিন্নীর সিন্দুকে গিয়া পূর্ব্বপ্রেস্থিত খাড়ু পৈঁচের বিচ্ছেদ-যাতনা দূর করিয়াছিল, সে সংবাদ পতিত জানিত না। সে আফিসে যায়, কায করে ; আফিস হইতে আসে, প্রাণমনহীন কলের পুতুলের মত ; প্রাণ তাহার দেহে ফিরিয়া আসে, মন সাড়া দিয়া উঠে, লোকের বিপদ শুনিলে।

পতিতের রোগী-পরিচর্য্যার খ্যাতি এখন পাড়া ছাড়িয়া আর-ও দূরে দূরে গিয়াছে ; কাহার-ও গঙ্গা-যাত্রায় রাত্রি জাগিতে, কাহার-ও সৎকারে কোমরে গামছা বাঁধিতে পতিত সর্ব্বাগ্রে আগুয়ান ; ইহাতে পতিতের ধনীনির্ধন ভেদজ্ঞান ছিল না, ব্রাহ্মণচণ্ডাল জাতিবিচার ছিল না। ইদানীং মাঝে মাঝে কাহার-ও সামান্য সর্দ্দি রোগের প্রথম অবস্থায় পতিত নিজে-ই প্রিস্কৃপ্‌সন্ লিখিয়া ঔষধ দিত, লোকে তাহার আত্মীয়াধিক যত্ন দেখিয়া তাহাকে অবিশ্বাস করিত না ; কিন্তু রোগ একটু বৃদ্ধি পাইলে-ই, সে নিজে ডাক্তার ডাকিবার পরামর্শ দিত এবং আপনি গিয়া ভাল ডাক্তার আনিয়া দিত ; পাড়ার প্রবীণ ডাক্তার ক্ষেত্র-বাবুকে ও বাগবাজারের সরকারী দাওয়াইখানার নেলার সাহেবকে-ই বেশী "কল" দিত।

এখানে নেলার সাহেবের একটু পরিচয় দিই। নেলার সাহেব ত' বলিলাম, কিন্তু তিনি বেলী সাহেব, ফেরার সাহেব, পার্টিজ্ সাহেব, ম্যাক্‌নামারা সাহেব প্রভৃতির ন্যায় আসল বিলিতি গোরা ডাক্তার ছিলেন না, আবার চক্রবর্ত্তী সাহেব, চন্দ্র সাহেব, কর সাহেব, এম, এন্, ব্যানার্জ্জি সাহেব, ডি, এন, রায় সাহেব প্রভৃতির ন্যায় বিলাত-ফেরত বাঙালী ডাক্তার ছিলেন না। চিকিৎসাবিদ্যার নিপুণতায় এবং অমায়িকতাদি গুণে তিনি যে কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সে কুলের নাম নির্ণয় করিয়া বলা একটু কঠিন এবং আজকাল একটু ভয়-ও করে। পূর্ব্বে এ দেশের লোক তাঁহাদের ফিরিঙ্গী বলিত, পঞ্জাব অঞ্চলে ফিরিঙ্গীদের কেরাণী বলিত। এখন তাঁহারা ফিরিঙ্গী কথাটা মানহানিকর বলিয়া মনে করেন। অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রথম যখন পর্ত্তুগীজ, ডচ্, ডেন, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় পুরুষগণ এ দেশে আসেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোক-ই সস্ত্রীক সেখান হইতে আসিতেন; কিন্তু আসিয়া তাঁহারা যে কবে কত দিনে স্বদেশে ফিরিবেন এবং কখন-ও ফিরিবেন কি না, তাহা এ দেশের জলবায়ুর বৈপরীত্যগুণে ও তখনকার পালবাহী ক্ষুদ্র জাহাজে অর্ণবপথে ঘোর সন্দেহপূর্ণ দুর্গম যাত্রার কথা স্মরণ করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিতেন না। সেই জন্য অনেকে-ই এ দেশে বাসকালীন সাময়িক সুবিধার জন্য এক একটি Native wife গ্রহণ করিতেন, এই নেটিভ ওয়াইফদের অনেকে-ই হিন্দুর দৃষ্টিতে ইতরকুলোদ্ভবা এবং সাধারণতঃ দরিদ্র শ্রেণীর স্ত্রীলোক হইত। কিন্তু সাহেবরা তাহাদিগকে নিজ বাটীর মধ্যে বা অন্যত্র বেশ সুখস্বচ্ছন্দে ও ভোগবিলাসে রাখিতেন। বিলাতী সাহেবরা এ দেশে আসিলে তাঁহাদের নাম হইত Anglo-Indian, এই য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে শুভাদৃষ্টবশতঃ বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যাঁহারা স্বদেশে ফিরিতে পারিতেন, সেখানকার সাহেবরা তাঁহাদিগকে "নবাব" আখ্যা প্রদান

করিত। সেই নবাবরা এ দেশে থাকিবার সময় বাস্তবিক-ই নবাবী চালে চলিতেন; বড় বড় বাড়ী, বাংলা, বাগান, বড় বড় চিত্র বিচিত্র করা পাল্কী, তাঞ্জাম, এ বাড়ী হইতে ও বাড়ী যাইতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে আসাশোটা, হরকরা, চোপ্‌দার, হুক্কা-বরদার; ময়ূরপুচ্ছের পাখা লইয়া ভৃত্য বাতাস করিত, ময়ূরপুচ্ছের চামর দ্বারা মক্ষিকা তাড়াইত। তাঁহারা সকালে কায করিতেন, মধ্যাহ্নে নিদ্রা দিতেন, বৈকালে হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেন, সন্ধ্যার পর অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত দশ বারো জনে একত্র জমাট বাঁধিয়া ইয়ারকি দিতেন, মদ চলিত, নাচ চলিত, গান চলিত, জুয়া খেলা চলিত; দেশের অর্দ্ধদগ্ধ রোষ্ট ও তদ্রূপ সিদ্ধ চপ্ যদি-ও পরিত্যাগ করেন নাই, তথাপি মাদ্রাজ্ হইতে মুলুগ্‌তানি সুপ্ খাইয়া এবং বাঙলায় আসিয়া কালিয়ার মোলায়েম আস্বাদনে তাহা 'কারী' নামে অভিষিক্ত করিয়া টেবিল-ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা বাড়ীর মধ্যে ঢিলে পাত্‌লা পাজামা পরিতেন, ঢিলে বেনিয়ান গায়ে দিতেন, সখ হইলে কেহ কেহ জাঁকালো নেটিভ পরিচ্ছদ পরিয়া-ই মজ্‌লিসাদিতে উপস্থিত হইতেন। দেশীয় লোকের সঙ্গে তাঁহারা খুব মেশামিশি করিতেন, বাগে পাইলে ঘুষোঘুষি-ও যে করিতেন না, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু ডেন পর্ত্তুগীজাদির কথা ঠিক বলিতে পারি না, ইংরাজদিগকে শেষ বিষয়ে বিশেষ সাবধানে থাকিতে হইত।

এ দেশে আসিবার সময় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট তাঁহাদের একখানি একরারনামা লিখিয়া দিয়া আসিতে হইত, তাহাতে অন্যান্য সত্ত্বের মধ্যে এইরূপ দুইটি কড়ার করিয়া আসিতে হইত যে তাঁহারা অনুমতিপ্রাপ্ত একটি সীমার মধ্যে-ই নিজেদের কায বসবাসাদি করিবেন, সেই সীমা অতিক্রম করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ বাঙলার সীমা অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে পারিবেন না; আর একটি এই, যে তাঁহারা দেশীয়

লোকদিগের সহিত কোনরূপ দুর্ব্ব্যবহার ও অসদাচরণ করিবেন না এবং তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করিবেন না; করিলে কঠিন শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে, বেশী বাড়াবাড়ি দেখিলে কোম্পানীর এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ ঐ ইংরাজ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়া জাহাজে তুলিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু প্রকৃতিগত দোষ সাম্‌লাইতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ এরূপ শাস্তি ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমোক্ত কড়ার অর্থাৎ লাভের লোভে সীমানা অতিক্রম করার অপরাধে কাহাকে ও কাহাকে-ও বস্তাবন্দি হইয়া বিলাতমুখো ভাসিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন কোন চতুর ইংরাজ আইন বাঁচাইয়া নির্দ্দিষ্ট সীমার বহির্ভাগে ব্যবসাদি চালাইবার এক কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

নেটিভ্ ওয়াইফের গর্ভজাত হাফ্‌কাষ্ট্‌গণ এবং তাঁহাদের-ও সন্তান-সন্ততিরা তখন নেটিভ্ পর্য্যায়-ভুক্ত-ই ছিলেন; নেটিভ্ বা দেশীলোকের গতিবিধির উপর কোন নিষিদ্ধ আইন কানুন করিবার ক্ষমতা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছিল না, তাঁহারা যথা ইচ্ছা তথা যাইতে পারিতেন, সুতরাং কোন কোন ইংরাজ বণিক ঐ হাফ্‌কাষ্টের ভিতর হইতে-ই ভাল লোক বাছিয়া সীমান্তে কার্য্য চালাইবার জন্য তাঁহাকে গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেন। সে নামে নেটিভ্, কাজে-ই কড়ারের সত্ব বজায় থাকিত, আবার পিতৃরক্তের অনুরোধে প্রভুর কার্য্যে বেশী অনুরক্ত হইত।

এখন দেখা গেল, গোড়ায় ফিরিঙ্গীরা ইংরাজদিগের দ্বারা-ই নেটিভ্ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন; পরে তাঁহাদের নাম হয় ইষ্টইণ্ডিয়ান্; বাঙালীরা ইষ্টইণ্ডিয়ান্ বা ফিরিঙ্গী সাহেবদিগকে চারি বর্ণে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন যথা,—ট্যাঁশ্, টোঁশ্, মেটিয়া, ফোঁস্। যাঁহাদের বর্ণ খুব ফরসা, মেজাজ ঠাণ্ডা এবং খুব বড় সাহেবদের অধোবংশধর, তাঁহারা

ছিলেন ট্যাশ্। তার চেয়ে একটু মাদা রং, মেজাজটা দশ আনা ছয় আনা মিঠে কড়া, দ্বিতীয় নামে মাঝারী বৃটিশ-পিতার গন্ধ, তাঁহারা হইতেন টেঁাশ্; মেটে রং, বেশ কাল কোমল চুল, মাঝারী ভদ্র লোকের মেজাজ, তাঁহারা-ই ছিলেন মেটিয়া; আর পর্ত্তুগীজ বোম্বেটে বা হতচ্ছাড়া হাভাতে য়ুরোপীয়ের ঔরসে ও ঘেসেড়ানী, হাড়িনী প্রভৃতির গর্ভে এই বঙ্গদেশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিতেন, তাঁহারা হইতেন ফোঁস্—রংয়ে মিশি, উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র, মাতাল, ঘাড়ে-ঘা-ওয়ালা কুকুরের মত খেঁকী এবং ভদ্র ইংরাজদিগের কাছে হেয়, ঘৃণ্য।

ক্রমে ইষ্টইণ্ডিয়ানরা নিজ নামে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন এখানকার ইংরাজ সমাজ তাঁহাদের নাম দিলেন ইউরেশিয়ান্; কালক্রমে বাসি হইয়া ইউরেশিয়ান্-ও তাঁহাদের রসনায় বেতার বোধ হইতে লাগিল, তাই এখন সেই ফিরিঙ্গীদের নাম হইয়াছে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্!

এখন-ও —আজ-ও এই কলিকাতা সহরে অনেক য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ পরিবারমধ্যে বর্ণভেদে আভিজাত্যের অভিমান বিলক্ষণ বজায় আছে; অনেক ফর্‌সা-মুখ বড় ভাই বা ভগিনী তাঁহাদের সহোদর সহোদরার রং ময়লা হইলে উঁহাদের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করেন না বা করিতে লজ্জিত হন; বেচারাদের "Disgrace to the family" বলিয়া ফর্‌সা-নাসিকা ও কটা-ভ্রূ কুঞ্চিত করেন। আজকাল আবার লাটকৌন্সিলে, ঘাটে, বাটে, হেঁসেলে গোল উঠিয়াছে যে সব সার্ভিস্‌কে ইণ্ডিয়ানাইজ্ করা চাই, রেলওয়ে সার্ভিস্ ত আগে; তাই য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্-মহলে কল-কোলাহল; এঁরা ইণ্ডিয়ান্ বটে, কথাটা স্বীকার করিলে কোন গোল-ই থাকে না, কিন্তু সেই ইণ্ডিয়ান্ কথাটা স্বীকার করিতে এঁরা রাজী নন। এই জন্য-ই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ডাক্তার নেলার সাহেবকে কোন্

জাতি বলিয়া এখন পরিচয় দিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। তবে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান্‌রা, য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্‌ বা ইউরেশিয়ান্‌ হইবার পূর্ব্বে-ই কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্‌-ই হউন আর যাহা-ই হউন, লোক যে তাঁহাদিগকে সাহেব-ও বলেন, সম্মান-ও করেন, তাহাতে-ই সন্তুষ্ট থাকিতেন বলিয়া আমি প্রথমোক্ত উপাধিতে-ই তাঁহাকে পরিচিত করিলাম।

"সাহেব" সেকেলে এ্যাপথিকারী ছিলেন, পরে কিন্তু তিনি নামের অন্তে এম, ডি, অক্ষরদ্বয় যুক্ত করিতেন এবং ঐ ডিগ্রি লইবার জন্য একবার বিলাতে-ও গিয়াছিলেন; পাড়ার ছোঁড়ারা ঠাট্টা করিয়া বলিত, 'নেলার সাহেব জাহাজ চ'ড়ে গিয়ে রেঙ্গুন থেকে-ই এম, ডি, হ'য়ে এসেছেন।" শুনিয়াছি, প্রথমে নেলার সাহেব গরাণহাটা ডিস্‌পেন্‌সারী বলিয়া নিমতলা ষ্ট্রীটের কাছে চাঁদনী হাঁসপাতালের যে একটা শাখা-দাতব্য-চিকিৎসালয় ছিল, সেইখানে-ই ডাক্তারী করিতেন এবং পদব্রজে ছাতা মাথায় দিয়া এক টাকা ভিজিটে রোগীদিগের বাড়ী গিয়া দেখিতেন।

ছয় মাস বয়সের সময় অন্নপ্রাশনের সমস্ত উদ্যোগ, আনন্দ-নাড়ু ভাজা হইতেছে, এমন সময় ওলাউঠা ঠাকুরাণী নেলার সাহেবকে ডাকাইয়া আমার সঙ্গে প্রথম ইন্‌ট্রোডিউস্‌ করিয়া দেন। তখন বাগবাজারের চিৎপুর অঞ্চলে নেলার সাহেবের ডাক্তারখানা একটা জম্‌কাল রকম দেখিবার জিনিস ছিল; আরে বাপ্‌ রে! এখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট-কোর্ট-ই বা তাহার কাছে কোথায় লাগে!

"সাহেব" বেশ বাঙলা জানিতেন, উঁচু চৌকির উপর চেয়ার-টেবল-পাতা, সাহেব তাহার উপর বসিয়া, পাশে চাপরাশি দাঁড়াইয়া, কাঠগড়ার ভিতর এক এক জন রোগী সেলাম করিয়া ঢুকিতেছে, সাহেব ভারি গলায় জিজ্ঞাসা করিতেছে "কি নাম", রোগী তাহাদের দেশে "কিরূপ

ধান হইয়াছে" থেকে বলিতে আরম্ভ করিলে "চোপ্ রাও" রব শুনিতেছে; কুৎসিত-রোগ-ভোগীগণ মিঠেকড়া ভাষায় ভর্ৎসিত হইতেছে; সাহেব উচ্চ স্বরে ব্যবস্থা করিতেছেন, "চিরেতামিক্শ্চার এক বোতল, চার চার ঘণ্টা বাদ্," "ক্যাস্টার অয়েল্ এক আউন্স পিলায় দেও," "পোল্টিস্," "টিন্চার আইডিন্ পেণ্ট করো-ও, ফোমেন্টেসান্ সাম্জায় দেও," "অপারেসন্—ফাড়্নে হোগা সব ঠিক করোও, আদ্মি বৈঠা রাখোও"। আর এক দিকে শিশি, বোতল, পট্, থল্, পিল্, টাইল্ প্রভৃতি সাজানো লম্বা টেবলের ওধার থেকে বড় কম্পাউণ্ডার অনবরত হাঁকিতেছে "এ-এ-এ-এস্" "এ-এ-এ-এ-এস্" "এ-এ-এ-এস্!" এক ধারে একখানা বড় কড়ায় মুশিনার পুলটিস্ চড়ানো আছে, এক জায়গায় জল গরম হইতেছে, কানে পিচ্কিরি দেওয়া ঘা ধোয়াধুয়ি প্রভৃতি হইবে; আর একদিকে একটা ময়লা বালিসের কোলে একটা ময়লা কম্বল বিছানো একটা কাঠের চৌকি পাতা, তাহাতে শুইয়া রোগীদের বাগী, ফোড়া, কাঁক্বেরালি প্রভৃতি অস্ত্র করা হয়, ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়া হয়, নড়া দাঁত উপ্ড়িয়া ফেলা হয়। *

যখন "সাহেব" খয়রাতি দাওয়াইখানার কায শেষ করিয়া প্রাইভেট প্র্যাক্টিসে বাহির হইতেন, তখন তাঁহার কম্পাস্-গাড়ী ও ভিজিট দুই টাকা; পরে খুব বড় জুড়ী করেন ও ভিজিট প্রথম দিনে চার টাকা, পরে দুই টাকা; শেষে প্রতি ভিজিট-ই চার টাকা হইয়াছিল, কিন্তু যে সকল বাড়ীর সহিত প্রাচীন সম্বন্ধ ছিল, সে সব স্থলে এবং গরীব গৃহস্থ লোক দুঃখ জানাইলে দুই টাকা লইতে আপত্তি করিতেন না, হয় ত এক একটা ভিজিট বাদ-ও দিতেন।

* রহস্যের আশায় এই নেলার সাহেবের ডাক্তারখানার আদর্শকে কিঞ্চিৎ রসসিক্ত করিয়া আমরা প্রথমে জিমন্যাষ্টিকের সঙ্গে ও পরে ন্যাশান্যাল ও গ্রেট্ ন্যাশান্যাল থিয়েটার চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারী নামক ব্যঙ্গ-নাট্য অভিনয় করি।—লেখক।

শ’বাজার, শ্যামবাজার, বাগবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের লোকের াছে সাহেব এক জন পরিবারস্থ লোক বলিয়া গণ্য-ই হইতেন; রোগীর ্বরে বসিয়া ডাক্তার সাহেব বিশেষ যত্ন করিয়া দেখিতেন, তাহাকে সান্ত্বনা তেন, গিন্নী-বান্নীরা তাঁহার সহিত কথা কহিলে সাহেব শান্তশিষ্ট সম্মান-চক মিষ্ট বচনে তাঁহাদের উৎকণ্ঠিত চিত্তকে প্রবোধ দিতেন। নেলার াহেব বেশ সুবিবেচক চিকিৎসক ছিলেন, খৈ-বাতাসা খাইতে বলিতেন, ল খাইতে বলিতেন, লাল্‌তে খাইতে বলিতেন, আর অন্ততঃ Minor ırgeryতে তিনি যে সুদক্ষ ছিলেন, তাহার প্রমাণ আমার নিজ অঙ্গে-ই অঙ্কিত আছে। জীবনে একটিমাত্র তিনি বড় রকম ভুল করিয়া ছিলেন, ছয়মাস বয়সের একটি ক্ষুদ্র শিশুকে নূতন আমদানী ওলাউঠার গ্রাস হইতে বাঁচাইয়া দিয়া। সেটি না করিলে এই সত্তর বৎসর পরে আজ আপনা-দিগকে এই বিচিত্র চিত্র দেখিয়া বিরক্ত হইতে হইত না। এখন-ও এমন লোক অনেক আছেন যাঁহারা চিৎপুরের ডাক্তারখানাকে “নেলার সাহেবের ডাক্তারখানা” বলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, লজ্জার কথা যে, কলিকাতার ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ “নগর-পিতারা” ঐ অঞ্চলের একটা রাস্তা বা গলিকে নেলার-ষ্ট্রীট বা নেলার-লেন বলিয়া অভিহিত করিলেন না। স্বায়ত্ত-শাসন-ই বল আর স্বরাজ-ই বল “আই বাই ইট্‌সেলফ্‌ আই” যায় কোথায়?

হামেসা ‘কল্‌’ দিতে দিতে নেলার সাহেবের সহিত পণ্ডিতের বেশ একটু ঘনিষ্ঠ রকম চেনা-পরিচয় হইল, সাহেব-ও কতকটা তাহার দ্বারা লাভ হয় ভাবিয়া, আর কতকটা সে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিনয়ী বলিয়া, তাহাকে একটু অনু-গ্রহের দৃষ্টিতে দেখিতেন; যাতায়াতে যাতয়াতে এবং বাটী হইতে পানের খিলি, ঝাল নাড়ু, কাসুন্দি, তালের বড়া, পিঠে প্রভৃতি লইয়া গিয়া খাওয়াইয়া পণ্ডিত কম্পাউণ্ডার ড্রেসারদের সঙ্গে-ও বেশ আলাপ জমাইয়া ফেলিল।

ডেস্‌প্যাচ ক্লার্কদের কাযের ভিড় বৈকালের দিকে-ই একটু বেশী পড়ে, সুতরাং দশটার মধ্যে আফিসে যাইবার জন্য পতিতকে তত তাড়াতাড়ি করিতে হইত না। সে ভোরে উঠিয়া চট্ করিয়া বাজারটা বাড়ীতে ফেলিয়া-ই নেলার সাহেবের ডাক্তারখানায় ছুটিত; সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রোগীদিগের চেহারা দেখিত, কথা শুনিত, সাহেবের ব্যবস্থা কাণে শুনিয়া মুখস্থ করিত এবং ঔষধকরণ-প্রণালী মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিত।

যে প্রায় প্রত্যহ দুই ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ ছয়বার সেলাম করে, ভদ্রলোককে তাহার সহিত দুই একটা কথা কহিতে-ই হয়; সুতরাং সাহেব পতিতকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেন, "Well Patit! ডাক্তারী কেমন লাগে?" পতিত অমন-ই করযোড়ে নিবেদন করিত "Good than সন্দেশ রসগোল্লা, Sir"!

এক দিন সাহেব খুব খোস্‌মেজাজে ছিলেন, পতিতের কাছে ঐ রকম একটা বিশুদ্ধ ইংরাজী শুনিয়া ড্রেসারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ আব্‌দুল, পটিট্ আচ্ছা চোগ্‌রা, কাম্ দেখাও, পুল্‌টিস, ব্যাণ্ডিজ্, পিচ্‌কারী সম্‌জাও।" সেদিন আহ্লাদে পতিত আর সেলাম করিতে পারিল না, একেবারে করযোড়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতৃতুল্য নেলারের পদে প্রণাম করিয়া ফেলিল।

যেখানে পুণ্য আছে, সেখানে পাপ আছে; যেখানে গুণ আছে, সেখানে দোষ আছে; যেখানে ভাল আছে, সেখানে মন্দ আছে; যেখানে আলো আছে, সেখানে অন্ধকার বা ছায়া আছে; সংসারে নগণ্য ক্ষুদ্র পতিতের স্বভাবের ক্ষীণ আলোকটুকু দেখাইলাম, এখন কোথায় কোথায় তাহার ছায়া পড়িয়াছে, দেখাইবার চেষ্টা করিব। তাহার প্রথম দৌর্ব্বল্য, সে নিজের জাতিকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করে, যদি-ও সে প্রাচীন

পণ্ডিত বা যাজক ব্রাহ্মণ দেখিলে হাত দু'খানা জড় করিয়া কপালে ঠেকায়, তথাপি তাহার বিশ্বাস যে, বৈদ্যরা বিদ্যা-বুদ্ধি তেজ-প্রতিভা প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক বড়, মানবকে ভবলোক হইতে মুক্ত করিতে ব্রাহ্মণরা কত দূর সমর্থ, তাহা তর্ক ও বিচারের বিষয়; কিন্তু বৈদ্যরা যে জীবকে দেহ-রোগ হইতে মুক্ত করেন, ইহা নিত্য-প্রত্যক্ষ। স্বজাতি-প্রেম পতিতের হৃদয়ে সাতিশয় প্রবল, স্বজাতির প্রাধান্য বা স্বত্বে অন্য কেহ হস্তক্ষেপ করিলে সে বড়-ই বিরক্ত হয়। ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদির মধ্যে কেহ যদি বৈদ্য-ব্যবসায় গ্রহণ করেন, পতিত যে কেবল সেটা অনধিকার প্রবেশ বলিয়া মনে করে, তাহা নহে, কোন জাতি-বৈদ্য ঐরূপে কবিরাজের শিক্ষা বা ব্যবসায় প্রসারণে সহায়তা করিলে সে কার্য্যটা অন্যায় বলিয়া মনে করে। যদি কেহ তাহাকে বলে যে, বৈদ্য জাতীয় লোক-ও ত' ব্রাহ্মণকায়স্থাদির ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়া ওকালতী, শিক্ষকতা, হিসাব-নবিশ, লিপিকর প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহাতে পতিত উত্তর দেয় যে, অনন্যসাধারণ প্রতিভাপ্রভাবে দক্ষতায় ঐ সকল কার্য্য অধিকতর গৌরবান্বিত হইবে বলিয়া কোন কোন বৈদ্যসন্তান অনুগ্রহচ্ছলে ঐ সমস্ত বৃত্তি অবলম্বন করেন। পতিতের দ্বিতীয় দৌর্ব্বল্য যে সে মিথ্যা কথাকে পাপ বলিয়া জানিলে-ও মনে মনে বিচার করিয়া মিথ্যাকে পাক দিয়া দুই ভাগে ভাগ করিয়াছে; যে মিথ্যায় পরের অনিষ্ট হইবে, সেরূপ মিথ্যা সে পারতপক্ষে কহে না, কিন্তু যে মিথ্যায় পরের অনিষ্ট বা ক্ষতি নাই অথচ আপনার গৌরব-তৃপ্তি বা লাভ হয় অথবা যে মিথ্যা না কহিলে সে নিজে ফাঁকিতে পড়িবে, তাহা কহিতে পতিতের রসনা মোটে-ই অনশন করে না। বলিয়াছি, পতিত থার্ড ক্লাশে উঠিয়া-ই সেখানে বানচাল হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু সে লোককে বলে, সে এন্ট্রান্স ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল এবং পরীক্ষা-ও দিয়াছিল, কিন্তু ফেল হইয়া গেল বাঙলায়।

এই বাঙলায় ফেল্ হওয়া বলাটা তখনকার কালে বড় একটা পাকা চাল ছিল ; পতিত ইহার পেটেন্ট আবিষ্কারকর্ত্তা নহে ; তখনকার ছাত্রেরা এণ্ট্রান্স, এল্, এ, বি, এ পরীক্ষায় ইংরাজী, ইতিহাস, অঙ্ক প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে ফেল্ হউক না কেন, বাজারে বলিত যে তাহারা বাঙলায় ফেল্ হইয়াছে ; ইহাতে তাহাদের বিদ্যাবত্তায় নিন্দা ত' হইত-ই না, বরং স্থলবিশেষে "ইংরাজী এত প'ড়েছে যে বাঙলা বই খুলে দেখবার কি আর সময় পেয়েছে" বলিয়া খানিকটা গৌরব-লাভ-ও হইত। ভাল ইংরাজী জানার গর্ব্বের জন্য পতিতের আর একটা বড় নজির ছিল ; সে বলিত, "আমি শম্ভু-গুপ্তর পৌত্তুর, ইংরাজী আমাদের ঘরোয়ানা বিদ্যা ; কলকেতার অনেক বড় বড় শীল-মল্লিক-টেগোরের পিতা পিতামহ আমার ঠাকুরদা'র ছাত্র, বাবার ছাত্র।"

লেখা-পড়া জানা লোকের সহিত ইংরাজী কহিতে পতিত একটু সাবধান হইত ; কিন্তু বামুন পণ্ডিতের কাছে, মেয়েদের সামনে, কি পাড়া-বেপাড়ায়, দোকানী-পশারী, কাঁসারী-শাঁখারী প্রভৃতি ইংরাজী-না-জানা লোকের সঙ্গে কথা কহিবার সময় পতিতের মুখ হইতে দশটা বাঙলা কথার সঙ্গে ছয়টা ইংরাজী জড়াজড়ি হইয়া বাহির হইয়া পড়িত ; দুঃখের বিষয় পতিত যে সকল নূতন ইংরাজী কথা নিজে আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যায় নাই, রাখিলে সে খাতা আমরা ইতঃপূর্ব্বে-ই কেম্‌ব্রিজ্ ডিক্‌স্‌নারির সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিতাম। আর তা-ও বলি, লিখিয়া রাখিবে-ই বা কি করিয়া ?

একটা বাঙলা শব্দের এক ইংরাজী অর্থ সে প্রায় দু' বার ব্যবহার করিত না, সকালে যদি কাহাকে ঢেঁকুর উঠ্‌ছে কি না জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া "pomping হ'চ্ছে কেমন" বলিত, বৈকালে তাহাকে ই আবার জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত "fountain হ'য়েছে কতবার ?" অনেক

রোগের-ও সে নূতন নামকরণ করিয়াছিল, নবজ্বরকে Navazemia, অম্বলের ব্যায়ারামের নাম রাখিয়াছিল Velitudinarian, বাতকে বলিত Manumotapa, বাঘীকে সাদাসিধে Tigress-ই বলিত, Plaguenant ছিল গর্ভবতী স্ত্রীলোক।

তখন Second Number Spelling নামক বানান-শিক্ষার একখানি ভাল বই স্কুলে ব্যবহার হইত। তা' থেকে সে অনেক বড় বড় কথা শিখিয়াছিল, আর একখানি বই পড়িয়াছিল, তার নাম Oswald's Etymology, তা' থেকে অনেক ইংরাজী কথা, Greek, Latin, French root মুখস্থ করিয়া কতকগুলা ঔষধের-ও নাম বদলাইয়া ফেলিয়াছিল। অনেকে কুইনাইন্ খাইতে রাজি হইত না বলিয়া সে কুই আর আইন্ এই দুইটা কথা মিলাইয়া ঐ ঔষধের নাম করিয়াছিল Pulv reginia Ligalia ; এইরূপ আর-ও অনেক ছিল, কিন্তু এ-গুলা পণ্ডিতের রীতিমত practice-এর কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে-ই বলিয়া ফেলিয়াছি।

Amateur ডাক্তারী-ও করে, আফিসে-ও যায়, এইরূপে যখন তাহার বয়স তিরিশের ঘেঁসাঘেঁসি গিয়াছে, এমন সময় Macswallow সাহেব দেখিলেন যে বছর পঁচিশ এ দেশে থাকিয়া তিনি এত অধিক swallow বা গ্রাস করিয়াছেন যে এখন তাঁহার জন্মভূমি জই-এর রাজ্যে গিয়া জাবর কাটা একান্ত প্রয়োজন, তাই হিসাব নিকাশ চুকাইয়া দিয়া আফিস wind up করিয়া ফেলিলেন ; তিনি এ দেশে Pagoda Tree নাড়িতে আসিয়াছিলেন, এখন তাঁহার ভুঁড়ি নড়ে আর ঝাঁপিয়া পড়ে। আফিসের সব লোককে এক এক মাসের মাহিনা বখ্‌সিস্ দিয়া তিনি জাহাজে চড়িলেন ; সঙ্গে চলিল প্রভূত স্বর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ দুই লিভার, বেঙ্গল-কিডার, মেজাজ বেজায় রুক্ষ, আর 'ড্যাম্' 'শুয়ার' না বলিতে পারার দুঃখ।

পণ্ডিতের মুক্তিলাভ হইল। বদন বাবু বলিয়াছিলেন, "তোমায় আর এক

যায়গায় যোগাড় ক'রে ঢুকিয়ে দেব, মাঝে মাঝে এসে দেখা কোরো"; কিন্তু পতিত আর কলুটোলার দিকে নিজের বদন দেখাইতে গেল না। অবশ্য পতিতের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ছেলেপুলে-ও হইয়াছে, সাতাশ আটাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না হইলে, বাঙালীর ছেলে পতিতের জাতি যাইত, ছেলেপুলে না হইলে পিতৃপুরুষ নরকস্থ হইতেন। বর্ষীয়সী মা এখন-ও বিদ্যমানা। তিনি বুঝাইলেন, Prime minister অর্থাৎ পত্নী সুপরামর্শ দিলেন, পাড়ার লোক পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু পতিত আর চাকরীর চেষ্টা করিল না। দুর্গা আছেন বলিয়া পতিত "ঝুলে প'ড়্‌ল," অর্থাৎ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল।

কাল কি খাইব, লেণ্ডিগেণ্ডিরা কি খাইবে, না ভাবিয়া সে বখ্‌সিসের টাকা হইতে ষ্টেথেস্‌কোপ ও একখানা ল্যান্‌সেট্‌ কিনিয়া ফেলিল; ধোপদস্ত মোটা কাপড়, চাদর, পিরাণ পরিয়া, পায়ে গরাণহাটার জুতা, মাথায় পেনের বাড়ীর ছাতা, পতিত প্র্যাক্‌টিসে বাহির হইল। ডাকুক না ডাকুক, জানিত-লোকের বাড়ী রোগ হইয়াছে শুনিলে-ই পতিত সেখানে গিয়া হাজির। শ'বাজার, শ্যামবাজার, বাগ্‌বাজার, কুমারটুলি, হাটখোলা প্রভৃতি স্থানের বস্তিতে বস্তিতে পতিত সকাল হইতে বেলা ১২টা ১টা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ায়, খোলার ঘরে কাহার-ও ব্যায়ারাম হইয়াছে শুনিলে-ই পতিত সেখানে তেড়ে ঢুকিয়া পড়ে, পয়সা দিক না দিক, প্রিস্কৃপ্‌সন্‌ লিখিয়া ওষুধ কিনিয়া আনিয়া দেয়, কেহ ওষুধ কিনিবার পয়সা নাই বলিলে ডাক্তারখানাওয়ালার খোসামোদ করিয়া বারো আনা দামের ওষুধ নিজের গাঁট হইতে ছ' আনা দিয়া আনিয়া তাহাকে দেয়। মাস তিন চার এইরূপ ঘোরাঘুরির পর পতিত প্রত্যহ এক টাকা দেড় টাকা দুই টাকা পর্য্যন্ত বাড়ীতে আনিতে সমর্থ হইল। ক্রমে পতিতের পসার বাড়িতে লাগিল।

তিন দরজা তফাতের ইংরাজী-জানা কোঠা-বাড়ীর অধিবাসী বাবুয়ানার গর্ব্বে ঘটা করিয়া চিকিৎসা করায়, পরিবারস্থ কাহার-ও পীড়া হইলে পতিতকে ডাকে না বটে, কিন্তু সাদাসিদে গৃহস্থ লোক প্রায় পতিতকে-ই প্রথম ডাকে এবং সে রোগ একটু উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলে-ই নেলার সাহেব, ক্ষেত্রবাবু বা অন্য কোন-ও বড় ডাক্তারকে ডাকিয়া আনে। তাঁহারা যে পতিতের পূর্ব্ব প্রিস্কৃপসন্ চাহিয়া দেখেন, তাহার সহিত পরামর্শাদি করেন, বাড়ীর কর্ত্তা গিন্নীদের কাছে ডিপ্লোমার চেয়ে-ও সেটা পতিতের বড় রকম সার্টিফিকেট হইয়া দাঁড়ায়। তাহার উপর দুপুরবেলা ডাক্তার আসিয়াছেন, বাড়ীতে তেমন চাকর-বাকর নাই, ছেলেরা স্কুলে গিয়াছে, কে ওষুধ আনিয়া দেয়, পথ্য কিনিয়া আনে? পতিত গৃহস্থের সে উপকারটুকু স্বচ্ছন্দে সম্পাদন করে। সুতরাং এমন আত্মীয় ডাক্তারের আধখানা গাড়ী, ইংরাজী দাড়ী, নামের শেষে G. B. M. C. বা L. M. S. জোড়া না থাকিলে-ও পসার বাড়িবে না কেন?

কম্পাউণ্ডারীটায় পতিত এক রকম হাত মক্স করিয়া লইয়াছিল, নিজের প্রিস্কৃপসন্ ডাক্তারখানায় লইয়া গিয়া কম্পাউণ্ডিং-রুমে ঢুকিয়া নিজের প্রিস্কৃপসন্ সে নিজে-ই মেক্‌আপ্ করিত। এজন্য অন্য অন্য নামজাদা ডাক্তার অপেক্ষা-ও পতিত ডাক্তারখানার প্রিস্কৃপসন্ কিছু বেশী রকম পাইত। এ সওয়ায় রোগীর বাড়ী হইতে যে ঔষধের মূল্য বলিয়া সে আঠারো আনা পাইত এবং অন্য লোক ঔষধ আনিতে গেলে তাহাকে আঠারো আনা-ই দিতে হইত, সেই ঔষধ ডাক্তারখানাওয়ালাকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া পতিত চোদ্দ আনায় রফা করে, চার আনা তাহার উপরি লাভ।

পতিতের এই ব্যবহারকে নৈতিকরা নিন্দা করিবেন নিঃসন্দেহ; কিন্তু দুঃস্থ রোগীরা "এই বই আর নাই বাছা, এইতে-ই যা ওষুধ হয়, পথ্যি হয়, কেমী যেয়া ক'রে এনে দাও" বলিয়া যখন সতরো আনা-খরচের জায়গায় পতিতের হাতে দুটা সিকি মাত্র গুঁজিয়া দেয়, তখন সে

উপরিলাভের পয়সা হইতে-ই ঔষধের পুরা দাম চুকাইয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পয়সা চারেকের সাবু-মিছরি-ও কিনিয়া দেয়।

তিন চারিটি জানা ডাক্তারখানার সঙ্গে পতিতের বন্দোবস্ত ছিল (বড় বড় ষোলো টাকা ভিজিটের অনেক ডাক্তারের-ও এরূপ থাকে), পতিতের প্রিস্কৃপসন্ সেই সব জায়গাতে-ই পাঠাইতে হইত; অন্য ডাক্তারখানায় না যাইতে পারে, তাহার জন্য পতিত কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিল। জানা ডাক্তার-খানার কম্পাউণ্ডারদের সঙ্গে পতিতের একটা সাঁট ছিল যথা,—যেমন বলিয়াছি তাহার কুইনাইনের নাম রেজিনা রিগালিয়া, Ipeicacuanhæর নাম Vomitonia, Oil Cajuptiর নাম Oil Nebuchadhar, তাহা ছাড়া My Diarrhœa Mixture, My Pain Murderer, My Eye Lotion লেখা প্রিস্কৃপসন্ লইয়া গেলে Bathgate, Smith Stanistreetকে-ও ফিরাইয়া দিতে হইত।

বাগ্‌বাজার, শ্যামবাজার, কাশীপুর, চিৎপুর অঞ্চলে পতিতের কতকগুলি তুলোওয়ালা ও লোহাওয়ালা প্রভৃতি খোট্টা পেশেণ্ট ছিল, তাহাদের ঔষধে সাদা জল না মিশাইয়া পতিত গরম জলের ব্যবস্থা করিত; সাধারণ প্রিস্কৃপসনে সে Aqua puraর বদলে Aqua Machinia (কলের জল) লিখিয়া দিত বটে, কিন্তু ঐ খোট্টাদের বাড়ীর প্রিস্কৃপ্‌সনে সে লিখিত Aqua Hotwa filtra, এই লম্বা নাম ও গরম ঔষধের জন্য হিন্দুস্থানী মহলে পতিতের ভারী খোস্‌নাম বাহির হইয়াছিল।

কম্বুলেটোলা অঞ্চলে একটা গলির মধ্যে ঘর দুই পূজারী ব্রাহ্মণ, এক ঘর ঘটক, এক ঘর শুঁড়ি এবং কয়েক ঘর কংসবণিক জাতীয় গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাস ছিল। এই কংসবণিকদিগের প্রায় সকলের-ই পিত্তল, কাঁসা, তৈজস-পত্রের দোকান ছিল এবং অর্থসঙ্গতি-ও মন্দ ছিল না; এই

গলির মধ্যে শ্রীকান্ত নন্দন মহাশয়ের বাহিরবাড়ীর একটি ঘর পাইয়া এক প্রাচীন কায়স্থ বাস করিতেন।

যে সময়ের কথা হইতেছে, সে সময়ে কলিকাতার ধনী, মধ্যবিত্ত কোন-ও গৃহস্থলোক-ই ভদ্রাসন বাটীর কোন-ও অংশ ভাড়া দিতেন না, দিলে সমাজে নিন্দাভাজন হইতে হইত, একটু খাটো হইতে হইত; কাহার-ও বহির্ব্বাটীতে প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘর থাকিলে, কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতাপ্রবাসী একটু জানাশুনা বিদেশী লোককে অমনি-ই থাকিতে দিতেন। থাকিতে থাকিতে গৃহকর্ত্তা, গৃহকর্ত্রী, অতিথির—দাদা, কাকা, মামা, মামী, খুড়ীমা, ঠান্‌দি প্রভৃতি পাতানো সম্পর্কে আত্মীয় হইয়া যাইতেন; সত্য সত্য-ই আত্মীয় হইয়া যাইতেন, শুধু যে থাকিবার ঘর পাইতেন, তাহা নহে, অন্দর হইতে সময়ে সময়ে দু' একটা তরকারী, দু' পাঁচখানা রুটী তাঁহাদের ব্যবহারের জন্ত আসিত। অসুখ হইলে, বাড়ীর ভিতর হইতে-ই সাবু প্রস্তুত হইয়া আসিত। আবার অপর পক্ষে অতিথি-ও বিনা ভাড়ায় থাকিয়া মাসে দু' টাকা করিয়া বাড়ীওয়ালাকে দিতে হয় বলিয়া, বড়াই করিতেন না; পীড়িতের সেবা করিতেন; বৃদ্ধ-বৃদ্ধার গঙ্গা-যাত্রায় রাত্রি জাগিতেন; ছুটীর দিনে পল্লীগ্রামের শ্বশুরালয় হইতে গৃহকর্ত্রীর কন্তাকে তাঁহার বাপের বাড়ী আনিয়া পৌছাইয়া দিতেন; প্রয়োজন হইলে বাজার করিয়া, এমন কি রান্নার কাঠ পর্য্যন্ত-ও চেলা করিয়া দিতেন। এখন সবাই স্বাধীন, কেউ কাহার-ও নয়; জয় ভারতের জয়!

যে কায়স্থ বাসাড়ে লোকটির কথা বলিলাম, তাঁহাকে সকলে বক্সী-মশাই বলিয়া-ই ডাকিত, পুরা নাম বড় কেহ জানিত না; বহুদিন আপনার কাণে না শুনিয়া এবং কাহার-ও প্রশ্নের উত্তরে মুখে না উচ্চারণ করায় বক্সী মহাশয় নিজে-ই সেটা হঠাৎ স্মরণ করিয়া বলিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। সকলে জানিত, বক্সী মশাই দালালি করেন। হাতে পাইলে

তাহা করিতেন বটে, তবে তিনি চুরি-জুয়াচুরির দিকে না গিয়া যে কোন সদুপায় বা ভদ্রসমাজগ্রাহ্য অসদুপায়ে-ও দু' পয়সা আনিয়া নিজের খরচ চালাইয়া দিতেন। গলির মধ্যে তিনি-ই ইংরাজীনবিশ, অর্থাৎ ট্যাক্সর বিল, মিউনিসিপ্যাল নোটিশ প্রভৃতি পাঁচ সাতবার নিজে পড়িয়া লইয়া প্রতিবেশী বিধবাগণকে ও তাঁহাদের কারবারী ভাসুরপো বা দেওরদের বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। ঐ পাড়াটুকুর মধ্যে তিনি একজন মুরুব্বি গোছের ছিলেন; সুতরাং কাহার-ও বাড়ীর দরজায় রাস্তাবন্দি সাহেব আসিয়া দাঁড়াইলে বা কাহার-ও বাড়ী ডাক্তার বাবু প্রবেশ করিলে মুরুব্বিরূপে তথায় উপস্থিত হইতেন। পতিত এই বক্সী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া রোগী ও তাঁহার আত্মীয়গণকে শুনাইয়া নিঃশঙ্কে তাঁহার অ-পূর্ব্ব-শ্রুত মৌলিক ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিত, আর বক্সী মহাশয় ও গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া, হাসিয়া বা "ঠিক ঠিক" বলিয়া নিজের বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেন।

নন্দন মহাশয়দিগের বহির্ব্বাটীর উত্তরাংশে যে একটি লম্বা দালান ছিল, তাহার পশ্চিমপার্শ্বস্থ কুঠুরিটি বক্সী মহাশয় নিজের ব্যবহারের জন্য পাইয়াছিলেন। সেই দালানে রকের উপর একখানা পরচালা ছিল, সেই চালার আড়ায় একটা পাটের গোছা ঝুলাইয়া বক্সী মহাশয় রকে বসিয় ঢেরায় পাক দিয়া দড়ি প্রস্তুত করিতেছিলেন—এটা তাঁহার প্রায় নি কর্ম্মের মধ্যে ছিল। তিনি কখন-ও দড়ি বিক্রয় করিতেন না, কিন্তু পাটের পয়সা দিয়া পাট কিনিয়া প্রায় প্রত্যহ-ই বৈকালে খানিকটা দড়ি পাকাইয়া মৌতাত বজায় রাখিতেন। কেবল বক্সী মহাশয়-ই নহেন, তখনকার অনেক স্বচ্ছল অবস্থার গৃহস্থের ঘরে কর্ত্তাদের দড়ি পাকানো, জাল বোনা প্রভৃতি হাতে কায করা অভ্যাস ছিল, ইহাতে তাঁহারা কেহ-ই আপনাদিগকে হীন বিবেচনা করিতেন না। হাতের কাযকে ক্রমে হীনতর স্তরে নামাইয়া দিয়াছে ফাষ্টবুকের এ বি সি, চাঁদনীর কামিজ আর

সেমিজ, অনর্গল ধুমোদ্গারী কল এবং মোড়ে মোড়ে এ্যাকেবারে দোকানঘর।

প্রায় সকল বাড়ীতে-ই একখানা কর্ণিক থাকিত, ইমারতের ছোটখাট মেরামত দাগরাজি টাগরাজি বাড়ীর পুরুষদের মধ্যে কেহ না কেহ নিজে-ই সারিয়া লইতেন; খুর্‌সি পিঁড়েখানা, ছোট চৌকী, বাক্সর কব্জা আঁটার কাযটা প্রায় অনেকে-ই আপন হস্তে করিতে পারিতেন, ঘটী, ঘড়া, গাড়ু ফুটো হইলে ঝাংঝালটা-ও কেহ কেহ দিতে পারিতেন; এখন এই সব বাড়ীতে-ই মশারি টাঙাইবার পেরেক পুঁতিবার জন্ম ছুতার ডাকিতে হয়। আরও মজার কথা, সেই বাড়ীর ছেলে-ই ১৯১২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভিতরে শিষের প্যাডিং দেওয়া জুতা পরিয়া ও জন্মে একটা উড্‌পেন্‌সিল পর্য্যন্ত ছুরি দিয়া নিজ হাতে না কাটিয়া জাপানে গিয়া মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিবার জন্ম বাবাকে বা সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে।

মেয়েরা শুধু রাঁধিতেন না; ঢেঁকিতে পা দিতেন, কুলোয় চাল ঝাড়িতেন, জাঁতায় ডাল ভাঙিতেন, বড় বঁটি পাতিয়া ১৫ সের ওজনের রুই মাছ দুই হাতে তুলিয়া অনায়াসে তাহার আঁশ ছাড়াইয়া কুটিতেন, বড়ী দিতেন; আবার কাসুন্দী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন, মুড়ি ভাজিতেন, খই ভাজিতেন, নারিকেল কুরিয়া নাড়ু করিতেন, চন্দ্রপুলি করিতেন, চুলের দড়ি বিনাইতেন, শিকা বুনিতেন, বিচিত্র ফুলদার ছবিওয়ালা কাঁথা সেলাই করিতেন, কড়ির আল্‌না প্রস্তুত করিতেন, বড় বড় পিতলের কলসী কাঁকালে করিয়া নদী বা পুষ্করিণী হইতে জল আনিতেন; আবার ছেলে-ও কোলে করিতেন, তাহাকে খেলা-ও দিতেন, গল্প করিতেন, তাস বা দশপঁচিশ খেলিতেন; কেহ বা রামায়ণ মহাভারত পড়িতেন, কেহ বা শুনিতেন; আবার প্রয়োজন হইলে কোন্দল-ও করিতেন এবং অম্বল, অজীর্ণ, বাত, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ব্যাধিকে

যেন ঝাঁটার চোটে গাঁ-ছাড়া করিয়া রাখিতেন। তাঁহাদের পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার ছিল না — পুরুষদের উপর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল; তাঁহারা বলিতেন দাসী, হইতেন মহিষী।

যাক্ সে সব বর্ব্বরতা অসভ্যতার দিন। এ-হেন বর্ব্বর বক্সী মশাই দড়ি পাকাইতেছেন, এমন সময় পণ্ডিত ডাক্তার অন্দর হইতে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থিত একখানি ছোট চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। বক্সী মশাই পণ্ডিত ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন দেখ্‌লেন?"

পণ্ডিত। একটু বাঁকা।

বক্সী। সরকার গিন্নী-ও নাড়ী দেখে তাই ব'লে গেছেন। সরকার গিন্নীর নাড়ীজ্ঞান অনেক ক'ব্‌রেজের চেয়ে-ও বেশী। আমি দেখেছি, উনি নাড়ী দেখে তিন দিন আগে গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন; সন্ধ্যার ঝোঁকে কি আড়াই প'হরের সময় যাবে, তা-ও ব'ল্‌তে পারেন।

পণ্ডিত। আমার বট্‌ঠাকুর্দ্দা শম্ভু ক'ব্‌রেজ মশাই—নাম শুনেছেন বোধ হয়?—রুগীর নাড়ী দেখে রুগী কি কুপথ্যি ক'রেছে, তা-ও ব'লে দিতে পার্‌তেন।

বক্সী। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! সে সব-ই চ'লে গেল। ডাক্তার মশাইরা রুগীর কব্জাটা হাত দে' চেপে ধরেন মাত্তর, ও বিদ্যে মোটে-ই নেই।

পণ্ডিত। তা ব'ল্‌তে পারেন। তবে আমি জাতবদ্দি, নাড়ীজ্ঞানটা আমাদের বংশগত বিদ্যে।

বক্সী। এ জ্বরটাকে আপনারা কি বলেন?

পণ্ডিত। লিভারিশ ফিবারিশ রেমিট্যান্স।

বক্সী। তাই ত'—তবে-ই ত'—বড় শক্ত কথা! ঐ মোড়ের বাড়ীর সুরেন মেডিকেল কালেজে প'ড়্‌ছে, সে ব'ল্‌ছিল যে কমা না কি হ'য়েছে।

পতিত। হাঁ, পরশু অবধি কমা-ই ছিল বটে, কাল থেকে একটু একটু সেমিকোলন-ও দেখা যাচ্ছে।

বক্সী। (সচকিতে) বটে! তবে ত' ফুলিষ্টপ পর্য্যন্ত—

পতিত। তা' কি এত দিন বাকি থাক্তো, তবে আমার জাক্ষিবার মিক্শ্চারটা সময়ে প'ড়েছিল আর হাইপ্রেট কলেরা অয়েলটা-ও বিশেষ উপকার ক'রেছে। আর ভয় নেই; এখন এই লিবারটা—

বক্সী। কর্ত্তার লিবার হবে কেন? লিবার ত মদ খেলে-ই হয় শুনেছি; উনি সাত্ত্বিক মানুষ, নিত্য গঙ্গাস্নান সন্ধ্যাহ্নিক করেন, কোন রকম নেশার সম্পর্ক রাখেন না, ওঁর লিবার! কলিতে সব-ই উল্টো। চেষ্ট্‌টা কেমন দেখ্‌লেন?

পতিত। এসটেথেস্কোপ্‌ বসালে খালি একটা গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যায়, আর কিছু-ই নয়, তাতে-ই বোধ হয় হার্টটা—

বক্সী। হার্ট? হার্ট মানে ত অন্তঃকরণ; সেটা কি বুকে থাকে নাকি?

পতিত। ধাত বুঝে, কর্ত্তার সেটা বুকে-ই আছে, ক্রমে-ই বড্ড বড় হ'য়ে প'ড়েছে। বক্সী মশাই, যদি মড়া কেটে ডিসেক্‌টেসন ক'র্তেন, তা'হলে দেখ্‌তে পেতেন, মানুষের ভেতর কি সব আশ্চর্য্য ব্যাপার! স্ত্রী পুরুষে কত তফাৎ, এক একটা জাতের এক একটা অর্গান দুটো তিনটে করে-ই আছে, আবার এক একটা জাতের সে অর্গান মোটে-ই নেই। অর্গান বোঝেন ত'?

বক্সী। বুঝি বই কি ডাক্তার মশাই, সব জ্ঞান-ই একটু আধটু বুঝি; পার্‌লুম্‌ না কেবল বুঝ্‌তে ব্রহ্মজ্ঞান।

পতিত। ইংরেজদের অর্গান কখন' কখন' বাজে, তা' জানেন?

বক্সী। না, তা' জান্‌তুম না।

পণ্ডিত। আজ্ঞে, আমি এনাটমি খুলে দেখাতে পারি। এই হার্ট সবার-ই কি বুকে থাকে? তা নয়, কারো কারো বা দুটো হার্ট থাকে—যেমন মেয়েদের মধ্যে। হার্ট বড় আশ্চর্য্য জিনিস, এ আর কত বোঝাব আপনাকে; এই এস্‌টেথেস্‌কোপ দিয়ে দেখেছি, যারা মুক্ষু সুক্ষু মানুষ, লেখা পড়া জানে না, তাদের হার্টগুলোর একেবারে বুক জোড়া শব্দ হ'চ্ছে, যেন ঢেঁকি প'ড়ছে—ভয়ঙ্কর ব্যাপার আর কি! কিন্তু লেখাপড়া শিখ্‌তে শিখ্‌তে ব্রেণের ঘি যত গরম হ'য়ে ওঠে, হার্ট-ও তত ছোট হ'য়ে আসে। ম্যালেরিয়া হ'লে যেমন স্পালিং বা পিলে বড় হয়, মুক্ষু হ'লে-ও তেমনি হার্ট বড় হয়; ডাক্তার কল্‌সিন্থ বলেন যে অনেক সাহেবের হার্ট এ দেশের গরম সহ্য ক'র্‌তে না পেরে বুক থেকে নেমে পেটে প'ড়ে যায়।

বক্সী। সর্ব্বনাশ, নাড়ীতে চাপ পড়ে না?

পণ্ডিত। বলেন কি মশাই, কার কথা হ'চ্ছে? ওরা রাজার জাত, আমাদের মত কি শুক্‌নো চাম্‌ড়ার পেট? ওদের রবারের পেট, যত টানো তত বাড়ে।

বক্সী। ঠিক্ ঠিক্ "তেজীয়সাং ন দোষায়"; তেজস্বী পুরুষ ওঁরা, ওঁদের উদোর, অন্তস্করণ, বক্ষে-ই যকৃৎ থাক্‌তে পারে, তাতে আর বিচিত্রতা কি!

পণ্ডিত নিজে ডাক্তারী বিদ্যার বিস্তার-বাহুল্য ব্যাখ্যা করিবার অবসর পাইলে আর সকল কথা ভুলিয়া যায়; বক্সী মহাশয়ের মত শ্রোতা-ও তাহার সহজে মিলে না; গল্প বেশ জমিয়া গিয়াছে। হুঁকা এ হাত ও হাত ফিরিতেছে, এমন সময় একটি ছেলে ভয়ব্যাকুল মুখে বাড়ীর ভিতর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "ডাক্তারবাবু, শীগ্‌গির আসুন, শীগ্‌গির আসুন; পিসীমা ব'ল্লে, দাদা যেন কেমন কেমন ক'চ্ছে।" পণ্ডিত ও বক্সী মশাই তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর যাইলেন, বালকটি-ও পেছনে পেছনে গেল।

এই বহু প্রাচীন বাটীর দ্বিতলের একটি কক্ষ শ্রীকান্ত নন্দন মহাশয়ের

শয়ন গৃহ। আটষট্টি বৎসর পূর্ব্বে এই বাটীর নিম্নতলে একটি অর্দ্ধান্ধকার গৃহে শ্রীকান্ত পৃথিবীর আলোক প্রথম দেখিয়াছিলেন। বাসনের কারবারে তাঁহারা বংশানুক্রমে ধনোপার্জ্জন করিতেন, অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল; শিশুর জন্মে বাড়ীতে আনন্দোৎসব পড়িয়াছিল। দলে দলে ঢোল আসিয়া বাজাইয়া গাহিয়া টাকা কাপড় পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইয়াছিল; ধাত্রী তসরের কাপড় ও নগদ আট টাকা পাইয়াছিল, হিজড়া বিদায় পাইয়াছিল। ষেঠেরা পূজার দিন পঁচিশটি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ তৈজস্ নগদ মুদ্রা ও বস্ত্র পাইয়াছিলেন। ষষ্ঠীপূজার পর শুভাশৌচের জন্ত এক মাস ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ থাকায় বহু ভিখারীকে চাউল ও পয়সা দেওয়া হইয়াছিল। কত ঘটায় কত আনন্দ-নাড়ু ভাজিয়া কত কুটুম্ব স্বজাতিকে ভোজন করাইয়া খোকার শুভান্নপ্রাশন ও শ্রীকান্ত নামকরণ হইয়াছিল। এই বাটীতে সে বাল্যলীলায় কত খেলা খেলিয়াছে, কত উৎপাত করিয়াছে, কত কোলে উঠিয়াছে, কাঁধে উঠিয়াছে, কত ধমক কত প্রহার খাইয়াছে, কত হাসিয়াছে, কত কাঁদিয়াছে। এই বাটী হইতে সে তাড়ি বগলে করিয়া ঘোষেদের পাঠশালায় যাইত, চৌদ্দ বৎসর বয়সে পাঠশালা ছাড়িয়া সে এই বাটী হইতে-ই নিজের শ'বাজারের পৈতৃক দোকানে কাজ শিখিতে যাইতে আরম্ভ করে। পনেরো বৎসর বয়সে সে একটি সাত বৎসর বয়সের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এই বাটীতে-ই আনয়ন করে। যৌবনে আজ যে কক্ষে তিনি রোগশয্যায় শায়িত, সেই কক্ষে-ই অবগুণ্ঠনবতী ষোড়শী সহধর্ম্মিণীর সহিত তিনি সেকেলে ধরণের প্রথম প্রেমালাপ করেন। সে প্রণয় সম্ভাষণে লজ্জাশঙ্কাজড়িত মধুর ফিস্ ফিস্ পার্শ্বের ঘরে শায়িত বৃদ্ধা ঠান্‌দিদি-ও শুনিতে পান নাই, সুতরাং সে কথাবার্ত্তার সংবাদ আমি-ই বা কি করিয়া জানিব? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নিজের দোকানের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া শ্রীকান্ত নন্দন মহাশয় এই ঘরে বসিয়া-ই অর্থোপার্জ্জনের কত নূতন

উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছেন, ঐ ঘরে বসিয়া-ই দ্বারে খিল দিয়া ঐ দেওয়াল-পার্শ্বস্থিত লোহার সিন্দুক খুলিয়া মোহর, টাকা, আধুলি, সিকি গণনা করিয়াছেন। আবার ঐ ঘরে বসিয়া তিনি সন্ধ্যা আহ্নিক ইষ্টমন্ত্র জপাদি করিয়াছেন। ঐ ঘরে বসিয়া-ই তিনি বৎসর বৎসর বাড়ীর দুর্গোৎসবের খরচের ফর্দ্দ করিয়াছেন, আবার ঐ ঘরে বসিয়া-ই কত লোককে জব্দ করিবেন স্থির করিয়াছেন, ঐ লোহার সিন্দুকের উপরিস্থিত কাঠের বাক্স হইতে ছোট আদালতে নালিশ করিবার খরচার টাকা বাহির করিয়াছেন। যে নিম্নতলস্থ গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গৃহে-ই ক্রমে তাঁহার পুত্র-পুত্রী, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রীগণ ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। আজ এই সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বিষাদ, কলহ, মিলন, ক্রোধ, শান্তি, লাভ, ক্ষতি, তর্জ্জন-গর্জ্জন, মধুর ভীষণ প্রভৃতির স্মৃতি-বিজড়িত পুরাতন প্রিয়কক্ষে শ্রীকান্ত নন্দন মহাশয় তাঁহার শেষ শ[illegible] শায়িত। এ সুখ না দুঃখ? ভাগ্য না অভাগ্য? বোধ হয় যখন এ স[illegible] ছাড়িয়া যাইতে-ই হইবে, মরণ যখন জীবনের সহিত এক সূত্রে গ্রথি[illegible] তখন যে দেশে জন্মিয়াছি, সেই দেশে মরা-ই ভাল; যে গ্রামে [illegible] পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সে গ্রাম বা পল্লীতে মরা-ও ভাল; আর [illegible] স্থানে জন্মিয়াছি, তাহা পর্ণ কুটীর-ই হউক আর অট্টালিকা-ই হউক, জীবন গ্রন্থের সমস্ত অধ্যায় সমাপ্ত করিয়া সেই স্থলে মরা-ই ভাল; মরা-ও সুখ, মরা-ও সৌভাগ্য!

কক্ষটির পশ্চিমের দিকে দুইটি বড় বড় কাঠের সিন্দুক। একটা সিন্দুকের উপর একটা টিনের তোরঙ্গ, একটা চামড়ামোড়া বেতের পেঁটরা, আর একটা সিন্দুকের উপর একটা স্বাতর ও দুটা ছোট কাঠের হাত-বাক্স, একটি তামার ঘটিতে এক ঘটি গঙ্গাজল; সিন্দুক দু'টির তলায় যে কতকগুলি পাথরের খোরা, থালা ও খান দুই বড় বঁটি আছে, তাহা বাহির হইতে-ই বেশ বুঝা যায়। উত্তর দিকে দেওয়ালের ধারে একটি বড়

লোহার সিন্দুক, তাহাতে ছুইটি বড় বড় জগন্নাথের তালা লাগানো; সিন্দুকের উপর খেরোর ঘেরাটোপ দেওয়া কাঠের বাক্স, সিন্দুকের সম্মুখভাগ সিন্দুর-চন্দন-লিপ্ত। ঘরের কড়ি হইতে একটি কড়িবসানো আন্‌লা ঝুলানো; তাহাতে ময়লা, আধ-ময়লা, ফর্সা, পাঁচ ছয়খানা কাপড় ঝুলিতেছে। ঘরের দেওয়ালে কাঠের ফ্রেমে কাঁচ বসাইয়া বাঁধানো কালীঘাটের কালীর ছবি, জগদ্ধাত্রীর ছবি, দুর্গার ছবি, নবনারী-কুঞ্জরের ছবি, কালীয়দমনের ছবি, আর রোগীর যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেখানে একখানি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির ছবি টাঙ্গানো আছে। একখানি খুব উচ্চ খট্টায় তাঁহার বিছানা পাতা, তাহার উপর অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে শ্রীকান্ত নন্দন মহাশয় উত্তানভাবে শায়িত। দক্ষিণ হস্তখানি বক্ষের উপর স্থাপিত; অঙ্গুলির ভাব দেখিয়া বুঝা যায়, তিনি যেন কর জপিতেছেন। শিয়রে একখানি উঁচু চৌকা চৌকির উপর তিনটা ঔষধের শিশি, একটা ছোট কাঁচের গেলাস, একখানি কাল পাথরের রেকাবিতে কতকটা মিছরি, একটা ভাঙ্গা বেদানা, গোটাকতক পানিফল ছড়ান-ও রহিয়াছে।

সেই সাত বৎসরের ক'নে আজ ঠাকুরমা—গৃহিণী, চকচ'কে কালপেড়ে শাড়ী পরিয়া, শুভ্রকেশমধ্যস্থ সিঁথি রগ্‌রগে সিন্দুররাগে ভূষিত করিয়া ধপ্‌ধ'পে শাঁখা আর টক্‌ট'কে সোণার খাড়ু পরা দক্ষিণ হস্তখানি পতির পদের উপর স্থাপন করিয়া আর্দ্র নয়ন নত করিয়া আছেন। রোগীর গৃহতল ও সম্মুখস্থ বারান্দা ভরিয়া নন্দন মহাশয়ের ভাই, ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, পৌত্রী, দৌহিত্রী, ভ্রাতৃজায়া, পুত্রবধূ, পৌত্রবধূ, দৌহিত্রবধূ এবং অন্যান্য পরিজনগণ উৎসুকমুখে চক্ষু মুছিতেছেন।

রোগীর গৃহে এরূপ ভিড়, স্বাস্থ্যতত্ত্বমতে অসভ্যতা, কিন্তু শেষ যাত্রাকালে এই সোণারহাট-ধূমাবৃত দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বিদায় লওয়া বুঝি মর্ত্ত্যে-ই স্বর্গের প্রথম আভাস!

পতিত ডাক্তারের পিছু পিছু বক্সী মহাশয় সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, মেয়েরা ঘোম্‌টা একটু বেশী করিয়া টানিয়া নামাইয়া দিলেন; খাটের ও-ধারে পাড়ার সরকার-গিন্নী দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি শুভ্রবসনপরিহিতা বর্ষীয়সী বিধবা, বামবক্ষের উপর আঁচলের খুঁটে বাঁধা একথোলো চাবী ঝুলিতেছে, মালার কুঁড়োজালিটি দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া, দক্ষিণ বক্ষের উপরে স্থাপিত চাবীর পাশে কুঁড়োজালি,—ইহকাল ও পরকাল এক সঙ্গে—সংসারে এই সাধনা।

পতিতকে দেখিয়া-ই সরকারগিন্নী বলিয়া উঠিলেন, "ও পতি, এ কি হ'ল?" ডাক্তার তাড়াতাড়ি নন্দন মহাশয়ের হাতখানি তুলিয়া টিপিয়া ধরিল, হাত নামাইয়া দিয়া-ই লোহার সিন্দুকের উপর হইতে কাগজ পেন্সিল লইয়া প্রিস্কৃপ্‌সন লিখিতে বসিয়া গেল। সরকার-গিন্নী বলিলেন, "ও পতি, লিখছিস্ কি রে, চোখ পানে চেয়ে দেখ্।" কাগজ রাখিয়া পতিত তাড়াতাড়ি এক হাত নাড়ীর উপর রাখিল, আর এক হাত বালিশের উপর রাখিয়া ঝুঁকিয়া রোগীর চক্ষু দেখিল; দেখিয়া-ই "তাই ত' তাই ত'" করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। সরকার গিন্নী বলিলেন, "কি দেখ্‌লি রে?" "আবার দেখ্‌বো কি! মা'কে সরিয়ে নাও, সরিয়ে নাও" বলিয়া-ই পতিত জামার বোতাম খুলিতে লাগিল। সরকারগিন্নী বলিলেন, "কি মনে হয়?"

পতিত বলিল "আর মনে হবে কি? আমার অন্নদাতা—অন্নদাতা—ছেলের মত ভালবাস্‌তেন!"

পতিত ততক্ষণ চাদর ফেলিয়া দিয়াছে, জামা খুলিয়া ফেলিয়াছে। "ধর ধর" বলিয়া-ই সে ঘুরিয়া গিয়া পায়ের দিকের তোষকের এক খোঁট্ ধরিল, অনুজপুত্রেরা আসিয়া ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধকে নামাইল। রোগীকে নীচের দালানে আনিয়া শোয়াইয়া-ই পতিত বলিল, "মাথার কাছে একটা তুলসীগাছ

রাখ, মুখে একটু গঙ্গাজল দাও, আর আমাকে একটা টাকা শীগ্‌গির দাও।" পিসীমা বাক্স হইতে টাকাটা বাহির করিয়া পণ্ডিতের হাতে দিবামাত্র পণ্ডিত খালি পায়ে খাট আনিতে ছুটিল; যত শীঘ্র পণ্ডিত খাট আনিয়া ফিরিল, বাড়ীর আর কেহ যাইলে তত শীঘ্র পারিত না। পণ্ডিত এখন আর ডাক্তার নয়, সে ডাক্তারি বিদ্যা ভুলিয়াছে, বঙ্কুঘোটাপা ভুলিয়াছে, তার ষ্টেথস্‌কোপ্‌ কোথায় গড়াগড়ি যাইতেছে। সে এখন বাড়ীর ছেলে—বুড়োর ছেলে! (ছি ছি এ কি ডাক্তার, একটু ডিগ্‌নিটি নেই!) "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে! হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে!" বিষাদপূর্ণ গম্ভীরকণ্ঠে পুরুষরা এই রব করিতে করিতে খাট তুলিয়া ধরিলেন, বামাকণ্ঠে করুণ রোল উঠিয়া পল্লী পরিপূরিত করিল। গলির দুধারের বাড়ীর লোকরা-ই স্ত্রী-পুরুষে চক্ষু মুছিতেছে, শিশুরা হাঁ করিয়া মা ঠাকুরমা'র মুখপানে চাহিতেছে।

* * * * * *

পরদিন প্রাতে বেলা সাতটার সময় সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া নগ্নপদে বাড়ী ফিরিলেন, পণ্ডিত-ও সঙ্গে; দ্বারের বহির্ভাগে স্থাপিত পূর্ণ কলসীকে সকলে প্রণাম করিল, অগ্নি ও লৌহস্পর্শ করিল, একটা খাঁসারির ডাল দাঁতে ঠেকাইয়া ফেলিয়া দিল। বাড়ীর লোক যাহা করিল, ডাক্তার-ও তাহা করিল। সেই সময়ে অন্দরে আর একবার ক্রন্দন-রোল উঠিল; বহির্বাটীতে বসিয়া সকলে সরবৎ পান করিলেন ও মুখে মিষ্ট দিলেন। তাহার পরে পণ্ডিত নিজের জুতা, জামা, ছাতা ও ষ্টেথস্‌কোপ্‌ লইয়া নিজ বাটী ও অন্যান্য রোগীর বাটীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

* * * *

এক মাস পরে অবস্থোচিত সমারোহে শ্রীকান্ত নন্দন মহাশয়ের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। বৃষ, ষোড়শ, অধ্যাপক বিদায়, কাঙালী

বিদায়, ব্রাহ্মণ-ভোজন, প্রতিবেশী-পরিচিত-স্বজন-ভোজন, জ্ঞাতি-ভোজন সব-ই হইয়া গেল।

শ্রাদ্ধে সকালে পতিত দরজায় দরোয়ানী করিয়াছে, কাঙালী-ভোজনে কোমর বাঁধিয়াছে, শূদ্র-ভোজনের দিন চাঙারী ঘাড়ে করিয়া পরিবেশন করিয়াছে ; কয়দিন নিজে পেট ভরিয়া খাইয়াছে, ছেলেদের জন্য মোট বাঁধিয়া খাবার লইয়া গিয়াছে ; নিয়মভঙ্গের দিন-ও একটা মৃগেলমাছ, একখানা দই ও এক চাঙারী সন্দেশ বাড়ী পঁহুছিয়াছে।

* * * *

আর সে পতিত ডাক্তার নাই ! সে ডাক্তারের জাতি-ই লোপ পাইয়াছে ! এই সত্তর বৎসর বয়সের সময় ভাবিতেছি যে শেষ দিনের ত' আর বিলম্ব নাই। যখন সে দিন আসিবে, তখন কোথায় মূর্খ ডাক্তার পাইব, যে আমার ঔষধের ব্যবস্থা দিবে ! ঔষধ কিনিয়া আনিয়া সাবু, বেদানা কিনিয়া আনিয়া দিবে ! গিন্নীকে জোর করিয়া খাইতে পাঠাইয়া দিয়া, নিজে শিয়রে বসিয়া বাতাস করিবে ! আর খাটের এক কোণ ধরিয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া আসিবে !

কৌলিক দুর্গোৎসব।

১

আবার পূজো এসেছে ; আশ্বিনের বাতাস যেন পূজো ব'য়ে আনছে, শরতের নূতন রৌদ্র যেন পূজা ফুটিয়ে তুলছে, মনের ভিতর সব ভাবনা, সব চিন্তা, সব ঝঞ্ঝাট-ঝড়ের ভিতর থেকে-ও যেন কেমন একটা পূজা উকি ঝুঁকি মেরে উঠ্‌ছে। আবার পূজা এসেছে—বাঙলা হেসেছে।

এ পূজা, শরতের এ দুর্গাপূজা,—বাঙলার নিজস্ব পূজা ; এ উৎসব বাঙলার নিজের—বাঙালীর নিজের। যেথায় বাঙালী, সেথায় দুর্গাপূজা ; বস্‌রা, বাগ্‌দাদ, বিলাত যেখানে-ই বাঙালী থাকুক, সেইখানে-ই দুর্গাপূজার সময় একটু আনন্দ না ক'রে থাক্‌তে পারবে না। পূজার সময় বাঙলায় সকলে-ই বাঙালী ; পূজায় বাঙলায় মাড়োয়ারী বাঙালী, হিন্দুস্থানী বাঙালী, ভাটিয়া, মাদ্রাজী, বোম্বাই বাঙালী, বাঙলার মুসলমান-ও পূজায় আনন্দ করে, ইংরাজ-ও আনন্দ করে। তাই ব'ল্‌ছি আবার পূজো এসেছে— আবার বাঙলা হেসেছে। ইহাকে কেউ চাপিয়ে রাখতে পারবে না। তুমি হাজার সভ্যতার ভাণ কর, হাজার নবধর্ম্ম অবলম্বন কর, হাসির সঙ্গে যত-ই তোমার বিষদৃষ্টি হ'ক্‌, বাঙলার মুখে, চোখে, [illegible] যে আশ্বিনে-হাসি শিশিরশিক্ত শেফালীর মত, শরতের পদ্মের মত প্রকৃতির প্রেরণায় আপনা আপনি ফুটে উঠে, তার একটি পাপ্‌ড়ি-ও ছিঁড়ে ফেল্‌বার, সেই বর্ষাধৌত নূতন জ্যোৎস্না-মাখানো হাসি মুছে ফেল্‌বার সাধ্য তোমার নাই।

ঐ শুন আবার বেজে উঠ্‌ল পূজার ঢোল, আবার ঘরে ঘরে আনন্দ-রোল। বাজারে বাজারে কেনা-বেচার কি জীবন্ত গোল! বাপের বড় টানাটানি, ফি-বছরে-ই টানাটানি, পূজায় ভাবনা, পূজায় কষ্ট, কিন্তু

ছেলেমেয়েরা এসে আব্দার ক'রে যদি না বলে, "বাবা, কবে আমার নূতন জামা, নূতন কাপড়, নূতন জুতো, নূতন চুড়ি হবে?" তাতে যেন আর-ও কষ্ট। পূজার কেনা-বেচা নিয়ে পরিবারের সঙ্গে একটু খিচি-খিচি, একটু মান-অভিমান, একটু হাসি-কান্না, একটু নওলা-দওলা না হ'লে যেন সে মিষ্টি-কষ্ট আর-ও মিষ্টি হয় না।

আনন্দময়ী মা আমার, বাঙালীর কষ্টকে মিষ্ট ক'র্‌তে, তুমি এই আশ্বিনে আশ্বিনে মঙ্গলময়ী মূর্তিতে এসে দেবীরূপে, জননীরূপে, কন্যারূপে বাঙালীর মনের মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ো!

কিন্তু এক দিন, সে-ও খুব বেশী দিনের কথা নয়, এই পূজায় বাঙলায় যে আনন্দ বাজার ব'স্‌তো, বাঙলার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, প্রাসাদে অট্টালিকায়, পর্ণকুটীরে, হাটে, ঘাটে, মাঠে, বাটে আনন্দের যে মেলা চ'ল্‌তো, তার তুলনায় আজকালকার উৎসব উৎসব-ই নয়। সে বড় তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলে নদী-বক্ষ আলোড়িত ক'রে থেমে গেছে, এখন জেরের হিসাবে গোটাকতক ছোট-খাট ঢেউ উঠে মাত্র। এখন টাকার দাম ক'মে গিয়েছে, তখনকার চার আনার জিনিষে এখন দেড় টাকা দিতে হয়; ভক্তির গঙ্গায়-ও ভাঁটা প'ড়েছে, স্বল্পে এখন কেউ সন্তুষ্ট নয়, যে ধরণের নূতন কাপড় নূতন জুতা পেয়ে আমরা ছেলেবেলায় আহ্লাদে আটখানা হ'য়েছি, এখনকার অনেক চাকর-ও সে রকম কাপড় পেলে মুখ সিঁট্‌কায়। তার উপর আবার রেল কন্‌সেসনে আফিম ধরিয়ে মৌতাত জমিয়ে দিয়েছে, এখন ষষ্ঠীর সকাল হ'তে না হ'তে-ই বাস্তু ছেড়ে অনেক বাঙালী ছুটে বেরোন, অষ্টমীর খিচুড়ীভোগ আনন্দ ক'রে খাওয়ার চেয়ে হাওয়া-খাওয়া এখন তাঁদের বেশী মিষ্ট লাগে; টেলিগ্রাফে মাকে পাঠান বিজয়ার প্রণাম, পরিবারকে আলিঙ্গন।

হায় রে সেকাল! সত্য সেকালের সব-ই কিছু ভাল নয়, কিন্তু এই

পূজার বেলায় সত্যি সত্যি-ই বলি "হায় রে সেকাল"। তখনকার পূজা এক একটা দিক থেকে দেখ্‌লে জাতির প্রাণে এক একটা ভাব যেন ফুটে উঠেছে দেখা যেত'। নবমী পূজার কাদা-মাটিতে আর বিজয়ার লাঠী তরোয়াল খেলাতে বাঙালীর প্রাণের বীরভাব বদ্ধিত হ'ত; আগমনী-গান শুন্‌লে ও অন্তঃপুর পানে চাইলে বঙ্গনারীর প্রাণে মাতৃভাবের যে মধুর বিকাশ প্রকটিত হ'ত, আর সাদর আপ্যায়নে আদান প্রদানে অন্যকে আনন্দ প্রদান ক'রে নিজে আনন্দিত হবার যে অতুল সুখ, তা' হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভূত হ'ত।

আঃ সে কি আমোদ-ই গিয়াছে! কি সে সব বড় বড় মহানৈবেদ্য সাজানো, ঘড়ি-ঘন্টা-কাঁসরের কি সে ভক্তিমাখা ঝন্‌ঝনা। বাজাতে বাজাতে ঢাকিঢুলিদের কি সে উন্মাদ নাচন! ধূপ-ধুনার গন্ধে সুরভিত পল্লীতে পল্লীতে কি সে খাওয়া দাওয়া, বাঁধা-ছাঁদা! ফলারে ও দক্ষিণায় ব্রাহ্মণের আনন্দ, নূতন কাপড় প'রে ঘুরে ঘুরে ছেলেদের আনন্দ, নৈবেদ্য বইতে বইতে পাড়ার ছেলেদের ব'কে-ঝ'কে চাকরদের আনন্দ, খোকাকে পোষাক পরিয়ে বাবার আনন্দ, নাতি কোলে ক'রে ঠাকুরদাদার আনন্দ, বাড়ী বাড়ী খই-মুড়্‌কী নারিকেল নাড়ু পেয়ে ভিখারীর আনন্দ, মদ খেয়ে মাতালের আনন্দ, বড়বাজারে গাঁট কেটে চোরের আনন্দ, তাকে কেউ ধরিয়ে দিলে পাহারাওলার আনন্দ, সে হাত ফ'স্‌কে পালিয়ে গেল, নিদেন যে ধরিয়ে দিছ্‌লো, তাকে ধরে-ও পাঁড়েজীর মহা আনন্দ। আর এক এক পূজাবাড়ীতে এক এক রকম আনন্দ; কোন কোন বাড়ীতে আনন্দের চোটে কত রকম মজার রং-ও ঘটে গেছে; সেই রকম একটা মজার গল্প মনে প'ড়্‌ছে, শোন্‌ ত বলি:—

জেলা ঠিক মনে আছে—পাবনা, কিন্তু গ্রামখানির নামটি ভুলে যাওয়ার-ই সুবিধা মনে ক'চ্ছি, তবে গ্রাম সহর থেকে বেশী দূরে নয়, বরাবর

পাকা রাস্তা। ইতর-ভদ্র অনেক লোকের বসতি। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি প্রভৃতি অনেক লোকের বাস থাক্‌লে-ও গ্রামখানি বৈদ্য-প্রধান। গ্রামে চিকিৎসাব্যবসায়ী বৈদ্য থাকিলে-ও আমি যাঁহাদের কথা বলিতেছি, ইদানীং তাঁহারা কেহ-ই জাতি-ব্যবসায় করিতেন না। সকলের-ই কিছু জমী জমা ও তেজারতী ছিল। আর 'বড় বাড়ী' 'ছোট বাড়ী' 'উত্তরের বাড়ী' ও 'পূবের বাড়ী'র মালিকেরা রীতিমত জমীদার ছিলেন। বড় বাড়ী ও ছোট বাড়ীর বাবুরা রায় উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, আর উত্তরের ও পূবের বাড়ীর কর্ত্তারা সেনে-ই সন্তুষ্ট ছিলেন।

বৈদ্যরা সকলে-ই শক্তি-উপাসক, বামাচারী কৌল; রায়-বংশের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কেহ কেহ শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ও-অঞ্চলে একটা কথা প্রচলিত আছে এবং পাবনা জেলার তখনকার লোকে রায় মহাশয়দিগের বাটীর কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহাদের দৈবানুগ্রহ লাভ ও অলৌকিক শক্তির অনেক গল্প করিত। সকল বাড়ীতে-ই দুর্গোৎসব ও শ্যামাপূজা হইত, রায়েদের বড় বাড়ীর ধুমধাম সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। মহানৈবেদ্যে চাউলের পরিমাণ দুই মণ, নৈবেদ্যের শিরোভাগস্থিত আগমণ্ডাটির ওজন প্রায় দশ সের; অন্যান্য উপকরণ-ও তদুপযুক্ত। মোটা দড়ীর শিকায় নৈবেদ্যখানি বসাইয়া, শিকাটি একটি বাঁশের মাঝে ঝুলাইয়া ছয় জন জোয়ান বেহারা বাঁশের দুই দিকে কাঁধ দিয়া ঐ নৈবেদ্য পূজান্তে রায় মহাশয়ের গুরুবাড়ী পৌছাইয়া দিয়া আসিত। বলিদানের জন্য সরকারী বরাদ্দ ছিল, পঞ্চান্নটি ছাগ ও পাঁচটি মহিষ; এ সওয়ায় বৎসরের মধ্যে লোকের পীড়ারোগ্য ও মোকদ্দমা জিতের মানত স্বরূপ আর দশ বারোটি ছাগ-ও ঐ দিন মুক্তিপথের পথিক হইত; গ্রামের লোকের মানত হিসাবে-ও প্রতি বৎসর পনেরো ষোলটি ছাগ হাড়কাটের সাহায্যে হাঁড়িলোক প্রাপ্ত হইত।

পূজার সময় প্রতিমার সম্মুখে দুইদিকে বারোটি করিয়া চব্বিশটি ডাব রক্ষিত হইত। ডাবগুলির মধ্যে অর্দ্ধেক তাহাদের নিজের জল, আর অর্দ্ধেক কারণ-বারি। কর্ত্তারা প্রত্যহ-ই কারণ করিয়া উপাসনা করিতেন, বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে অনেক উপাসক মিলিত হইয়া কারণের মাত্রা কিছু বাড়াইয়া দিতেন; আর দুর্গোৎসব ও শ্যামাপূজার সময় কারণের ঢেউ উঠিত। ছেলেমেয়েদের-ও সে সময় কারণ-পাত্রে আঙুল ডুবাইবা জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিতে, নিদেন কপালে-ও টিপ করিয়া পরিতে হইত।

দেবী পক্ষারম্ভে বোধনের দিন হইতে কারণ পান ও আগমনী গানের ঘটা আরম্ভ। সকলে-ই পান করিতে ও গান গাহিতে পারিতেন। বাটীর কর্ত্তা ও অন্যান্য বয়স্ক পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া, চাকর-বাকর, খান্সামা, সর্দ্দার, পাইক, নগ্‌দী, ভুঁইমালী, ঢাকী, ঢুলী, সকলে-ই কারণপানে ও ভক্তিভাবে আনন্দে উন্মাদ হইত।

গুরুদেবের নামে-ই পূজার সঙ্কল্প ইহাঁদের কুলপ্রথা, সুতরাং দেবীকে বরাবর অন্নভোগ দেওয়া হইত এবং ভয়, ভক্তি, খাতির বা লোভে ব্রাহ্মণাদি প্রায় সকলে-ই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ইহাঁদের বাড়ী প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন; বিশেষ অত পরিমাণ মহাপ্রসাদ তখনকার কালে সর্ব্বদা সকলের ভাগ্যে জুটিত না; কর্ত্তার হুকুম ছিল যে এমন বড় বড় পাঁঠা কিনে আন্‌বি যেন তার পিঠে চ'ড়ে বাড়ী আস্‌তে পারিস্। সে পাঁঠার লোভ পরিত্যাগ করা অনেক চাটুয্যে, চক্রবর্ত্তী, শাণ্ডেল, লাহিড়ী মহাশয়দের পক্ষে-ও দুষ্কর হইয়া উঠিত।

সে রকম ভূরি-ভোজন এখন আর দেখা-ই যায় না; সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া চল্লিশ পঞ্চাশ খানা গ্রাম্ পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ, সেই অভ্যর্থনা আপ্যায়ন, সেই দীয়তাং ভুজ্যতাং। তখন কয়েকটি পূজাবাড়ী ভিন্ন গ্রামের অন্যান্য সকল বাড়ীতে-ই তিন দিন উনুন জ্বলিত না।

ঐশ্বর্য্যাভিমানে ও জাতিগর্ব্বে রায় মহাশয়েরা সকল সময়ে বড় যার তার সঙ্গে মিশিতেন না, মাথাটা সতত যেন একটু উঁচু করিয়া থাকিতেন, কিন্তু এ তিন দিন অন্য ভাব, এ তিন দিন গলবস্ত্র, জোড়-হস্ত, প্রতিমার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি, গুরুপুরোহিতাদি ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি, নিমন্ত্রিত অভ্যাগত অতিথি ভিখারীদিগের সম্মুখে-ও কৃতাঞ্জলি। আমাদের জাতিভেদ আছে, কিন্তু সে জাতিভেদ পাতের, আঁতের নয়, এক পংক্তিতে আহার করিতে আমাদের আপত্তি, কিন্তু সর্ব্বজাতিকে অন্তরঙ্গ করা আমাদের প্রকৃতি। তাই রায় মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণে দুলে, কাওরা, হাড়ী, বাগ্‌দী সকলে-ই নিমন্ত্রিত, সকলে-ই প্রসাদ পাইতে আহূত এবং শুভ্রশির তপ্তকাঞ্চনকান্তি বড় রায় মহাশয় নিজে জোড় হস্ত করিয়া তাহাদিগকে বলিতেন, "বাবা তোদের বাড়ী তোদের ঘর, এ কয় দিন নিজের বাড়ীতে গিয়ে যদি কেউ কিছু খাবি, তা হ'লে এ জন্মে আর তোদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি থাক্‌বে না।"

পূজার তিন রাত্রে-ই যাত্রা হইত; এক যায়গায় অধিক ভিড় হইবে বলিয়া মণ্ডপের সম্মুখে অঙ্গনে এক দলের গাহনা চলিত আর বাহিরে নারিকেলবাগানের পার্শ্বে চালা বাঁধিয়া আর এক দলের গাহনা বসিত। যাত্রা শুনিতে কত লোক যে জমায়েত হইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না; সদর হইতে বড় বড় মহাজনেরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন, উকীল, মোক্তার, ডেপুটী, মুন্সেফ এমন কি জজ, কালেক্টার, ডাক্তারসাহেব ও পুলিশ সাহেবরা-ও আসিয়া আমোদ করিতেন।

নবমী পূজার দিন ছাগ-মহিষরক্তে অঙ্গন প্লাবিত হইয়া যাইত, অধিক মাত্রায় 'কারণ' পান করিয়া সকলে আনন্দে মত্ত হইয়া উঠানে গড়াগড়ি দিতেন এবং রক্ত মাখিয়া কাদা-মাটী করিতেন। রক্তবর্ণ চক্ষু, রক্তসিক্ত বস্ত্র, রক্তাক্তদেহে রণ-চণ্ড মূর্ত্তিতে গভীরনাদে দুর্গানাম গাহিতে গাহিতে

সকলে নদীতে স্নান করিতে যাইতেন; স্নানান্তে যেন একটু অবসাদ আসিত। আজ শেষ পূজা, তাই সকলের-ই মন যেন একটু মরা মরা, কিন্তু যে-ই ভোজনের পাত পড়িত, পরিবেশনের সময় আসিত, অমনি আবার সেই আগেকার উৎসাহ, আগেকার আগ্রহ, আগেকার আনন্দ।

বিজয়ার প্রাতে যাত্রা ভাঙার পর বাড়ী যেন একটু নিব' নিব', সব যেন কেমন একটু মলিন মলিন, মা'র মুখখানি-ও যেন একটু মলিন। যাত্রাওয়ালারা পালা সাঙ্গ করিয়া শেষ বিজয়া গান গাহিয়াছে;—

"নবমীর নিশি বুঝি হ'ল অবসান;
আজি কেন হেরি মা তোর মলিন বয়ান॥"

অপরাহ্ণে নিরঞ্জনের ধূমধাম। মণ্ডপ হইতে প্রতিমা উঠানে নামানো হইয়াছে—সদর দরজা বন্ধ, অন্তঃপুরিকাগণ বিদায়ের পূর্ব্বে দেবীকে বরণ করিতেছেন, ঢাকঢোলে বরণের বাজনা বাজিতেছে। বাটীর সম্মুখস্থিত বিস্তৃত ভূখণ্ডে পাইকেরা লাঠি খেলিতেছে, সেই লাঠি খেলায় অনেক ভদ্রলোক যোগ দিয়াছেন; বাড়ীর ছোট বাবু একজন প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়, তিনি বুড়া হীরু সর্দ্দারের সাকরেদ্ এবং মেজ রায় মহাশয় স্বয়ং তাঁহাকে অনেক তাক-তোক প্যাঁচ বাতলাইয়া দিয়াছেন; আর এক পাকা খেলোয়াড় ছিলেন পুরোহিত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সেজ ভ্রাতা শম্ভু ঠাকুর। সে লাঠি খেলায় কি ধুম, কি উৎসাহ, কি মত্ততা, কি আনন্দ! তিন চার জন পা'কের সঙ্গে লাঠি খেলার পর ছোট বাবু বাটীর পুরাতন ব্রজবাসী অযোধ্যা মিশিরের সঙ্গে তরোয়াল খেলিতেন। সেই মেজ রায় মহাশয়, সেই ছোট বাবু, সেই শম্ভু ঠাকুরের বংশদুলালরা এখন-ও বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু বোধ হয় বর্ত্তমান কলা চট্‌কাইতে-ও তাঁহাদের আঙুলে খিল ধরে।

বাজনা বাজাইতে বাজাইতে, লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, নৃত্য করিতে করিতে, "জয় মা, জয় মা" বলিতে বলিতে প্রতিমা নদীতীরে নীত হইত,

সেখানে গ্রামের আর-ও অনেক প্রতিমা আনা হইত ; বাদ্যভাণ্ড লোকজন লইয়া যে যার প্রতিমা নৌকায় উঠাইতেন, নদীবক্ষে ভাসমান নৌকাশ্রেণীর উপর সেই সকল সুসজ্জিত প্রতিমার প্রোজ্জ্বল দৈবশ্রী, ভক্তবক্ষ ভাবের বন্যায় প্লাবিত করিয়া দিত। নিরঞ্জনান্তে ঢোলে যেন রোদনের রোল তুলিয়া সানাইয়ের করুণ সুরে সঙ্গত করিতে করিতে বাটীতে প্রত্যাগমন, অলক্তরসে বিল্বপত্রে দুর্গানাম লিখন, শান্তিজল গ্রহণ, পরে পরস্পরে প্রণাম, নমস্কার আলিঙ্গন। আঃ ; কি মধুর সেই কোলাকুলি ! হৃদয়ের কত তিক্ত রস সেই মুহূর্ত্তে মুছিয়া যাইত, কত বিবাদবিসংবাদ, মামলা মোকদ্দমা, লাঠালাঠি, মারামারি বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন দিয়া বাঙ্গালী যেন শান্তির কাঙালী হইয়া সেই শুভক্ষণে একে ওকে সকলকে বুকে টানিয়া লইয়া জড়াইয়া ধরিত।

রায় মহাশয়দের বাড়ীর সেকালের পূজার গল্প এখন-ও অনেক যায়গায় চলে। এখন-ও তাঁহার ভিটায় পূজা হয়, কিন্তু সে ধুমধাম ও নাই, সে আমোদ-ও নাই, আর মণ্ডপে সেই প্রতিমার শোভা-ও নাই। অনেক দিন হইতে ঘটস্থাপনা করিয়া-ই পূজা চলিতেছে, কেন ঘটে পূজা হইতেছে, তাহার কথা একটু পরে বলিতেছি, আপাততঃ একটা মজার কথা বলি।

বোধ হয় বলিয়াছি যে নবমীর পূজার দিন-ই সর্ব্বাপেক্ষা ধুমধাম বেশী, সেই দিনকার বায়না খুব উঁচুদরের অধিকারীর-ই থাকিত, ঐ দিন-ই সদর হইতে ইংরাজ বাঙালী হাকিমেরা এবং বড় বড় উকীল মোক্তার সেরেস্তাদার, পেশ্‌কার, নাজীর প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসরে উপস্থিত থাকিতেন। একবার নবমী পূজার রাত্রে কলিকাতার তৎকালীন প্রসিদ্ধ কোন অধিকারীর দল নলদময়ন্তীর পালা গান করিবে। মণ্ডপের সম্মুখে উঠানে আসর হইয়াছে, সামিয়ানার নীচে সব ঝাড় ঝুলানো, চারিদিকে থামে থামে দেয়ালগিরি। আজ আর তেলের আলো নাই, সব

মোমবাতির ব্যবস্থা; দালানের সামনের রকে ও তিনদিকের বারান্দায় অভ্যাগত নিমন্ত্রিতগণ বসিয়াছেন, বাড়ীর ও পল্লীর ছেলেরা কেহ বা জরি-মখমলের পোষাক পরিয়া, কেহ বা কোমরে কোর্‌মাখানো কাপড় জড়াইয়া গায়ে ছিটের জামা আঁটিয়া গান আরম্ভমাত্র-ই আসরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ইহারা সং আসিলে জাগিয়া উঠিবে। উঠানের একপাশে কয়েকখানি কেদারা পাতা, তাহাতে জজ, কালেক্টার, পুলিস সাহেব, ডাক্তার সাহেব প্রভৃতি রাজপুরুষেরা বসিয়া আছেন, তাঁহাদের ও পান আহারের বন্দোবস্ত ছিল, সুতরাং সকলের-ই হাস্যবদন। যাত্রা খুব জমিয়া গিয়াছে, এক দল ছোক্‌রা রঙিন পোষাক পরিয়া জরির তাজ মাথায় দিয়া হাত নাড়িয়া গান গাহিতেছে, দুই দিকে দুই জন মশালচি ছোকরাদের মুখের সামনে দুই দিকে মশাল ধরিয়া আছে; এখন যেমন থিয়েটারে অভিনয়কালে বড় বড় অভিনেতার মুখের উপর 'লাইম্ লাইট্' নিক্ষেপ করে, সেকালে সেইরূপ যাত্রার গায়কদিকের মুখের কাছে মশাল ধরা হইত। ছোকরারা গাহিতেছে:—

"হয়ে আমার-ও স্বপক্ষ যাও পক্ষরাজ বল গে' রাজায়।"

চারিদিক হইতে রুমালে বাঁধা সিকি, আধুলি, টাকা প্যালা পড়িতেছে, 'বাহবা বাহবা' 'বেশ বেশ' শব্দে অট্টালিকা মুখরিত, সাহেবরা-ও প্যালা দিতেছেন, কালেক্টার সাহেব-ও মাঝে মাঝে এক এক টাকা দিতেছেন; কিন্তু তাঁর মুখভাবে যেন কতকটা নৈরাশ্যের ভাব দেখা যাইতেছে। প্রথমে আসিয়া-ই যাত্রা শুনিবার জন্য তিনি যেরূপ আগ্রহ, উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন যেন ক্রমে-ই তাহা নিবিয়া যাইতেছে। সকল দর্শকের দৃষ্টি-ই কালেক্টার সাহেবের মুখের উপর স্থাপিত, তিনি খুসী হইলে কর্ম্মকর্ত্তার ক্রিয়া সার্থক, জেলায় সকল লোক-ই তাঁহার খুসীতে খুসী; কিন্তু তাঁহার মুখে হাসি না দেখিয়া কি বড় রায় মহাশয়, কি

বাড়ীর বাবুরা, কি ডেপুটী, উকিল, মোক্তার ও অন্যান্য লোক, সকলে-ই যেন মনমরা হইয়া যাইতেছেন।

ব্যাপারটা হ'চ্ছে এই, তিনি যখন জয়েন্ট-রূপে কুষ্টিয়ার সবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন, তখন সেখানে একবার বারওয়ারী পূজায় নিমন্ত্রিত হইয়া নিমাই দাসের 'রাবণ-বধ' যাত্রা শুনিতে যান। সে যাত্রায় তিনি দশমুণ্ড রাবণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হন, মাথার উপর একখানি থালা রাখিয়া তাহার উপর একটি প্রজ্বলিত প্রদীপ সমেত পিলসুজ বসাইয়া ছোঁড়ার অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া খুব তারিফ করেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা খুসী হন, হাসিয়া লুটাপুটী খান ও প্যালা বৃষ্টি করিতে থাকেন সেই দলের হনুমানের ল্যাজ ও লম্ফ-ঝম্প দেখিয়া। পাবনার পুরা কালেক্টার হইয়া তিনি প্রায় সাত আট মাস আসিয়াছেন এবং ক্লাবে শুনিয়াছিলেন যে রায়েদের বাড়ী পূজার সময় যাত্রা শুনিবার জন্য সাহেবদের প্রতি বৎসর নিমন্ত্রণ হয়, সেই অবধি তিনি হনুমান দেখিবার আশায় মনে মনে বড় আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং হনুকে বখ্‌সিস্ দিবার জন্য আজ অনেকগুলি টাকা পকেটে করিয়া আনিয়াছিলেন ; কিন্তু দেড় ঘণ্টার উপর গাহনা চলিতেছে, এখন-ও হনু আসিল না দেখিয়া তিনি বড়-ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মেজবাবু আসিয়া চেয়ারের পাশে সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন ও হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "হুজুর ! হাউ যাত্রা, ইজ্ ইট্ প্লিজ্ ইওর লর্ডশিপ্ ?"

সাহেব বলিলেন, "ওয়েল, ওয়েল, হোয়ার ইজ্ হনু ?"

মেজবাবু কথার ভাবার্থটা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। এমন সময়ে এক জন পোষাকপরা খানসামা একখানি বড় রূপার থালায় করিয়া গুটিকতক ফরাসী 'কারণ'-পূর্ণ কাঁচের গ্লাস্ আনিয়া সাহেবদের সম্মুখে ধরিল, সকলে-ই এক এক চুমুক পান করিলেন, কালেক্টার সাহেব যেন একটু বেশী করিয়া-ই গলায় ঢালিয়া দিলেন, তখন আবার গান শোনা, হাসি, গল্প

চলিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে-ই কালেক্টার সাহেব জোর গলায় বলিলেন, "বন্ধ্ করো, বন্ধ্ করো।" মফঃস্বলে কালেক্টার সাহেবের হুকুমে প্রসূতির প্রসব বেদনা বন্ধ হয়, এ ত' যাত্রা; একটা ছোকরা ডান কাণে হাত দিয়া তান ধরিয়াছিল, "দময়ন্তী—ই—ই—ঈ—ঈ—ঈ—" সে তানে দীর্ঘ ঈ তুলিতে তুলিতে নিজে হ্রস্ব উ হইয়া বসিয়া পড়িল। গাওনা বন্ধ হইল, সকলে-ই স্তম্ভিত—শঙ্কিত! ভূধর-ডেপুটী তাড়াতাড়ি দালান হইতে নামিয়া সাহেবকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অপরাধ হ'য়েছে?" সাহেব বলিলেন, "হনু কাঁহা? হনু ল্যাও।"

ডেপুটী বলিলেন, "এ নল-দময়ন্তীর পালা; ইহাতে হনু নাই।"

সাহেব বলিলেন, "বাবু, তোম কুচ্ নেই জান্‌তা। নালডাইমই হাম নেই মাঙতা; হনু ল্যাও, হনু বেগার যাট্রা হোটা? হনু ল্যাও।"

ডেপুটী বাবু তখন রায় মহাশয়ের সমীপস্থ হইয়া বলিলেন, "মশাই, সাহেব ত বড় চ'টে গেছেন, হনুমান না হ'লে ওঁর কোন মতে-ই চ'ল্‌বে না।"

রায় মহাশয় বলিলেন, "উপায়? এমন জান্‌লে রাম-রাবণের পালা যারা গায় তাদের-ই আনাতুম্,' এখন কি করা যায়?"

ডেপুটী, মুন্সেফ, উকীল প্রভৃতি পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কিছু-ই স্থির হয় না। যাত্রা বন্ধ; সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় দোলগোবিন্দ মোক্তার পরামর্শ দিলেন যে, "এর আর ভাব্‌চেন কি, বলুন না অধিকারীকে ডেকে একটা যাকে হোক্ ল্যাজ ট্যাজ পরিয়ে মুখে একটা মুখোস দিয়ে আসুক, খানিকটা হুপ্ হাপ্ ক'রে লাফিয়ে টাপিয়ে চ'লে যাবে, সাহেব-ও খুসী হবে—সব দিক্ বজায়-ও থাক্‌বে।"

অধিকারীকে ডাকা হইল, তিনি বলিলেন, "এত রাত্রে হনুমান পাই

কোথা?" কর্ত্তা বলিলেন, "যাকে হোক্ একটাকে দাও না সাজিয়ে, আমি না হয় তাকে আলাদা কিছু বখ্‌শিস্ দেব, বুঝ্‌ছ না,—কালেক্টার সাহেবের হুকুম।"

অধিকারী বলিল, "ল্যাজ না হয় একটা দড়ী টড়ী দিয়ে বা কাপড় পাকিয়ে ক'রে দিলুম, কিন্তু মুখোস পাই কোথা? আমাদের পালায় ত মুখোসের দরকার হয় না।"

মোক্তার দোলগোবিন্দ বলিলেন, "আরে টিকে টিকে, মুখে টিকের গুঁড়ো মাখিয়ে তার ওপর চুণ-সিঁদুরের গোটাকতক ফোঁটা দাও, দিব্যি হনুমান হবে।"

কি করে, যে মুটেটা যাত্রাওয়ালাদের সাজের ঝাঁকা মাথায় ক'রে এনেছিল, অধিকারী অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে-ই হনুমান সাজিয়ে দিলে এ বাড়ীতে যাত্রার দলের মধ্যে অনেকে-ই কিছু কিছু কারণ প্রসাদ মুখে দিয়াছিল মুটেটি-ও বঞ্চিত হয় নাই; সুতরাং সে নাচিতে বসিয়া আর ঘোম্‌টা টানিল না, হুপ-হাপ করিয়া লম্ফে ঝম্পে বাড়ী কাঁপাইয়া তুলিল ও মুখ খিঁচাইতে লাগিল; কালেক্টার সাহেব আহ্লাদে আটখানা, টাকার ওপর টাকা প্যালা দিতে লাগিলেন। হুজুর যখন খুসী হইয়া প্যালা দিতেছেন, তখন বাড়ীর কর্ত্তা ও বাবুদিগের ও সঙ্গে সঙ্গে প্যালা দিতে হইল, দোতালায় চিকের ভিতর হইতে-ও উঠানে প্যালা পড়িতে লাগিল। সাহেব হাঁকিতে লাগিলেন, "আউর হনু, আউর হনু ল্যাও।" মোক্তার দোলগোবিন্দ বলিলেন, "অধিকারী, আর একটা হনুমান বের কর, সাহেব ব'লছেন।" তার পর আর একজন হনুমান সাজিয়া আসিল। সাহেব হাঁকিতে লাগিলেন, "আউর হনু আউর হনু ল্যাও"। ক্রমে দুটো, তিনটে, পাঁচটা; নল চাপ্‌কান্ খুলিয়া হনুমান সাজিল, দময়ন্তী শাড়ী ফেলিয়া ল জ পরিল, নাচিয়েদের আর ঘুমুর খুলিতে অবসর হইল না, মুখে কালি

মাখিয়া লাফাইতে লাগিল, বেহালাওয়ালা বেহালা রাখিয়া, ঢুলী ঢোল রাখিয়া, ঝুটী ল্যাজ পরিয়া হনুমান হইল, সাহেবরা "ব্রাভো, ব্রাভো" করিতে লাগিল, আর চারিদিক্ হইতে প্যালা বৃষ্টি হইতে লাগিল, শেষ অধিকারী নিজে হনুমান সাজিয়া উঠানের এক কোণে স্থিত একটা পিয়ারা গাছ হইতে এমন এক লাফ মারিল যে একেবারে হুপ্ করিয়া পুলিস সাহেবের কোলে পড়িয়া গেল, কালেক্টার সাহেব তার হাতে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিলেন। কোথায় বা নলের বনগমন, কোথায় বা দময়ন্তীর রোদন, কোথায় বা সেই গান—

"মহারাজা নল দময়ন্তী হারাল, রাজ্য-ভ্রষ্ট হল—"

উঠানময় কেবল কালো মুখ, দড়ির ল্যাজ, আর হুপ হাপ!

সাহেবেরা স্যাম্পেনের উপর ব্রাণ্ডি চাপাইয়াছেন, হনুমানদলের লাফ দেখিয়া পূর্ব্বকথা "স্মরি" তাঁহারা-ও গ্যালপ্ আরম্ভ করিলেন; সাহেবদের নাচে আর আমাদের লাফে প্রভেদ বড় কম-ই, তাহার উপর দেশী বিলিতী কারণ আসরে রীতিমত চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় লম্ফ-রোগ সকলকে-ই আক্রমণ করিল—উঠানে কেবল লাফ্। পঞ্চাশ পঞ্চান্নটা হনু লাফাইতেছে, হাতে হ্যাট তুলিয়া সাহেবরা লাফাইতেছেন, শাম্‌লা মাথায় ডেপুটি লাফাইতেছে, ভুঁড়ি দুলাইয়া সদরালা লাফাইতেছে, হাসিবার চেষ্টা করিয়া মুন্সেফ্ লাফাইতেছে, সেরেস্তাদার, পেস্কার নাজীর, মহাফেজ, পেয়াদা, আর্দ্দালী, বাড়ীর কর্ত্তা, বাবুরা, পা'ক, সর্দ্দার, খানসামা, সবাই লাফাইতেছে আর ঢুলী ঢাকীরা বাজাইতে বাজাইতে উচ্চ লম্ফে নৃত্য করিতেছে। ছেলেগুলি আঁতকে উঠিয়া যে যেখানে পারিল পলাইয়া গেল; লজ্জা অনেক মানা করিলে-ও স্ত্রীলোকের-ও ত' একটা সহ্যের সীমা আছে, কে সে মানা শোনে। চিকের কাঠির ফাঁক্ দিয়া বামাকণ্ঠের কলহাস্য প্রকাশ্যভাবে প্রচারিত হইল। এ বাড়ীতে প্রায় ৭০ বৎসর পূজা হইয়া

আসিতেছে, প্রতি বৎসর যাত্রা-ও হইতেছে, কিন্তু এমন ডিমোক্র্যাটিক যাত্রা কখন-ও হয় নাই।

রাত্রি প্রায় তিনটার সময় সাহেবরা আমোদ শেষ করিয়া বিদায় হইলেন। সেক্‌হ্যাণ্ডের চোটে বড় রায় মহাশয়ের ডান কব্জীতে ব্যথা ধরিয়া গেল, যাইবার সময় কালেক্টার সাহেব বৃদ্ধকে বলিয়া গেলেন যে তিনি তাঁহাকে ইয়াদ রাখিবেন। তখন-ও বোতলে মাল ছিল, সুতরাং দেশী হাকিম ও উকীল মোক্তারদের মধ্যে অনেকে-ই ভোর পর্য্যন্ত রায়েদের কৃতার্থ করিলেন।

এখন-ও বোধ হয় পাবনায় দু'পাঁচ জন প্রাচীন লোক জীবিত আছেন, যাঁহারা ইংরাজ-বাঙালী-হৃদ্য-মিলনের এই আনন্দোৎসব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

২

এবারকার রায়েদের বাড়ীর পূজার গল্প এক বৎসর ধরিয়া চলিল। পর বৎসর আবার পূজা। নদীপারে কুমারের বাড়ী, সেইখানে-ই প্রতিমা প্রস্তুত হইয়া রং দেওয়া ও সাজ পরানো হয়; ষষ্ঠীর দিন প্রাতে বাড়ীর কর্ত্তা, গুরুদেব, পুরোহিত, আত্মীয়-স্বজন বাদ্যভাণ্ড প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া পারে যান ও তথা হইতে নৌকায় উঠাইয়া প্রতিমা বাটীতে আনেন, ইহা-ই ইহাদের কুলপ্রথা। পূর্ব্বে-ই বলিয়াছি, প্রতিপদে বোধন আরম্ভ হইতে-ই কারণ চলিতে আরম্ভ হয়, যত দিন যায়, তত মাত্রা বাড়ে, পঞ্চমীর রাত্রে কেহ আর শয্যা গ্রহণ করেন নাই। ভোর অবধি আগমনী গান ও কারণ পান চলিয়াছে; প্রাতে মুখপ্রক্ষালনাদির পরে আবার সকলে বীরাসনে বসিয়াছেন; গুরুদেবের পরিধানে রক্তবর্ণের চেলী, স্কন্ধে তদ্রূপ উত্তরীয়, গলদেশে বৃহৎ রুদ্রাক্ষের মালা, চক্ষু রক্তবর্ণ, দীর্ঘ কেশ, দীর্ঘ গোঁপ পাকানো, তিনি শোধন করিয়া দিয়াছেন, সকলে পাত্রের পর পাত্র গলাধঃকরণ করিতেছেন, এইরূপে বেলা দশটা বাজিল; পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "আর সময় নাই"; তখন ঝাঁ ঝাঁ গুড়্ গুড়্ ঝাঁ ঝাঁ গুড়্ গুড়্

গিজ্বা গিজোড়্ গিজ্বা গিজোড়্ তাক্ তাক্ সাঁই, তাক্ তাক্ সাঁই ঢাক-ঢোল, কাড়া নাগ্‌রা, জগঝম্প, কাঁসি, বাঁশী বাজিয়া উঠিল, ড্যাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাডাং ড্যাডাং ড্যাং——ঢং—ঢং—ঢং কাঁসর ঘড়ী বাজিতে লাগিল ; অন্দরে শঙ্খধ্বনি উঠিল :—

"গা' তোল গা' তোল বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী"

গাহিতে গাহিতে সকলে প্রতিমা আনিতে যাত্রা করিলেন।

বাবুদের প্রতীক্ষায় প্রতিমা-কার আপন বাটীর উঠানে একখানা আচ্ছাদন টাঙাইয়া তাহার নীচে সতরঞ্চি মাদুরাদি পাতিয়া রাখিয়াছে। মৃৎ-শিল্পী জানিত যে জমিদারী সেরেস্তায় ফর্দ্দ দাখিল করিয়া খাজাঞ্চি মহাশয়ের হাত হইতে প্রতিমা ও অন্যান্য কুমার-সজ্জার দাম দস্তুরি আদি বাদ দিয়া আদায় করিতে দু-বৎসর তিন বৎসর লাগিতে পারে বটে কিন্তু আজিকার পাওনাতে-ই তাহার যথেষ্ট লাভ। আজ তাহার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাঙারী ও হাঁড়ী ভরিয়া রীতিমত সিধা আসিবে ; চাউল তিন চার রকম, দাউল, রান্নার মশলা, তরকারী, আনাজ, লবণ, ঘৃত, তৈল, চিনি, মণ্ডা, দধি, মৎস্য তাহার নিজের ও পরিবারস্থ সকলের কাপড় আর নগদ আটটি টাকা। সে আর-ও জানিত যে বংশানুগত প্রথামত এই উঠানে আজ একটি ছোটখাট মজলিস্ বসিবে, বাজনা বাজিবে, আগমনী গান হইবে, কারণ-ও চলিবে এবং সে-ও তাহার প্রসাদ পাইবে। একবার সে তুলিটি লইয়া প্রতিমার চক্ষের নিম্ন রেখাটি আর-ও পরিষ্কার করিয়া দিল, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অলঙ্কারগুলির উপর যে সোণার পাতলা পাত বসাইয়াছিল, শুভ্র বস্ত্রখণ্ডের খোপ্ দিয়া দিয়া তাহা ভাল করিয়া বসাইয়া দিল এবং সেই সময়ে তাহার কর্ণে ঢোল-ঢক্কার রোল প্রবেশ করিয়া তাম্রকূট-ধূম-কৃষ্ণ ওষ্ঠাধরে আশা ও আনন্দের হাস্য বিকসিত করিয়া দিল ; বাজনার শব্দ

অতিক্রম করিয়া "মা" "মা" রব করিতে করিতে রায়বাড়ীর দল শিল্পীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। গললগ্নীকৃতবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রতিমা-কার সকলকে প্রণাম করিল।

"কেমন ভগবান, সব মঙ্গল ত' ?" বলিয়া কর্ত্তা তাহার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান জোড়হস্তে উত্তর করিল, "আপনার ছিচরণ আশীর্ব্বাদে ছেলে পিলে নিয়ে একরকম সব বেঁচে আছি।" চালার ভিতর গিয়া সকলে প্রতিমা দেখিতে লাগিলেন এবং বাঃ! বাঃ! চমৎকার! চমৎকার! বলিয়া উঠিলেন। অম্বিকা গুপ্ত বলিলেন, "দেখেছ এখন-ই যেন মা'র মুখখানি হাসছে!" নিতাই দত্ত বলিলেন, "আরে এ-ত আর ছোট-বাড়ীর মতন বিবিয়ানা মুখ নয়, আমাদের বড় বাড়ীর প্রতিমার চিরকাল-ই দেবী-মুখ হয়ে থাকে।" বনমালী চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ওহে বাপু, ভক্তি—ভক্তি, ভক্তি চাই, বড়-বাড়ীর ভক্তি কত! সেই ভক্তিতে ভগবানের হাত দিয়ে ভগবান স্বয়ং-ই যে এই শক্তি-মূর্ত্তি গ'ড়ে দিয়েছেন ;—

(সুরে) "দশ ভুজ ধরি' আহা মরি মরি বিহরে সিংহ'পরে,
অনুপমা কার বামা এল গিরিরাজ আজ ঘরে।"

কর্ত্তার দু নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হইল। গুরুদেবের রক্ত চক্ষু-ও ভিজিয়া উঠিল, সকলে গিয়া উঠানে উপবিষ্ট হইলেন; ইঙ্গিতমাত্র একটি ভৃত্য একটি ছোট কলসী সেইখানে রক্ষা করিল, কর্ত্তা করজোড়ে গুরুদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "প্রভু, নিবেদন ক'রে দিতে আজ্ঞা হোক্।" গুরুদেব গম্ভীরভাবে একটি নারিকেলের মালায় কারণ ঢালিয়া ইষ্টদেবীকে নিবেদন করিলেন এবং সেই নিবেদিত সুধা কিঞ্চিৎ নিজে পান করিয়া প্রসাদ কর্ত্তার পাত্রে ঢালিয়া দিলেন; তার পর সকলে-ই প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। ভগবান অন্দরে সিধা পৌঁছাইয়া দিয়া ছাঁচতলার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, নিতাই দত্ত বলিলেন, "আরে পাল মশাই, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

এস প্রসাদ নাও, আজ যে তুমি-ই যজ্ঞেশ্বর।" পাল মশাই একটি কাল পাথরের বাটি আগে-ই জোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল, কর্ত্তা তা'তে একেবারে প্রায় আধপোয়া মাল ঢালিয়া দিলেন। পাল আবার গুরুদেবের ও কর্ত্তার পদধূলি গ্রহণ করিয়া একচুমুকে কারণটুকু ফলান্বেষণের জন্য উদরমধ্যে প্রেরণ করিল। বেড়ার বাহিরে গাবৃতলায় লোক লস্কর ও বাজন্দরেরা আসর জমাইয়াছে, কর্ত্তার হুকুমে তাহারা-ও একটা কলসী পাইয়াছে। আজ আনন্দের দিনে আনন্দময়ীর সম্মুখে আনন্দের মেলা; তখন বাঙালী অন্যকে আনন্দিত করিয়া নিজে আনন্দিত হইতে জানিত, অন্যের সুখ দেখিয়া আপনি সুখী হইতে পারিত, অপরকে হাসিতে ভাসাইয়া আপনি হাসিতে সমর্থ হইত। আজ জমিদার-প্রজা ভেদ নাই, ইতর-ভদ্র ভেদ নাই. বাবু-বাজুন্দরে ভেদ নাই; সবাই জগন্মাতার সন্তান, জগন্মাতার চক্ষের সমক্ষে সবাই মানব, আজ আর অন্য পরিচয় নাই। দিনটা মেঘ্লা মেঘ্লা ছিল, গানে গানে যে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে কাহারও হুঁস্ নাই। "ও দাদা, বেলা পুইয়ে এল, আজ কি তুমি নাবা খাবা না?" বলিয়া ভগবানের একটি ছোট-নাত্নী আসিয়া তাহাকে ডাকাডাকি করাতে বনমালী চক্রবর্ত্তীর হুঁস্ হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তাই ত', তাই ত' কালবেলা প'ড়্বে যে, চলুন মাকে নিয়ে ঘরে যাই।"

আট জন ঢুলে একটু ঢুল্তে ঢুল্তে এসে বাঁশে বেঁধে প্রতিমা কাঁধে তুল্লে। আবার গিজ্‌দা গিজোড়্ গিজ্‌দা গিজোড়্ বাজাতে বাজাতে সকলে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া প্রতিমা নৌকার উপর রক্ষা করিল। দুইখানি নৌকা পাশাপাশি রাখিয়া তাহার মধ্যস্থলে প্রতিমা রক্ষিত, সেই নৌকায় পুরোহিত মহাশয় উঠিলেন, তাঁহাকে একটু ধরিয়া তুলিতে হইয়াছিল, বাজুন্দরেরা ও অন্যান্য কতক লোক ঐ নৌকাতে-ই উঠিল, পার্শ্বস্থ পান্‌সিতে গুরুদেব,

কর্ত্তা এবং নিকট-আত্মীয়েরা উঠিলেন, আর-ও তিনখানি নৌকা বোঝাই হইয়া গেল।

বলিয়াছি সে দিন মেঘলা, রৌদ্র নাই, বেলা তিনটার সময়-ই যেন সন্ধ্যার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত বলিয়া বোধ হইতেছিল। নৌকা কতকদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতে করিতে হঠাৎ কেমন গুরুদেবের ভাব আসিল। তিনি গাহিয়া ফেলিলেন :—

"মা হ'য়ে কেমন ক'রে তোরে দিব মা বিদায়।
(ওগো) পুরবাসী তোরা আসি', মানা কর্ গো
উমা যেন নাহি যায়॥"

গুরুদেবের মুখে বিজয়া-গান শুনিয়া কর্ত্তা-ও তান ধরিলেন। ক্রমে কর্ত্তার পান্সীর গান শুনিয়া অন্যান্য নৌকার যাত্রীরা-ও বিজয়া-গান ধরিল, ঢুলীর ঢোলে বাজনার বোল ফিরিয়া গেল। গুরু, পুরোহিত, কর্ত্তা, আত্মীয়, প্রতিবেশী, লোক-লস্কর, নিশানওয়ালা, বাজুন্দরে, দাঁড়ী-মাঝি সকলে-ই আকণ্ঠ কারণ পান করিয়াছে, তাহার উপর স্বয়ং গুরুদেব বিষাদের গান ধরাইয়া দিয়াছেন, সুতরাং ষষ্ঠীতে বিজয়া অনুভব নিতান্ত অকারণ নয়।

নৌকাগুলি যখন প্রায় মাঝ্‌দরিয়ায় উপস্থিত হইয়াছে, তখন গুরুদেব নৌকার ভিতর হইতে বাহির হইয়া গ'লুয়ের নিকট দাঁড়াইলেন এবং জোড়করে বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "মা, চ'ল্‌লি মা! এত-ই কি তোর শিবের উপর টান, তিনটে দিন বই রইলিনি? যা' বেটী তবে যা', আবার আসিস্!" কর্ত্তা-ও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা গো, আমার মণ্ডপ যে শূন্য হ'য়ে গেল মা! দেখিস্ মা, ভুলিস্‌নি, অধম সন্তানকে আসছে

স্ফুরিত হইতে লাগিল, সানাই বিনায়ে বিনায়ে কাঁদিতে লাগিল, ঢোলে-ও করুণ রোল, পুরোহিত মহাশয় একটু আচ্ছন্ন মতন হইয়াছিলেন, বিজয়ার বাদ্যে তন্দ্রামুক্ত হইয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; নারাণ মাঝি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "অনুমতি হয় ত নৌকা সরিয়ে দি'।" কর্ত্তা তখন ফোঁপাইতেছিলেন, মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, বনমালী চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "দাও বাবা, নারাণ দাও, মাকে নিরঞ্জন কর, মেয়ে হ'লে ঐ জ্বালা চিরকাল-ই আছে।" দুইখানি নৌকা দুই পাশে সরিতে লাগিল, সুগঠিতা, সুসজ্জিতা, অপূজিতা প্রতিমা শুধু ভক্তদলের ভাষায় কথিত ভক্তির অঞ্জলি লইয়া ধীরে ধীরে নদীগর্ভে নিমজ্জিতা হইলেন।

নৌকা নিজ গ্রামের ঘাটে ভিড়িল, সকলের-ই বিষণ্ণমুখ, অবনতমস্তক, চক্ষে জল, যেন অবসাদে 'দাদাগো' 'দাদাগো' বাজাইতে বাজাইতে দলবল বাটীতে ফিরিল।

প্রতিমা আসিয়াছে মনে করিয়া অন্তঃপুরে অঙ্গনারা শঙ্খধ্বনি করিলেন, মণ্ডপের পাশে চণ্ডীর ঘরে গৃহিণীরা উপস্থিত ছিলেন. ছেলে-মেয়ের দল উঠানে জড় হইয়া "ঠাকুর কৈ" "ঠাকুর কৈ" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। কর্ত্তা একটি ছোট নাত্নীকে কোলে তুলিয়া লইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, "আয় দিদি, আগে তোর সঙ্গে-ই কোলাকুলি করি।" নাত্নী বলিল, "ও দাদামশাই, সে আজ কেন, সে ত শুক্কুরবার। ঠাকুর কত দূরে?" কর্ত্তা বলিলেন, "আর ভাই, এ বছরের মত মাকে ভাসিয়ে দিয়ে এলুম্, বেঁচে থাকি, আবার আর বছর আন্‌বো। ভট্‌চাযি্য মশাই গেলেন কোথায়, শান্তি-জল দিন; কই আল্‌তা বিল্বপত্তর টত্তর জোগাড় ক'রে রাখা হয়নি?" এই রকম সব কথা, সবার কাঁদ কাঁদ মুখ আর বিসর্জ্জনের বাজনা ......

চৈতন্য হারাইবার কোন কারণ ঘটে নাই, সে একে তাকে পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসল কথাটা বুঝিয়া লইল এবং অন্দরে গিয়া সংবাদ দিল যে নদীর মাঝখান্ অব্‌ধি প্রতিমা আনিয়া তাঁহারা ষষ্ঠীতে দশমী-ভ্রমে প্রতিমার বিজয়া করিয়া আসিয়াছেন।

মহা-অমঙ্গলের আশঙ্কায় অন্তঃপুরে কান্নাহাটি পড়িয়া গেল; ইতিমধ্যে দুর্গানাম লিখিবার জন্য বিল্বপত্রাদি হাতের কাছে না পাইয়া এবং প্রতিমা বসাইবার জন্য যে আল্পনা দেওয়া চৌকী রক্ষিত ছিল, তাহার উপর ভীমকায় গুরুদেবকে মুদিতচক্ষে শায়িত দেখিয়া কর্ত্তা-ও মণ্ডপের মধ্যে শয়ন করিলেন। অবসাদ তখন সকলের-ই শরীরে আসিয়াছে,—যে যেখানে পাইল, শয়ন করিল। নিতাই দত্ত রকে, সানাইওয়ালা সিঁড়িতে, চক্রবর্ত্তী উঠানে—সব ঘুম; ঢাকী ঢাকে মাথা রেখে নাক ডাকাচ্ছে, ঢুলী ঢোল্‌কে কোল্‌বালিস্ ক'রেছে, নিশানওয়ালা ছোঁড়ারা ঈশান কোণে জড় হ'য়ে শুয়ে প'ড়েছে; সব ঘুম—সব নিঝুম!

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের পর কর্ত্তার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ক্রমে দুই এক জন ক'রে সকলে-ই জেগে উঠ্‌লেন, গৃহিণী চণ্ডীর ঘরের দরজার ফাঁক থেকে কর্ত্তার দিকে চেয়ে ব'ল্লেন, "কি সর্ব্বনাশ ক'রে এলে?" অবশ্য কর্ত্তা তখন প্রকৃতিস্থ, ভবনদীর কর্ণধার গুরুদেবের মুখপানে চাহিলেন; প্রভু বলিলেন,—অন্দরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "আপনারা ভাব্‌বেন না, মার ইচ্ছা হ'য়েছে, এখন থেকে ঘটে পূজা নেবেন।" এর উপর আর কথা নাই। সেই অবধি বড় রায়দের বাড়ী আর প্রতিমা আনা হয় না, ধুমধাম, বলিদান, খাওয়া-দাওয়া সব-ই আছে, তবে পূজা হয় ঘটস্থাপনা ক'রে।

শারদা-মঙ্গল

সাগর-ছেঁচা রতন আমার জন্মভূমি বঙ্গ।
নদীহারে হৃদি ভরা নরম মাটীর অঙ্গ॥
সবুজে যেন উবুজে ওঠে ক্ষেতে মাঠে বনে।
আস্য সদা হাস্য-পূর্ণ স্বর্ণ-ধান্য ধনে॥
বার মাসে তের পার্ব্বণ গর্ব্বের কথা তোমার।
খর্ব্ব তুমি কার কাছে মা, চর্ব্ব্যে ভরা খামার॥
দাঁড়ালে বর্ষা শেষে হরিৎ-বেশে স্নান ক'রে মা, উঠে।
আস্‌তে শরৎ সুরৎ যেন প'ড়্‌লো তোমার ফুটে॥
পথের পাশে শুভ্রকেশে কেশের হাসির ঘটা।
রাজার শিরে পাখীর পরে ঝ'ল্‌কে উঠে ছটা॥
জলে এখন কমল দোলে স্থলে তারি নকল।
শিউলি সুখে ছড়িয়ে প'ড়ে ধরায় পরায় বাকল॥
হেসে কুটি-কুটি দোবুঁটি-দল আলো করে গাছ।
রঙ্গভরে পতঙ্গদের ফুলের উপর নাচ॥
বিকেল বেলা মেঘের খেলা কিবা রঙের মেলা নভে।
সেই আকাশে নিশায় ভাসে চক্‌চ'কে চাঁদ ধব্‌-ধ'বে।
জিরেন পালার মাঝে এখন চাষার নিড়েন কাজ।
এ সময়ে বুন্‌লে কাপড় ঢাক্‌বে বৌয়ের লাজ॥
কাপাস-গাছে ফুল ধ'রেছে ভ'র্‌বে তুলোয় ফল।
তাই নে' সতী কাট্‌বে সুতো ঘুরিয়ে চর্‌কা কল॥
সবজী বাগে বীজের [illegible]

এই শরতে হয় শারদার বরদ-করে বঙ্গে আগমন।
হয় শরতে রঙ্গরসে বঙ্গবাসী আনন্দে মগন॥
অনুপমা সে প্রতিমা হররমা সিংহ'পরে।
সঙ্গে কুমার গণপতি, রমা, বাণী শোভা করে॥
পূজা পান দশভুজা বাজ্না বাজায় বাজুন্দরে।
মন্ত্র ছন্দে পুষ্প গন্ধে সবাই বন্দে সুন্দরে॥
সাজায় বাজার মজার মোহে হাজার হাজার খদ্দেরে।
ভদ্দর লোকের দেখ্‌ছি ব্যাভার আদর এবার খদ্দরে॥
চর্‌কা-কাটা পূত সুতো তাঁতির তাঁতে বোনা।
পরের হীরে উনুনের ক্ষার নিজের রাং-ও সোণা॥
তিক্ত হাটের মুক্তকেশী খিড়্‌কির দোকোর কাছে
দাম নেই তার আম যা' ফলে পুকুরপাড়ের গাছে॥
মায়ের রান্না নিমঝোলেতে পাই যে সুধার তার।
কোন্ হোটেলের মটন-কারি দাঁড়ায় কাছে তার॥
দাও মা শক্তি শক্তিরূপা, দাও শুদ্ধা ভক্তি অন্তরে।
যেন ভিক্ষা করা শিক্ষা পেয়ে ভুলি না দীক্ষা মন্তরে॥
দাও মা আনন্দ, দাও মা আনন্দ, দাও মা আনন্দ, নন্দনে।
যেন ভাবি পোমেটম্ ঘায়ের মলম্, আদর করি চন্দনে॥
• এই আশ্বিন এলে কস্মিন্ কালে প্রাচীন বঙ্গদেশ।
যেন পূজার রঙ্গে ব্যঙ্গ ক'রে পরে না পরের বেশ॥
আজ এসেছেন আমার দুর্গা, আমার লক্ষ্মী, আমার সরস্বতী।
আমার গঙ্গাজলে পুষ্পদলে অঞ্জলি দে' ক'র্‌বো পদে নতি॥
ভিক্ষা যদি ক'র্‌তে হয় ক'র্‌বো দাক্ষায়ণীর পাশে।

যোদ্-দা

অনেক কাল পরে আজ যোদ্-দা'র কথা মনে প'ড়্ছে। বহু পুরোণো কথা এমন মাঝে মাঝে মনে আসে। কর্ম্মের উত্তেজনা, চোখের নেশা যখন মনকে মাতাল ক'রে রাখে, তখন আসে না, কিন্তু অবসাদের সময় সার-ভাঁটায় অনেক হারাণো ডিঙি, ভাঙা তক্তা, বাঁশ, দড়ি কখন-ও কখন-ও ট্যাক-ব্যাঁক ঘুরে মোহনার মুখে এসে পড়ে। সাজ্ঘাতিক পীড়ার আরোগ্যমুখে, নৈরাশ্যের গুমোটের উৎসবের অবসানে বহুদিন-বিস্মৃত দু'চারিটি মুখ কোথা' থেকে যেন এসে একবার উঁকি মেরে দেখা দিয়ে যায়।

পাড়ার যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় সবার-ই যোদ্-দা'। বয়ঃকনিষ্ঠরা ত' বলে-ই, সমবয়স্করা-ও বলে, বয়োজ্যেষ্ঠরা-ও চাটুয্যেকে যোদ্-দা' ব'লে ডাকে। এমন কত দিন হ'য়েছে, যোদ্-দা'কে ডাক্‌তে তার বাড়ীতে লোক পাঠানো গেছে, তাঁর বড় ছেলে এসে ব'লে গেল, "যোদ্-দা' ব'লে গেছেন, তাঁর ফির্‌তে আজ দেরী হবে।" ছেলেটির বোধ হয় মনে হ'য়েছিল যে সে বাবা ব'ল্‌লে আমরা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌বো না; ছেলেটির মা-ও ছেলের বাপ্‌কে যোদ্-দা' ব'ল্‌তেন কি না এ কথাটা এক দিন-ও জিজ্ঞাসা করা হয় নি; এখন আর উপায় নেই। কোথায় বা সেই যোদ-দা', কোথা-ই বা আমি আর কোথা-ই বা তখনকার সেই ইয়ার বন্ধু!

বাল্যে খেলার সাথীদের নাম থেকে "ভাই" ছেলেরা ও "ভাই"

শব্দের অর্থ অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায় না ; তবে ভাবের আদান-প্রদানে কতক বুঝে নেওয়া যায়। তারপর সারাজীবন কেবল "মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড" ; এই বচনটি বিলিতি ব্র্যাণ্ড, কাজে-ই সস্তা, সৌখীন ও অসার। প্রায় প্রত্যেকের-ই জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন সে দিন কতকের জন্য এই ইয়ার-বন্ধু-সঙ্ঘের মেম্বরগিরি ক'রে নেয়। লেখাপড়া যা' হবার, তা' হ'য়ে গেছে, অথচ সংসারের মোট মাথায় তোল্‌বার তেমন প্রয়োজন হয় নি, ঘুরে ফিরে বাড়ী এসে "ভাত বাড়ো" ব'ল্‌লেই একখানা পিঁড়ে-ও পড়ে, সাম্‌নের থালার উপর দুটি অন্ন-ও দেখা দেয় ; নূতন কাপড় জুতা পর্‌বার জন্যে পুরাতনগুলি অব্যবহার্য্য হবার মাত্র অপেক্ষা, এই সময়ে তরুণ যুবকরা হিসাব-কিতাব খতিয়ানের খাতা-বিহীন একটা বিশ্রম্ভালাপের যৌথকারবার খুলে বসে।

আমাদের-ও এক সময়ে এই রকম একটি কারবার ছিল ; ডিপো পাড়াতে-ই এক আলাপী ছোক্‌রার বাড়ী ; বাড়ীর কর্ত্তা—শিবুর মামা—বেলা ন'টা বাজ্‌তে-ই আপনার কাযে বেরিয়ে যান ঐ সময়টুকু আমরা একটু আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা কই ; তারপর বেলা ১২টা পর্য্যন্ত বি ফ্ল্যাট্ থেকে এফ্ সার্প পর্য্যন্ত সমস্ত পর্দ্দা-ই আমাদের গলায় খুলে যায় ; আবার খাওয়া-দাওয়া ও একটু বিশ্রামের পর বেলা ৩টা থেকে জ'ম্‌তে আরম্ভ ক'রে প্রায় রাত্তির ১০টা পর্য্যন্ত আড্ডা চলে, মামাবাবু-ও প্রায় সেই সময় তাঁর সুর্‌কির কল থেকে বাড়ী ফেরেন।

মাছধরার গল্প থেকে ফ্র্যাঙ্কো প্রাশিয়ান-ওয়ার পর্য্যন্ত ; তিনকড়ি বাবুর পাঁচালির দল থেকে গ্যারিকের একটিংএর সমালোচনা পর্য্যন্ত বিবিধ বিষয়-ই আমরা আলোচনা ক'রে থাকি। জাতিভেদ ভাল কি মন্দ, বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত কি না, কেশব সেনের লেক্‌চার শুনে সাহেবরা-ও চ'মকে যায় [illegible]

বামুনরা কি মূর্খতা-ই না প্রকাশ ক'রেছে; ক্যাম্বেল সাহেবের যত-ই প্রশংসা কর, নবগোপাল মিত্তির না থাক্‌লে এ দেশে জিম্‌ন্যাষ্টিক করা সুরু-ই হ'ত না; এই রকম সব কথার তর্কবিতর্ক আলাপ-ঝগ্‌ড়া চ'ল্‌তে-ই থাক্‌তো।

সৌহার্দ্দ্যবর্দ্ধনের প্রধান উপাদান হ'চ্ছে পরস্পরের গুণবাদ অর্থাৎ Mutual Admiration Society. যদি লোকের সঙ্গে ভাব রাখ্‌তে চাও ত' তার গুণের প্রশংসা কর; গুণ তোমার একচেটে সম্পত্তি নয়; যা'কে খুব খারাপ মনে কর, একটু গঙ্গাজলে চোখ ধুয়ে তার পানে চাইলে অনেক গুণ দেখ্‌তে পাবে; নিন্দে ক'রে কেউ কখন-ও কাউকে শোধ্‌রাতে পারে না।

'কিচুর যুগ্যিতা নেই, এ হ'তে একটা উপকার হবার জো নেই—কেবল ফোতো নবাবী আর বাঁকা সীঁতে' শুনে শুনে যে ছেলে বাড়ীতে এক দণ্ড ব'স্‌তে চায় না, সে পাড়ার জ্যেঠাইমার 'তুই বাবা, একটু কষ্ট ক'রে মাছটি না এনে দিলে ছিরুর আজ খাওয়া হবে না' শুনে থ'লে গাম্‌ছা নিয়ে পরের বাজার ক'রে এনে দেয়। আমায় এক জন ব'ল্‌লে, "তুমি না জোগাড় ক'র্‌লে এবার 'বন্দমাতার' দল ব'স্‌ত-ই না।" আবার আমি তাকে ব'ল্‌লুম্, "তোমরা দলশুদ্ধ মিলে লাটুর মাসীকে গঙ্গাযাত্রা ক'রে তিন দিন ঘাটে না রাত কাটালে সে কি আমাদের দলে ছড়া কাটাতে রাজি হ'ত।" আর এক জন ব'ল্‌লে, "ছড়ার কথায় মনে প'ড়ে গেল, হেমের 'ভারত-বিলাপ' কবিতাটা শুনেচো—কাছে আছে রে হেম, পড়্ না ভাই একবার তেম্‌নি ক'রে জোর দিয়ে।"

এক দিন এই রকম পরস্পরের প্রশংসা চ'ল্‌ছে, মনে খুব স্ফূর্ত্তি এয়েছে, এমন সময় ঝর ঝর—ঝর ঝর ক'রে [illegible]

শিবু-ও দিলে দু' আনা। ব্যস্ জমা পুরোপুরি চার আনা, আর আমাদের পায় কে! গরম গরম মুড়ি, তেলে ভাজা ফুলুরী আর ঝুনো নারকোল! —ওহে গাড়ী-চড়া-বাবু, উইলসন্ হোটেলে ত' কারি কাট্‌লেট্ খেতে যাচ্ছ, কিন্তু এ মুড়ির মজা পাবে না বাবা, পাবে না। ঐ বিল দেখিয়ে জাঁক-ই যা', প্রাণের আমোদ এই শিবুর তক্তাপোষের ওপর ছেঁড়া মাদুরে।

ভবিষ্যৎজীবনযাত্রা—গুরু সমস্যার আলোচনা যে হ'ত না, এমন নয়। 'ভারত উদ্ধার' মার্কা দেওয়া স্বাধীনতা-স্যাম্পেনের প্রথম গ্লাস তখন আমরা পান ক'রেছি, সুতরাং 'দাসত্বশৃঙ্খল আর কে পরিতে চায় রে, কে পরিতে চায়'; চাক্‌রী তো কখন-ই করা হবে না। দেশের মঙ্গল এবং আপনার উন্নতির জন্যে নানান্ রকম নূতন ব্যবসায়ের কল্পনা মাথায় আসে। এক জন প্রস্তাব ক'র্‌লে—গ্যাস্ কোম্পানী কোক্ কয়লা বেচ্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, সেখান্ থেকে পাইকিরী দরে গাড়ী কিনে এনে পাড়ায় একটা কয়লার দোকান ক'র্‌লে হয় না? কয়লার ভেতর বীররসের অগ্নি লুকোনো থাক্‌লে ও প্রেমরসের একেবারে অভাব। সেই জন্য প্রস্তাবককে আমরা সেই দিন থেকে 'গন্ধ জগা' ব'লে ডাক্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লুম্। কলের চর্‌কা, কলের ঢেঁকি (ধানভানা কল তখন-ও দেখা দেয় নি), কলের কুলো, তেল, ময়দা প্রভৃতির হাতকল, এ রকম ইঞ্জিনিয়ারিং কলের মতলব-ও বিস্তর মাথায় উঠ্‌তো। একবার তিন চার জনে পরামর্শ করা গেল, জাহাজের সেলার হ'য়ে আমেরিকায় গিয়ে গোটাকতক নতুন ব্যবসা শিখে আস্‌তে হবে।

• • • •

যোদ্-দা' আমাদের চেয়ে বয়সে ৮।১০ বছরের বড় হ'লে-ও আমাদের সঙ্গে মিশ্‌তেন্-ও আমাদের আড্ডায় ব'স্‌তেন্-ও। তবে আমাদের বসা দাঁড়ানো ছিল সৌখীন, আর যোদ্-দা' ওয়াজ ওব্‌লাইজ্‌ড্ টু। বেচারীর

চীনেবাজারে একখানি কাগজের দোকান ছিল, প্রাণটি-ও যেমন সাদা, দোকানের খাতাপত্রের পাতাগুলি-ও তেমন-ই সাদা, প্রাণে-ও একটু কালির আঁচড়্-ও পড়েনি, খাতাতে-ও একটু কালির আঁচড়্ পড়েনি। হেসে কথা কইলে যোদ্-দা' নিজের প্রাণটি ধার দিতেন, আর খদ্দের এসে হেসে চাইলে-ই চেনা অচেনা সকলকে-ই কাগজ-ও ধার দিতেন। বুঝ্তে-ই পার্ছেন তা' হ'লে কারবারের কি গতিক দাঁড়ালো? পরিবারের গায়ে যা' কিছু সোণা-রূপার গয়না ছিল, সেগুলি বেচে কারবারের দেনাগুলি সব শোধ ক'রে দোকানের চাবিটি বাড়ীওয়ালার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে যোদ্-দা' নিজ বাড়ীতে এসে ব'স্লো। অভাবের সংসারে সদ্ভাবের-ও অভাব। সেখানে উনুন ছাড়া আর সকল যায়গাতে-ই দিন-রাত আগুন জ্ব'ল্তে থাকে।

গৃহিনীর কলেক্টরীতে এমিউজ্‌মেন্ট্ ট্যাক্স জমা না দিলে কর্ত্তার হাস্বার হুকুম নেই—তাই যোদ্-দা' বলেন, "তোদের কাছে ব'সে এই খানিকটা জিরিয়ে যাই, ভাই।"

যোদ্-দা'র দোকানে যখন বিক্রী-সিক্রী বেশ চ'ল্তো—(যোদ্-দা' জান্তো ধারে), তখন রাধাবাজারের, চীনেবাজারের অনেক দোকানদার ইসেরা-ইঙ্গিতে যোদ্-দা'কে চাকরীর প্রলোভন দেখিয়েছে, কেউ কেউ বা শূন্য-বখরাদারীতে-ও নিতে চেয়েছে; কেন না, যোদ্-দা' ছিল বড় মিষ্টি মানুষ, সুন্দর চেহারা, মুখখানি হাসি হাসি, কথাগুলি মিষ্টি মিষ্টি। আর আপনার পুঁজি-ই যে সাম্লাতে জান্তো না, সে পরের চুরি ক'র্বে বা পরকে ঠকাবে কি? কিন্তু তা'রা চেয়েছিল চাক্‌রী দিতে যোদ্-দা'র সৌভাগ্যকে; দুর্ভাগ্যকে কেউ ডেকে বাড়ী ঢোকায় না।

যোদ্-দা'র একটা মস্ত গুণ ছিল, নিজের দুঃখের ধুচনীর ভিতর থেকে পেঁয়াজ, রশুন, লঙ্কা, হীং, নাল্‌তে, চূণ, বোল্‌তা, ভিম্‌রুল্, আরশুলা সব

বা'র ক'রে ফুলের গন্ধ-ভরা সাজানো মজ্‌লিস্‌ মাটী ক'র্‌তো না। আমাদের মধ্যে কেউ তা'র বেকার অবস্থা বা সাংসারিক কষ্টের কথা তুল্‌লে যোদ্‌-দা' তখনি তা'কে থামিয়ে দিত'; ব'ল্‌তো, "আর বেশী নয় হে brother, বেশী নয়, বড় জোর আর গোটা তিন চার বছর, তখন মাল বোঝাই ভড়ের দাঁড় টান্‌তে টান্‌তে পিঠের শিরদাঁড়া ভেঙে যাবে; এখন-ও আগ্‌-জোয়ারে পান্‌সী ভাস্‌ছে, যে ক'টা দিন পার, সুখের বাচ্‌-খেলা খেলে নাও; আমার মুখ পানে চেয়ে নিজেদের সুখের ক্ষীর তেতো ক'রে ফেল' না।

যোদ্‌-দা'র ঠোঁটের হাসি যে কিন্তু ক্রমে অভিনয়ের একতান মাত্রে বিলীন হ'য়ে আস্‌ছে, তা' আমরা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌তুম্‌। সান্ত্বনা দিবার উপযুক্ত সঙ্গতি তখন আমাদের কিছু ছিল না, বিনামূল্যে পরামর্শ দিবার পর্য্যন্ত বয়স তখন-ও হয়নি। আমাদের আমোদ-প্রমোদের খরচার পালায় যোদ্‌-দা' যে এ পর্য্যন্ত এক দিন ভাগে-ও ঠাকুর-সেবার ভার নিতে পারেনি, তা'র জন্যে দাদা কিছু লজ্জা পেতেন, তা' আমরা বুঝ্‌তে পার্‌তুম্‌; আর কোনমতে পয়সার কথার সঙ্গে যা'তে যোদ্‌-দা'র নাম না উল্লেখ ক'রে ফেলি, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হ'তুম্‌। মুড়ি-কড়াই মাখা হ'লে প্রথম একখানি ছোট প্লেট্‌ যোদ্‌-দা'র জন্যে আলাদা; প্রথম গ্লাসটি যোদ্‌-দা' না খেলে আমাদের মধ্যে কেউ তা' ছোঁবে না; খিচুড়ী রান্না হ'লে প্রথমে যোদ্‌-দা'কে ডেকে পাতে বসিয়ে তবে আমরা ব'স্‌বো, ইলিশ মাছ ভাজা তাঁ'র পাতে দু'তিনখানা—মায় ডিম।

* * * * *

শ্রাবণ মাস। মধ্যে তিন না চার দিন যোদ্‌-দা'র একেবারে দেখা নেই। সোমবার কি মঙ্গলবার এই রকম হবে ঠিক মনে নেই, আমি ভোরে উঠে-ই শিবুদের বাড়ী গেছি। আর কেউ তখন-ও এসে জমে নি,

শিবু তখন-ও বাইরের ঘরে দোর দিয়ে ঘুমুচ্ছে। দালানে একখানা হেলান দেওয়া বেতের চেয়ার প'ড়ে ছিল, আমি তার ওপর গিয়ে ব'সেছি, গোরা এক ছিলিম তামাক দিয়ে গেছে, এমন সময়ে দেখি যোদ্-দা' উঠানের মাঝখানে এসে-ই আমায় দেখে থ'ম্‌কে দাঁড়ালেন; আমি ব'ল্লুম, "আরে কোথায় ছিলে এতদিন হে যোদ্-দা',—এস এস।" "আস্‌ছি brother, এখনি আস্‌ছি", ব'লে যোদ্-দা' বেরিয়ে গেল। "ব্যাপার কি!—দিন চারেক বাদে ত দেখা দিলে, তামাক-টামাক না খেয়ে-ই যে চ'লে গেল! —হ্যাঁ গোরা-।" "ওই যে যোদ্-দা'-বাবু ফিরেছেন" ব'লে গোরা উঠানের দিকে একটা আঙুল বাড়ালে। হাতে একখানা ফুলিস্কেপ কাগজ, কলম, দোয়াত একটি; এসে আমার হাতের হুঁকাটি নিয়ে বেঞ্চিখানার ওপর ব'সে প'ড়্‌ল।

আমি। আজ যে তিন চার দিন টিকিটি পর্য্যন্ত দেখা নেই; কোথায় ছিলে যোদ্-দা'?

যোদ্ দা'। Brother, তোদের নরম প্রাণে খোঁচা দেবার ভয়ে কিছু প্রকাশ করি নি, কিন্তু আর চলে না।

আমি। তাই ত!

যোদ্-দা'। আলু-পটল মাথায় ক'রে ফিরি ক'র্‌তে পারি;—তবে ক'ল্‌কেতার ভেতরে—

আমি। কি বল যোদ্-দা'—ছেলেবেলার সেই "Try agrin"; চেষ্টা ক'র্‌তে ক'র্‌তে-ই একটা চাকরী জুট্‌বে-ই—জুট্‌বে।

যোদ্-দা'। জুট্‌বেই-ত—আলবাৎ জুট্‌বে, চাই কি আজ-ই, তাই তোমার কাছে এসেছি।

আমি। আমার কাছে—

যোদ্-দা'। আমার brother, একটা উপকার ক'র্‌তে হবে; এই

দোত্, কলম, কাগজ সব এনেছি, এই বেলা বেশ একলা আছ, ভাল ক'রে আমার একখানি দরখাস্ত লিখে দাও।

আমি। চাকরীর দরখাস্ত ?

যোদ্-দা'। হ্যাঁ। ইংরাজীটে খুব জবরদস্তি হওয়া চাই। খুব বড় ক'রে একটা অনার্ড স্যার—না মাই লর্ড লিখ্‌বে ? মাই লর্ডটা-ই ভাল, কি বল ? তার পর-ই "ইওর কাইণ্ডলিনেস্" এটা তিন চার্‌বার; "ইওর ম্যাক্-না-চার্টা অফ্ দি হার্ট্‌টা-ও" দেবে, সেখানে "বেনেভাওলেন্সটা" দেবে আর শেষটায় খুব ভাল ক'রে "ইওর সার্ভেণ্ট সার্ভেণ্ট গ্র্যাটিচিউট্‌লি ওবলাইজ্ ইউ ফর ফোর্‌টিন মেল জেনারেসান্ আপ্‌ওয়ার্ড এণ্ড ডাউনওয়ার্ড" কেমন,—কি বল ?

আমি। (ঈষৎ হাস্যে) তা' যা' হয় দোবো গুছিয়ে।

যোদ্-দা'। পার্‌বে হে পার্‌বে, তা' আমি জানি; খামকা পড়াশুনো বন্ধ ক'র্‌লে, তা' না হ'লে তুমি একজন বড় ইংরেজী-ওলা হ'তে পার্‌তে।

আমি। দরখাস্ত দিচ্ছ কোন্ আফিসে ?

যোদ্-দা'। যে আফিসে হয়; আপাততঃ মিন্‌সিপ্যাল আফিসের বড় সাহেবের নামে দাও।

আমি। মিউনিসিপ্যালিটীর কোন্ ডিপার্টমেণ্টে চাক্‌রী খালি আছে ?

যোদ্-দা'। ডিপাটমেণ্ট টিপাটমেণ্ট জানি নি; চেয়ারম্যান কি সেক্রেটারী যার নামে-ই হোক, এই কথা লেখ যে আমার অবস্থা ভয়ানক কষ্টের, সপরিবারে উপবাসে দাঁড়িয়েছে; উপবাস, কষ্ট, এ সব কথাগুলো ইংরিজীতে বেশী জোর হয়;—এই দেখ না, বাঙলায় খালি উপোস—নয় উপবাস, কিন্তু ইংরিজীতে একেবারে লম্বা 'এষ্টারভেকেসন', আর তুমি সব জানো বেশী কি ব'ল্‌বো। লেখ যে, হয় আমায় এখুনি একটা চাক্‌রী দিক্, নয় চুরি কর্‌বার লাইসেনি দিক।

বুকটা ফেটে গেল যোদ-দা'র মুখপানে চেয়ে! তখন-ও কাঁচা বুক—একেবারে দল্‌দ'লে কাদা, রৌদ্রের তাতে একটু-ও আঁট্ বাঁধেনি, তবু মনে হ'ল যেন ফেটে গেল। এ ঠাট্টা তামাসা নয়—মজ্‌লিসের মজার কথা নয়। অভাব, উপবাস, ঋণের নিদারুণ বেদনা যাতনাযুক্ত ক্লেশের মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে চৌর্য্যদ্বারা আহার্য্য অর্জ্জনের জন্য রাজদ্বারে অনুমতি ভিক্ষা ক'র্‌ছে!

"এ দরখাস্ত একটু ভেবে লিখ্‌তে হবে, যোদ্-দা', কাল পাবে" এই ব'লে তখন তাঁকে একটু ভুলিয়ে দিলুম্। যোদ্-দা' ব'ল্‌লে, "সন্ধ্যের পরে দিতে পার্‌বে না?" আমি ব'ল্লুম্ "চেষ্টা ক'র্‌বো।"

সে দিন সকালের মজলিস্‌টে ভাল জ'ম্‌লো না; যোদ্-দা'র দরখাস্তর কথা তখন-ও কারুকে বলিনি, তবু এই শ্রাবণের সকালটা ফাঁকা ফাঁকা গেল। সন্ধ্যার পর আড্ডা বেশ জ'মেছে, শরীরটা একটু গরম ক'রে নেওয়া গেছে; যোদ্-দা'র দরখাস্তর গল্প আমার কাছে সবাই শুনেছে; প্রথম একটা হাসির হর্‌রা উঠে গিয়েছিল, কিন্তু অবিলম্বে-ই তার প্রতিক্রিয়া; বলাবলি চ'ল্‌তে লাগ্‌লো, "এ ত' হাসির কথা নয়, এ রকম হতাশের বাতাসে মানুষ সব ক'র্‌তে পারে; পাগল হওয়া বা গঙ্গায় ঝাঁপ্ দিয়ে পড়া ও বিচিত্র নয়।" আমি ব'ল্‌লুম্, "সন্ধ্যাবেলায় দরখাস্ত নেবে ব'লে আমায় তাগাদা দিয়ে গেছে, এখন ও এল না কেন; রাত প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে।" আর-ও কোয়ার্টার খানেক বাদে ঠোঁটে, মুখে, নাকে, চোখে, ভুরুতে, হাতে, পায়ে, গলায়, বুকে হাসির গোলাপজল মেখে—"Brother, Brother. গুড্ বেটার বেষ্ট্ নিউজ্, চাকরী জুটেছে, জুটেছে" ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে যোদ্-দা' ঘরের মধ্যে এসে প'ড়লো। 'গন্ত জগা' যেন পদ্যে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ব'লে উঠল, "দু'ঘণ্টা পরে এসে যদি অম্‌নি ক'রে দেখা দিতে যোদ্-দা', তাহ'লে দু'টো টাকা আজ বেঁচে যেত।"

যোদ্-দা' ব'লে উঠ্‌লো, "হিয়ার ইজ্ দি টু রুপিজ্—ডু ইন্‌কোর।" ব'লে-ই যোদ্-দা' দুটো টাকা ফেলে দিলে। দু'জনে এন্‌কোর ব'ল্‌লে-ই আর দু'জনকে 'নো মোর' ব'ল্‌তে-ই হয়, থিয়েটারের এ আর্ট্‌টা তখন আমরা শিখেছিলুম্; সুতরাং সবাই ব'লে উঠ্‌লুম্,—"নো মোর নো মোর, আজ যোদ্-দা' তোমার চোখ দুটিতে শ্যাম্পেনের ফ্রথ্ ফুটে উঠেছে, এর ওপর আর কোন নেশা জ'ম্‌বে না!"

দরখাস্ত লেখার ভার আমায় দিয়ে যোদ্-দা' খালি পেটে-ই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন; বেলা ৪টা নাগাদ্ রাধাবাজারে আগেকার চেনা একটি গ্লাস্‌ওয়ারী দোকানে ব'সে তামাক খাচ্ছেন, এমন সময় নিবারণ সুর সেখানে এসে উপস্থিত। নিবারণ যোদ্-দা'র বহুকালের আলাপী; ছেলেবেলায় স্কুলে, পরে যোদ্-দা'র যখন কাগজের দোকান, তখন নিবারণ দে কোম্পানীর কাটা কাপড়ের দোকানে চাক্‌রী করে, মধ্যে অনেক দিন কোন খোঁজ্ খবর ছিল না, আজ হঠাৎ দেখা।

যোদ্-দা'র সঙ্গে দেখা-শুনো বন্ধের পর নিবারণ ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে ক'রে নানান যায়গায় ঘুরে শেষ সম্প্রতি রাণীগঞ্জে একটা ছোট খাট দোকান খুলে ব'সেছে। রাণীগঞ্জ জায়গা ভাল, এখন-ও ভাল ক'রে চালাতে পার্‌লে সেখানে মাঝারি রকম দোকান বেশ চলে। সুর মহাশয়ের রাণীগঞ্জের দোকানে টিকে, তামাক, দেশালাই, কেরোসিন থেকে আরম্ভ ক'রে কাগজ, কলম, নিব, উড্-পেনসিল, শ্লেট্, শ্লেট্-পেনসিল, মার্‌বেল, লাটিম, ব্যাট্‌বল, লজেঞ্জুস, দোয়াত, কালি, গালাবাতী, জুতোর কালি, ছুঁচ, সুতো, আলপিন, চুলের ফিতে, চিরুণী, কৌটা, আর্‌শি, রুমাল, তোয়ালে, ঝাড়ন, নারিকেল-তেল, হাত ল্যাণ্ঠান, হারিকেন ল্যাম্প, সোডা, লেমনেড্ এইরূপ সকল রকম জিনিষ-ই কিছু কিছু মজুদ থাকে, ছাতা-ও দু'পাঁচটা রাখা হয়। নিবারণের পুঁজিপাটা বেশী নয়, তার জন্য সে তত ভাবিত-ও

নয়; ক'ল্‌কেতার মুরগীহাটা, কলুটোলা, চীনেবাজার, চাঁদ্‌নী প্রভৃতির অনেক দোকানদার নিবারণকে চেনে, বিশ্বাসী ব'লে-ও জানে, অল্প স্বল্প মালটাল ধারে-ও ছেড়ে দেয়।

নিবারণের মুস্কিল হ'য়েছে একলা হ'য়ে; গস্তে বেরুলে দোকান প্রায় বন্ধ ব'ল্‌লে-ই হয়, আর গস্তে না বেরুলে দোকান চলে-ই বা কি ক'রে? একটা লোক ঢুকেছে বটে, বোধ হয় বিশ্বাসী, কিন্তু একেবারে নিরেট্ বোকা—তাই বিশ্বাসী। সে না জানে খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইতে, না জানে বেচা-কেনা ক'র্‌তে; তিন পয়সার জিনিষে পাঁচ পয়সা দাম চেয়ে বসে, আবার পাঁচ আনার চিরুণীখানা তিন আনায় বেচে ফেলে; যোদ্-দা' যখন ব'সে-ই আছেন, তখন নিবারণের সঙ্গে মিশে এ কাযে লেগে যেতে আপত্তি কি? ক'ল্‌কেতা ছেড়ে যেতে যোদ্-দা'র বিশেষ আপত্তি নেই; যোদ্-দা' মজবুত লোক, ছেলেপুলে সাম্‌লাতে পারবেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে ক'ল্‌কেতা-ও যা,' রাণীগঞ্জ-ও তা,' আর কাশী বারাণসী-ও তা'। তবে ব্রাদার, একেবারে অন্ন ভক্ষ্য—বুঝেছ কি না; দিস্ ক্লথ্ মাত্র—সোপ্ ওয়াস্; এ অবস্থায় যাই-ই বা কোথায়—করি-ই বা কি?

যোদ্-দা' আমাদের ব'লে যেতে লাগলেন্; নিবারণ গুড ম্যান্, বুজুম্ ফ্রেণ্ড্; ব'ল্‌লে, নেভার মাইন; ব'ল্‌লে, আপাততঃ বাড়ীতে এই টয়েনটি রুপি দিয়ে যাও, আর টেন রুপি তোমার কাপড় জামা লাকচাঁদ। সেখানে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া থাকা, আপাততঃ মন্‌থে মন্‌থে বাড়ীতে ১৫ টাকা মনিঅর্ডার; দোকান জ'মে গেলে টু আনা বখ্‌রা।

আমি ব'ল্‌লুম, "যোদ্-দা', আমায় আর দরখাস্ত লিখ্‌তে হ'ল না। তোমার বুকের পিটিসান্ করুণাময়ের আসন টলিয়েছে। দুর্গা ব'লে যাত্রা কর।"

যোদ্-দা' ব'ল্‌লে,"ইয়েস, শুক্রবারে ; কিন্তু ব্রাদার, তোদের ছেড়ে যেতে মনটা বড় কাঁদ্‌ছে, এক একবার মনে হ'চ্ছে, টাকা ক'টা নিবারণকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি, যা' আছে বরাতে হবে।"

শিবু একটু গোঁয়ার গোছের লোক, ব'লে উঠ্‌লো, "ও রকম কর যদি যোদ্-দা', তা হ'লে একটা হাতাহাতি হ'য়ে যেতে পারে ব'লে দিচ্ছি। আমরা ম'র্‌বো না, মাসছয়েক ঘুরে একবার বাড়ী এস, আবার দু'দিন এই রকম আমোদ করা যাবে।

* * * *

ছ'নাস চুয়ান্ন মাস কেটে গেছে ; আমাদের আড্ডা একটু পাত্‌লা হ'য়ে এসেছে ; দু' এক জন চাক্‌রীতে ঢুকেছে, (এরা আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে স্বাধীন ছিল), এক জন এলাহাবাদ গেছে, সেখানে তা'র মামা বড় উকীল। নিমাই শুধ্‌রে গেছে, নিজের পরিবার ছাড়া অন্য পুরুষের মুখ দেখে না। আর দু' পাঁচ জন যে কেন আসে, তা' ব'ল্‌তে পারি না। যে ক'জন আমরা আড্ডায় এসে জমি, তা'দের-ও বাড়ীতে আজকাল ভাতটা বেড়ে দেয় একটু মুখটা ভার ক'রে ; ছুটীর পর যা' হোক্ কিছু করতে-ই হবে, মনে এই রকম একটা ভাব মাঝে মাঝে আসে, তবু বন্যার জল ম'রে নবযৌবনের আনন্দের স্রোতে এখন-ও একেবারে ভাঁটা পড়েনি।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যা। এখন-ও বাড়ী থেকে নতুন কাপড়-জুতো পাওয়া বন্ধ হয় নি, দেনা ব'লে দানাটার সঙ্গে এখন-ও চেনা-পরিচয় নেই ; এখন-ও বাড়ীতে ছেলে ব'লে পরিচয়, নেবার সম্বন্ধ—দেবার নয়। পূজোর চারটে দিন কি রকম ক'রে বেড়িয়ে-চেড়িয়ে, মিলে জুলে ব'সে আমোদ-প্রমোদে কাটানো যাবে, তার-ই একটা প্রোগ্রাম ঠিক করা যাচ্ছে, হুঁকোয় টান, আর মাঝে মাঝে পান, এমন সময়—ও কে ও! যোদ্-দা' না! বাঃ

বাঃ! একেবারে ছেলেমেয়ে সঙ্গে ক'রে যে! কবে এলে? কখন্ এলে?

যোদ্-দা'। তিন বছর নয় রে ভাই, তিন বছর নয়! বছরখানেক অনেকটা রগড়ারগড়ি ক'র্‌তে হ'য়েছিল, তার পর থেকে মোদ্দা দোকান বেশ জাঁকিয়ে চ'ল্‌ছে; শুধু দোকান নয়, সঙ্গে সঙ্গে রাণীগঞ্জ থেকে পোড়া কয়লা-ও দু' দশ ওয়াগন্ চালান দিয়ে থাকি। আরে ভাই, এখন আমি শুধু যোদ্-দা' নয়; এণ্ড কোঁ—এণ্ড কোঁ, সুর চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোঁ। কা'ল সকালে এসে পৌছেচি; তোদের সঙ্গে দেখা করিনি, ছেলেগুলোকে নতুন জামাকাপড়-জুতো কিনে পরিয়ে আন্‌বো মনে ক'রেছিলুম, তাই দেখা ক'র্‌তে দেরী হ'য়ে গেল। ব্রাদার সেই তিন বছর আগে আমার দু'টো টাকা ফিরিয়ে দিছ্‌লি, কিন্তু আজ যদি ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নউমী, ফোর্ ডোজের ফোর্ দ্বিগুণে এইট রূপি না নিস্, তা হ'লে কাল সকালে রাণীগঞ্জে ফিরে যাব। এই ফোর 'বিহাইব' আমার, বিজয়া 'ম্যানেজ' ক'রিস্ ইউ অল্; ফেয়ার ডিলিং—কেমন? আজকাল যে রাণীগঞ্জে সাহেবদের সঙ্গে কথা কই রে আমি, তা'রা ভারি খুসী, হেসে লুটোপুটি।

* * * *

পঞ্চাশ বছরের উপর চ'লে গেছে। পঞ্চাশ বার মা দুর্গা বঙ্গদেশে এসেছেন—চ'লে গেছেন; আজ কোথায় বা সেই শিবু, কোথায় সেই গন্ধ জগা, কোথায় বা নিমাই, আর কোথায়-ই বা সে যোদ্-দা'! হা রে, প্রথম যৌবন! চেষ্ট্, বেষ্ট, এণ্ড মোষ্ট মিষ্টি! আবার ষষ্ঠী এসেছে, কিন্তু আজ একটু হাসতে-ও যেন কষ্ট হ'চ্ছে!

বিদ্যা "অমূল্য ধন"

ঠিক স্মরণ হয় না, বোধ হয় যেন ছেলেবেলায় অক্ষয়কুমার দত্তে চারুপাঠে পড়িয়াছিলাম—"বিদ্যাশিক্ষা করিলে লোকের হিতাহিত জ্ঞা জন্মে।" এ হিতাহিতের অর্থ যদি এই হয় যে কাহার-ও কোন অহি করিব না, সর্ব্বদা জগতের হিতসাধনের জন্য-ই নিযুক্ত থাকিব, তাহ হইলে আমরা যে ভাবে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি ও করাইতেছি, তাহাতে হিতাহিতের এ তাৎপর্য্য একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে!

অবশ্য হয় ত' দুই দশ জন শিক্ষিত ব্যক্তি পরের হিতসাধনরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্যে ব্রতী হইয়া জীবনের দিন ক'টা লোকসানে কাটাইয় দেন, কিন্তু বিদ্যালয় হইতে একশত ক্রোশ দূরে থাকিলে-ও এ দুষ্প্রবৃত্তি তাঁহাদের নিশ্চয়-ই হইত। আর জীবন রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয়, অনুকূল-প্রতিকূল নির্ব্বাচন-শক্তির যে জ্ঞান তাহা মনুষ্য অপেক্ষা পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদির যে বেশী আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কুকুর বা পিপীলিকা সামাজিক নিমন্ত্রণে যাইলে তাহাদিগের নিজের বৈবাহিক মহাশয়রা আসিয়া-ও যদি করযোড়ে সজোরে উপরোধ করেন, তাহা হইলে-ও তাহারা পেটভরার উপর এক দানা বেশী মতিচুর-ও ভক্ষণ করে না।

বর্ত্তমান যুগে শুধু এ দেশে নহে জগতের সর্ব্বত্র-ই বিদ্যার বেচাকেনা যে ভাবে চলিতেছে তাহাতে লোকে প্রাণপণে "উত্তমপুরুষের" হিতসাধনের-ই অথবা আপাততঃ যাহাকে সে নিজের হিত বলিয়া বিবেচনা করে তাহার-ই জন্য চেষ্টা পাইতেছে এবং সেই হিতটি আপনার দিকে এত অধিক পরিমাণে টানিতে ইচ্ছা করে যে আর পাঁচজনের হিত কাড়িয়া না লইলে তাহাদের হিতের মাত্রা গলা-গলি হয় না।

অধ্যাপক যখন দেখেন যে মাসিক বেতনে তাঁহার বেশী হিত হইতেছে না, তখন তিনি নোট-বই লিখেন, তাহাতে ছাত্রের চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করিয়া তাহার অহিত ঘটাইলে-ও পুস্তক-বিক্রয়-লব্ধ অর্থে নিজের হিতটা বেশ বাড়াইয়া তুলেন। উকিল যখন আইনের প্যাঁচে সোজা মামলার বত্রিশ বিলাতি ফেঁকড়ী বাহির করিয়া এবং মুলতুবীর পর মুলতুবী ঘটাইয়া মক্কেলকে পথে দাঁড়্ করান্ তখন তাঁহার নিজের লব্ধ হিত সেন্ট্রাল এভেনিউর উপর তেতালা কোঠার ছাদে দাঁড়াইয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের দিকে হাত বাড়াইয়া ওকালতী বিদ্যালাভের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে থাকে। এইরূপে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সওদাগর প্রভৃতির রোল্‌সরয়েস্, ব্যাণ্ডো, জমীদারী, ভাড়াটে-বাড়ী, হীরা, মতি, জহরৎ সব-ই অশিক্ষিতের দারিদ্র্যের উপর বিদ্যার আধিপত্য দেখাইয়া দেয়।

বিজ্ঞান শুধু অজ্ঞানকে দূর করে না, অনেক সময়ে অজ্ঞানীকে পেটে-ও মারে। চর্‌কা তাহার সেবিকাকে বস্ত্র দিত', অনেক সময়ে সেবিকার সংসারের অন্ন বস্ত্র দুই-ই যোগাইত; সহস্রবাহু কাপড়ের কল বিদ্যার মুদ্গর প্রহারে চরকাকে বধ করিয়া তাহার সেবিকার পুত্র-পৌত্রকে মজুর বা ভিখারী করিয়াছে। এই সভ্যতার বিজ্ঞান বড় বড় অন্য উপাধি পাইলে-ও 'দীনবন্ধু'নামে কখন-ই ভূষিত হইতে পারে না।

আধুনিক অর্থশাস্ত্রবিদ্‌রা বলেন বটে, "কলে প্রস্তুত ব্যবহার্য্য সামগ্রী কত সুলভে বিক্রয় হয়, ইহাতে গরীবের কত সুবিধা"; কিন্তু সে কি সুবিধা ব'লে সুবিধা—কিনিবার পয়সা নাই সুতরাং মোটে-ই খরচা নাই। গত দুই বৎসরের মধ্যে যাঁহারা এই বঙ্গদেশের সুদূর পল্লীগ্রামের অবস্থা একটু লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা-ই জানেন যে অনেক ভদ্র-গৃহস্থের কুললক্ষ্মীকে লজ্জা নিবারণের জন্য রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে থাকিতে হইত।

বিদ্যাবলে আবিষ্কৃত কল্‌কার্‌খানা একশত জনকে ধনী করে, এত ধনী

করে যে তাহাদের প্রত্যেককে কোটিপতি বলিলে-ও যেন অবজ্ঞা করা হয়, আর লক্ষ লক্ষ নরনারীকে কাঙাল কাঙালিনী করে। অশিক্ষিত বেচারারা ঐ একশতের মোট বয়, কাঠ কাটে, জল তোলে অথবা জুতা সাফ্ করে। সাধারণ ডাকাতেরা লাঠির জোরে পরস্বাপহরণ করে আর শিক্ষিত ব্যক্তি বুদ্ধির কৌশলে ঐ কার্য্য সমাধা করেন; সাধারণ ডাকাতের জন্ম পুলিশ আছে আর এই intellectual dacoityর বাহবা পৃথিবীশুদ্ধ অজ্ঞানের foolish মুখ হইতে নির্গত হয়; বিস্তাবস্ত বধকর্ত্তাকে তার বধ্য-ও বাহবা না দিয়া থাকিতে পারে না। একশত টাকার দাবীতে হাজার টাকা খরচ করিয়া হারিয়া গেলে-ও মক্কেল বলিয়া থাকেন, "হারি আর যা-ই করি আমার উকিল 'ক্রশে' আসামীকে যে নাস্তানাবুদ্ ক'রেচে, তার চরিত্তিরেব কথা যে রকম আদালতে বার ক'রে দিয়েচে তাতে-ই আমার টাকা উঠে গেছে।"

আগে বলিয়াছি, দুই দশ জন নির্ব্বোধকে বাদ দিলে জগতের বুদ্ধিমান্ সাধারণ এখন বিদ্যার্জ্জন করেন আপনাকে বড় করিবার জন্ম-ই। পদে, প্রতাপে, সম্ভ্রমে, মর্য্যাদায়, ঐশ্বর্য্যে, মাৎসর্য্যে, ভোগে, এমন কি রোগে-ও আপনাকে প্রতিবেশী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার জন্ম বিদ্যা, বিদ্বানের পেটে ঢুকিয়া কামড়াইতে থাকে।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান, সাধককে যে শক্তি প্রদান করে তাহাতে তাহার উচাটন ও মারণ প্রবৃত্তি অধিকতর বলবতী হয়; কামনার বিরাম নাই, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই; আর মারণ—তাতে মারা ত আছে ই, তাহার উপর বেশী নয়, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে-ই মানুষ মানুষকে প্রাণে বধ করিবার কত রাসায়নিক, কত যান্ত্রিক উপায়-ই না সৃষ্টি করিয়াছে!

সমগ্র সভ্যজগতে বিদ্যা বিস্তারের ফল ত' হইল এই। তাহার পর

আমাদের এ দেশের—বিশেষ বঙ্গদেশের কথা। প্রথম ইংরাজ আসিল, তাহার ধোপদস্ত সফেদ্ রঙ্ দেখিয়া-ই আমরা মোহিত হইলাম, প্রাণ বিলাইয়া দিলাম, যুগযুগান্তরের শ্যামরূপের মোহিনী ভুলিয়া ধবলের কবলে আত্মসমর্পণ করিলাম। সাহেব বলিল, "তোমরা মূর্খ আছ", আমরা বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ।" সাহেব বলিল, "আমরা তোমাদের লেখাপড়া শিখাইব, বিদ্বান করিব," আমরা বলিলাম "যে আজ্ঞে।" তাহার পর একটা ঘোঁট্ বসিল, তাহাতে জনকতক সাহেব রহিলেন, ও জনকতক মাথালো মাথালো বাঙালী-ও রহিলেন। তর্ক এই, আমরা কোন্ বুলি বলিয়া বিদ্বান্ হইব। জনকতক সাহেবের মত যে আমরা যেমন জাতিগত অভ্যাসে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করি, সেই ক্যাঁক্ ক্যাঁক্টা-ই একটু ভাল করিয়া করিতে শিখি, তাহার পর নিজের ডানা নাড়িয়া কখনো বা মাটীর ধান কুঁড়াগুলি খুঁটিয়া খাই, আর কখনো বা গাছের ফলটা আস্টায় ঠোকর মারি। আর জনকতক সাহেবের মত হইল, না আমরা "রাধাকৃষ্ণ" বলিতে শিখি ; পাখীর ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ পাখী-ই বুঝে, ও তো স্বাভাবিক, ও তো আর বিদ্যা নয় ; বিদ্যা হ'ল "রাধাকৃষ্ণ" বলা।

অধিকাংশ বাঙালী বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের "রাধাকৃষ্ণ-ই বলাও" ; তাঁহারা যুক্তি দেখাইলেন যে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করিলে আমাদের কোন লাভ নাই, নিজের ডানায় ভর দিয়া চিরকালটা উড়িয়া বেড়াইতে হইবে, একটা গাছ টাছ দেখিয়া নিজের বাসা নিজে-ই বাঁধিতে হইবে, তাহার উপর ঝড় আছে, বৃষ্টি আছে, কুকুরের দাঁত ও বিড়ালের পেট-ও আছে ; কিন্তু "রাধাকৃষ্ণ" বুলি শিখিলে আমরা দরে বিকাইব, সৌখীন লোক আমাদের কিনিয়া লইবে, চক্‌চ'কে পিতলের তার ঘেরা খাঁচার ভিতর আমাদের বাসা দিবে, 'ছোলা দিবে, ছাতু দিবে, ফড়িং দিবে, কোন্-না দু'-একদিন পাতের কেক্-ভাঙা বিস্কুট-ভাঙা-ও দিবে ;

পাঁচজনকে ডেকে আমাদের দেখাইবে, বুলি শুনাইবে। সুতরাং ধার্য্য হইল আমরা "রাধাকৃষ্ণ" বুলি-ই শিখিব।

শঙ্করাচার্য্য যেমন শিবস্তোত্র লিখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, মেকলে-ও তেমন-ই অমর হইয়াছেন বাঙালী স্তোত্র লিখিয়া। সেই কলের দেশের মেকলে বলিতেন, "দাও বাঙালীকে বিদ্যার কলে ফেলে।"

আজ একশত বছরের উপর সেই বিদ্যার কল চলিতেছে। যেমন যাঁতার ময়দার কল ঘুচিয়া এখন রোলার মিল হইয়াছে, তেমন-ই ইংরাজী বিদ্যার পুরাণো কল বদলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়রূপ রোলার মিল হইয়াছে। মাঝে মাঝে নূতন নূতন ইঞ্জিনিয়ার আসিয়া তাহার স্ক্রুটা, চাকাটা, রড্‌টা, পিষ্টন্‌টা বদ্‌লাইয়া দেন; আর কল হইতে বাঙালীর ছেলেরা একের নং, দুয়ের নং, তিনের নম্বরের ময়দা, আটা, সুজি, ভূষি হইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িয়া বস্তাবন্দী হয়। বিদ্যা মাথার গুদামের ভিতর হরবেরকমের পুরাণো আস্‌বাব ভরিয়া দিতেছে। আমরা চলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, উড়িতে ভুলিয়া গিয়াছি, ঠোক্‌রাইতে-ও ভুলিয়া গিয়াছি; কেবল শিকল পরিয়া দাঁড়ে বসিয়া বলিতেছি "রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ" আর এক একবার গুমোরে পর্‌গুলা ফুলাইয়া তুলিতেছি।

প্রথম দশ বিশ বৎসর দু' দশটা পাখা একরকম দামে বিকাইত মন্দ নয়, তাহার পর 'ষ্টীমার' দেখা দিল, সুয়েজ খাল খুলিল, Bird of Paradise, Macaw, Magpie, Canary, আর-ও কত কি আমদানী হইল; তাহারা কেহ শিশ্ দেয়, কেহ গান করে, কেহ বলে 'পলি পলি'; আর এদিকে হাজার হাজার "রাধাকৃষ্ণ"-বলা-টিয়ে গলি গলি; সুতরাং দু আনা জোড়া-ও হাটে বিকায় না; কিনিলে-ও খাইতে দেয় বোরো ধান—দুটা ছোলা-ও আর মিলে না।

এক ত সর্ব্বনেশে অহং সব মানুষের মনের মধ্যে বসিয়া তাহাদের

নাস্তানাবুদ্ করিতেছে, তাহার উপর ইংরাজী শিখিয়া আমাদের অহংটা একেবারে সাত হাত লম্বা হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু-ই কারণ নাই, কেন না ইংরাজীতে আমি-জ্ঞাপক আই (I) টা বড় অক্ষরে (capitalএ) লিখিতে হয়; পৃথিবীর আর কোন ভাষার লিখন-প্রণালীতে-ই বোধ হয় এ নিয়ম নাই।

দশটায় হাজির পাঁচটায় ছুটী, বেশ-ভূষা পরিপাটী; চেয়ার টেবল্ সাজিয়ে রাখা, মাথার উপর টানা পাখা; কোন-ও হাঙ্গামা নাই, কোন-ও দায়িত্ব নাই; ঝঞ্ঝাটের মধ্যে 'সাহেবকে একটু কোমর নোয়াইয়া সেলাম দেওয়া, চাপরাশীকে চাচা বলা; কাজের একটা মধ্যে carried over থেকে আর একটা carried over পর্য্যন্ত ঠিক দেওয়া, কিসের হিসাব কত হিসাব তার ঠিক-ঠিকানার দরকার নাই, আর না হয় সাহেবের draft করা চিঠির নকল করা (তা' মৃত মক্ষিকার দেহ-স্পর্শের ছোপ্টুকু পর্য্যন্ত); তা'র উপর মাস গেলে-ই মাহিনা, নগদ্ কর্‌ক'রে টাকা। এমন শান্তিপূর্ণ সুখের স্বর্গ ছাড়িয়া কে যায় চাষের ক্ষেত তদারক করিতে, কে বসিয়া দোকানের পিঁড়ীতে দাঁড়ী ধরে, কে যায় গতর খাটাইয়া, মাথা ঘামাইয়া, লাভ-লোকসানের বনের ভিতর দিয়া অন্নসংগ্রহের অর্থ খুঁজিতে?

"রাধাকৃষ্ণ" বুলি বলিতে শিখিয়া আর-ও একটা ভারি রকম লাভ হইল; পক্ষীসমাজে বুলি-বলা পাখীরা একটা বড় রকম নূতন জাতি হইয়া দাঁড়াইল, সে জাতের নাম হইল Babu (ব্যাবু)। যা'র বাপ কোন ব্যাবুকে কামাইতে আসিয়া ফরাসের উপর পা দিলে ব্যাবু খাপ্পা হইয়া তাহাকে দূর্ দূর্ করেন, তার-ই ছেলে জুতা পায়ে দিয়া ঘরে ঢুকিয়া "Good morning Sir, hope I'm not intruding" বলিলে-ই ব্যাবু অমন-ই তাহাকে হাত বাড়াইয়া সেক্হাণ্ড করিয়া তাকিয়ার

ধারে বসিতে দেন, সুতরাং তাঁতি তাঁত ছাড়িয়া, কুমোর চাক ছাড়িয়া, বেণে বেসাতি ছাড়িয়া, কামার হাতুড়ি ছাড়িয়া, ছুতোর র‍্যাঁদা ছাড়িয়া পড়িতে বসিল—"I am up রাধাকৃষ্ণ, you are in রাধাকৃষ্ণ," আর একেবারে পৈতৃক জাত ছাড়িয়া হইয়া গেল ব্যাবু!

এখন উমেদারী গুদামে এত ব্যাবু জমিয়াছে যে ব্যাবুরা বস্তা পচা হইতেছে আর ব্যাবু নামে একটা দুর্গন্ধ উঠিয়াছে।

অক্সফোর্ডে ও কেম্ব্রিজে যে মহানৈবেদ্য সাজানো হয় তাহার-ই কুঁচো নৈবেদ্য লইয়া এদেশে সরস্বতী পূজা আরম্ভ হইল। সকল বিদ্যার-ই একটু একটু করিয়া আমাদের গলাধঃকরণ করানো হইল, বিদ্যার আর কিছু-ই বাকি রহিল না;—

"কোন শাস্ত্র নাহি হয় তাঁর অগোচর।
চৌদ্দদিনে চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে তৎপর॥
বিদ্যা পড়ি' করিলেন গুরুকে প্রণাম।
'নোক্‌রি' বিদ্যা সেইক্ষণে শিখিলেন রাম॥

ডিগ্রিধারী দেশী মস্তিষ্ক উদ্ঘাটন করিয়া তাহার স্মৃতিকক্ষায় যদি কেহ যোগদৃষ্টি নিপতিত করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বিদ্যার কি বিচিত্র সম্ভার-ই সেখানে স্তূপীকৃত রহিয়াছে! একটা ঠ্যাং ভাঙ্গা সাহিত্যের উপর একটা ঘাড় ভাঙা সায়েন্স, আড়কাটায় টাঙানো খানিকটা ধূলা পড়া লজিক্, এক কোণে একখানা অঙ্কের কঙ্কাল, আর-ও কত কি কত কি—ব্লটিং ছাপার উপর সব হরফ কি বুঝা যায়!

সে মস্তিস্ক দেখিলে-ই বহুবাজার ষ্ট্রীটের সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জিনিষের দোকানের কথা মনে পড়ে; দু'খানা গদি-ছেঁড়া কৌচ্,—দোকান্‌দার ব'ল্‌ছে" এ আসল এডমণ্ডের বাড়ীর, আর কারুর দোকানে পাবেন না।"

খানকতক হাতভাঙা পিঠভাঙা কেদারা—একেবারে খাস্ আমেরিকান্, যেন এমার্সনের মাঝখানকার দেড় chapter; গোটা কতক ডবলউইক্ কেরোসিন ল্যাম্প,—গ্লোবটা ফাটা, স্ক্রু ঘুরালে-ও প'ল্‌তে উঠে-না, কিন্তু আসল অস্‌লারের বাড়ীর; তুইটা চীনের ফুলের টব; মস্ত এক বাণ্ডিল ছাতাধরা ম্যাটিং; একখানা উইয়ে-খাওয়া জাপানী স্ক্রীন্, চাকা-ভাঙা বাইসাইকেল, ফুটো ফুটবল্, মেজের পায়া, প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন স্বরূপ ছেঁড়া টানাপাখা ও ১৮৯৩ সালের থ্যাকারের ডাইরেক্টরী।

এরূপ দোকানের বেসাতী কত দিন চলে? তাই বহুবাজার ষ্ট্রীটের পূর্ব্বাংশ প্রায় বাজারের সীমানার পর হইতে-ই আরম্ভ করিয়া হুজুরীমলস্ ট্যাঙ্ক লেনের মোড় পর্য্যন্ত এক দিন সারি সারি যে Secondhand Conglomerationএর দোকান ছিল তাহার প্রায় একখানি-ও আর দেখা যায় না; ঐ ষ্ট্রীটের পশ্চিমাংশে ঐরূপ দোকান দু'পাঁচখানা আজ-ও পেন্‌সনের অপেক্ষায় প্রাচীন জীবন কোন মতে রক্ষা করিয়া আছে।

এই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বিদ্যার অসারত্ব ও নিরর্থকতার কথা এখন ছেলেরা বুঝিতেছে, যুবকরা বুঝিয়াছে, অভিভাবক-পদে-প্রতিষ্ঠিত প্রৌঢ়-প্রাচীনরা-ও বুঝিয়াছেন। উকীল অনেকদিন বুঝিয়াছিলেন যে সাম্‌লা আর মাম্‌লা আনে না; তাই গাউন পরিলেন, কিন্তু তা'তে-ও টাউনের খরচ চলে না; ডাক্তার বুঝিয়াছেন যে মোটরে চলিলে-ও চলিতে পারে কিন্তু 'এম, বি'-র বিদ্যা কম্পাসে মোটে-ই চলে না; 'এম্, এ'র শেষ ভরসা (যদি ডেপুটী করিয়া দিবার জন্য M. L. C. কি সরকারী ব্যারিষ্টার না থাকে) মফঃস্বলের যাট্‌টাকার মাষ্টারী (চালের দাম দশ টাকা মণ, ছেলের দুধ টাকায় আড়াই সের); 'বি-এ,' দেখিতেছেন বিয়ের বাজারে-ও পাশ আর রঙের তাস ব'লে বেশী দিন ধর্ত্তব্য হইবে না. কিন্তু তব ছাত্রের বন্যা

ল-কলেজে'র গেট, মেডিকেল কলেজের গ্যালারী, আর্ট কলেজের হল ভাসাইয়া দিতেছে।

কি করে, কোথায় যায়, আর অন্য পথ নাই। শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইয়া একখানা টিকিট কিনিয়া নৈহাটীতে নামিয়া আর একখানা আড়ংঘাটা পর্য্যন্ত—সেখান হইতে কুষ্টিয়া—অবশেষে গোয়ালন্দ; সেখানে নামিয়া বেচারী দেখে সম্মুখে বিশাল বিস্তৃত ভীষণ তরঙ্গাকুল পদ্মা, থান তিন চার সেকেলে নৌকা মাত্র আছে, তাহাতে এত লোক উঠিয়াছে যে গ'লুইয়ের কাছ পর্য্যন্ত যাত্রী দাঁড়াইয়া, একটা ছোট ছেলের-ও পা রাখিবার জায়গা নাই। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আজ বৎসর কয়েক ধরিয়া একটা কথা উঠিয়াছে যে আমাদের কলেজ খুলিয়া কমার্সিয়াল এডুকেশন দাও, ভোকেশ্যনাল্, টেক্নিক্যাল্ এডুকেশন দাও।

ক্লাইব ষ্ট্রীটের ক'জন ছোট সাহেব কোন্ কলেজের কমার্সিয়াল ডিগ্রি পাইয়া ভারতে আসিয়া আপনাদের ভাগ্যের ডিক্রিজারী করিতেছেন, কুবেরকে কবরে পাঠাইয়া যক্ষরাজের রত্নাসন কোন্ গ্রন্থগত বিদ্যার দক্ষতায় স্বীয় আয়ত্তে আনিতেছেন তা' জানি না, কলেজী-বিদ্যার কথা কলেজী-মাথা-ই বুঝিতে পারে, সে মাথা আমার নাই। তবে আপাততঃ যে বিদ্যা চলিতেছে তাহা যে "অমূল্যধন", তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝা গিয়াছে; বাজারে এ বিদ্যার মূল্য এখন ঘোর সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান।

—

বৃন্দার আনন্দ

চন্দ্রালোকে তন্দ্রাহীনা বৃন্দারাণী চ'লিছে।
কৃষ্ণ-দৃষ্টি তৃষ্ণাতুরা পৃষ্ঠে বেণী দুলিছে॥
পুষ্পগন্ধ মন্দমন্দ গন্ধবহ বহিছে।
কুহু কুহু মুহু মুহু বিরহীরে দহিছে॥
সাধা-সুরে রাধা দূরে দূরে বংশী বাজিছে।
সারারাতি পাতি-পাতি ইতি উতি খুঁজিছে॥
ক্ষুণ্ণ মনে শূন্য বনে তন্ন তন্ন অন্বেষণ।
হা অদৃষ্ট, কোথা কৃষ্ণ, দেহ মিষ্ট দরশন॥
রাধারাধ্য সুধাবাদ্য করে অন্য কোন্ বনে।
ব্রজহংসী নহে অংশী বংশী বাজে বিজনে॥
দিয়ে বাক্য করে সখ্য লক্ষ্যহারা শ্যামরায়।
একা নারী বনচারী তারি তরে হায় হায়॥
গোপীপুঞ্জে কাঁদে কুঞ্জে সাধে ভুঞ্জে বেদনা।
সমদুঃখী মধুমক্ষী গুঞ্জে "লক্ষ্মী কেঁদ না॥"
ত্যজে লজ্জা ক'রে সজ্জা রাজ্যেশ্বরী রাধিকা।
একদৃষ্টে উপবিষ্টা কৃষ্ণপ্রেম-সাধিকা॥
বক্ষে দহে চক্ষে বহে র'হে র'হে কহিছে।
"জানে কালা, কুলবালা কত জ্বালা সহিছে॥
তবু হায়, এ কি দায়, শ্যামরায় আসে না।
বুঝি আলি বনমালী মোরে ভালবাসে না॥"

ক্ষণে ক্ষণে অচেতন রাধা হল ভূতলে।
যমুনায় যেতে চায়, শুতে হায় অতলে॥
আশুবাড়ি তাড়াতাড়ি ছলা ছাড়ি' এস হে।
রাধা মরে, বুকে ধ'রে পরে নয় হেস হে॥
দিয়ে কষ্ট চাহ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ব'লে ডাকাতে।
অবহেলে নন্দ পেলে এ কি ছেলে ডাকাতে॥
রাধাপদ কোকনদ হৃদি-হ্রদে ধরিলে।
পেলে লাজ রসরাজ নাহি আজি স্মরিলে॥
পাগলিনী গোয়ালিনী বিনোদিনী কিশোরী।
এলো আজ বনমাঝ লোকলাজ বিসরি'॥
চিন্তামণি কান্তাধনি চিন্তা চিতে করিছে।
আঁখিধার অনিবার ঝর ঝর ঝরিছে॥
কষ্ট দেখি অষ্ট সখী কত মিষ্ট বলিছে।
ব্রজনিধি রাধা হৃদি তাতে বিধি জ্বলিছে॥
কোথা কৃষ্ণ হও দৃষ্ট, এ কি দুষ্ট ছলনা।
পলে পলে হৃদি দলে, জ্ব'লে যায় ললনা॥
নিরানন্দে নানা ছন্দে বৃন্দা কত বলিছে।
ব্যথা বক্ষে, ধারা চক্ষে, লক্ষ্যহারা চলিছে॥
পথ বন্য, শ্রান্তি জন্য অবসন্ন অধীরা।
পড়ে ঢ'লে তরুতলে পিয়ে যেন মদিরা॥
ফুল-ভার—উরু কার শিরে তার পরশে।
অগোচরে কমকরে কলেবর হরষে॥
সুধাধাম রাধা নাম শ্যাম বলে শ্রবণে।
ছলে খেলে কে গো এলে দিতে ঢেলে এ বনে॥

ছিল সুপ্ত জ্ঞান লুপ্ত, একি গুপ্ত শক্তিতে।
রূপবতী বৃন্দাদূতী ওঠে মাতি' ভক্তিতে ॥

দেখে—
সফেন সলিল-সিন্ধু,
করে আলো করে ইন্দু,
তারকা চন্দন বিন্দু,
অঙ্গ নব-জলধর।

ফুল্লতুল্য শতদল,
রাঙা অতি পদতল,
পাদমূলে ঝলমল
নূপুর কি মনোহর ॥

কটি দেখে কাঁদে নটী,
তাতে আঁটা পীত ধটী,
বনমালা পরিপাটী
ফুটিয়া লুটিছে বুকে।

অধরে মধুর হাসি,
বাঁকা করে রাখা বাঁশী,
প্রেমের প্রমোদে ভাসি,
সাধে 'রাধে' ব'লে সুখে ॥

অলকা তিলকা আঁকা,
শিরে শোভে, শিখি-পাখা,
দাঁড়াইয়া হ'য়ে বাঁকা,
বঙ্কিম নয়নে চায়।

শ্রীনন্দনন্দন কালা,
জুড়াতে জীবের জ্বালা,
রজনী করিয়ে আলা,
বিজনে বিরাজে রায় ॥

প্রেমানন্দে বৃন্দাসতী,
দেখে চক্ষে জগজ্জ্যোতিঃ,
সেজে আজি ব্রজপতি,
রাখে পদ ভূমি চুমি'।

বলে—
নাও নাথ, লজ্জাভয়,
পাপ পুণ্য সমুচ্চয়,
নাও প্রাণ আমিময়,
থাক তুমি—শুধু তুমি ॥

মাতৃভক্তি

মেমারি ষ্টেসনে নেমে বেলা ১০টা থেকে ৫টা ৫॥০টা [illegible] রাস্তাতে হেঁটে গেলে বাঁশখালি গ্রামে পৌছানো যায়। ঐ গ্রামের সুদাম মণ্ডল জাতিতে মাহিষ্য এবং পল্লীগ্রামের পক্ষে যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন। প্রায় এক বিঘা জমির উপর বাস্তু; খড়ের বাড়ী কিন্তু সদরে একখানি প্রকাণ্ড চণ্ডী-মণ্ডপ, তার দু'ধারে ও অন্দরে বড়-বড় চালা, বাড়ীর নিকটে ই মস্ত বাগান, বড় বড় পুকুর, আম কাঁটাল জাম লিচু পিয়ারা পেঁপে ডালিম চালতা আম্‌ড়া নোড় প্রভৃতির গাছ, তাল গাছ, খেজুর গাছ-ও প্রচুর, কলস্ত নারিকেল গাছ-ও ১০।১২টা আছে। বাড়ীতে নারায়ণ-শিলা প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং নিত্য-সেবার জন্য বক করবী কুরচী স্থল-পদ্ম শেফালী চাঁপা কৃষ্ণকলি বেল যুঁই মল্লিকা এবং নানাবিধ দিশী ফুলের গাছ আছে। ভিটের আধ-রসিটাক্ তফাতে ৩।৪টী বড় বড় গোলা, তাতে দু'তিন রকম ধান ডাল কলাই স'র্‌ষে তিল প্রভৃতি সর্ব্বদা বহু পরিমাণে মজুত থাকে। জমাজমি বিস্তর; তরিতরকারী শাকপাতা মাছ কিছু-ই কিনে খেতে হয় না; এমন কি তামাকের জন্য-ও দোকানে দৌড়িতে হয় না, ক্ষেতের দোক্‌তায় ও ক্ষেতের আকের গুড়ের সাহায্য-ই ঐ শ্রান্তি-হর আলস্য রঞ্জন বস্তু প্রস্তুত হয়। হেলে গরু ও দুধোলো গাই থাক্‌বার জন্যে যে গোয়াল-বাড়ীটী আছে, সেটী-ও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়।

সুদামরা চার ভাই, সকলে-ই বিবাহিত, ছেলেপুলে-ও সবার হ'য়েছে। এ ছাড়া বিধবা খুড়ী জ্যেঠাই মাসী পিসী দি'দি বোন্ ভাগ্নে ভাগ্নী এবং বাঙালী গৃহস্থের অবশ্য-পোষ্য এবং পৌষ্য দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের অবস্থানে ভিটাখানিতে মা-লক্ষ্মী আপনার অপূর্ব্ব শ্রী দিয়ে ফুল ফুটিয়ে রেখেছেন!

সুদামের ছোট ভাই মুকুন্দ ছেলেবেলায় গ্রামের পাঠশালায় অর্জ্জুন সরকারের কাছে কাগজে লেখা পর্য্যন্ত শেষ ক'রে 'সরকার' উপাধি পায়, সেই জন্য সে নাম লিখিবার সময় 'মণ্ডল' না লিখে মুকুন্দ সরকার ব'লে দস্তখত ক'র্‌ত। চিঠা দাখিলা দলিল দস্তাবেজ এক রকম প'ড়্‌তে পার্‌ত, জমিদারী কাছারীতে কি সরকারী আদালতে মাম্‌লা টাম্‌লা তদ্‌বীরের ভার মুকুন্দের উপর-ই ছিল। মুকুন্দ ভিন্ন পরিবারস্থ অন্য সকল পুরুষ ই নিরক্ষর; তবে মুখে-মুখে হিসেব-নিকেশ করায় নিরক্ষর অগ্রজেরা কেহ্-ই মুকুন্দ অপেক্ষা অল্প পটু ছিলেন না।

এই মাহিষ্য-পরিবারের মধ্যে আর একটী প্রাণী মুদ্রিত অক্ষরের সহিত পরিচিত ছিলেন; সেই প্রাণীটী সুদাম মণ্ডলের অষ্টাদশ বর্ষীয়া রূপসী কন্যা। মণ্ডলদের বড় গিন্নী স্বামীকে দু'টী পুত্র সন্তান দান ক'রে প্রায় আট বৎসর সৃষ্টি-রক্ষার সাহায্যে বিরত থাকার পর এই কন্যা-রত্নের দেহজ্যোতিঃতে সূতিকাগৃহ উজ্জ্বল করিয়া দিবার উপলক্ষ হয়েন।

অন্নপ্রাশনের পূর্ব্বে-ই যে এ কন্যার নাম রত্নময়ী হবে সেটা অতি সহজ; আর অন্নপ্রাশনের সময় এই কন্যার লাবণ্যবিম্বে যে রজত-কাঞ্চন-ভূষণ প্রতিবিম্বিত হবে, তা' মণ্ডলদের পারিবারিক ইতিহাসে নূতন ঘটনা হ'লে-ও গ্রামবাসীদের মনে কোনও-রূপ বিস্ময়োৎপাদন করে নি।

যদি-ও মণ্ডল-পরিবারের সধবারা একেবারে নিরাভরণা ছিলেন না, তথাপি চাষে-কারবারে শিক্ষিত সুদাম মণ্ডল খাটাবার টাকা আটক ক'রে সোণারূপোকে আগুনে পোড়ানোটা গৃহস্থ লোকেদের পক্ষে বড় একটা সুলক্ষণ ব'লে মনে ক'র্‌তেন না। কিন্তু অপ্রত্যাশিত অতিথির প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন-ছলে পিতা এ-ক্ষেত্রে হাঁসুলি পদক তাগা ও বালায় প্রায় পাঁচ ভরির উপর কিছু সোণা ও কোমরের নিমফল পায়ের মল ও বেঁকীতে প্রায় বারো ভরি রূপো বাজে খরচ ক'রেছিলেন।

রত্নময়ী যখন সাত বছরে পড়ে তখন মহা সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশী রাজবল্লভ কবিরাজ মহাশয়ের দৌহিত্রী বিজয়ার সঙ্গে রত্নর মা তাঁর কন্যার 'গঙ্গাজল' পাতিয়ে দেন। জাতি খ্যাতি সম্পত্তি প্রতিপত্তি শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতির অভিমান কবিরাজ মহাশয়ের ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্নাতে প্রবলভাবে প্রবাহিত থাকিলে-ও, সুদাম মণ্ডলের শুদ্ধি বুদ্ধি ধর্ম্মনিষ্ঠা ও নিরভিমান সারল্যের তিনি সতত প্রশংসা ক'র্‌তেন, সুতরাং এই সখীত্ব সম্বন্ধ-বন্ধনে তিনি কোন আপত্তি করেন নি; বরং রত্ন যখন বিজয়ার সঙ্গে তাঁদের বাড়ী বেড়াতে আস্‌ত, তখন তাকে এক এক দিন কাছে ডেকে আদর-ও ক'র্‌তেন এবং আর একটু বড় হ'লে দু'এক পুরিয়া স্বর্ণ-সিন্দুর খাইয়ে তার সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি ক'রে দেবেন এমন আশা-ও দিতেন।

এখন বিজয়ার ছোটমামা বর্দ্ধমানে থেকে ইংরেজী লেখাপড়া করে, সুতরাং সে বিজয়ার-ও একটু বাড়ীতে পড়াশুনার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিল। আখ্যান-মঞ্জরী পাঠ-রতা বড় 'গঙ্গাজলে'র মাষ্টারিতে ছোট 'গঙ্গাজল' মাস কয়েকের মধ্যে-ই "পাখী সব করে রব" আগাগোড়া মুখস্থ ক'রে আপনার বাপ্‌কে শোনাতে পার্‌ত। যে বাড়ীতে আড়া পশারী ছালা পালা রেক্ কেঁড়ে ঢেঁকি কুলো ধুচুনি চর্‌কা প্রভৃতি বৈষয়িক বা রান্নাবান্না ঝোল ঝাল আদি গার্হস্থ্য কথা ছাড়া অন্য কথা প্রায়-ই উচ্চারিত হ'ত না,—পূজারী ব্রাহ্মণের মুখোচ্চারিত অশুদ্ধ অবোধ্য অনুস্বার-সংযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণে যে বাড়ীতে সারস্বত-শ্রাদ্ধ সম্পাদিত হ'ত, সে ভিটের ফুট্‌ফুটে ছোট মেয়ের কণ্ঠালাপে মধুর কবিতা ঝ'রে বাপের প্রাণ পরিতৃপ্ত ক'র্‌ত।

চাষী গৃহস্থের ঘরের ছেলের বই প'ড়ে সময় নষ্ট করাটা ভাল কাজ না মনে ক'র্‌লে-ও, সম্পত্তি-সঞ্চয়ের সঙ্গে-সঙ্গে সুদামের মনের কোন একটা লুকানো কোণে "ভদ্র" হবার আকাঙ্ক্ষা মাঝে-মাঝে উঁকি মার্‌ত; অবশ্য সুদাম আপনাদের কখন-ই অভদ্র মনে ক'র্‌ত না এবং তাদের সংসারের

সকলের-ই আচারব্যবহারে এমন একটা শিষ্টতা ছিল, যা'তে গ্রামবাসী অতিশয় জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণ-ও তাদের 'ভদ্র' সম্বোধন না ক'রে থাক্‌তে পার্‌তেন না।

কিন্তু মণ্ডল তার কোন কোন খবরের কাগজ-পড়া প্রতিবেশীর মুখে শুনেছিল যে এখনকার কালে জামা না গায়ে দিলে, ঘাড় মুড়িয়ে চুল না ছাঁট্‌লে, আর বইএর কথা আওড়াতে না পার্‌লে সহর অঞ্চলে কেউ ভদ্র ব'লে পরিচয় দিতে পারে না, সুতরাং রত্ন ন' বছরে পা দিতে-ই সে তার জন্যে বেড়ালকে 'মাজ্জার' আর গাছকে 'ব্রথ্যো' ব'ল্‌তে পারে এমন একটি বরের সন্ধান ক'র্‌ছিল। পল্লীগ্রামে ব'সে সহজে ওরূপ বর পাওয়া যায় না—কাজে-ই এগার বছর বয়সের আগে আর রত্নর বিবাহ হ'ল না।

বরটি নিতান্ত ভদ্র। জন্ম ভাদ্রমাসে, নিবাস ভদ্রেশ্বরের নিকট, নাম ভদ্রনাথ। পাছে স্বাধীন শ্রমজীবীর অসভ্য আদর্শের ছায়াপাতে পুত্রের মনে ভদ্রভাব ভালরূপে উন্মেষিত না হয় এই ভয়ে ভদ্রনাথের জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে-ই তার পিতা নিজের চাষবাস করা ছেড়ে দিয়ে যা-কিছু সামান্য জোতজমি ছিল, তা' জ্ঞাতিভ্রাতা হলধরকে ভাগে জমাবিলি ক'রে দেয় ও নিজে সুপারিশাদির জোরে জমিদারের কাছারী থেকে নিজগ্রামে তহশীলের ভার প্রাপ্ত হয়। সেই অবধি ভদ্রজনসুলভ 'অনাটন' পাঁজাদের সংসারে বাঁশগাড়ী ক'রে বসে। ইস্‌কুলে পড়া ছেলের চিকণ ধুতি, ধোপ্‌দস্ত জামা, চক্‌চ'কে জুতা তার সঙ্গে বইয়ের উপর বই—বাঙলা সাহিত্য, পদ্য-সংগ্রহ, অঙ্কপুস্তক ১ম ভাগ, ২য় ভাগ ইত্যাদি, অঙ্কপুস্তকের অর্থ-পুস্তক, জ্যামিতি, জ্যামিতি শিখিবার সহজ উপায়, পদ্যগাথার গদ্য-ব্যাখ্যা, বিজ্ঞান-রিডার, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা; স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় উঠিবার সোপান প্রভৃতি পুস্তক আর খাতার উপর খাতা। এর উপর স্কুলের মাইনে, কোচিংয়ের মাইনে, পাখার ফি, খেলার ফি, মাষ্টারের অভিনন্দন, শোকসভার চাঁদা, ভেকের মরণে পুত্রের

স্বরচিত শোকোচ্ছ্বাস মুদ্রণের ব্যয়, মার্ব্বেল, ব্যাটবল ইত্যাদি খরচের ফর্দ্দে বাবা-পাজাকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললে। এর সঙ্গে যোগ ক'রে নাও যে তিনি ভদ্রপুত্রের পিতা ও গ্রামের তহশীলদার; কাজে-ই তাঁর-ও আর আট হাতী ধেঁটীতে চলে না। সুতরাং কোঁচা-ও একটু ঝুলেচে, গায়ে একটা মেরজাই চ'ড়েচে, পায়ে-ও একজোড়া কে এম দাস—বগলে-ও একটা রেলীর বাড়ীর ছাতা। যার মাথায় এত জ্বালা, অনাটনের চিন্তায় যে সদা এত অন্যমনস্ক, জমা আদায়ের হিসেব-কিতেব নিয়ে তার প্রজা আর জমিদারের সঙ্গে যে হিসেবের গোলমাল হবে সেটা কিছু বিচিত্র নয়। আর ঈশ্বর-ও বাগ্ বুঝে ফসলের ভাগ নিয়ে গোলমাল করে।

বাল্যাবধি খাটুনির জোরে মজবুত শরীর, ভদ্রনাথের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেবার পূর্ব্ববৎসর পর্য্যন্ত টিঁকে ছিল—কিন্তু আর রইল না। পেয়ারা গাছ, আতা গাছ তাতে আওতায় শুকিয়ে শুকিয়ে ম'রে যায়, কিন্তু তাল গাছ যখন ঝড়ে নড়ে তখন একেবারে ঘাড়মুড় ভেঙে পড়ে। জ্বরগ্রস্ত পিতার শয্যাশিয়রে ব'সে পুত্র দশদিন 'স্বাস্থ্যশিক্ষা' মুখস্থ করবার পর ভদ্রনাথ তাঁর অস্থি ভদ্রেশ্বরের জাহ্নবীজলে বিসর্জ্জন ক'রে এল। বিধবা মাতা ব'ললেন, "বাবা ভদ্দর, এখন তুমি-ই ভরসা।" পর বৎসর ভদ্রনাথ দিবারাত্রি পরিশ্রম ক'রে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে মাসিক বৃত্তিলাভ ক'রলে। এক্ষণে ভদ্রনাথের বয়স ১৫ বৎসর পূর্ণ হ'য়েছে। নিবারণ চক্রবর্ত্তীর ঘটকালীতে সুদাম মণ্ডল পাশ-করা জামাই পেয়ে আপনাকে ধন্য জ্ঞান ক'রলে।

সুদামের একান্ত ইচ্ছে যে জামাইটিকে নিজের কাছে রেখে চাষবাসের কার্য্য শেখায় এবং কন্যার যৌতুক স্বরূপ কিছু জমিজমা দিয়ে ভদ্রনাথকে স্থিতু করে। ভদ্রনাথের মনে-মনে ঘরজামাই থাকতে বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু টেক্‌স্‌ট-বুক্ লিখিত আলুর চাষ মুখস্থ ক'রে পরীক্ষা পাশ

করা এক কথা, আর হাতে-হাতে লাঙল ধ'রে মাঠের পাট করা আর এক কথা, এটি ভদ্রনাথ বেশ বুঝ্‌ত।

শৈশব হ'তে-ই সে শিক্ষা পেয়েছিল যে সরস্বতীর আবাস কেবলমাত্র রসনায়, হস্তপদাদির ব্যবহারে শুধু মূর্খের-ই অধিকার; বিবাহের পর সে বুঝ্‌লে যে চক্ষুদুটির-ও একটু কার্য্য আছে, তা' এলোকেশী প্রেয়সীর কোমার অধরের সলাজ হাসির সৌন্দর্য্য দর্শন, আর—হৃদয় ব'লে একটা নিরাকার প্রত্যঙ্গে প্রণয়চিন্তার পরিপোষণ। সে বড় বড় আঙ্ক আঙ্ক আঙ্ক আঙ্ক আব্ব প্রভৃতি শব্দ সংযোগে শ্বশুরকে বুঝিয়ে দিলে যে বিদ্যা অমূল্য ধন, সমস্ত নরনারী বিদ্যাশিক্ষা করে নি ব'লে-ই আজ-ও স্বাধীনতা পায় নি, একমাত্র কৃষিকার্য্যে রত হ'য়ে-ই ভারতবর্ষ আজ-ও পরাধীন।

শ্বশুর আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, 'ভারতবর্ষ, সে কোন্ দেশ, কোথায় বাবা'? নবীন জামাতা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—আজ্ঞে, ম্যাপে। শ্বশুর মহাশয় কিছু-ই বুঝ্‌লেন না, তবে জামাতার আঙ্ক আঙ্ক উচ্চারণ স্তব্ধ হ'য়ে শুন্‌লেন এবং তার ভদ্রতার আবাদে অভদ্রা নামাবার ভয়ে কেবল যে কোন আপত্তি ক'র্‌লেন না তা' নয়, বরং তার তহবিল থেকে নর্ম্মাল স্কুলে প'ড়্‌বার জন্যে বাসা খরচাদি ব্যয়ের কিছু কিছু সাহায্য ক'র্‌তে-ও প্রতিশ্রুত হ'লেন।

* * * *

উলুবেড়ে সাব্‌ডিভিসনের অধীন ঝাউহাটী গ্রামস্থ মধ্য-বাঙলা, বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে আজ ভদ্রনাথ পাঁজা বিরাজমান। প্রবেশ ক'রেছিলেন ১৮৲ টাকা মাসিক বেতনে তৃতীয় শিক্ষকের পদে চার বৎসর পূর্ব্বে। কিন্তু এক বৎসর কাজ করার পরে-ই তখনকার দ্বিতীয় পণ্ডিত হোমিওপ্যাথিতে এম্ ডি পাস কর্‌বার জন্যে ক'ল্‌কেতায় চ'লে যান। সেক্রেটারীর বাসায় থেকে খাবেন, আর তাঁর ছেলেদের পড়াবেন এই সম্বে

ভদ্রনাথ ঐ পদে বাইশ টাকা বেতনে উন্নীত হন। এ সওয়ায় ড্রিল-শিক্ষা দেবার জন্তে দু' টাকা ক'রে মাসে অতিরিক্ত বেতন। স্কুলের ছুটির পর উমো গোয়ালিনীর নাতিকে তার পড়া মুখস্থ করিয়ে দিতেন ব'লে উমো প্রত্যহ মাষ্টার মশায়কে এক পো ক'রে দুধ খেতে দিত'। কথাটা অসম্ভব হ'লে-ও আপনারা বিশ্বাস ক'র্‌বেন যে শুধু গোপধর্ম্ম রক্ষা কর্‌বার জন্তে উমো এ দুধটুকুতে এক ছটাকের বেশী জল কখন-ই দিত' না। অপ্রত্যাশিত আশা পূর্ণ হ'লে লোকের পিপাসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এক বছরের মধ্যে যে হঠাৎ এমন প্রোমোশন ২২৲+২৲=২৪৲ এবং দু'বেলা ভাত এতে ভদ্রনাথ বৃহস্পতির দৃষ্টিপাত প্রত্যক্ষ ক'র্‌লে। তখন আশা ফিস্ ফিস্ ক'রে দ্বিতীয় পণ্ডিতের কাণে কাণে ব'ল্‌লে, "প্রথম শিক্ষক মহাশয়ের কিছু ভালমন্দ হ'লে বেশ সুবিধা হয় না!" দিবসে অবসর পেলে-ই ভদ্রনাথ ঝাউহাটী গ্রামের ষষ্ঠীতলায় মনসাতলায় শীতলাতলায় বাবাঠাকুরতলায় হেড্‌পণ্ডিত মশায়ের কোনরূপে তাঁদের কৃপায় ত্বরায় সজ্ঞানে স্বর্গলাভের ব্যবস্থা যাতে হয়, তার মানত করেন আর রাত্রে সেক্রেটারীর পাত্‌কো-তলার পাশের কুঠুরীতে ব'সে ব'সে 'নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি' দেখে ব্রজবন্ধু পণ্ডিতের উদ্দেশে সকল রকম তর্পণের মন্ত্র পাঠ করেন। ভদ্রনাথের শোনা ছিল যে জীবিত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ ক'র্‌লে সে শীঘ্র শীঘ্র ম'রে যায়।

কিন্তু ব্রজবন্ধু রায় উগ্রক্ষেত্রীর বাচ্ছা। তার বাপ ম'রেছিল কাশরোগে বটে, পিতামহ দিনকতক বাতে ভুগে তুলসীতলা পান। তার আগে তাদের বংশের কোন পুরুষ লাঠির ঘায়ে ভিন্ন পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় নি, আর তা-ও ১০।১৫টা মাথা নামানোর আগে নয়। তিনি নর্ম্মাল-ই পাস করুন, আর পাটীগণিতের সরল ব্যাখ্যা-ই লিখুন, তাঁদের বংশটা শীতলা-মনসা-পঞ্চানন সকলের-ই বিশেষ পরিচিত। লাঠি দিয়ে যারা মাটী রাখ্‌তে

পারত, তাদের ভিটেয় যমকে পৌঁছে দিতে দেবতারা-ও একটু ইতস্ততঃ ক'র্‌তেন।

কলিতে দেবতা নিদ্রিত বুঝ্‌তে পেরে ভদ্রনাথ তখন পিতৃতুল্য প্রাচীন হেড্‌পণ্ডিত মহাশয়কে নানাবিধ সৎপরামর্শ দিতে সুরু ক'র্‌লে। "উঃ, কি দুঃখের বিষয়! আপনার মত বিজ্ঞ লোক—তার ওপর এই পরিশ্রম—মাত্র পঁয়ত্রিশটী টাকা মাসে,—কি আর ব'ল্‌ব মশায়, আপনি যদি ক'ল্‌কাতায় যান তা' হ'লে অনায়াসে সংস্কৃত কলেজে হেড্‌পণ্ডিত হ'তে পারেন, এমন কি মুন্সীপাল-স্কুল-ও আপনাকে পেলে ব'র্তে যাবে।"

হেড্‌পণ্ডিত মশায় ব'ল্লেন, "আর ভাই, কোথায় যাই! এইখানে-ই আছি, কাটিয়ে দিই এইখানে-ই বাকী ক'টা দিন—" আবার ভদ্রনাথ ব'ল্লেন, "তা-ও বলি, চাকুরি-ই বা আপনার করবার প্রয়োজন কি? কেবল যদি ঘরে ব'সে ব'সে বই-ই লেখেন, তাতে-ই বা আপনার টাকা খায় কে? এই ধরুন, অর্থপুস্তক ত' অনেকে-ই লিখ্‌চে কিন্তু অর্থপুস্তকের যে 'সরল প্রবেশিকা' লেখা যায় এ কথাটা ত' আজ-ও কা'র-ও মাথায় আসে নি। আমার বিশ্বাস আপনি-ই এ বিষয়ে একটা নতুন আবিষ্কার ক'রে যেতে পারেন। তারপর আপনার "ছাত্র-প্রবোধে" এক বৃদ্ধা এবং তাহার কুক্কুটের ডিম্ব ব'লে যে গল্পটী লিখেছেন, তাতে বোধ হয় আপনি উপন্যাস লিখ্‌লে 'সাহিত্য-ভারতেশ্বর' হ'তে পারেন।" কিন্তু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়া সম্ভব, ব্রজবন্ধু রায় যে গঙ্গালাভের পূর্ব্বে ঝাউহাটী বঙ্গ-বিদ্যালয়ের লোহার পতোর মারা পুরানো পচা কেদারাখানি পরিত্যাগ ক'র্‌বেন এর কোন-ও লক্ষণ-ই তিনি ইঙ্গিতে-ও প্রকাশ ক'র্‌লেন না। আসল কথা, এই স্কুলটী তিনি হাতে-ক'রে তৈরী ক'রেছেন, অনেক পিতা-ছাত্রের পুত্র-ছাত্রেরা এখন-ও তাঁর কাছে পড়্‌ছে। সত্য-ই অন্যত্র গেলে তাঁর আর্থিক উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা, প্রলোভন-ও যে চোখের

সাম্‌নে হাত নেড়ে যায় নি তা-ও নয়, কিন্তু তথাপি তিনি তাঁর হাতে-গড়া পুতুলটীর মায়া পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারেন নি।

● ● ●

ভাদ্রমাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন প্রথম ঘণ্টাতে-ই ভদ্রনাথ স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে সাহিত্য পড়াচ্ছেন। সহরের বড় বড় স্কুলের অনুকরণে ছাত্রদের আবৃত্তি শোনা, বানান ও অর্থ-ব্যাকরণাদির প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার চেয়ে তাদের খাতায় রচনাদি লিখ্‌তে দিয়ে বা একেবারে এগারটা অঙ্ক ক'স্‌তে দিয়ে নিজের বৈষয়িক, বাসা খরচিক, প্রাইভেট্‌ টিউসনিক্‌ প্রভৃতির চিন্তা করা-ই ছাত্রদের বিদ্যোন্নতির সহজ উপায় ব'লে ভদ্রনাথ স্থির ক'রে নিয়েছেন। ভদ্রনাথ আজ ছেলেদের 'মাতৃভক্তি' সম্বন্ধে রচনা লিখ্‌তে দিয়েছেন; ব'লে দিয়েছেন 'এক্‌সার্সাইজ্‌' বইএর চার পাতার অধিক না হয়, আর প্রতি দশ লাইনের ভিতর ৩২টি করিয়া যুক্তাক্ষর থাকিবে। ছেলেরা অবশ্য মাকে ভালবাসে, ভয় করে, মার কাছে আব্‌দার করে, কখন-ও কখন-ও বকাবকি-ও করে, তার নাম যদি 'মাতৃভক্তি' হয় তাতে-ও তাদের আপত্তি নেই; কিন্তু যুক্তাক্ষর-বহুল রচনার মাতৃভক্তি কখন-ই সত্যকার মাতৃভক্তি নয়, সুতরাং কোন্‌ বইয়ে কে একটু আধটু মাতৃভক্তির বিষয় প'ড়েছে, তাই পরস্পরে কাণাকাণি ক'রে জিজ্ঞেস ক'র্‌ছে। কেউ বা আরম্ভ ক'রেছে—"মাকে জননী বলে, জননী বিশেষ্যপদ, জনন শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় করিলে জননী হয়। মাতা ভিন্ন জননী শব্দের আর-ও অনেক অর্থ আছে, যথা:—দয়া, জানীনামগন্ধদ্রব্য, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, চর্ম্মচটীকা, চামচিকা ইত্যাদি—।"

পণ্ডিত মহাশয় অলস চিন্তা ত্যাগ ক'রে পাঠে নিযুক্ত। গত রাত্রের ডাকে বাঁশখালী গ্রাম থেকে তাঁর স্ত্রীর একখানি পত্র পেয়েছেন। রত্নময়ী এক্ষণে অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী। বিবাহের পর স্বামী-ও যেমন প্রায়

বারো মাস বিদেশে থাকে, সে-ও তেমনি বাপের বাড়ীতে-ই থাকে। তবে মাঝে মাঝে চ'চার দিনের জন্ম শাশুড়ীকে গিয়ে দেখা দিয়ে আসে। মণ্ডল-পরিবারের সকল মেয়েরা-ই অশিক্ষিতা, সুতরাং কেবল মাত্র দাসীজনোচিত ধান-ভানা, ডালকলাই-ভাঙা, চাল-ঝাড়া, ঘুঁটে দেওয়া, বাটনা বাটা, কুটনো-কোটা, ভাতব্যান্নন রাঁধা, মুড়িভাজা, মুড়্কি, নারকোল-নাড়ু পাক করা, ক্ষীরের ছাঁচ ও চন্দ্রপুলী গড়া, বালিসের ওয়াড়, কাঁথা সেলাই করা প্রভৃতি ইতর কার্য্যে-ই দক্ষা; বাড়ীতে রত্নময়ী একমাত্র শিক্ষিতা মহিলা। সুতরাং বিদ্যার সম্মান রক্ষার্থ কেউ তাকে কোন কাজ ক'র্‌তে বলে না। সে সকালে নেয়ে উঠে পিঠের উপরে চুল ফেলে চিকণ সাড়ী প'রে হেসে খেলে ঘুরে বেড়ায়, সম্পর্ক বুঝে কারুর সঙ্গে একটু আধটু ঠাট্টা-তামাসা করে। কখন ও কখন-ও ঘরে ব'সে একটু আধটু দীর্ঘ-নিঃশ্বাস, আর মাঝে মাঝে শুয়ে প'ড়ে নূতন নূতন উপন্যাসের মধ্যে সতীত্বের সহিত রতিত্বের যে অপূর্ব্ব মিলন কাহিনী রচিত আছে, তা-ই পাঠ ক'রে পতি-বিরহ-বিধুর হৃদয়কে শান্ত করে। ২রা ভাদ্র তারিখে রত্নময়ী স্বামীকে যে পত্রখানি লিখেছেন তিনি সে খানি কাল পেয়ে বার দশেক প'ড়েছেন; এখন-ও চক্ষু দুটি সেই পত্রে নিবিষ্ট।

রত্নময়ীর বিদ্যাভ্যাস যদি ও হালকা উপন্যাস পাঠে-ই শেষ, তবু তাঁরে বিদুষী বলা উচিত; তার ওপর তিনি কিঞ্চিৎ সুরসিকা; এই রসালাপের শিক্ষয়িত্রী-ও সেই 'গঙ্গাজল'। বিজয়ার বিবাহ হ'য়েছে হালীসহরে; ঈশ্বর গুপ্তের জন্মভূমি যার শ্বশুর বাড়ী—তার প্রাণে যে একটু রঙ্গ-রসের বুদ্‌বুদ্ উঠ্‌বে, তা' আর আশ্চর্য্য কি?

লেখক ভদ্রনাথ পণ্ডিতের ঠাকুরদাদা স্থানীয়, কাজে-ই নাত্‌বৌয়ের গোপন চিঠিখানি যদি লুকিয়ে পড়ে' নকল ক'রে নেয়, তা হ'লে নেহাৎ সম্পর্ক-বিরুদ্ধ কাজ হবে না।

রত্নময়ীর পত্র

পরম পুজোনিয় শ্রীজুত পতিরাম নাথ মহাষয়

শ্রীচরণসরোয পানের বরোজেষু

প্রাণেশ্বার,—

(প্রথম প্রথম রত্নময়ী স্বামীকে 'প্রণামা শতকোটী নিবেদন' লিখ্‌ত, কিন্তু ভদ্রনাথ তাকে প্রাণেশ্বর, হৃদয়বল্লভ, প্রিয়তম প্রভৃতি লিখ্‌তে উপদেশ দিয়েছিল।)—

সেই গরমীর ছুটির সময় এখানে দুমাস কাটিয়ে তুমি যে চোলে গেছো তারপর থেকে তোমার বদনচন্দ্র না দেখে আমার দুঃখিনী মনে কি যে অচেনা অজানা বেদনবাঁশী দিবানিশি বাজ্‌ছে তা আর কেমন ক'রে তোমায় জানাবো ? আমার নিতুই নতুন ভাবনা সাগরে যে সপনের পদ্মফুল ফোটে তা দেখ্‌লে তোমার বুক ফেটে যাবে। এক একটা কাজলা রাতে এমন এক একটা পুরানো কথার রাগীনি কী ঝড়ের বেগে চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রে আমার হৃদয়-মোন্দিরে একটা দম্‌কা বিদ্দুতের সৃষ্টি করে, তা যদি তুমি দেখ্‌তে পাও, তাই থেকে অনাআসে একখানি উপন্নাস লিখ্‌তে পারো। পুজোর সময় তুমি এখানে আস্‌বে, তাই আমি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, ভোরের পর ভোর, দুপুরের পর দুপুর, সোন্দের পর সোন্দে, আজ্‌কের পর কাল, কাল্‌কের পর পরশু, পরশুর পর তরশু গুণ্‌ছি। তোমার মা ভালো আছে,, সদুর মা গিয়ে খবোর এনেচে ; ক'টা চাল্‌তা আর এক ঝুড়ি তাল এনেছিলো—আহা, আর কোথায় কি পাবে। তুমি মাকে পুজোর কাপড় দিও, মাথা খাও, মাথা খাও, মাথা খাও—আর

পিস্ শাউড়িকে-ও দিয়ো, খুরশশুর, তোমার হলাকাকা—তাকে-ও দিলে ভালো হয়; আর তোমার বোনের খুকীকে একটা রাঙা যামা আর ছোটো যুতো না দিলে ভালো দেখায় না; মার কাপড় একটু বেসি দামের কিনো, জেন এক টাকা চার আনার কম হয় না। আর যাকে জেমন পার্ব্বে তেমোন দেবে, তাতে ৬।৭ টাকা পড়ে যাবে তা কি কোর্‌বে। মা পরোম গুরু, ঠাকুর মশাইর চেয়ে বড়—স্ত্রীরীর চেয়েও বড়। মাকে লিখো যে আমাদের বাড়ী পুজোয় বরাবর ঘটা হয়, সব কুটুম আস্‌বে—তুমিও আস্‌বে। তাই বাড়ী জেতে পার্ব্বেনা, ঐ চিটীর গায়েই বীজয়ার নোমোস্কার লিখে দিও; বাবা তোমার জোন্নে খুব ভাল কাপড় চাদর কিন্‌বেন, ছোটকাকা বর্দ্দোমান থেকে দু'পাটি জুতো এনে দেবে। আমার জোন্নে জেন কিছু কিনোনা, কিন্‌লে ভারি রাগ কোর্ব্বো—এঁ্যা! ঐ তো মাইনে পাও, খেতে কষ্টো—তার ওপরে কোত্থেকে খরচ কর্‌বে! একটা বেলাইস্‌ না কি বলে দেখ্‌বার ইচ্ছে ছিলো, তা যখন তুমি হেড-পণ্ডিত হবে তখন না হয় কিনে দিও। বাবা আমায় ৫।৬ খানা কাপোড় দেবে, তবে বোমবাঈ সাড়িটাড়ি বাবা বোঝে না। আর এ পাড়াগেঁয়ে দেখ্‌বেই বা কে? তোমার শহোরে জানাশুনো আছে, তুমিই দেখেচো। এক সের নারকোল্‌ তেল শস্‌তায় পাও তো এনো। আমি এখানে মাতাঘসা ভিজিয়ে গন্দ করে নেবো। সিসির গন্দ তেল শুনেছি অনেক দাম, তুমি এনোনা! গংগাজল বলেছে তুমি বাড়ি এলে সে তার সিসি থেকে আমাকে একটু অতিকলোম আর লেগেণ্ডার দেবে; ভাল কথা আমি একদিন গংগাজলের কোটো থেকে একটু পাউটার মেখেছিনু, সবাঈ বলেছিলো বেশ দেখাচ্চে। না, না ছি তুঁমি কিনো না, আমি মাখ্‌বোনা। আল্‌তাগোলা না কি আজকাল সিসি করে বিক্‌কিরী হয়—ওমা সে কি! বুরুষ মাথায় দিলে চুল নাকি নরোম হয়, তা বাবু আমি অত ফেসান্‌ ভালো বাসিনী। কিছু

কিনোনা, কিছু এনোনা, খালি শুদ্ধ তুমি এসো। তবে পারো যদি এক ঠোঁট্ আদরের চুম্ এনো।

তোমার প্রিয়োতমা

রত্ন।

পুঃ। "বোল্‌তে ভুলে গেচি—গংগাজলদের বাড়ী একজন এক যোড়া কাসির পাঁজোর বাঁধা রেখেছিলো, ওৎরাতে পারেনি, সেটা আমি তোমায় না বোলেই কিনেচি, কুড়ি টাকার ওপর পেরায় বানি বেঁচে গেলো। রূপোর দরে চলিশ টাকা লেগেছে। তা বাবা আমায় মাসে মাসে যে একটাকা জলপানি দেয়, তাই জোমিয়ে জোমিয়ে আট টাকা কোরেচি আরো জমিয়ে ২ শোদ কর্‌বো, তুমি তার জোন্নে ভেবোনা, ভেবোনা, মাথা খাও।"

একদিকে বেঞ্চিতে ব'সে ছাত্রবৃন্দ 'মাতৃভক্তি' প্রকাশের জন্য যুক্তাক্ষর নির্ব্বাচনে নিযুক্ত, অন্যদিকে পত্নী রত্নময়ীর যত্নগ্রথিত প্রেমপত্রের প্রতিছত্রের শিহরণসঞ্চারে কেদারাধিকারী শিক্ষক মহাশয়ের গাত্র রোমাঞ্চিত। যে বর্ণাশুদ্ধি বা ব্যাকরণ-বুদ্ধি শিষ্যেরা প্রকাশ ক'র্‌লে পণ্ডিত মহাশয় চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌তেন সেই সাহিত্য-হত্যা-কাণ্ড প্রেয়সীর লেখনী-অগ্রে সম্পাদিত হ'য়ে প্রাণেশ্বরকে মুগ্ধ ক'রে দিলে। ভদ্রনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লে, সে আর কখন-ও "কি" লিখ্‌তে ক'ষ্নে হ্রস্ব"ই" দেবে না, কারণ যখন প্রিয়তমার হাত দিয়ে দীর্ঘ"ঈ" বেরিয়েছে, তখন নিশ্চয়-ই এ দৈব-প্রেরণা। ভদ্রনাথ চক্ষু বুজে ভাব্‌তে লাগ্‌ল;—"আহা! সরলা বালিকে! বোধ হয় প্রিয়তমা এখন আলুলায়িতকেশে পুকুর ঘাটের পৈটেয় ব'সে—।"

এখন-ও অনেকের একটা কুসংস্কার আছে যে আজকালকার ধরণের লেখাপড়া শিখ্‌লে লোকের জাত যায়। এটা একেবারে ডাহা মিথ্যে কল্পনা, কেন না জাত কখন যায় না—যেতে পারে না; যে ছেলেবেলা

নবাবকে "লবাব", নবান্নকে "লবান্ন" ব'লে এসেছে সে সংস্কৃতে এম্ এ পাস ক'র্‌লে-ও, "লবাব" আর "লবান্ন" ব'ল্‌বে-ই। ভদ্রনাথ নর্ম্মাল ইস্কুলের দ্বিতীয়-বার্ষিকী-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষক। সীতার বনবাস, মেঘনাদ বধ, ভূদেববাবুর সামাজিক প্রবন্ধ এসব ত প'ড়েই চে তার উপর বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, নবীনসেন হেমবাবু প্রভৃতি-ও বাদ যায় নি; তবু,—বর্দ্ধমেনে ন্যাসন্যালেটী কিছুতে-ই ছাড়্‌তে পারে নি; সে "বালিকে"-ও ব'ল্‌বে, "পকুর"-ও ব'ল্‌বে।

"যাক্, এখন উপায় কি? এই যে রত্নময়ীর স্বার্থত্যাগ,—শাশুড়ী, পিস্‌শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী, খুড়শ্বশুর প্রভৃতির জন্য কাপড় আন্‌তে এত অনুরোধ, অথচ মাথার দিব্বি দিয়ে নিজের জন্যে কিছু আন্‌তে মানা,—নারী-হৃদয়ের এই মহত্ত্ব এ কেউ দেখ্‌লে না, শুন্‌লে না। লোকে রাণী ভবানী, মহারাণী স্বর্ণময়ী, অহল্যাবাঈ—এদের-ই নাম করে; এই যে

"লোকলোচনের দূরে ঘন-বন-মাঝে,
সুন্দর-সুরভি-ভরা কত ফুল রাজে,
বিজনে ফুটিয়ে উঠে গোপনে শুখায়,
সাজে না দেবতা-পায় রমণী খোঁপায়॥"

এর সংবাদ কি কেউ নিয়ে থাকে? কিন্তু—কিন্তু—আমি কি তা' ব'লে তার এই অনুরোধ রক্ষা ক'র্‌বো? মানব-ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য রমণীর এই আত্মত্যাগে সহায়তা ক'র্‌ব? মা! মা! আমার চিরারাধ্যা—কিন্তু তুমি-ও হয়ত মনে মনে ক'র্‌চো, ভদ্র আমার জন্যে পূজোর সময় একখানা কাপড় আন্‌বে-ই আন্‌বে, আর এই কিশোরী স্বল্পদিনের পরিচিতা লাবণ্যময়ী তরুণী করুণার বরুণার স্রোত প্রবাহিত ক'রে মানা ক'র্‌চে—"কিছু এনোনা; নাথ, কিছু এনোনা'।" এইখানে-ই ভক্তি আর প্রেমের তফাৎ। ভক্তি পূজা চায়—প্রেম আপনাকে বিলিয়ে দেয়। এই দেখ আমার

ভাব আস্‌চে-আস্‌চে, এই রকম খানিক চালালে-ই একখানা উপন্যাস লিখে ফেল্‌তে পারি। প্রেম—প্রেম—তুমি কাব্যবিদ্যালয়ের হেড্‌পণ্ডিত।"

"ব্লাউজ, বোম্বাইসাড়ী, বিলেতি এসেন্স, সুগন্ধি নারিকেল তেল, পাউডার, তরল আল্‌তা এ সব আমায় কিনে নিয়ে যেতে-ই হবে। প্রেয়সী লিখেছেন আমায় 'তুমি কোথায় পাবে, তোমার কষ্ট হবে'—এটা কবিতা। কিন্তু শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মন-ত সে দিকে ধাবিতা নয়। তিনি যে একেবারে পুরোপুরি বাস্তব। ঢেঁকি-পাদাঘাত-পটিয়সী-প্রেয়সী-প্রসবিনী ত' নিশ্চয় ভেবে ব'স্‌বেন যে 'জামাইটে হা-ঘরে, পুজোর সময় মেয়েটাকে একখানা দশী দিতে পার্‌লে না।' এই স্বাধীনতার দিনে আত্মমর্য্যাদার উপর ঐ রকম অসম্মান আমি কখন-ই সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ব না। কিন্তু হা রে প্রণয়, তোর জন্যে খোরাক-পোষাক ক্রয় ক'র্‌তে হয় কেন? আর ক্রয় ক'র্‌তে-ই যখন হয়, তখন তার ব্যয় সঙ্কুলান অদৃষ্ট কেন করে না?' প্রিয়া আবার পাঁজর কিনেচেন, নিজে-ই তার ঋণ পরিশোধ ক'র্‌বেন ব'লেচেন, আর আমি 'কী' এমন-ই হীন যে সেই পাঁজরের ঝুমুর ঝুমুর সঙ্গীত নিঝুম হ'য়ে শুয়ে শুয়ে শুন্‌বো? টাকা গুণে দেবার ঠুন্ ঠুন্ ধ্বনিতে একটা একতানের সৃষ্টি ক'র্‌বো না?"

"আ-হা—পদ্যের স্রোতস্বিনীর মধ্যে টাকার চিন্তা গদ্যের একটা বালির চড়া! সেপ্টেম্বরের মাইনে ২৪ চব্বিশ—অক্টোবরেরটা দিলে-ও দিতে পারে, না হয় সেক্রেটারী মশায়কে ধ'রে ক'রে নেব,—হ'ল আট-চল্লিশ। গেল মাসে মার খরচ পাঠাতে পারি নি সে দশটাকা এখন-ও মজুত আছে; এই ত আটান্ন;—উমো গয়লানী মানুষ ভাল, লোক মন্দ নয়, মার অনন্তব্রত উদ্‌যাপন ব'লে গোটা কুড়িক টাকা সে ধার দিতে পারে—হ'ল আটাত্তর। উলুবেড়ের পার্ব্বনসরকার তেল এসেন্স আল্‌তা-ফাল্‌তা এই রকম ছপাঁচটা জিনিষ নিশ্চয়-ই আমাকে ধারে দেবে। ভগবতীদাদা এখন

ক'ল্‌কেতায় ক্যাম্বেলে প'ড়্‌চে ; সিল্কের সাড়ী জামা-ফামাগুণোর জন্ম এখন তাকে-ই চিঠি লিখি। আহা! এস মা, এস মা আনন্দময়ী! এই মাটীর মেদিনী-মধ্যে আনন্দধাম সেই শ্বশুর-ভবনে গিয়ে আমার আনন্দময়ী প্রেয়সীকে যেন লেগেণ্ডার গন্ধে—" ঢং ঢং ঢং সাড়ে এগারটার ঘণ্টা প'ড়্‌লো, ছাত্রেরা রচনার খাতা বন্ধ ক'রে অঙ্ক পুস্তক খুল্‌লে, পণ্ডিত ভদ্রনাথ-ও বিজ্ঞান পড়াবার জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে চ'লে গেল।

* * * *

হেড্‌পণ্ডিত মশায় ছিলেন অমায়িক লোক, আর সেক্রেটারী বাবু-ও ভাব্‌লেন "ছুটীর আগে এ-কটা দিন ছেলোগুলো ত ভাল করে পড়বে-ই না, তবে ব'সে ব'সে পাঁজার পো মিছি মিছি ক'বেলা ভাত মারে কেন"। এই দুই শুভগ্রহের সংযোগে "চিঠি পেয়েছি, মা জ্বরে প'ড়েছেন, দেখ্‌বার কেউ লোক নেই"—এই অছিলায় দ্বিতীয়ার দিন থেকে-ই ভদ্রনাথের ছুটী মঞ্জুর হ'ল। মাতৃভক্তি রচনা লিখতে দেবার পর থেকে-ই ভদ্রনাথ ক'ল্‌কাতায় গিয়ে শীঘ্র শীঘ্র বাজারটাজার ক'রে শ্বশুর-বাড়ী যাবে তার-ই ঠিক্‌ ক'র্‌ছিল। কাজে-ই মাতৃভক্তি প্রদর্শনের সুযোগটা সহজে-ই তার মনে জেগে উঠ্‌ল, তা'তে-ই মার অসুখের সৃষ্টি—আর তাঁর সেবার নামে শ্বশুর বাড়ীর দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি।

আজ পঞ্চমী—বেলা চ'লে প'ড়েছে, নাচ-দোরের দু'ধারে 'তুলসীমঞ্চের পাশে কৃষ্ণকলির গাছে ফুল ফুটে উঠেছে, এমন সময় কাপড়-চোপড় শিশি-বোতল প্রভৃতি সরঞ্জাম সহ ভদ্রনাথ বাঁশখালি গ্রামে পৌঁছিল।

বাড়ীতে ঢুকে-ই দেখে লোকের ভিড়, মহা-গোলমাল। মণ্ডপে সুসজ্জিতা প্রতিমা, প্রতিমার দুই দিকে দুটী বড় বড় পিতলের দীপ-গাছা; উঠানে সামিয়ানার নীচে বেল 'লন্ঠন খাটানো; চারদিকে চালের ছাঁচে আম পাতার সার গাঁথা; বড় বড় থালা, বারকোষ, লটকান, ছেপায়া,

ঘটী, ঘড়া প্রভৃতি দলুজে স্তূপাকারে সাজানো। "নিয়ায় রে", "কোথা গেলি রে", "ময়দার ছালাগুলো কি তোলা ক'র্‌লি", "ঘি-টা ওজন হ'ল ?" "ঘোষের ঘরে জানান্ দিতে কারে পেঠিয়ে দিলি ?" "ভস্‌চাযিা ঠাকুর বুঝি এই ওক্‌তে সরে পড়া ক'র্‌লে"—ইত্যাদি হাঁক্‌ডাক্ কলরবে মুখরিত নয়—একেবারে চীৎকৃত। তার ওপর আবার ছেলেমেয়েদের কল্‌কলানি ;—"দেখেছিস্ আমার কাপড়ে কেমন নীল কোর", "আমার কেমন নতুন ঘুন্‌সি হ'য়েছে, তোর ত' নেই", "দেখিস্ দেখিস্ আমার রঙীন চুড়ী ভেঙ্গে যাবে", "হ্যাঁ, জুতো হবে না বুঝি, মামা কাল বদ্দমান থে' আনা ক'র্‌বে", "ক্যাঙলা, তুই যে বড় আমায় মার্‌লি, আমি তোর দাদা হই না রে শালা", —আর-ও এই নমুনার কত কি ? জামাইবাবু কাপড় টাপড়গুলো একটা দাওয়ার উপর রেখে, শ্বশুরদের গড় হ'য়ে প্রণাম ক'র্‌লে ; "ভাল আছ্‌লে ত বাবা", "রেলে কেলেশ পাও নি", "বাবুর মত থাকা অভ্যেস, হেঁটে মাঠ পার হ'য়ে বড্ড-ই হয়রান হ'য়েছ, ব'স, হাত মুখ ধোয়া কর—" ইত্যাদি সম্ভাষণে ভদ্র জামাইকে পরিতৃপ্ত করা হোল। ছেলেপুলেগুলো জামাই দেখে যেন আর-ও কলরব বাড়িয়ে তুল্লে ; কর্ম্মগত অভ্যাসে ভুলে একবার ডান হাতের আঙুল খাড়া করে ভদ্রনাথ ব'লে ফেল্লে, "ক্ষীর"। জামাই তামাসা ক'র্‌ছে মনে ক'রে, ছেলেগুলো ব'লে উঠ্‌ল, "জামাই ক্ষীর খাবেক্ গো ক্ষীর খাবেক্।"

জামাইবাবু কিন্তু সারা পথটা-ই ক্ষীর খেতে খেতে এসেছেন, এখন-ও খাচ্ছেন। তাঁর হৃদয়-কটাহে মুগ্ধকরী আশার দুগ্ধধারা আবেগের উত্তাপে ঘনীভূত হ'য়ে, মিলনের শর্করা-সংযোগে যে দেবদুর্লভ প্রেমের ক্ষীরে পরিণত হ'য়েছে—তাঁর বিরহী মন তৃষিত মুখজুবড়ে শুধু যে সেই ক্ষীর পান ক'র্‌ছে তা নয়, একেবারে লেলিহান জিহ্বা বিস্তারিত ক'রে সৃক্কনী পরিলেলিহ্যেৎ। (এই চমৎকার অলঙ্কারটী যেন কোন পাঠক মনে না করেন লেখকের

স্বকৃত রচনা।) উদ্ধৃত ক'রে স্বীকার ক'র্‌লে, শিষ্টাচার-ও হয় কপিরাইট্ আইন-ও রক্ষা পায়। নর্ম্মাল দ্বিতীয় বার্ষিকী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হ'লে, এমন নৈষধ-স্বদন অলঙ্কার কার-ও কল্পনা-রাজ্যে প্রস্ফুটিত হয় না।

সন্ধ্যার জলখাবারটা যখন বাইরে এসেছিল, তখন মনে ততটা খোঁচ লাগে নি; কিন্তু রাত্রে ভাত খাবার ডাক্ প'ড়্‌লে তার পাত-ও পাঁচজনের সঙ্গে পশ্চিমের দলুজে হ'য়েছে দেখে, ভদ্রনাথের প্রাণটা ছাঁৎ ক'রে উঠ্‌ল। এক পিস্‌শ্বশুর মশায় দাঁড়িয়েছিলেন, বল্লেন, "বাবাজী, অন্দরে পা বাড়াবার ঠাঁই নাই, কুটুমের মেয়েতে একেবারে বাড়ী ভ'রে গেছে, কে যে কোথায় শোয়, কে যে কোথায় খায়, তার ঠিকানা ক'র্‌তে মুকুসিলে প'ড়ে গেছি, ব'সে যাও বাবা খাওয়া যাক্; আবার ভাতটা জুড়িয়ে যাবেক্, দশ দশটা আকায় হাঁড়ি চ'ড়েছে, এ সকাল সন্ধ্যে আর বিরেম নেই।"

প্রেমে বা বিরহে ক্ষুধামান্দ্য ও নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এটা একটা চলিত কুসংস্কার; বরং বর্দ্ধমানের রান্না কলায়ের ডাল আর রুই মাছের মুড়োযোগে তেঁতুলের টক-গোছ সুখাদ্য অনুপান সহযোগে উদরে অন্ন একটু চাপাচাপি ব'সে গেলে শকুন্তলা-বিরহ-বিধুর দুষ্মন্তের-ও গাঢ় নিদ্রা আসে তা' মাহিষা-নন্দিনী-হৃদয়ানন্দ গাঁজা-বাবাজীব কথা ত দূরে থাক্। বত্রিশটী নাসিকার ঘর্ঘর ভৈরব রবে জামাইবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে যাবার দরকার হওয়ায়, উঠানে এসে দেখে যে আকাশে তারা দলের ভেতর অনেকের-ই পাহারা বদল হ'য়েছে, সাতভাই চম্পা প্রায় মাথার কাছাকাছি এসে প'ড়েছে; মিঠাইকরেরা রসের গাম্‌লায় গজাগুলো ঢেলে দিয়ে আর কাল ষষ্ঠীর উপলক্ষে যে শতাবধি ব্রাহ্মণ খাবে তাদের মতন লুচি ভেজে রেখে ঘুমিয়ে প'ড়েছে; নাসিকাধ্বনি শুনে শঙ্কিত ঝিল্লিরা-ও নীরব। কেবল উচ্ছিষ্টভোজীদের কলহ-কলরব সতত জাগ্রত; এক্ষণে এই আড়াই প্রহর

রাত্রে সেই কলরব কুকুর-কণ্ঠোদ্গারিত শাণিত স্বরে নিশীথিনীকে যাতনা দিচ্ছে। আমপাড়া ক'ল্‌কেয় দা-কাটা তামাক টিপে দিয়ে উনুন থেকে আগুন এনে ভদ্রনাথ একবার বেশ ক'রে তামাকটা খেয়ে নিলে, তারপর আবার শয়ন, এবার কিন্তু নয়ন মুদ্‌লে-ও অঙ্গ অসাড় হয় না। নাসিকার ঘর্ঘর, মশকের স-ভন্‌ভন্ দংশন্, আর বিরহের হুতাশন—ব্রাহ্মস্পর্শের নিষেধ নিয়ে ভদ্রনাথের নিদ্রাযাত্রার পথে দাঁড়ালো। চৌকীদারদের মতন রবি ঠাকুর-ও প্রাতে মাত্র প্রেয়সীর সঙ্গে একটু প্রেমালাপের অবসর পান, দুপুর বেলা বেচারীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারেন, আবার বৈকালে যেন একটু লজ্জায় লাল হ'য়ে লুকিয়ে পশ্চিমে হাওয়া খেতে চ'লে যান। এ ক্ষেত্রে বিরহ-বিধুর সূর্য্যদেব ভোর না হতে-ই পূর্ব্বদিকে আমবাগানের আড়ালে, আর ডিটো ডিটো ভদ্রনাথ উত্তর দিকের বড় পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটে, একজন রাঙা মুখ আর একজন রাঙা চোখ খুলে প্রকাশ হ'লেন।

খুড়শ্বশুর মুকুন্দমণ্ডল পৈটেয় ব'সে দাঁতন ক'র্‌ছিল। জামাইকে দেখে ব'ললে, "ইরির মধ্যে-ই গা তুলে উঠে প'ড়্‌ছ? নিদ্রে কি ভালরূপ হয় নি?" ভদ্রনাথ ব'ল্‌লে, "আজ্ঞে, হইছিল—তবে—মসা—একটু—এই যা—"

মুকুন্দ। "আরে করি কি কও ত', এ বাগে কাটোয়া মুর্‌শুদাবাদ মার উ-দিক ধর ত' শান্তিপুর নগদ্বীপ নাগাদ যে পর্য্যন্ত কুটুম আনা হারানো গেছে; মোশারি-ও ত' মজুত ছিল না কম্‌তি—তা বাড়ীর ভিতর নারা-ই সবগুলো দখল ক'রে নিলেক্,—কওয়া ত' যায় না কিছু, তা বা, জামাই-ও যে, ঘরের বেটা-ও সে। এ-কটা দিন বাইরে একটু কষ্ট ইতে হবেক্।" ভদ্রনাথের বুকে যেন একটা ঢেঁকি ধপাৎ ক'রে 'ড়্‌লো, মনে মনে ব'ল্‌লে, "কটা দিন!" মুকুন্দ ব'লে যেতে লাগ্‌লো, তা' কি জানো জামাই, আনন্দময়ী মা ভিটেয় পায়ের ধূলো দিছে,

পাঁচকুটুমের মুখ দেখে এ সময়টা আনন্দ করা-ই চাই ; তুমি ত' পাস করা পণ্ডিত তোমায় আর বোঝাব কি।"

* * *

মুখটুক ধুয়ে স্নানটান করার পর, ভদ্রনাথ একটা চাল চেলে দেখ্‌লে; "স্বপ্নবিলাস সাড়ী", "বুক জুড়ানো বডিস্", "যৌবন-জমক্ জ্যাকেট", "হায়াহারা শায়া", "বিধুমুখীসিঁদুর" "পতিপাগল তৈল" "চিকুর-চিকণ-চিরুণী" "উষার-তুষার পাউডার", "হৃদয়রক্ত অলক্ত", "কুন্দনন্দিনী মঞ্জন", চুম্‌কি বসানো একখানা খোঁপার জাল, একখানি স্নানরতা সতীর চিত্র, দুইখানি নূতন চক্‌চ'কে বাঁধানো উপন্যাস—একখানির নাম "বারাঙ্গনা না রোঙ্গনা", আর একখানি "পতিতার অপূর্ব্ব সতীত্ব", একশিশি ম্যালেরিয়া-মিক্‌শ্চার আর শাউড়ীর-জন্য আনা একখানি কস্তাপেড়ে শাড়ী, সব গুছিয়ে টুছিয়ে বেঁধে বড়শালার ছেলে হাতোল্‌কে ডেকে তার হাতে দিয়ে ব'লে দিলে যে "এই গুনি নিয়ে আস্তে আস্তে তোমার পিসীকে দাও গে' ; বুঝেছ ত' তোমার পিসী—পিসীমা।" হাতোল ব'ল্লে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝ্‌ছি গো, তুমি তো আমার পিসা, তবেই হোল পিসি তোমার বউ, তা সব বুঝি পিসীর জন্যে-ই আনা ক'র্‌লে, আমার জন্যে কি নিয়ে আস্‌ছ?" ভদ্রনাথ ব'ল্‌লে, "এগুনি বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে আস দিকি তারপর তোমায় এক জিনিস দেবো'খন্, একখানা ফুটবলের ক্যাটালাক্—অনেক ছবি আছে!" ঘুড়িকাটা লক্ পাবে মনে ভেবে বোঁচকাটি বুকে ক'রে হাতোল্ বাড়ীর মধ্যের দিকে দৌড় দিলে।

সমস্ত দিনের ভেতর হাতোলের আর টিকীটির দেখা নেই, সে রত্নীপিসীর ঘরে বোঁচকাটা পৌছে দিতে না দিতে-ই ঠাকুরমার হুকুমে বদ্দিদের বাড়ী 'ছিরি' (শ্রী) আন্‌তে কখন লোক যাবে তাই জিগ্‌গুস্‌তে গেল, সেখানে গিয়ে মনে প'ড়্‌লো—তার স্যাঙাৎ দুলেদের বাঁড়াকে সন্ধ্যেপুজোর

পর পোড়াবার জন্তে যে তুব্‌ড়ী তৈরী ক'র্‌তে দিয়েছে, তার কতদূর হোল একবার তাগিদ দিতে হবে। সেখান থেকে ফিরে তেলমেখে পুকুরে স্নান—একপাল ছেলের সঙ্গে সাঁতার খেলা—তার পর অন্ন-মেরু ভক্ষণ, সুতরাং পিসা-মোসার দৌত্য-কার্য্যের কথা তার মন থেকে একেবারে ধুয়ে পুঁছে লোপ পেয়েছিল; বিকেলবেলায় করবীতলায় দেখা হ'তে পিসা সুধুলে, "কিরে, সে সব জিনিষ পত্তর নিয়ে গেলি, তারা কি ব'ল্‌লে আমায় ব'ল্লিনি?" হাতোল্‌ ব'ল্লে, "তারা বুঝি—? আমি তেমন কৈবতের ব্যাটা লই।" ভদ্রনাথ ব'ল্লে, "ছিঃ ও কথা ব'ল্‌তে আছে? আমরা মাহিষ্য।"

হাতোল্‌। "মাহিষ্যি-ই-হই আর হবিষ্যি-ই হই, আমি রা' কাড়্‌তি না কাড়্‌তি আঁতের কথা বুজেক্‌লি, আমারি পিসী তোমার তো পিসী না, বউ; তুমি তা'কে যা' দিলেক তা কি হাটের মধ্যে গোল করি? আমি চুপিসাড়ে রত্নী পিসীর ঘর্‌কে ঢুকে চৌকীর উপর থুয়ে আস্‌ছি।"

ভদ্র। "তা-তা—সে কি বল্লে?"

এইবার হাতোল্‌ মুস্কিলে প'ড়্‌ল, পিসী-ও কিছু বলে নি, সে-ও কিছু শোনে নি, অথচ কথাটার উত্তর দিতে না পার্‌লে, সহুরে পিসে তাকে যে পাড়াগেঁয়ে বোঁকা ঠাওরাবে এটা-ও তার সহ্য হবে না; কি উত্তর দিবে ভাব্‌তে ভাব্‌তে তা'র মনে প'ড়্‌ল হাজার ভাল হ'লে-ও মেয়েরা একটা না একটা খুঁত্‌ ধ'র্‌বে-ই ধ'র্‌বে, তাই ব'লে উঠ্‌ল, "পুঁট্‌লিটী খুব ভাল কইল বটেক্‌, তবে মু'খানা একটু বাঁকা ক'রে কইলেক্‌ যে একটা ছাতা বুঝি আর আন্‌তে পারেক্‌ নি।" প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করে-ই ব্যতিব্যস্ত হাতোল্‌ Right about—ভোঁ দৌড়। ছাতার ভেতর কি প্রেমের আশ্লেষ লুকানো আছে, তার সমস্যার নিষ্ফল ভাবনায় মাথা ঘামাতে ভদ্রনাথের আধঘণ্টার উপর কেটে গেল।

* * *

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় আনন্দ যখন প্রদীপ শিখায়, ধূপের গন্ধে, ঢোলের ছন্দে, বাঁশীর রন্ধ্রে, আলাপের প্রবন্ধে অভিব্যক্ত; যখন সারা ভূমণ্ডলের হাসি মণ্ডলদের চণ্ডীমণ্ডপস্থ প্রতিমার অধর হ'তে বলির অপেক্ষায় জীবিত ছাগ-শিশুর চক্ষে-ও প্রস্ফুটিত, তখন একমাত্র ভদ্রনাথ-ই নিরানন্দ। কেবল নিরানন্দ নয়, শাস্তির উপর কঠিন শাস্তি প্রাণের সমস্ত ছন্দ কণ্ঠনালীপথে বন্ধ ক'রে ঠোঁটে একটা বিকারগ্রস্ত হাস্য-রেখার আঁচড় কাটতে হ'চ্ছে। জল সইতে যাবার বাজ্না বেজে উঠ্ল। অবগুণ্ঠনবতী অন্তঃপুরিকারা মঙ্গল-কলস-কক্ষে বাটীর অনতিদূরস্থ ষষ্ঠীতলায় পুষ্করিণী-অভিমুখে ধীরপদে শুভযাত্রা ক'র্লেন; তখন ভদ্রনাথ নিজ আর্দ্র চক্ষে প্রেমের বীক্ষণ-শক্তি প্রয়োগ ক'রে-ও স্থির ক'র্তে পার্লে না যে সেই চত্বারিংশ সুধাংশুমালার মধ্যে নববস্ত্র-মণ্ডিত কোন্ করবী কুণ্ডলীটি তাঁর হৃদ্-পিণ্ড-স্পন্দন-সক্ষম-সূত্র-গুচ্ছে রচিত।

* * * *

ছাত্রদের সেই "মাতৃভক্তি"-রচনা লিখ্তে দেবার পর থেকে ভদ্রনাথ আর নিজের মার নাম মুখে আনে নি, গর্ভধারিণী মা'র-ও নয়, জগৎপ্রসবিনী মা'র-ও নয়। জামা কেন্বার সময়, "রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে" গেছে যদি মা কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে থাকে, তবে সেটা জ্ঞানকৃত অপরাধ নয়। শ্বশুর বাড়ী এসে বার-বাড়ীতে রাত কাটানোর ব্যবস্থা হওয়ার সুরু থেকে-ই চণ্ডীমণ্ডপস্থ মৃন্ময়ী মার নিষ্ঠুর আচরণ দেখে হিন্দুধর্ম্মের উপর ভদ্রনাথের আস্থা একেবারে মন্দীভূত হ'য়ে গেল। অ্যাঁ, এই মা! এর নাম দয়াময়ী! সঞ্চিত যা' কিছু ছিল সব গেল, পর মাসের বেতন-ও বস্ত্র-নিকেতনে গমন ক'রেছে, উমো-ধুম্সীর কাছে ধার—এত আশা, এত স্বপ্ন, এত কল্পনা সব ব্যর্থ হ'ল! কুটুম্ব! কুটুম্ব! জামাতার চেয়ে আবার বড় কুটুম্ব কে আছে! সেই জামাই বাইরে প'ড়ে 'হা হুতাশ'

ক'র্‌ছে, আর মাসীর ননদের সতীনের বকুলফুলের নাতবোয়েরা এসে ঘর জোড়া ক'রে আছেন। ধিক্ এই বাঙালীর সামাজিক আচারে! একটু যদি ভাল ক'রে ইংরাজী প'ড়্‌তাম, তা হ'লে কাল-ই সাহেব হ'য়ে যেতাম। কি সুন্দর সুখের সংসার সাহেবদের, বলিহারী যাই, বলিহারী যাই; শুধু ওয়াক্ আর আই-বাই-ইট্‌সেল্‌ফ-আই! আর কোন-ও বালাই নাই। একবার দেখ্‌তে বা একটা কথা কইতে পেলুম্ না! চিরুণী কিনে এনেছিলাম রেতে আমার সাম্‌নে ব'সে চুল বাঁধ্‌বে দেখ্‌ব, আপনার হাতে ক'রে মুখে পাউটার মাখিয়ে দোব, ক'ল্‌কেতায় যেতে হ'য়েছিল থিয়েটার পর্য্যন্ত দেখে এসেছি, তার গল্প ক'র্‌তাম, এ সব আশায় ছাই প'ড়্‌ল!

মা'র জন্যে একগাছা সুতো পর্য্যন্ত কিনে পাঠাই নি, বিটি শাপ দিলে না কি! না, তা' বিটি গালমন্দ কখন-ই দেয়-নি। আর সেইত' বিয়ে দিয়েছে, মা কালীঘাটের কালী, এই দুগ্যো-পূজোটা যদি উঠিয়ে দাও না, তা হ'লে আমি তোমায় পাঁচসিকে পূজো পাঠিয়ে দিই! ওঃ, বিটি আমার আনন্দময়ী! আনন্দময়ী! সারা রাত বাইশ বেটার নাকের ডাকে আর মশার কামড়ে আনন্দ আর ত' ধ'র্‌ছে না। সেই পঞ্চমী থেকে সুরু আর এই নউমীর রাত পোয়ায় পোয়ায়, প্রাণের ভেতর আনন্দনাড় পাকিয়ে তুল্‌ছে!

তারা এই কি তোমার বিচার বটে।
(দুর্গা এই কি তোমার বিচার বটে)
এতে-ই তো মা ভক্তি টক্তি যায় গো চটে ॥
কিনে এসেন্স বডি জ্যাকেট শাড়ী,
এলেম কত আশায় শ্বশুর বাড়ী,
এখন বাইরে প'ড়ে ছাড়্‌ছে নাড়ী যেন ঘাটের মড়া
নদীর তটে;—
কি গুণে আনন্দময়ী নাম্‌টি তোমার ধরায় রটে ॥

গৃহিণী গৃহমুচ্যতে

যাও মা যাও ;—এতদিন পরে কলিকাতা মুনসিপাল একটি মানুষের মত কাজ করিয়াছেন, যাও মা, এইবার তোমরা কর্পোরেশনে গিয়ে জেঁকে ব'সে কমিশনারী কর। এই মুনসিপালের কাজ গৃহস্থালীর কাজ, এ কাজ মা তোমাদের-ই। গৃহস্থ বাড়ীতে রাত থাকতে উঠে, ছড়া ঝাঁটের বন্দোবস্ত কে ক'রে দেয় মা, তুমি না বাবাজী? সব ঘর, বারেণ্ডা, উঠন বেশ পরিষ্কার হ'চ্ছে কিনা কে দেখে মা, তুমি না তিনি? খাবার জল, নাবার জল, ঘর দোর ধোবার জল তোলে, তোমার কঙ্কণপরা নরম হাত দুখানি, না সেই গুঁপে মিন্‌সের আস্তেন গুটোনো বাগ্‌-থাবা? সূর্য্যাস্তের পরে ঘরে ঘরে সন্ধ্যার মঙ্গল-প্রদীপ কে দেখায় মা মঙ্গলময়ি, তুমি—না জঙ্গলে সে?

মুনসীপালতো একটা সহরের গৃহস্থালী আর ত' কিছু নয়। কোন্ রামতারণ, রাধাচরণ নিজের বাড়ীর গৃহস্থালীর বন্দোবস্তটুকু নিখুঁত পরিপাটি ক'রে চালাতে পারেন যে তাঁরা একটা সহরের গৃহস্থালী চালাতে স্পর্দ্ধা ক'রে এগিয়ে পড়েন! কোথায় কোন জায়গায় এতটুকু অপরিষ্কার রইলো, সেটি তোমাদের চোখে যেমন প'ড়বে, এঁদের চোখে কি তা' প'ড়তে পারে? দেখনা কেবল আপনার সুবিধের দিকে দৃষ্টি, গোরুজে পুরুষ নিজের গরজটুকু বেশ বোঝেন। আইন ক'ল্লেন বেলা সাতটার ভিতর বাড়ীর জঞ্জাল রাস্তায় ফেলতে হবে, তারপর বেলা তিনটার আগে নয় ; অচ্ছা মশাই, আপনি যে ৯৷১০টার সময় মাছের মুড়ো চিবিয়ে একরাশ হাড়, কতকগুলো মোচাচিংড়ির খোলা, আর আম চুষে চুষে ৪টে আঁটি পাতের গোড়ায় রেখে গ্যালেন, এগুলি কি

বৌমারা বেলা ৩টা অবধি পুতু পুতু ক'রে রেখে চৌকী দেবেন, আর মশাইয়ের উচ্ছিষ্টের সৌরভে আমোদিত হবেন? বেশ বিবেচনা! তারপর আবার এক আইন ১০টা বাজলে-ই কলের জল বন্ধ হবে, কেন না তখন মহাশয়ের এর মধ্যে-ই মুখপ্রক্ষালন, স্নান, ভোজন সব সারা হ'য়েছে। এইবার চ'ল্লেন কাছারী কি করপোরেশন; নে' এখন তোরা পোড়ারমুখীরে সক্‌ড়ি পেড়ে হাত ধুবি কোথায়, তা' বিধাতা-পুরুষকে জিজ্ঞাসা কর। তারপর আবার জল আস্‌বে বেলা ৩টের সময়, কেন না বাবুলিংরা ৪টের পরে স্কুল কলেজ থেকে আর বাবুরা ৫টার পর আফিস থেকে এসে হাত মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হবেন।

যদি মা তোমরা ভোটার হও, কমিশনার হও, তা হ'লে কি এই বন্দোবস্ত থাকতে দেবে? পুরুষদের একটা মনে মনে গুমোর আছে যে হিসেব-পত্তর ত' মেয়েরা দেখ্‌তে পারবে না, তার বেলা ত' আমাদের দরকার হবে, আঃ বুদ্ধিঃ! কাগজ কলম দোত্ খাতা পত্তর পাঁজি কালেণ্ডার রেডি-রেকনার কত কি বের ক'রে তবে তোমাদের হিসেব নিকেশ হয়, আর জিজ্ঞেস করগে দিকি বৌমাকে তাঁর বয়েস কত, একবারে ঠিকঠাক মুখোস্ত, ৮ বছর আগে-ও যা ব'লেচেন আজ-ও তা' ব'লবেন একদিনের তফাৎ নেই। তাঁরা কমিশনার হ'লে রেট্‌পেয়ারদের কাছ থেকে মিউনিসিপ্যালিটির পাওনা কখন-ই মিট্‌বে না; কই বলুন কে ব'লতে পারেন যে পত্নী-ঋণ জন্মে-ও কেউ শোধ ক'র্‌তে পেরেচেন? মিউনিসিপাল কাজটা সম্পূর্ণরূপে-ই মেয়েদের হাতে থাকা উচিত; বেশ ক'রে বিচার ক'রে দেখ্‌লে বুঝতে পার্‌বেন এটা তামাসার কথা নয়।

সভায় যখন মেয়েদের ভোটের কিথার হয় তখন কোন কোন কমিশনার একটু একটু আম্‌তা আম্‌তা ক'রেছিলেন; কেউ কেউ ব'লেছিলেন যে অন্তঃপুরবাসিনীগণ কি ক'রে পোলিং-আফিসে গিয়ে পুরুষদের সমক্ষে

ভোট লিখে দেবেন ? ও তর্ক উঠ্‌বার আগে প্রমাণ করা উচিত ছিল যে বাঙালীর মধ্যে পুরুষ আছে ; গোঁফ থাকলে-ই বা কাছা দিয়ে কাপড় প'রলে-ই যদি পুরুষ হয় তা' হ'লে অন্য কথা—না হ'লে আমাদের মধ্যে আর পুরুষ কে ? কথায় বলে দশ হাত কাপড়ে মেয়েরা ন্যাংটো, আর ম্যানচেষ্টার কাপড় না দিলে যারা একেবারে দিগম্বর তারা আবার পুরুষ ! যে ১৮ বৎসরের ছোকরা কলেজ যাবার সময় হেদোর মোড়ে ট্রামে উঠে হ্যারিসন রোডের মোড়ে নামে সে আবার বড় হ'য়ে পুরুষ হবে ! ট্রামওয়ে যেতে যেতে নিনুর পাঞ্জাবী গায়ে, সোজা সিঁতি, শুড় তোলা জুতা, বই হাতে অনেক বাবাজীকে দেখে মনে মনে ইচ্ছা হয় যে জিজ্ঞাসা করি, "বাছা, তুমি কোথায় পড়, বেথুনে—না মহাকালীতে ?" যদি বলেন, "আচ্ছা বাঙালীর মধ্যে যেন পুরুষ নেই" করপোরেশনে ইংরাজ কমিশনার ত' আছেন, মেয়েরা কমিশনার হ'লে ত' তা'দের সঙ্গে ব'স্‌তে হবে তখন উপায় ! এর উত্তর যে—বিলেতে পুরুষ ইংরেজ থাক্‌লে-ও থাক্‌তে পারে। কিন্তু এ দেশে পুরুষ ইংরেজ কৈ ? এ দেশের সাহেবরা ? সাহেব ত' নয়-ই মেম ও নয়—বাঙালী মেয়ের চেয়ে-ও মেয়েমানুষ। নইলে আমাদের মতন কলসীর ভিতর জিয়োনো মাগুর মাছের উপর চোক রাঙিয়ে বীরত্বের বড়াই করেন।

মন ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর ! অর্দ্ধেকের উপর মেয়াদ কেটে গেছে। বেশী দেরী নেই next election আবার আসচে, হিন্দু গৃহস্থ বাড়ী থেকে নারী-কমিশনারীর candidate দেখার প্রত্যাশা এবার বড় বেশী ক'রো না, কিন্তু মন রে তবু মনোমোহন নতুন দেখ্‌বার আশা আছে। মেয়েরা ভোটার হ'য়েচে, সুতরাং পতি-ভ্রাতার মঙ্গলার্থে মোটার চ'ড়ে ভোট কুড়ুতে বেরবেন-ই। মন দেখো electionএর মাস দুই আগে-ই কত মুদি-গিন্নী, কত ধোবা-বউ, কত গয়লা-মেয়ে, কত

মালিনী-মাসী, রায় বাহাদুর, রায়-সাহেব সি, ই, আই-র অন্তঃপুরের "দেখন-হাসি" "গঙ্গাজল" "মকর" "গোলাপ" "ল্যাবেণ্ডার" "সই-মিতিন" হবেন।

"তোমার ভোটটা গঙ্গাজল, আমাদের যদি না দাও ভাই তাহ'লে দেখো তোমার মেজ মেয়ের বিয়েতে আমি কখন-ও আস্‌বো না"—আশার নেশায় বাড়ীর ভিতরের দিকে কাণটা পেতে যেন মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত ঐ কথাগুলি শুন্‌চি আর বুকের ভেতর প্রাণটা যেন আহ্লাদে সমারসল্‌ট খাচ্চে। আর একটা সুখের আশার, শান্তির আশার, আরামের আশার, আভাষ ইসারায় পৌঁছে প্রাণটাকে এক বারে ঠাণ্ডা ক'রে দিচ্চে। ৯টার সময় হঠাৎ কলের জল বন্ধ হ'য়ে গেলে, বারেণ্ডার সাম্‌নের গ্যাসের ম্যাণ্টেল্‌টা ছিঁড়ে গেলে, গঙ্গা নাইতে যাবার গলির পথে জঞ্জাল জ'মে থাক্‌লে, গিন্নী যে সব অপরাধ তাঁর সাধের স্বামীর কাঁধে চাপিয়ে 'পোড়া বরাতে এমন হাড় হাবাতের হাতে-ও পোড়েছিলুম্‌ ব'লে মুন্‌সিপালের ঝাল আমার উপর ঝাড়েন, তা আর করবার যো'টী থাক্‌বে না—তখন মুখ ঘুরুতে এলে-ই ব'ল্‌বো, যাও নথ নাড়োগে সেই হক্‌সাহেবের বাজারের সাম্‌নে গিয়ে, এখন স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার, এখন তুমি-ও যেমন আমার হাতে পোড়েছ, আমি-ও তেমন তোমার হাতে পোড়েছি, এইবার বুঝ্‌লে।"

এইবার অশ্বিনী, কর শঙ্খধ্বনি! নাও হরি, জলের ঝারি, উলু উলু দাও গোকুল, নাও কৃষ্ণলাল, ফুলের মালা, বিজয়, ধর মাথায় শ্রী, আর আমরা সব মৃদঙ্গ বাজিয়ে বলি, হরি হরি হরি বোল, মা লক্ষ্মীরা ঘোমটা খোল।

বিশ্বকর্ম্মা পূজা

সরস্বতী-প্রদত্ত 'চেকে'র মূল্য বাজারে কমিতে কমিতে ক্রমে এখন এমন-ই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে কমলার 'ব্যাঙ্কে' সে চেক প্রেজেন্ট করিলে সেখানকার ম্যানেজার শ্রীযুৎ কুবেরচাঁদ যক্ষরাজ নব্বই হইতে পঁচানব্বই পারসেন্ট্ ডিস্কাউন্ট্ কাটিয়া লয়েন.—বি, এ, বি, এল, এম, এ প্রভৃতি চেকের এক সময়ের অতি মূল্যবান্ মার্কা-ও এক্ষণে জার্ম্মাণীর 'মার্কে'র অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বেদান্তের নিরাকার ঈশ্বরকে যদি পৌরাণিকেরা সাকার মূর্ত্তিতে গঠিত করিয়া উপাসকের সম্মুখে উপস্থাপিত না করিতেন অথবা নিরাকারের উপাসকেরা-ও যদি না কল্পনায় শ্রীভগবানের চরণ, নয়ন, কর প্রভৃতি সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে জগতে ঈশ্বর-পূজা থাকিত কি না এই সমস্যা যেমন সন্দেহজনক, তেমন-ই পুঁথিতে লেখা 'বিদ্যা অমূল্যধন' রূপ জ্ঞানবাক্য সংসারের খাতায় একটা মূল্য ধার্য্য করিয়া অঙ্কপাত না করিলে কোথায় থাকিত তোমার হ্রস্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়, কোথায় থাকিত তোমার গ্রন্থগত 'নলেজ' বা ছাত্রপূর্ণ কলেজ এবং এদেশে ব্রাহ্মণপণ্ডিতকুল নির্ব্বংশ হইলে-ই টোলে নিলামের ঢোল বাজিত আর ইংলণ্ডের ক্যাথলিক্ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে-ই অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের অস্তিত্ব লোপ পাইত।

বিদ্যার যে নগদ মূল্য আছে ইহা বিদ্যার্থীকে প্রথম বুঝাইয়া দেওয়া হয় তাহাকে বৃত্তি দিয়া। ইউ, পির এক টাকা বৃত্তি হইতে মাইনরের চার টাকা, পরে এন্ট্রাসে ১০।২০ হইতে বি, এ, এম, এতে ৪০।৫০ পর্য্যন্ত বৃত্তি পাইতে পাইতে ছাত্রের হাড়ে মাসে সংস্কার জন্মাইয়া যায় যে অমূল্যধন

বিদ্যা কেবল নগদ মূল্য লাভের জন্য-ই প্রয়োজনীয়। এতদ্ভিন্ন মাসী পিসী গুরুদেবীরা-ও যাদুকে কোলে তুলিয়া নাচাইতে নাচাইতে কাণে বীজমন্ত্র দেন "লেখাপড়া শেখে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই"—ইতি গোস্বামী মতে, অথ শাক্ত মতে "প'ড়্‌লে শুন্‌লে দুধিভাতি, না প'ড়্‌লে 'অন্নীলে'র লাথি।"

এইরূপে গাড়ী ঘোড়ার স্বপ্নে এবং বৌ-এর লাথির ভয়ে বালক বৃত্তি পকেটস্থ করিতে করিতে অন্তরস্থ পুরুষকে ভবিষ্যতে অর্থপ্রদায়ী চাক্‌রি বা উকিলি প্রভৃতি "বাক্‌রি"র জন্য প্রস্তুত করিতে থাকে।

এক্ষণে সেই চাকরির বা বাকরির গাঙে একেবারে সার ভাঁটা পড়ায় এবং সরস্বতীর 'চেক' প্রায় অনেক ব্যাঙ্কে-ই dishonoured হয় দেখিয়া বাবাগণ-ও বাবালোকগণ ভাবিতেছেন যে তাঁহারা সরস্বতীকে একখানি কুচা নৈবেদ্য উচ্ছুগ্যু করিয়া দিয়া-ই মহা নৈবেদ্যের আয়োজন করিবেন বিশ্বকর্ম্মা পূজার জন্য। ইংরাজী পড়িয়া জাতে উঠিবার এবং চেয়ারে বসিয়া মাসিক নির্দ্দিষ্ট নগদ মুদ্রা উপার্জ্জনের নেশাটা এদেশে এমন জমিয়া গিয়াছে যে জাতিগত বৃত্তি অধিকাংশ বাঙালী-ই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।

'কলিকাতা রিভিউ' প্রভৃতি প্রাচীন সন্দর্ভ-পত্রিকা ও অন্যান্য ইংরাজী পুস্তকে দেখিয়াছি যে সেকালের ইংরাজী লেখকেরা বাঙালীর নৌ-বিদ্যার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন; শ্রাবণ ভাদ্রে পদ্মাপারক মাঝির কৃতিত্ব চক্ষে দেখিয়াছেন এমন লোক-ও কেহ কেহ জীবিত আছেন; কলিকাতার নিকটে বালী কোন্নগরের মাঝিদিগের গুণপণা আমি-ও স্বচক্ষে দেখিয়াছি কিন্তু পদ্মা মেঘনার ভীষণ তরঙ্গ এবং 'ঘুর্‌ঘুড়িরট্যাকের সর্ব্বগ্রাসী বাণ যে মাঝিকুলকে উদরস্থ করিতে পারে নাই—রেল ও ষ্টীমারের বিকট বংশীরব তাহাদিগকে নির্ব্বংশ করিয়াছে। বাঙলায় নৌকার অস্তিত্ব এখন-ও সম্পূর্ণ

বিলুপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু পশ্চিম বাঙলায় প্রায় আর বাঙালী মাঝি-দাঁড়ী দেখা যায় না। কলিকাতার উত্তরে চিৎপুর হইতে দক্ষিণে কেল্লার নীচে পর্য্যন্ত যতগুলি নৌকা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার ভিতর একটী-ও বাঙালী দাঁড়ী বা মাঝি নাই। বাঙালী রাজমিস্ত্রী ছিল—হিন্দু মুসলমান দুই রকম-ই; এখন-ও এই কলিকাতার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রাচীন বাটীতে যে সকল পূজার দালান আছে, তাহা প্রায়-ই হিন্দু রাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। সে জোড়া থাম, সে খিলান, সে পঙ্কের কাজ—যাহা পাথরের ন্যায় কঠিন এবং দর্পণের ন্যায় যাহাতে মুখ দেখা যাইত, সেই সব দেবমূর্ত্তি লতাপাতা ফুল পক্ষী মৎস্য প্রভৃতির প্রকৃতিপূর্ণ বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত স্থপতিশিল্পের উচ্চ প্রাচ্য আদর্শ ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার পরিচালিত এখনকার মিস্ত্রীদের কর্ণিক ক্বচিৎ প্রস্তুত করিতে পারে। বড় বড় ইঞ্জিনিয়াররা এবং তাঁহাদের দেশীয় শিষ্যগণ করিন্থিয়ান, গথিক্, মুরীস্ প্রভৃতি স্থপতিবিদ্যার বিস্তর পরিচয় দিয়া থাকেন বটে কিন্তু সেই সব দালানের একটা খিলান ফাটিয়া গেলে অন্যগুলির সঙ্গে যোড় মিলাইয়া দিবার শক্তি ইঁহাদের আদৌ নাই। এই কলিকাতা নগরে কয়টী বাঙালী সূত্রধর আর দেখিতে পান? পুরাতন ইমারৎ যাঁহারা দেখিয়াছেন বা যাঁহাদের ঘরে আজ-ও এক আধটা সিন্দুক বাক্স ইস্কাতর আছে, তাঁহারা-ই বুঝিয়াছেন যে কি নিপুণ হস্তে গোবে বাটালী চালাইয়া সেকালের ছুতারেরা কড়িকাঠের গায়ে ফুল কাটিয়াছে, তাহার মুখে সিংহ মৎস্য মকরাদি গড়িয়াছে, সিন্দুক বাক্স চৌকি প্রভৃতি কেমন মজবুত, কেমন সুন্দর, শিল্প কৌশলে কেমন বিবিধ ব্যবহারোপযোগী। বাঙালী কামারকুল-ও প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে, কোন কোন গ্রামে যা দুই একজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় আজ-ও তাহারা কি সুন্দর তীক্ষ্ণধার ছুরী, কাঁচি, কুড়ুল, কাটারি, মোষকাটা খাঁড়া, মাছধরা বঁড়শী গড়িতে পারে। কোথায় গেল সেই বাগ্‌বাজার

অঞ্চলের বীর কামারেরা যাহারা দুই হস্তে আধমনী হাতুড়ী তুলিয়া রক্তবর্ণ তপ্ত-লৌহদণ্ডকে ঘাতে ঘাতে নোঙ্গরে পরিণত করিতে পারিত! এই কলিকাতা সহরে হিন্দুস্থানী ও উড়ে নাপিতের ভিড়ের মধ্যে যা দু'দশজন বাঙালী নাপিত এখন-ও দেখা যায় তাহাদের কাছে নখ কাটিলে প্রায় পনেরো দিন আঙুল টাটাইয়া থাকে এবং নব্য বাবুদিগের চুল তাহারা যত-ই বেমানানসই পাঁচচুলো করিয়া ছাঁটিয়া দেয় বাবুরা খুসী হইয়া তত-ই তাহাদিগকে চারি আনা হইতে ছয় আনা বাণি দিয়া থাকেন। এইরূপে বাঙালীর দেশে বাঙালী মিস্ত্রী, বাঙালী কারিগর বাঙালী ধোপা নাপিত আজকাল অতি অল্প-ই দেখা যায়; পশ্চিমের কুম্ভকার আসিয়া এখন-ও কুমারটুলিতে প্রতিমা গড়িতে বসে নাই বটে কিন্তু চাক্ ঘুরাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতার অন্যান্য স্থানের কথা থাক্ এককালে বড়বাজারের সমস্ত দোকান বাঙালীর-ই অধিকৃত ছিল। আজ বড়বাজারে ঢুকিলে মনে হয় এটা বাঙলার কলিকাতা নয়, কাশীর লক্ষ্মীচৌতারায় ঘুরিতেছি।

কোথায় গেল সেই সব বাঙালী দোকানী, বাঙালী কারিগরের বংশধরগণ! সবাই কি মাষ্টারী, কেরাণীগিরি, মোক্তারী বা আদালতের পাইকগিরি করিতেছে! না, ম্যালেরিয়া জ্বর বা দুর্ভিক্ষের করে তাহাদের বংশ একেবারে লোপ পাইয়াছে?

আমি মোটামুটি গৃহস্থ-জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় গুটিকয় শ্রেণীর কর্ম্মীর কথা উল্লেখ করিলাম, এতদ্ভিন্ন চিত্রকার্য্যে, সীবনকার্য্যে, সূচী-শিল্পে, বাঁশ বেত কড়ি প্রভৃতি শিল্পকার্য্যে, প্রস্তর কাঁসা পিতল প্রভৃতি ধাতু এবং অনুরূপ কত কার্য্য বাঙালী কর্ম্মীর করায়ত্ত ছিল। বাঙালীর অন্ন, বস্ত্র, ভোজ্যপাত্র, জলপাত্র, গৃহ নির্ম্মাণের কাঠ কাট্‌রা, চৌকী, পালঙ্ক, খাট, অন্যান্য গৃহ-সজ্জা, অঙ্গরাগের প্রয়োজনীয় বস্তু এক কথায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ও সামাজিক সম্ভ্রম রক্ষার জন্য বাঙালী যাহা কিছু ব্যবহার

করিত তাহা-ই বাঙলাদেশে বাঙালী কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইত এবং জাতিবিভাগের দ্বারা তাহাদের করণীয় কর্ম্ম-ও বিভক্ত ছিল; জাতিগুলি নামতঃ বর্ত্তমান আছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন এখন স্বজাতীয় কর্ম্ম করিতেছে? আমার বোধ হয় এই বঙ্গদেশ এক সময়ে সম্পূর্ণরূপ আত্মনির্ভরশীল হইয়াছিল বা হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। অনেকে-ই ভাবেন আমি-ও ভেবেছি যে প্রায় সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এক বাঙালী পুরুষদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট শিরোভূষণ নাই কেন? একবার আমার এক ইংরাজ বন্ধু এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—আমি রহস্যচ্ছলে উত্তর দিয়াছিলাম যে "এক বুদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ-দ্বারা বাঙালীরা তাহাদের মস্তক ভারগ্রস্ত করিতে ইচ্ছা করে না।" কিন্তু আমার বোধ হয় এক সময় বাঙালীরা ভাবিয়াছিলেন যে বস্ত্রের জন্য পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের কথা দূরে থাক, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের-ও মুখ চাহিয়া থাকিবেন না, বাঙলা বাঙালীকে যতটুকু কাপড় সরবরাহ করিতে পারে তাহাতে-ই তাহাদের প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া লইবেন; এই জন্য-ই জামাজোড়া, টুপী, পাগ্‌ড়ী সব ছাঁটিয়া ফেলিয়া মাত্র একখণ্ড ধুতি ও একখণ্ড উত্তরীয়-ই ইতর ভদ্র সমস্ত বাঙালার-ই সামাজিক পরিচ্ছদ হইয়াছিল; এই পাত্‌লা উত্তরীয় বা চাদরখানি যেন বাঙালীকে বাঙালী বলিয়া চিনাইয়া দিবার নিদর্শন স্বরূপ দাঁড়াইয়াছিল। বাল্যকালে আমি-ও দেখিয়াছি যে তখনকার প্রাচীনেরা শীতের সময় শাল বা বনাতে দেহ আবৃত করিলে-ও তাহার উপর একখানি কার্পাস্ নির্ম্মিত সূক্ষ্ম উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন; পল্লীগ্রামাঞ্চলে এখন-ও অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঐ প্রথা বজায় রাখিয়াছেন। এই জিদ্ একদিন বাঙালীর ছিল যে প্রতিবেশী বিহার উৎকল বা আসামের নিকটে-ও অঙ্গবস্ত্রের জন্য প্রত্যাশী হইয়া থাকিব না; আর আজকাল আমার সন্দেহ হয় বস্ত্রের কথা ত দূরে থাক্, গায়ের চাম্‌ড়াখানা-ও বোধ হয় বা স্বদেশী

নয়—জার্ম্মাণী হইতে আমদানী করা হইয়াছে। কোন-ও ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক যদি এরূপ একটা সাদা চাম্ড়া আবিষ্কার করিতে পারেন যাহা আমাদের এই শ্যাম-অঙ্গে লাগাইলে খোলসের ন্যায় আঁটিয়া যায় তাহা হইলে মনে হয় এখন অনেক বাঙালী তাহা ভিটা বাঁধা দিয়া-ও ক্রয় করেন।

বিলাতী বাগ্‌বাদিনীর বদান্যতায় আমাদের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং বিশ্বকর্ম্মার পূজার আয়োজন আমাদিগকে করিতে-ই হইবে। এবং প্রথমে-ই করিতে হইবে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি যে সব জাতি ভদ্রতার অভিমানে শ্রমশীল করদক্ষতাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণকে। এই ভদ্রেরা সমাজের অতি প্রয়োজনীয়, অতি উপকারী, অতি মিতব্যয়ী, স্বল্পে সন্তুষ্ট শ্রমজীবিগণকে অবজ্ঞায় অভদ্র উপাধি দিয়াছিলেন, তাহাতে-ই তাহারা নিজ নিজ সন্তানগণকে দু'পাতা ইংরাজী পড়াইয়া জাতে উঠাইয়া ভদ্র করিবার চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার ফলে আজ বাঙালীর হাতে র‍্যাঁদা নাই, করাত নাই, হাতুড়ী নাই, কাঁচি নাই, তুলি নাই, কর্ণিক নাই,—একমাত্র আছে কলম—টাইপ্‌রাইটারী কল তাহা-ও কাড়িয়া লইতেছে। আলস্য-ও দাস্যকে ভদ্রতাভাষ্য করিয়া যাঁহারা বাঙলার এই সর্ব্বনাশ করিয়াছেন সেই বাঁড়ুয্যে, মুখুয্যে, বোস, ঘোষ, দত্ত, সেনগুপ্ত মহাশয়গণকে আজ অভাবের তাড়নায়, নৈরাশ্যের বেদনায় নিজ নিজ পুত্রপৌত্রগণকে সূত্রধর কর্ম্মকারাদির করদক্ষ শিল্প শিখাইয়া অন্নার্জ্জনের জন্য পাঠাইতে হইবে ; এই সব যুবকগণ কতকটা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে করদক্ষতা লাভ করিয়া এবং কুলগত সংস্কারবশে সদাচারী হইয়া যখন দেখাইতে পারিবে, যে তাহারা উপার্জ্জনক্ষম এবং সমাজের সমস্ত স্তরে সমাদৃত ও সম্মানিত তখন আবার কামারের ছেলে কামারী করিতে, ছুতারের ছেলে ছুতারী করিতে ছুটিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ কেতাবী-বিদ্যা-ও শিক্ষা করিবে। শোণিতের সঙ্গে জাতিগত

সংস্কার তাহাদের প্রকৃতিতে জড়িত থাকায় তখন বন্দ্য-বসু-সেন-সুতেরা করদক্ষ কার্য্যে তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইবে।

আমার এই ধারণা নিতান্ত কল্পনা-প্রসূত নহে; প্রমাণ স্বরূপ মাত্র একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি; প্রথমতঃ যখন এদেশে এঞ্জিন-চালিত তৈলের কল স্থাপিত হয়, তখন কলওয়ালা হইয়াছিলেন যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে প্রায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তন্তুবায় জাতি-ই ছিলেন; তৈলকগণের বলদ-চালিত ঘানি প্রায় বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা-ও হীন হইয়া পড়িতেছিল। এখন ব্রাহ্মণকায়স্থাদি বংশোদ্ভূত কলুগণের দৌলতবৃদ্ধি দেখিয়া তৈলকমহাশয়দিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তাঁহারা তাঁহাদিগের সেভিংব্যাঙ্কে অর্থাৎ স্ত্রীর গহনায় হাত দিলেন,—বয়েলার আসিল, এঞ্জিন আসিল, উচ্চচিমনী ধূমোদ্গারে প্রচার করিল যে তৈলকগণের জাতিব্যবসা আবার ধুমধামে চলিতেছে। এখন অনেক তেলের কলের সত্বাধিকারী জাতিতে তৈলক, ব্যবসায়ে-ও তৈলক। এবং যে সব চাটুজ্যে, বাঁড়ুয্যে, দে, দত্তর কল এখন-ও আছে তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলে-ই বোধ হয় জানিতে পারিবেন যে তাঁহারা তৈলের ব্যবসায়ে লাভবান্ হইলে-ও জাতকলুর সহিত পাল্লা দিতে পারেন না।

এই যে পারেন না ইহার কতকগুলি কারণ আছে, তাহার মধ্যে প্রধান দুইটী—প্রথম তাঁহাদের রক্তের মধ্যে স'রষে ভাঙার সংস্কার নাই, এই অমূল্য সম্পত্তি উত্তরাধিকারী-সূত্রে তাঁহারা পিতৃপুরুষের নিকট হইতে লাভ করেন নাই—আর দ্বিতীয় হইতেছে—তাঁহাদিগের ভদ্রতাভিমান, লাভের লোভে তৈলকের ব্যবসায় অবলম্বন করিলে-ও ঘানির অধিকারীর ন্যায় বড়কর্ত্তা মেজকর্ত্তা নামের পরিবর্ত্তে তাঁহারা "বাবু" উপাধি গ্রহণ করেন, সুতরাং অনেক স্থলে তাঁহাদিগের কর্ম্মী চাকরদিগের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যতঃ তাঁহারা তাহাদিগের চাকরের চাকর হয়েন।

এইরূপে বাবু ক্যাবিনেট্‌-মেকার্‌রা তাঁহাদিগের সূত্রধর-কর্ম্মার মুখাপেক্ষী; বাবু টেলার্‌রা তাঁহাদিগের দর্জ্জির মর্জ্জিতে চলিতে বাধ্য, বাবু "ডাইং ক্লিনিং"রা তাঁহাদিগের উড়ে ও খোট্টা ধোপার আজ্ঞাকারী। দর্জ্জি যখন সেন মল্লিক কোং-কে বলে, "এ কোটটা কি মশায় তিন দিনে তৈয়ারী হইতে পারে?" তখন যদি কোং বলিতে পারেন, "নিয়ে এস দেখি আমার কাছে কাঁচি, দেখিয়ে দি পারে কি না," আর নিজে গিয়ে কলে বসেন, তা'হ'লে ওস্তাগরের পো তখন-ই বলিতে বাধ্য হয়, "দিন দেখি, দিন দেখি, চেষ্টা ক'রে দেখি—।"

আমাদের গ্র্যাডুয়েট্‌ অন্‌ডার-গ্রাডুয়েট্‌ 'টেক্‌নিকাল এডুকেশন' লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া আছেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকের-ই স্বপ্ন যে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কলেজলব্ধ করদক্ষ বিদ্যার সাহায্যে তাঁহারা ভাল করিয়া কারিগর খাটাইয়া লইবেন, 'সুপারভাইজিং ওয়ার্ক' করিবেন; কিন্তু তা' নয়—যেমন হাঁসপাতালে রোগীর পার্শ্বে বসিয়া পূজ রক্ত শ্লেষ্মাদি ঘৃণা ত্যাগ করিয়া না ঘাঁটিলে কখন-ই কেহ ডাক্তারী করিতে পারে না, তেমন-ই যে রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, কাদায় কোমর ডুবাইয়া মাঠে খাটিতে না পারে সে কখন-ও কৃষিকার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। তুমি সূত্রধরের কর্ম্ম শিখিলে, হাতেনাতে-ও শিখিলে; তারপর যে মনে করিতেছ ইলেক্‌ট্রিক্‌ ফ্যানের নীচে সবুজ বেজ-আঁটা-টেবিলের ধারে বসিয়া ঘন্টা টিপিয়া চাকর ডাকিবে আর মাঝে মাঝে "মধু, তোমার আলমারী পালিশটা হ'ল—কুঞ্জ যে কৌচ্‌খানা নিয়ে সাতদিন কাটালে!" এই রকম লম্বা লম্বা চাল চালিবে তাহা হইবে না। তোমায় নিজে মাল্‌কোঁচা মারিয়া র‍্যাঁদা ধরিতে হইবে, নিজে বাটালী চালাইতে হইবে; একদিকে মধু ধরিবে, অন্যদিকে তুমি ধরিবে, ধরিয়া আল্‌মারী সরাইবে, কুলী ডাকিবে না। তাহার পর বাগ্‌বাজার থেকে বৌবাজার হেঁটে যাবে, হেঁটে বাড়ী আস্‌বে—

নিজের গাড়ীতে ত' নয়-ই—ট্রামে-ও নয়; তোমার মিস্ত্রীদের যদি দুপুরবেলা দু'পয়সা জলপানি বরাদ্দ থাকে—তুমি সর্দ্দার তোমার নয় আর এক পয়সা বেশী—এর ওপর নয়। আবার তুমি শিক্ষিত, হিতাহিত জ্ঞান আছে, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে, সুতরাং "ছুতুরে কীর্ত্তি" হইতে তুমি আপনাকে বাঁচাইয়া চলিবে; দুইটাকা রোজ পাও তা' ব'লে ভাদ্র-সংক্রান্তির পূর্ব্বদিনে নিয়োগ-কর্ত্তার নিকট চার রোজের আগাম দাম লইয়া চারটী ইলিশ-মাছ কিনিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া হাঁড়িতে চাল নাই শুনিয়া বসিয়া পড়িবে না।

বাঙালী ভদ্রলোকের ছেলেরা অল্প পুঁজিতে সামান্য ব্যবসায় করিতে যাইয়া অনেক সময়ে-ই যে সাফল্য-লাভে বঞ্চিত হয় তাহার কারণ, এক তাহারা ব্যবসায় শিক্ষা করে না, কোন সময়ে কোথায় কি কিনিতে হয় কোন সময়ে কোথায় কি বেচিতে হয় জানে না, খাতা রাখিতে শিখে না, —আর শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠ্যাবস্থার শেষ পর্য্যন্ত অভিভাবক অভিভাবিকারা আদর ও সম্ভ্রম ভ্রমে তাঁহাদের দেহমনে যে আলস্য ও দাম্ভের অভ্যাস প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন বয়ঃপ্রাপ্তে তাহা ছাড়া দুষ্কর হইয়া উঠে। বাটি হইতে আট দশ মিনিটের পথ স্কুলে পাঠাইবার সময় যখন বালকের শিশুশিক্ষা ও ধারাপাত বহন করিবার জন্য তাহার সঙ্গে একটা ঝি বা চাকর ঠেকাইয়া দিই তখন কি আমরা ভাবি যে শিশুর কি সর্ব্বনাশ করিতেছি। কলেজের আঠারো বছরের জোয়ান ছোক্‌রাকে যখন আমি হেদোর মোড়ে ট্রামে উঠিয়া হ্যারিসন রোডের মোড়ে নামিতে দেখি তখন আমার কান্না আসে। যে ছেলে বাড়ীতে কখন-ও একটা মশারী টাঙাবার পেরেক দেওয়ালে মারেনি, সে কি জাহাজ ভাড়া দিয়া জাপানে যাইলে-ই সদ্য সদ্য মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার হইয়া যাইতে পারে? খাট্‌তে হবে—খাট্‌তে হবে—খাট্‌তে হবে; আগে খাট্‌তে শেখ, খালি পায়ে চ'ল্‌তে শেখ, শ্রমকে সম্মান দাও তবে টেক্‌নিকাল এডুকেশনের

কথা ভেব'। যদি কাহার-ও ঘরে পুরাতন গ্রাফিক্ আদি বিলাতী সচিত্র পত্রের ফাইল থাকে তবে খুলিয়া দেখিবেন যে তাহাতে আজ যিনি পঞ্চম-জর্জ-রূপে ইংলণ্ডেশ্বর ভারতেশ্বর তাঁহার একখানি চিত্র আছে। সে চিত্র তাঁহার মনোয়ারী জাহাজে 'মিডি' অবস্থার প্রতিকৃতি; সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র কামিজের আস্তীন গুটাইয়া কোমরে গামছা জড়াইয়া সভেলে করিয়া কয়লা তুলিতেছেন। যামিনী বাবু! আপনার নলিন ছেলেটি যত আদরের-ই হোক্ যত বড় ধনীর ছেলে-ই হোক্, ছত্রধারী রাজার পুত্র নয়, এটি মনে রাখিবেন। খাটান না একটু তারে চাকর ত' বাড়ীতে ঢের আছে, কেউ ত' ব'ল্‌বে না আপনি গরীব, দিলে-ই বা বাবাজী তার পড়্‌বার ঘরটা ঝাঁট, নে' গেল-ই বা দু'বাল্‌তি জল তুলে দোতলায়; শ্রমটা যে 'নীচে'র কাজ সে সংস্কারটা দূর হবে আর শরীরটা-ও ব'নে যাবে। বাড়ীতে ত' রাজমিস্ত্রী লাগে, দেখ্‌বেন দিকি একবার মজুর মজুরাণীদের শরীরের দিকে চেয়ে। কি স্বাস্থ্য, কি বুকের ছাতি, কি সুডৌল হাতের গুলি, সর্ব্বাঙ্গের গড়নে কি সৌষ্ঠব! তা'রা দুধ ঘি-ও খেতে পায় না, ফাউল মটন-ও তা'দের জোটে না।

যেমন সরস্বতী পূজার প্রারম্ভে শিশুর পঞ্চমবর্ষে 'হাতে খড়ি' দিতে হয়, নিপুণা গৃহিণী প্রস্তুত করিতে হইলে পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার কোলে পুতুলের ছেলে মেয়ে দিতে হয়, হাতে খেলা-ঘরের হাঁড়িবেড়ী দিতে হয়, তেমনি গন্ধেশ্বরী বা বিশ্বকর্ম্মার পূজার উদ্যোগে-ও ছেলের শৈশবে তা'র হাতে খেলা-ঘরের দাঁড়ী বা হাতুড়ী দিতে হয়। উনিশ কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্যাড্ দেওয়া জুতায় মধ্যে পা পুরিয়া, মল্‌মলের পাঞ্জাবীতে ল্যাভেণ্ডার মাখিয়া, সিল্কের ছাতা মাথায় ধরিতে-ও যা'র হাতে ব্যথা হয়, সে কি আর বড় হ'য়ে তিসি ভূষির ধূলো মেখে ব্যবসাদার হ'তে পারে? না, করাত ধ'রে কাঠ চিরে কয়লা-মাখা-হাতে ইঞ্জিনে তেল ঢেলে মিস্ত্রী হ'তে পারে?

যা'দের দফা রফা ক'রেছি, তা'দের কি সত্য সত্য-ই একেবারে শেষ রফা ক'রে দিয়েছি? আমার বোধ হয়, না। এখনকার কিশোর বা যুবকদিগের মনের যা' অবস্থা দেখ্‌তে পাই, তা'তে অনেকটা আশা আছে; অন্ধসংস্কারে তাঁদের জীবন-রথের গতি বিপথে চালালে-ও তাঁ'রা নিজের মনের জোরে বোধ হয় এখন-ও মোড় ফিরিয়ে নিলে-ও নিতে পারেন। তাঁরা এখন স্কুল কলেজে মামুলী পড়া প'ড়্‌ছেন পড়ুন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খেলার ছলে একটু হাত-পা-খেলানো-কাজ ক'রে একটা নূতন খেলা-ও খেলুন।

ইদানীং বিজ্ঞানের কথা, ভদ্দরলোকের ছেলেদের হাতের কাজ শেখ্‌বার কথা, স্কুল কলেজে, সভা সমিতিতে, বেড়াবার বাগানে, হাওয়া খাবার পার্কে, ক্লাবে বৈঠকে চ'ল্‌ছে। আমাদের বাল্যাবস্থায় ও-সব কথার উচ্চবাচ্য-ই ছিল না; তবু আমরা নিজ প্রয়োজন সাধন জন্য, অথবা খেলায় ধূলায় যত হাতের কাজ করিতাম, এখনকার বালক বা কিশোরদিগকে তাহার কিছু-ই করিতে দেখি না। তখন বাঙলা লেখা হইত সরের খাঁক্‌ড়ায়, ইংরাজী লেখা হইত goose quillএ, দুই রকম কলম-ই আমাদের নিজের হাতে লেখ্‌বার উপযুক্ত ক'রে কেটে নিতে হ'ত; দোকান যেমন মেয়েদের সুপারি কাটা, চন্দ্রপুলি তৈয়ারী করা ঘুচিয়ে দিয়েছে, exercise বই বিক্রী ক'রে তেমনি ছেলেদের খাতা বাঁধার পরিশ্রমটুকু-ও শেষ ক'রে দিয়েছে। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ পড়ার বই দপ্তরীর মত-ই বাঁধিতে পারিত; আমার-ই একজন সহপাঠী ছিলেন তিনি বছর বারো তেরর সময়-ই বেশ বই বাঁধিতে পারিতেন; তাঁদের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হইত; ডাকওয়ালা প্রতিমা সাজাইতে আসিলে তাহাদের নিকট হইতে লাল সালুর টুক্‌রা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। পুরাতন বইএর মলাটের পেষ্টবোর্ড প্রায় সকল বাড়ীতে-ই পাওয়া যাইত, দু'এক পয়সা দিলে-ই

দু'এক তা মার্ব্বেল কাগজ দোকানে মিলিত, অথবা আমরা শ্রীরামপুরের সাদা কাগজের উপর জবাফুল ঘ'ষে তার উপর লেবুর রস ছড়িয়ে এক রকম গেরস্থ গোছের মার্ব্বেল কাগজ তৈয়ারী ক'রে নিতুম্—স্কুলের বই তাতে-ই বেশ চলনসই বাঁধা হ'ত; কালি, কি ইংরাজী কি বাঙলা কখন-ই বাজার থেকে কিনি নি, ঘরে-ই তৈয়ারী করে নিতুম্। তারপর খেলা, পাঁকাটী বা পেঁপের ডালের নল দিয়ে সাবানের ফেনা ফুলিয়ে ওড়ানো একটা বৈজ্ঞানিক খেলা ছিল; মাটির পুতুল গ'ড়ে বোনেরা ত' খেলা ক'র্‌ত-ই; আমরা-ও মাটির হাতী, গরু প্রভৃতি হাতে প্রস্তুত করিতাম। কয়টী বাল্যবন্ধু মিলে পুরা দুর্গা প্রতিমা গ'ড়ে-ও আমরা খেলাঘরে পূজা ক'রেছি। এক সময়ে স্কুলের অনেক ছেলের হাত-ই ঘোড়ার লেজের চুলের চেন কিংবা কর্কে ছেঁদা ক'রে তা'র ওপর চার্‌টে আল্‌পিন পুঁতে পশমের চেন প্রস্তুতে ব্যস্ত থাকিত; একটা ছোট পাঁকাটী ও আর একটা বড়, দুটাকে কলমের মত কেটে মুখ দু'টা একটু পিচ্ দিয়ে জুড়ে আমরা সাইফন্ তৈয়ারী ক'র্‌তুম্। এক কল্‌সী জল একটা উঁচু জায়গায় রেখে, ছোট পাঁকাটীটা কল্‌সীর ভেতর ডুবিয়ে বড় পাঁকাটীর আগাটা একবার মুখ দিয়ে টেনে দিলে সব জল কল্‌সী থেকে ক্রমে নল দিয়ে প'ড়ে যেত'। নস্যির ডিবের ডালা ও তলাটা ভেঙে ফেলে ফর্‌মা ক'রেছি সেই ফর্‌মায় ইঁট্ গ'ড়ে, তাকে পাঁজা সাজিয়েছি, সেই ইঁটে ঘর গ'ড়েছি! আমার এক সহপাঠী উল্টাডিঙির বারোয়ারীতে কলের সঙ্ নাচানো দেখে এসে নিজে বাড়ীতে বেশ ছোট ছোট নাচুনে বাউল, পাঁটা বলীর সঙ্ তৈয়ারী ক'রেছেন। আর একটু বড় হ'য়ে বছর পনেরর সময় আমার আর এক সহপাঠী জোটে, যিনি হাতে হেতেড়ে একটু আধটু কাজ ক'র্‌তে পার্‌তেন। Joyce's Scientific Dialogue ব'লে একখানা বই ছিল, তা' দেখে আমরা তল্‌তার নল আর magnum bonumএর সাহায্যে Sucking Pump

তৈয়ারী ক'রেছি, টিনের নল গ'ড়ে Frogging Pump তৈয়ারী ক'রেছি—কিন্তু বোধ হয় ছেলে-খেলা ব'লে-ই ছেলেরা এখন এ-সব খেলা খেলে না।

যাঁরা প'ড়্বেন আশা ক'রে এই ছত্রগুলি পত্রস্থ ক'র্ছি, আমি তাঁদের সকলের-ই ঠাকুরদাদার বয়সী—কাজে-ই তাঁরা আমার ভাই, ব'ল্ছি তাই, সংসারে বড় হ'য়ে যে খেলাই খেল, তার হাতমক্স ছেলেবেলায় ছেলে-খেলা ক'রেই ক'র্তে হবে; দেখনা বড় ফ্যাক্টরীর বড় বয়লারের তিনশ' ঘোড়ার জোর এঞ্জিনের স্বপ্ন, বেশ ত', কিন্তু এখন একটু ছোট বয়লার টিনের এঞ্জিন নিয়ে খেল; আঠারো বছর বয়সে আপনাকে এত বুড়ো ঠাওরাও কেন? পুরুষ বুড়ো বুড়ো মনে ক'র্লে-ই বুড়ো হ'য়ে যায়। 'A woman is as old as she looks herself, a man is as old as he thinks himself.' এই ত' ছুটোছুটি ক'রে কাদায় আছাড় খেয়ে ফুটবল খেল, পল্লীগ্রামে সকলের-ই বাড়ীতে-ও একটু কাদা মাটি আছে, ক'ল্কাতায় বড় মানুষের বাড়ীতে-ও এখন-ও সব সিমেণ্ট্ নয়—মেদিনী দেখা যায়—একটু কোদাল ধ'রে কোপাও না,—দুটা লাউ, কুমড়ো, শসা পোঁতো না। একখানা তাতাল্, একটু রাঙ্ বাড়ীতে রেখ' না ঘটী বাটী ঘড়া ফুটো হ'চ্চে-ই, একটু চেষ্টা ক'র্লে-ই বেশ তাতে রাঙ্ [illegible] দিতে পার্বে। প্রথম প্রথম না-ই হ'ল অত পরিষ্কার, পিসীমা মানা ক[illegible] শুনো না, একখানা কর্ণিক যোগাড় করে রেখ', সিঁড়ি রক-টকের [illegible] একখানা ইট খ'সে গেলে বা বারাণ্ডার সিমেণ্ট চ'টে গেলে রাজমিস্ত্রী ডেক না। একখানা ছোট করাত, একটী ছোট হাতুড়ি, একটী ত্রিপুণ, একটা স্ক্রু-ড্রাইভার, একখানা বাটালি, তোমার চোখ তৈয়ারী ক'র্বে, তোমার হাত তৈয়ারী ক'র্বে, বাড়ীর পয়সা-ও কতক বাঁচিয়ে দেবে।

সব ইংরাজ বাবা-ই তাঁদের ছেলেদের এক একটা ছোট টুল্ সেট্ কিনে দেন; Fret workএর এক সেট্ যন্ত্র-ও কিনে দেন; মেয়েদের ছোট

চায়ের সেট্, Doll's house, খেলনার drawing room সেট্ tea-সেট্, সেলায়ের হাজিফ্-বাক্স, রঙের বাক্স এসব কিনে দেন। টিনের সেপাই, টিনের cavalry সওয়ার, টিনের গোলন্দাজ নিয়ে ইংরাজ বালক যুদ্ধের খেলা, ঘরের টেবিলের উপর আরম্ভ করে। আমরা খেলি চোর চোর, ইংরাজেরা সেটাকে বলে hide and seek ; খেলার ছলে-ও চোর হ'তে নেই তামাসা ক'রে-ও মিথ্যে কথা ব'ল্তে নেই। একদিন আমাদের খেলা ছিল তীর ধনুক নিয়ে রাম রাবণে যুদ্ধ করা, মোগল পাঠানে যুদ্ধ করা, খেলা-ঘরের চড়ক, ছোট ভারা থেকে ঝাঁপ্ খাওয়া ; আর এখন আপনাদের খেলা যে আমরা আপনার ক'রে গ'ড়ে নেবো এ মাথা-ও জাতের ভেতর একটী নেই, ছেলে-মেয়ের খেল্না-ও ধার কর্বার জন্যে চৌরঙ্গী-চরণ চুমিতে হয়।

প্রবন্ধ বন্ধ ক'র্বার সময় এসেছে আর গোটা দুই কথা ব'ল্লে-ই এখনকার মত ছুটী পাই ও ছুটী দিই। আধুনিক বিদ্যাশিক্ষার প্রধান দোষ হ'য়েছে শুধু সংযমের অভাবে নয় অসংযমের আধিক্যে ; বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিলাস দুশ্ছেদ্য উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ হ'য়ে জাতির উদ্বন্ধনের পন্থা প্রস্তুত ক'রে দিচ্ছে। এই বিলাসিতা বিদূরিত করিতে-ই হইবে, পিতা পিতামহকে জোর করিয়া সংযমী হইতে হইবে তাহা হইলে পুত্র-পৌত্র আপনা আপনি সংযম অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিবে। শিক্ষককে সংযমী হইতে হই[illegible] কর্ত্তব্যপরায়ণ, পরিশ্রমী, সত্যবাদী হইতে হইবে, তবে ছাত্রের হৃদয়ক্ষেত্রে [illegible]কল সৎপ্রবৃত্তির বীজ উপ্ত হইবে ; দৃষ্টান্ত অপেক্ষা শিক্ষাদাতা জগতে নাই, দৃষ্টান্তের দ্বারা যাহা শিক্ষা হয় রসনার ভাষায় তাহা কখন-ই হইতে পারে না।

কবির ভাব এসেছে

বেলারে বেঁধেছে সাঁজের সোণালি গাঁটে।
বিদায়ের রোদ প'ড়েছে পুকুর পাটে॥

পূরবীর গন্ধ, ছড়ায়ে করবী,
গায় ওগো, গীত লোহিত বরণ ;
ঘুমে-ভেজা কত কথা করে জাগরণ।

রোমের বিভব স্মরিয়া বকুল
ভূমে ঝ'রে পড়ে মলিন আকুল।

আর্য্যের গৌরব-সৌরভ স্মরণে,
লোটে বোরোণীয়া অরুণ চরণে,
লোটে কোমল কাঁটালী, শ্যামল শিমুল।

ভোরের ঘুমের স্বপন কা'র,
শিথিল খোঁপার হারাণো-হার,
যৌবন জড়ানো, বরাঙ্গ ঘেরিয়া,
নহে অতি অবনত, তেমন তেরিয়া,
কে আসে গো, কে আসে,
যেন হাসে অধরাকাশে।

মু'খানি মানানো ছু'খানি নয়ন,
নাশার বালিশে থুইয়া আলিস,
চেতনা লতায়ে ক'রেছে শয়ন।

আমার নিশির শিশির-ঝারা,
পীত ঝেঁপে ছোটে হ'য়ে দিশে হারা,
উন্মাদ আনন্দ মসীর ঐশ্বর্য্যে,
সে চুল চঞ্চল কুঞ্চন প্রাচুর্য্যে,
অধৈর্য্য ক'রেছে সৌন্দর্য্যের জ্যোতি

—লতিকার

অলস-কলস দোলায়ে কাঁকালে।
প্রভাতী বিভাস ভাসিছে বিকালে॥

পা-টি মাটী ছোঁয় না,
গা-টি যেন নোয় না,
স্বাধে ভরা বুকখানি
তোলে না ত মুখখানি ;—

ওলো, কথা কও, কথা কও ;
গুটি দুই বাণী বেঁধে—
আহা, আদরের বাণী বেঁধে চাদরের খুঁটে
কেঁদে চ'লে যাই।

কা'র তুমি কারাগার,
কা'রে কর অধিকার,
হারাতে চেতনা চায় কে তোর চরণে ;—
জুড়ানো জিলাপী নেশা গোলাপী মরণে।

হিন্দুর নব নামকরণ

"ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এল দেশে,
বুলবুলীতে ধান খেয়েছে খাজনা দোব কিসে।"

ভোটের ছুটোছুটি, হুটোপাটি চুকে গেল, ছেলেরা ঘুমিয়ে প'ড়্‌লো, পাড়া জুড়ুলো ;—পাড়া জুড়ুলো ব'লে জুড়ুলো! সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় কি মেড়ার লড়াই চ'ল্‌ছিল এই মাস দুই আড়াই! ছেলেদের কালেজ স্কুল নেই, চাক্‌রের রবিবার নেই, বেকারের বিড়ি ধরাবার অবকাশ নেই, সকাল বিকাল সন্ধ্যা সব দলে দলে পালে পালে ভোট্ লুটতে ঘুরে বেড়িয়েছে। এবার পূজা কোথায় দিয়ে চ'লে গেছে, তা' ক্যাণ্ডিডেট্-ও টের পান্ নি, 'ক্যান্‌ভাসার'-ও আভাসে বুঝ্‌তে পারেন নি।

পরোপকারের কি মহামন্ত্র নিয়ে-ই ইংরাজরা ভারতবর্ষে শুভ প্রবেশ ক'রেছিলেন ; সেই অবধি ক্রমান্বয়ে তাঁরা-ও গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে আমাদের উপর পরোপকার প্র্যাক্‌টিস্ ক'র্চ্ছেন, আর সংসর্গগুণে ও সদ্‌গুরুর উপদেশে আমরা-ও প্রতিবেশীদের উপর পরোপকার চালাবার জন্য প্রবলবেগে ধাবমান হ'য়েছি। আহা! কি ধন্না, কি কান্না, কি আনাগোনা! পরোপকারীতে পরোপকারীতে কি লড়াই! রাম-পরোপকারী বলে, শ্যাম-পরোপকারীটা মূর্খ ; শ্যাম-পরোপকারী বলে, রাম-পরোপকারীটা খোসামুদে ; কালুর ছেলের সঙ্গে ভুলুর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হ'য়েছিল, এমন সময় কৌন্সিলের ভোটোৎসবের বাজ্‌না বেজে উঠ্‌লো, অম্‌নি কালু-ও গেল পরোপকার ক'র্‌তে, ভুলু-ও গেল পরোপকার ক'র্‌তে। অগ্রহায়ণ

পাসে বিয়ে হ'ত, সে সম্বন্ধ ভেঙে গেল। নিমাই-পরোপকারী রমাই-পরোপকারীর নামে হাইকোর্টে মামলা জুড়ে দিলে। পরোপকার-শ্রাদ্ধের দক্ষিণা প্রাপ্তিতে পরিতৃপ্ত হ'য়ে উকীল কৌন্সিলিরা দেশহিতৈষিতা-দেবীকে প্রদক্ষিণ ক'রে "জয় ভারতের জয়" বন্দনা গাইলেন।

সাধারণতঃ বিপদ্‌গ্রস্ত, দায়গ্রস্ত, আশ্রয়হীন দীন দুর্ব্বল-ই উপকারের প্রত্যাশায় ধনী, ধার্ম্মিক, ক্ষমতাবান্, বিদ্বান, বলীয়ানের দ্বারে উপকার প্রত্যাশায় অবনতমস্তকে উপস্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু রাজনীতিক ক্ষেত্রে বিপরীত ব্যবস্থা; অনাহারী, অতন্দ্র, উপকারী, লোকের দ্বারে দ্বারে তাহাদের মঙ্গলের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এ দৃষ্টান্ত কেবল মহান্ নহে, দেবাদর্শে প্রণোদিত; মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব-ও যেমন বিষয়-বিষজর্জ্জরিত সংসারীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া হরিনাম বিতরণ করিয়াছিলেন, রাজনীতিক পরিত্রাতারা-ও তেমন-ই আত্মবিস্মৃত করদাতৃগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভোট-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন; কিন্তু বুদ্ধ, যিশু, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি অবতারগণ যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আসিয়াছিলেন, সেইজন্য ভক্তদের বড় বেশী বিড়ম্বনা হয় নাই, এ একেবারে একসঙ্গে অবতারের উপর অবতার কলসে করুণা কাঁধে করিয়া পরিত্রাণের জন্য সাধাসাধি, ভক্তরা কাহাকে রাখিয়া কাহাকে পূজা করেন ভাবিয়া অস্থির।

রূপক রাখিয়া সাদা কথায় একটা আশ্চর্য্য দেখিতেছি যে সমস্ত দেশের কথা দূরে থাক, ভারতের সংক্ষিপ্তসার এই কলিকাতা নগরীতে কি এমন একটি-ও লোক নাই যে কি মিউনিসিপ্যাল কি কাউন্সিল ইলেক্সনে লোক নিজের ইচ্ছায় ছুটে তাঁর কাছে গিয়ে বলে, 'আপনি কমিশনার বা কাউন্সিলার হোন্, আমাদের বিশ্বাস আছে যে আপনি আমাদের উপকারের চেষ্টা ক'র্‌বেন, আর অনুপকার কখন ক'র্‌বেন না।'

যাক্, ভোটের লেঠা চুকে গেল, "ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো।"

এখন যে "বর্গী এল দেশে", ভাবনা হ'চ্ছে, ধান ত' বুলবুলীতে খেয়েছে, খাজ্না দেব কিসে ? অন্য অন্য উপকারের সঙ্গে খাজ্না যে বেশী ক'রে দিতে হবে, একথা নিশ্চয়। কথা উঠেছে, আমরা অধিকার চাচ্ছি—অধিকার পাচ্ছি, কিন্তু সদ্যঃফলপ্রদ অধিকার দেখ্ছি নিজেদের উপর ট্যাক্স বসাবার উদার অধিকার।

প্রবন্ধান্তরে ব'লেছি, হিন্দুস্থানে এক্ষণে ইংরাজরা-ই ব্রাহ্মণ; সুতরাং পূজারি বামুনের অনেক কৌশল-ই ইংরাজরা শিক্ষা ক'রেছেন। কালীপূজার সময় ভট্টচার্য্যি মশায় পাঁঠাটিকে সংস্কৃত মন্ত্র প'ড়ে বলিদানের জন্য উৎসর্গ ক'রে কোপ্ মার্বার জন্য যখন কামারের কাছে জিম্মা ক'রে দেন, তখন ছাগশিশুর কাণে কাণে ব'লে দেন, "বধ বধ বধ, যে তোমারে বধে, তারে তুমি বধ।"—যা', ছাগলের যত আক্রোশ ঐ কামারপো'র ঘাড়ে গিয়ে পড়্। ইংরাজ-ও তেমন-ই এদেশীয়দের অধিকার দিয়ে কতকগুলি কামার তৈরী ক'র্চ্ছেন, প্রজার গলায় কোপ্ মার্বার ভার তা'দের উপর; প্রজাও "বধ বধ বধ, যে তোমারে বধে, তা'রে তুমি বধ" এই মন্ত্রের প্ররোচনায় নুণের বেশী মাশুল দেবার সময় এ কৌন্সিলারকে গাল দিচ্ছে; ষ্ট্যাম্পের দর বাড়্লো, ও কৌন্সিলারকে মুখ খিঁচোচ্ছে; জরিমানার পয়সা জমা দিয়ে গান শুনে নাচ দেখে ছবি দেখে ফের্বার সময় মিনিষ্টারের মুণ্ডপাত ক'র্চ্ছে আর পুরুতঠাকুর চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে ঘণ্টা নাড়্চেন, নস্য নিচ্ছেন আর মুচ্কে মুচ্কে হাস্চেন।

কিন্তু একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'র্তে-ই হবে যে একটা বড় অধিকার আমরা পেয়েছি! পুরাতন নাম আর আমাদের বরদাস্ত হ'চ্ছে না, মিত্র মিটার হ'চ্ছেন, দত্ত হ'চ্ছেন ডাটা, চট্টো হ'চ্ছেন চ্যাটো, বন্দ হ'চ্ছেন বানরজি, রক্ষিত হ'চ্ছেন রোকেট্। কায়স্থরা দাস লিখ্তে নারাজ, কিন্তু সিবিল সার্ভেণ্ট হ'তে পার্লে বুকখানা দশহাত হয়; দাস উপাধিযুক্ত

বৈষ্ণরা তালব্য'শ' দিয়ে দাশ লিখ্ছেন, সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতরা মনে করেন, এ কি, জেলে না কি ? 'সাহেবরা' নেটিভ্ ব'ল্লে চ'টে যাই, বাবু ব'ল্লে রাগে গরম হ'য়ে উঠি ; কিন্তু স্কোয়ার শিরোনামা লেখা চিঠি পেলে আহ্লাদে গদগদ, অথচ স্কোয়ার মানে নাইটের নফর ; ভারতবাসী হিন্দুস্থানী বাঙালী এ সব নাম আর পছন্দ হ'ল না—আমরা নাম নিলুম্ ইণ্ডিয়ান্। কত যুগযুগান্তরের আর্য্যাবর্ত্ত—কত সহস্র সহস্র বৎসরের ভারতবর্ষ—প্রায় হাজার বছরের হিন্দুস্থান দিলুম্ সাগরের জলে ডুবিয়ে—বরণ ক'রে নিলুম্ দুইশত বছরের ইণ্ডিয়াকে ;—বটে-ই ত'! কাল্কের চক্‌চ'কে জার্ম্মাণ র‍্যাপারের কাছে কি বকেয়া কাশ্মীরী জামেয়ার লাগে!

কিন্তু গোল বাধ্লো রিফরমে স্বরাজের কিস্তিবন্দী হ'য়ে। সাদা 'সাহেব'রা ব'ল্লেন, আমরা য়ুরোপীয়ান, ইণ্ডিয়ান নাম কেন নেব? কাল 'সাহেব'রা ব'ললেন, য়ুরোপীয়ান্ যখন ব'ল্বে না তখন ইণ্ডিয়ান্ বটে ; কিন্তু তা'তে একটা বাঁট না দিলে, আমরা মুটো ক'রে ধ'র্‌বো না ; সুতরাং তা'দের ব'ল্তে হ'ল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ ; মুসলমানরা ব'ল্লেন্ যে, আমাদের ধর্ম্ম আগে, তার পর ত' ইণ্ডিয়া, মহাম্যাডিয়ান্ আছি এবং মহাম্যাডিয়ান্ থাকব-ই। এবার মুস্কিল হ'ল আমাদের নিয়ে ; পত্তনিদার, জোত্‌দার, মৌরসীদার সবাই যে যা'র নাম খারিজ ক'রে নতুন দাখিলা লিখিয়া নিলে, আসল সাবেক জমীদার আমরা-ই, আমাদের-ই নিরুপায় ; আমাদের আর্য্য-দলিল হারিয়ে গেছে, হিন্দু-দলিল পোকায় কেটেছে. ইণ্ডিয়ান্ বলে-ও নতুন দলিল হবার যো নেই, কেন না, য়ুরোপীয়ান্, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্, মহাম্যাডিয়ান্, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, এমন কি, ব্রাহ্মদের পর্য্যন্ত reversionary right আছে ;—তবে উপায় ?

পাঁজি খুলে 'সাহেব' পুরোহিতরা আমাদের নতুন নাম করবার চেষ্টা

ক'র্‌লেন ; দেখ্‌লেন, আমরা মেষরাশি—আন্তাক্ষর অ ; সুতরাং আমাদের নতুন নামকরণ হ'ল—

অ—মুসলমান !

'অ' 'ল' দুই বর্ণ-ই মেষরাশির আন্তাক্ষর ইতর সাধারণে 'ন' স্থানে 'ল', 'ল' স্থানে 'ন' ব'লে-ই থাকে ; সুতরাং ইংরাজীতে নন্-মহাম্যাডান্।

শুভ সৌরকার্ত্তিকস্য অষ্টবিংশতি দিবসে তুলারাশিতে শুভ বুধবাসরে ভাগীরথীতীরস্থ কলিকাতা মহানগরীতে ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, গৌতম বিশ্বামিত্র, সৌকালীন, অঙ্গিরা প্রভৃতি গোত্রসম্ভূত হিন্দুসন্তানগণ পেট্রিয়টিক প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া অ-মুসলমান পরিচয় দিয়া আর একজন অ-মুসলমানকে ভোট্ দিয়া আসিলেন।

জগতের রাজনীতিক ইতিহাসে কোন জাতি এমন নবীন নামধারণে অধিকার পাইয়াছেন কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ ; আর জাতিকুল ভাঁড়াইয়া, কুলুজি ইতিহাস পায়ে মাড়াইয়া বি-নামা নামে পরিচয় দিয়া এমন দেশ-উদ্ধার যে কেহ কখন করে নাই তাহা নিশ্চয়।

ষষ্ঠীর প্রভাত

পূজার ছুটীতে আমরা চারজনে একত্র বাড়ী যাচ্ছি। প্রতাপ ও আমার বাড়ী এক-ই গ্রামে, উমাকান্তদের গ্রাম থেকে আমাদের বাড়ী আর-ও ক্রোশ দেড়েক যেতে হয়, সেখান থেকে প্রায় বারো ক্রোশ পরে শ্রীগোবিন্দের বাড়ী। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় ট্রেণ হ'তে কুষ্টিয়ায় নেমে ষ্টীমারে উঠ্‌লাম। সারা রাত্রিটা-ই ষ্টীমারে কাটাতে হবে, পরদিন প্রায় বেলা নয়টার সময় পাবনায় পৌছিবে। জাহাজে ভয়ানক ভিড় হ'য়েছে, বিছানা পেতে যে চারজনে শোব, তা'র ত' কোন উপায় দেখ্‌লাম না; ভিড় ঠেলে খুঁজে খুঁজে দেখি যে জাহাজের মুখের কাছে একটু যায়গা খালি আছে, জলের উপর ঠাণ্ডা লাগ্‌তে পারে মনে ক'রে উমাকান্ত একখানা র‍্যাপার বের ক'রে রেখেছিল, সেইখানা বিছিয়ে সেইখানে চারজনে ব'সে প'ড়্‌লুম।

যদি-ও মেসে রীতিমত আহার ক'রে শিয়ালদয় ট্রেণে উঠেছিলুম, তবু কাঁচ্‌ড়াপাড়া না ছাড়াতে ছাড়াতে-ই আমার আবার একটু একটু ক্ষিদে পেতে লাগ্‌ল; এঞ্জিনের আগুনে আর জঠরের আগুনে জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন বোধ হয় একটু সহানুভূতির সম্বন্ধ আছে, নইলে রেলে চড়্‌লে-ই আমার ক্ষিদে পায় কেন? এর উপর আবার জাহাজে জলের হাওয়ায় সেই ক্ষিদেটা যেন আর-ও চান্‌কে উঠ্‌ল; ক্ষুধা, তন্দ্রা এ-সব সংক্রামক; আমি ক্ষিদের কথা বল্‌তে-ই উমাকান্ত ব'ল্‌লে, "মিথ্যে নয় কিছু খাবার হ'লে হ'ত।" প্রতাপ-ও ব'ল্‌লে, "আমি-ও নারাজ নই।" শ্রীগোবিন্দ কোন কথা না ব'লে-ই ট্রাঙ্কের চাবি খুলে একটা পিক্‌ফ্রিনের

বিস্কুটের খালি বাক্স বার ক'র্‌লে, তা'র ভেতরে ছিল শ্লাইস্ করা খানকতক রুটী, গোটা আষ্টেক দশ আলুসিদ্ধ, আর কাগজে মোড়া একটু নুণ-মরিচের গুঁড়ো; চারজনে মিলে সেগুলো সব নিঃশেষ ক'র্‌লাম; একে জাহাজ, তার উপর পাঁউরুটী, সুতরাং এক এক কপ্ গরম চা'র কথা যে মনে প'ড়েছিল, তা' বলা-ই বাহুল্য, তবে অত রাত্রে তা'র ত' কোন উপায়-ই নাই। এখন ভাবনা হ'ল, শুধু ব'সে ব'সে কি ক'রে রাত্‌টা কাটানো যায়? আমি ব'ল্‌লাম, "এস, একটু গল্প-সল্প করা যাক্"। প্রতাপ ব'ল্‌লে, "কি আর গল্প করা যায়?" শ্রীগোবিন্দ ব'ল্‌লে "আত্মপ্রশংসা আর পরনিন্দা এর চেয়ে রুচিকর ও পোষ্টাই গল্প পৃথিবীতে নাই, এস, তাই করা যাক্।"

প্রথমে-ই সুরু হ'ল, আমাদের নিজের কলেজের প্রশংসা আর প্রেসিডেন্সী কলেজের নিন্দা। মিনিট দশেকের ভিতর-ই আমরা সম্পূর্ণ সন্তোষপ্রদভাবে প্রমাণ ক'রে ফেল্লাম যে প্রেসিডেন্সীটা কেবল জাঁক্‌জমক্ দেখানো আর বাবুগিরির আড্ডা, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ অথচ পড়াশুনো কিছু-ই হয় না; বড়মানুষের ছেলেরা কেউ কেউ কাঠের উপর ব'স্‌লে কষ্ট হয় ব'লে বাড়ী থেকে কুশন্ এনে বেঞ্চির উপর পেতে বসেন, ডেপুটীদের ছেলেরা আট আনা গ্লাস ঘোলের সরবৎ আর চার চার আনার গোলাপজলভরা তালশাঁস সন্দেশ খান, উকীল পুত্তুরদের জ্বালায় হোটেলে আর চিকেন-রোষ্ট পাওয়া যায় না, আর প্রফেসাররা-ও সব ফাঁকি-ই মারেন; তবে সায়েন্স্‌টা—মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রতাপ ব'ল্‌লে, "ছাই! ছাই! ওই ল্যাবোরেটারীর-ই যা', বারফট্‌কাই, টাকা আছে, যন্তর-কন্তর ঢের আনিয়েছে, কিন্তু আমাদের ওখানে কেমিষ্ট্রী যা' পড়ানো হয়, কোথা-ও আর তা' হয় না, তা' ভাঙা টেষ্ট্-টিউব-ই হোক্ আর মর্‌টারের পেশ্‌ল্-ই না থাক্।"

প্রেসিডেন্সীর নিন্দে ক'র্‌তে ক'র্‌তে স্যার্ আশুতোষকে নিয়ে

পড়া গেল। আশুবাবুর দ্বারা দেশের অন্য উপকার হোক্ না হোক্, তাঁর কৃপায় এই বাঙলায় দিনের পর দিন অনেক নব রসিক ত'য়ের হ'য়ে উঠ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; খবরের কাগজে কাপির অকুলান হ'লে-ই আছেন স্যার্ আশুতোষ মুখুয্যে ! ব্যঙ্গের ছবির নূতন রঙ্গ না পেলে-ই দাও একটা তানপুরা হাতে গোঁপের উপর নোলক ঝুলিয়ে মুখুয্যে মশাইকে সরস্বতী সাজিয়ে ! আমরা-ও ষ্টীমারে ব'সে মাতৃভাষার অঙ্গে অঙ্গে ইংরাজী লবেজ জোড়া দিয়ে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিলাম যে আশুবাবুর জন্যে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় তথা—আ-কালীঘাট, কাশীপুর বিশ্বসংসার অধঃপাতে যাচ্ছে ; আজ যদি মুখুয্যে মহাশয় বৃন্দাবন বাস করেন, তা হ'লে শতকরা দশজন বই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ হবে না, বি, এ এগ্জামিনের ফি হবে পনেরো সিকে আর কমার্শিয়াল ক্লাস খুলে বছর বছর দুই তিন শত গ্লাডষ্টোন্‌ওয়ালি, রেলি ব্রাদার, বার্ক্‌মায়ার, হরেরাম গোঁয়েকা, ওকাঁরমল ঝুনঝুনওয়ালা, ত্রিভুবন দাস, রেবতীমোহন পালচৌধুরী মথুর কুণ্ডু প্রভৃতি মার্চ্চেণ্ট বেরিয়ে প'ড়্বে, ফি জনের ব্যাঙ্কের খাতায় স্কলারসিপ্ জমা সাড়ে বারো লাখ টাকা ক'রে।

অমৃতে-ও অরুচি হয়, যখন এক দিন মহাপ্রলয়ের-ও সম্ভাবনা আছে, তখন আশুবাবুর নিন্দার বন্দনায়-ও বেদব্যাস অবশ্য বিশ্রাম লইতে পারেন। কাযে-ই আমাদের-ও আলাপাভিনয়ের পালা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হ'ল ; কে একজন ব'ল্লে, "এস, খানিক সুরেন্দ্রবাবুকে নিয়ে পড়া যাক্।" প্রতাপ ব'ল্লে, "না, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঘুমের ঘোরে জিভ্ কাম্ড়ে ফেল্বেন, এখন আর তাঁকে ঘেঁটিয়ে কায নেই, কাল সকালে সময় পাই ত দেখা যাবে।" আমি ব'ল্লাম, "যাক্ ভাই, ও সব ছেড়ে দিয়ে একটু গল্প-সল্প করা যাক্।" শ্রীগোবিন্দ ব'ল্লে, "মুখে মুখে আর কি গল্প করা যাবে, একটা আলো ভালো থাক্লে রবিবাবুর 'নষ্টনীড়' খানা বা'র ক'রে একটু পড়া যেত'।"

আমি। দুর্গার ইচ্ছেয় ভাল-ই হ'য়েছে, আলো নেই; একে আমরা নীড়ভ্রষ্ট পক্ষিশাবক, ক'মাস বাদে আজ নীড়ে ফিরছি, সেটা গিয়ে আর নষ্ট ক'রে কায নেই। তা' ছাড়া এ কি! খালি বই বই বই—পড়া পড়া পড়া! একে ত' এগ্‌জামিনের পড়া নিয়ে হাড় জ্বালাতন, তা'র উপর প্রার্থনা ক'র্‌বে—বই খোলো, রাঁধ্‌বে—বই খোলো, স্ত্রীকে পত্তর লিখ্‌বে—বই খোলো, বাসরঘরে ব'সে দুটো কথা কইবে—বই খোলো, ব'স্‌বে, দাঁড়াবে, হাঁটু গাড়্‌বে, সেক্‌হ্যাণ্ড ক'র্‌বে—বই খোলো; একটা রূপকথা বল্‌বার জন্যে-ও বই চাই!

শ্রীগোবিন্দ। গল্প কোন্ জন্মে শুনেছি যে ব'ল্‌ব ভাই; এখনকার মা-ঠাকুরমারা-ও রূপকথা বলেন না। গল্প বল্‌বার শক্তিটে-ই যেন সকল দেশে ক'মে আস্‌ছে। আজকালকার ইংরিজী নভেলে-ও আগেকার জর্জ্জ ইলিয়ট্, ওইডা, জেম্‌স পেইন্, উইল্‌কি কলিন্স্, টলিস্সের মত গল্পের জমাট দেখা যায় না; সেকালে ইংরাজদের মধ্যে গল্প ব'ল্‌তে পারা একটা সামাজিক গুণ ব'লে গণ্য হ'ত।

উমাকান্ত। শুনেছি, বিদ্যাসাগর মশায় খুব গল্প ব'ল্‌তে পার্‌তেন; কেউ শুন্‌তে চাইলে নাকি ব'ল্‌তেন, "কি রকম গল্প শুন্‌বি? দু' মিনিটে, পাঁচ-মিনিটে, না আধঘণ্টে?

প্রতাপ। আচ্ছা, একটা তিন মিনিটে গল্প শোন যদি আমি ব'ল্‌তে পারি, কিন্তু দেখো কোকন, নিন্দে-টিন্দে ক'র না কেউ।

আমি। রসনাযন্ত্রে মুদ্রিত ও ষ্টিমার ডেকে প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত উপন্যাসের সমালোচনা নিষেধ, তুমি নির্ভয়ে ব'লে যাও।

প্রতাপের গল্প

আমতাড়া গ্রামে ন'দে ব'দে দুই ভাই একসঙ্গে বাস ক'রে সংসার ক'র্‌ত। অবশ্য বাপ আদর ক'রে নাম রেখেছিল নবদ্বীপচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ। কিন্তু একে জাতে তাঁতী, তার পর নিজের হাতে সুতো টানা দেয়, মাজা করে, মাকু ঠেলে, তাঁত বোনে, তা'র উপর আবার সেই কাপড় মাথায় ব'য়ে হাটে গিয়ে বেচে আসে। এমন শ্রমশীল কর্ম্মপটু লোককে ভদ্রলোক বা বাবুরা নবদ্বীপচন্দ্র বা বৈদ্যনাথ ব'লে ডাক্‌লে মহামান্য চাকরী-পেশার বা পরমুখাপেক্ষী আলস্যের অবমাননা করা হয়; সুতরাং ন'দে ব'দে বলে-ই তারা গ্রামের মধ্যে জগদ্বিখ্যাত ছিল। দুই ভাই-ই বিবাহিত, ছেলেপুলে এখন-ও কারুর কিছু হয় নি। বড়র পরিবারকে সকলে ব'ল্‌ত পুণি-বৌ অর্থাৎ পূর্ণিমা; ছোট বৌয়ের নাম ছিল সুখময়ী, লোকে ডাক্‌ত' সুখি-বৌ ব'লে।

মেটে ঘর, খড়ের চালা, গোলপাতার গোয়াল আর ঢেঁকিশালা, রান্নাঘরখানি-ও গোলপাতার, কিন্তু সব বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শুচ্‌নোগাছানো, নিত্য গোবর দিয়ে নিকন-চিকন, তার দু'পাশে দুটি দুটি ক'রে চারটি মরাই, দেখলে মনে হ'ত, যেন মা লক্ষ্মীর পদ্ম-কুটীর। উঠানের মাঝখানে একটি তুলসীমঞ্চ, এক কোণে একটি শিউলি ফুলের গাছ, দরজায় ঢুকে-ই বাঁ পাশে একটি আতা গাছ; ধারে নানা রঙের কতকগুলি কৃষ্ণকলির গাছ, দুটো একটা বেলফুলের চারা, আর সময়ে সময়ে রঙ-বেরঙের দোপাটি ফুল ফুটে উঠানখানি যেন আলো ক'রে রেখে দেয়। গোয়ালটি দুভাগ করা, একভাগে থাকে দুটো হেলে গরু আর একভাগে দুটি দুধোলো গাই ও গুটি তিনেক বাছুর। খিড়্‌কীতে ঘরের কানাচে ন'দে নিজেদের

ব্যবহারের জন্যে খানিকটা ভুঁয়ে কিছু তামাকগাছ দেয়; একটি বড় রকমের ডোবা আছে, পাড়ে একটা তালগাছ, দুটো খেজুর গাছ, গোটা কয়েক আম, গোটা তিনেক পিয়ারা, দুটো কুল আর দুটো কাঁঠাল, একটা স'জ্‌নে আর ঝাড়কতক কলাগাছ-ও আছে; পূব দিক আর দক্ষিণদিকে দুটো মাচা আছে, তাতে লাউ, কুমড়ো, সীম, পুঁই, শসা প্রভৃতি যখনকার যা' তরকারী জন্মায়; একটুখানি বেগুনবাড়ীর-ও মত আছে, নাচে ঢুকতে বাঁ দিকে মস্ত একটা তেঁতুল গাছ। তাঁত্‌শালখানি তার-ই উত্তরে, একধারে দু'খানি তাঁত্‌, অন্যধারে একখানি আম কাঠের চৌকী, লোকজন এলে সেইখানে-ই বসে।

এই লক্ষ্মীর শ্রী-তে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্‌বার জন্য দুই ভাইয়েতে যেমন ভাব, দুই জায়ের মধ্যে-ও তেমন-ই মায়ের পেটের বোনের মত টান্‌। এই কুঁড়ের মধ্যে কুঁড়েমো নেই, লাগালাগি ভাঙাভাঙি নেই, হিংসে নেই, খিচ্‌খিচি কচ্‌কচি ঝগ্‌ড়াঝাঁটি কান্নাকাটি নিত্য ব্যামোর বায়না প্রভৃতি কোন হাঙ্গাম-ই নেই। ন'দে ব'দে দু'ভাই মিলে হাসিমুখে ধানজমীটুকু চষে, মাথায় ক'রে ধান-বিচুলী ঘরে তোলে, চাষের অবকাশে ধুতি বোনে, শাড়ী বোনে, গাম্‌ছা বোনে, আর কিছু কাপড় জ'ম্‌লে দু'ভাইয়ে একসঙ্গে হাটে গিয়ে বেচে আসে।

দুই বউ ঝাট্‌পাট্‌ দেয়, ঘর নিকোয়, গোয়ালের পাট করে, আর রান্নাবান্না সারা হ'লে এক ঘুমের পর দুই জায়ে-ই চরকা নিয়ে ব'সে যায়। বৌয়েদের কাটা সুতোয় নিজেদের ঘরের ব্যবহারের কাপড় গাম্‌ছা-টাম্‌ছা তৈরী হয়-আর বিক্রীর কাপড়ের জন্য মিহি সুতো মরদেরা হাট থেকে কিনে আনে। ন'দের হাতের 'জন্ম-এয়োস্ত্রী' ডুরে আর ব'দের পাড়ওলা গাম্‌ছার একটা নাম ডাক আছে, বাবুদের বাড়ীর জোগান্‌ থাক্‌তে সে ছা আর হাট পর্য্যন্ত পৌছুতে-ই পায় না।

সুতা কাটা ছাড়া বৌ দু'টি সময় পেলে-ই ঘরের ব্যবহারের জন্য কাঁথা সেলাই করে, বালিসের ওয়াড় তৈরী করে আর বিক্রীর জন্য রঙিন্ সুতো মিলিয়ে শিকে বোনে, কড়ির ঝাঁপি তৈরী করে, বছরে দু' একখানা রঙীন ফুলকাটা বা গাছ পাখী এবং রাম-রাবণের ছবি তোলা বাহারে কাঁথা-ও প্রস্তুত হয়। কখন কখন বা মাটীর চাঁদ, চৌকো, মাছ-টাছ গ'ড়ে তা'র উপর নরুণ দিয়ে কাজ ক'রে, ক্ষীরের খাবার সন্দেশ প্রভৃতির ছাঁচ প্রস্তুত করে। এই সব জিনিষ আর উদ্বৃত্ত ঘুঁটে বিক্রী ক'রে যা' কিছু জমে, তা' থেকে বছরে বৌয়েদের দু'একখানা রূপার গহনা তৈরী হয়।

দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে হরিগুণগান ক'রে অহোরাত্র সর্ব্বত্র ভ্রমণ ক'রে বেড়ান, জীব কিসে তাঁর-ই মতন একমাত্র হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হয়, এই তাঁর অস্তিত্বের উদ্দেশ্য; কিন্তু তিনি দেখেন, মহামায়ার প্রভাবে মানব সংসারে ম'জে আপনা-আপনি প্রেমের সম্বন্ধ পাতিয়ে এমন বিহ্বল হয় যে উচ্চাঙ্গের প্রেমের জন্য তাদের প্রাণে আর পিপাসা জাগে না। কোথা-ও পিতাপুত্রে, কোথা-ও মাতা কন্যায়, কোথা-ও শাশুড়ী-বৌয়ে, কোথা-ও ভাইয়ে-ভাইয়ে, কোথা-ও জায়ে-জায়ে এমনি ভাব যে মড়া না ঘাড়ে ক'লে কেউ আর "হরিবোল" হরিবোল" বলে না। দেবর্ষি ভাব্‌লেন যে এই মানব-প্রেমের উচ্ছেদ না ঘটালে দেব-প্রেমের মর্ম্মভেদ মানব আর কিছুতে-ই ক'র্‌তে পার্‌বে না। তখন তিনি যোগবলে নিজদেহ হ'তে আর একটি মূর্ত্তি উৎপাদন ক'র্‌লেন; আবির্ভূত হইয়া-ই মূর্ত্তিটী করজোড়ে দেবর্ষির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, ইনি অত সংস্কৃতের ধার ধারেন না, সাদা বাঙলাতে-ই ব'ল্লেন,—"ভায়া হে, খবর কি, আমাকে কেন আর টেনে বা'র ক'ল্লে?" দেবর্ষি ব'ল্লেন, "আমি একা সকল কার্য্য দেখে উঠ্‌তে পারি না, তাই আমার একটি ডেপুটীর প্রয়োজন, তুমি-ই সেই ডেপুটী, আমার নাম হ'ল দেবর্ষি নারদ, আর তুমি হ'লে নারদ মুনি; আমি বাজাই

বীণা, আর তোমায় বাজনা দিলুম্ এই দুটি কাঠি, ঠকাঠক্ বোল বাজাবে, আর ঐ কোণে যে ঢেঁকির আকার একটি বস্তু প'ড়ে আছে, এটি আরোহণে পৃথিবী পর্য্যটন ক'রে কলহের সৃষ্টি কর; ঐ ঢেঁকির প্রভাবে তুমি লোকের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ ক'র্‌তে পারবে, কলহের বীজবপনের জন্য অমন সারগ্রাহী ক্ষেত্র আর কোথা-ও পাবে না; মানুষ মানুষের ভালবাসায় মুগ্ধ হ'য়ে দগ্ধ হ'চ্ছে, তুমি তাদের সেই প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটাও, পরে আমি তাদের হরিপ্রেম দিয়ে উদ্ধার ক'র্‌ব।" ডেপুটী-নারদ ব'ল্লেন, "প্রভু, যে আজ্ঞে, কিন্তু এই ঢেঁকিযান্‌টি আপনি কিরূপে আবিষ্কার ক'ল্লেন?" দেবর্ষি ব'ল্লেন, "যখন আমি বিষকন্যা কলহদেবীকে আকর্ষণ ক'রে বক্ষ হ'তে তোমায় উৎপাদন ক'ল্লুম, সেই সময় আমার জটাদেশ হ'তে ঐ ঢেঁকিযান্ নির্গত হ'ল, কলির শেষে এই যানের নাম হবে 'বাইপ্লেন'; এই 'বাই-প্লেন' পৃথিবীতে প্রচলিত হ'লে আধিভৌতিক প্রেমের একেবারে গঙ্গার শ্রাদ্ধ হ'য়ে যাবে।"

সেই অবধি ডেপুটী-নারদমুনি কখন বৈঠকখানায়, কখন রান্নাঘরে, কখন কল্‌তলায়, কখন পুকুরঘাটে, কখন থানায়, কখন আদালতে, কখন সভায়, কখন সম্মিলনীতে, কখন কাউন্সিলে, কখন কংগ্রেসে দু'কাঠি বাজাইয়া ঢেঁকি চড়িয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন।

এই শ্রমশীল পরিবারে অবসরবিনোদনের জন্য আমোদ-আহ্লাদ-ও আছে। ইহারা বৈষ্ণব, প্রায়-ই সন্ধ্যার পর গোপীযন্ত্র ও খঞ্জনী বাজিয়ে গান করে, এক এক দিন পাড়ার আর পাঁচজন জুট্‌লে খোলখত্তাল্ বাজিয়ে কীর্ত্তন হয়। বৌ দুটির-ও কুমোর-ঠাকুরঝি, নাপিত-দিদি গোছ ইয়ার বন্ধুরা আছেন; এক এক দিন দুপুরবেলা সবাই মিলে তাস বা দশ-পঁচিশ খেলে আর মরদেরা ক্ষেতে খামারে থাক্‌লে একটু গানটান-ও হয়; বৌয়েদের বড় একটি সখের গান ছিল:—

সে দিন গেছে ব'য়ে বঁধু,
    সে দিন গেছে ব'য়ে।
আঁখি ঠারাঠারি মুচ্‌কি হাঁসি,
    ক'র্‌তো আমায় নিয়ে॥
আমার লেগে বনের বাগে
    ছুটতো লুটতে ফুল,
আপন হাতে তাই দে' মোর
    বাঁইধে দিতো চুল,
আর বাঁশী থুয়ে হাঁসি মুয়ে
    থাক্‌তো বঁধু দাসীর বদন পানে চেয়ে॥
ইত্যাদি।

বছর চার পাঁচ আগে ভাদ্র মাসের অপর পক্ষের আরম্ভে একদিন দুই ভাই সকাল সকাল কচুশাক সিদ্ধ দিয়ে দুটি পান্তা ভাত খেয়ে কাপড়ের বোঁচ্‌কা ঘাড়ে ক'রে হাটে যায়। হাটে তখন পূজার বেচা-কেনা আরম্ভ হ'য়েছে, হেটো-ও বেশী, খদ্দের-ও বেশী। তোলো, তিজেল, কলসী, ভাঁড় প্রভৃতি কুমোর সজ্জা, ধামা ধুচুনী কুলো ডালা চাঙারী ওড়া প্রভৃতি ডোম-সজ্জা, বঁটী কুরুণী হাতা বেড়ী পিঁড়ে দের্কো কেরোসিনের ডিবে কাজল্‌নাতা আর্‌সী চিরুণী রুলী ঘুন্‌সী মালা গিল্‌টীর আঙ্‌টী চীনের সিঁদূর, চুলের ফিতে, শাঁখা, রং-বে-রংএর কাঁচের চুড়ী; গেঞ্জী, ছিটের জামা, রঙীন টুপি; চাল, ডাল, ঝুনোনারিকেল, মধু, মাদুর আর ধুতি শাড়ী গাম্‌ছার ত কথা-ই নেই—সার সার দোকান ব'সে গেছে। হেটো বেচ্‌চে, খদ্দের কিন্‌ছে; ভাল্লুকওলা ভাল্লুকনাচ দেখাচ্ছে, জুয়াড়ী ছক্ পেতে ঘুর্‌নী ঘোরাচ্ছে, বহুরূপী কালী সেজে দোকানে দোকানে প্রণামী আদায় ক'চ্ছে, চোররা তক্কে তক্কে ফির্‌ছে, ভিখারীরা আশীর্ব্বাদ-ও

ক'চ্ছে, গালাগালি-ও দিচ্ছে। চৌকিদার 'ল' ও 'অর্ডার' বজায় রাখার খাজনা আদায় ক'চ্ছে; নটীরা নিমতলায় ব'সে পানের খিলি বেচ্‌ছে আর তার-ই পাশে নাপিতরা ব'সে নগদ দাড়ী কামাচ্ছে, ছোক্‌রা ছুতরদের ঘাড় ছেঁটে দিচ্ছে। বেলা তিন পহর পোয়াতে-ই ন'দে-ব'দের মজুত মাল সব বিক্রী হ'য়ে গেল। দুই ভাই হাটের কাছে পুকুরে গিয়ে দিব্যি ক'রে মুখ-হাত ধুয়ে কিছু ছোলাসিদ্ধ মুড়ি আর তেলেভাজা কচুরী কিনে জলপান ক'র্‌তে ব'সে গেল, সে দিন মুনাফাটা ভালরকম হ'য়েছিল ব'লে একটু বাজে খরচ ক'রে ফেল্লে—দু'ভায়ে দু'পয়সার গরম নান্‌খাতাই কিনে।

জলপান সেরে দু'ভায়ে একত্রে ঘরে ফির্‌ছে, দু'চারটে জিনিস যা' সওদা ক'রেছে, ছোট-ই তা' হাতে ক'রে নিয়েছে, একটি লম্বা সরু থ'লের ভিতর টাকা-পয়সা পুরে বড় সেটি কোমরের কাপড়ের নীচে জড়িয়ে রেখেছে; দাড়ী কামাবার একটী পয়সা পর্য্যন্ত দরকার হ'লে ছোট তা' চেয়ে নেয়, নিজের হাতে রাখে না। বড় কতবার ব'লেছে, "ব'দে, এক আধটা টাকা হাতখরচা আপনার কাছে রাখিস্ না," ছোট উত্তর দিয়েছে, "দাদা, ও সব হিসেব-পত্তর আমি বুঝি না, দরকার হ'লে-ই ত' তুমি দাও, তার আবার কি।" ব'দে-ও কখন মনে করে না যে আমি দাদার হাততোলায় আছি, সুখি-বৌ-ও মনে করে না যে আমি বড় দিদির পিত্যিশী। ভায়ে ভায়ে এত ভাব, ডেপুটী-নারদের প্রাণে সইতে পারে না; সুতরাং এরা যখন ক্ষিতি পথে, তিনি-ও তখন অন্তরীক্ষে ঢেঁকি-রথে।

গল্প না ক'র্‌লে পথ চলা যায় না, দুই ভায়ে নানান্ কথা নিয়ে গল্প সুরু হ'ল। হাটে কার কার সঙ্গে দেখা হ'য়েছে, কে কেমন লোক, ছিচরণের এ হাটে সব কাপড় বিক্রী হ'ল না, একটা পয়সা যেন বেশী প'ড়্‌ল মনে হ'চ্ছে, কিন্তু ছিনিবাসের হাতের ধামা যেমন সুডোল, তেমন-ই টেঁকসই, এই সাড়েসতেরো টাকার মধ্যে চৌকীদারী

দিয়ে দু'টাকা স'-পাঁচআনা খাজ্না দিতে হবে, এই রকম সব কথাবার্ত্তা চ'ল্ছে। খাজ্নার কথা কইতে কইতে জমীদারের কথা এসে প'ড়্ল; তখন তারা পাঁচপাড়ার কাছাকাছি এসেছে। আর পোয়াপাঁচেক গেলে-ই পদ্মবিলের পরে আমতাড়া গাঁ।

প্রথমে-ই নিজেদের জমীদারের সুখ্যাতি-অখ্যাতি, আয়-ব্যয়, দান-খয়রাত, ক্রিয়াকর্ম্ম, লাঠির জোর, মামলা-মোকদ্দমার ফেরঘোর থেকে আরম্ভ ক'রে সাতক্ষীরে, নড়াল, তাড়াস, লোহাজঙ্গ, ভাগ্যকুল প্রভৃতি বাঙলার বিবিধ জমীদারের কথা হ'তে লাগ্লো; কথায় কথায় ব'দে ব'লে ফেল্লে, "যা' বল তা' বল দাদা, শুনেছি গঙ্গামণ্ডলের মত জমিদারী ভূ-ভারতে নেই।" ন'দে ব'ল্লে "দূর বোকা, জমীদারীর মত জমিদারী যদি ব'ল্তে হয় ত' বারবন্দ, বেহ্মাণ্ড ঘুরে দেখ্, অমন মহল আর কোথা-ও দেখ্বি না।" (ও হরি! ব্রহ্মাণ্ড ঘুর্বে কি, বাহারবন্দ-ই বা কোথায় আর গঙ্গামণ্ডল-ই বা কোথায়, দু'ভায়ের কেউ-ই তা' কিছু-ই জানে না, লোকের মুখে দু'টো নাম শুনেছে মাত্র; কেউ যদি ব'ল্তো, গঙ্গামণ্ডল মেদিনীপুর জেলায় শ্রীরামপুরের গোঁসাইদের জমিদারী আর বারবন্দটা খড়্দার বিশ্বাসদের বর্দ্ধমানের এলাকায়, তাতে ন'দে-ব'দের আপত্তি কর্বার কিছুমাত্র দলিল ছিল না;) কিন্তু ন'দে যখন কথার উপর ব'লে ফেলেছে, গঙ্গামণ্ডলের চেয়ে বারবন্দ বড়, তখন কথা পাল্টাতে রাজী নয়; ব'দে-ও নিজের মত পরিবর্ত্তন ক'র্ত্তে কোন মতে-ই প্রস্তুত নয়। এ বলে বারবন্দ বড়, ও বলে গঙ্গামণ্ডল বড়।

সংসারে মতের দ্বন্দ্ব বড় শক্ত দ্বন্দ্ব; জিতের জিদ্ কেউ-ই ছাড়্তে রাজী নয়; স্নেহের খাতিরে, ভালবাসার নেশায় ভাইকে ভদ্রাসনের ভদ্র ভাগ ছেড়ে দেওয়া যায়; বাগান, জমীদারী, দেবসেবা, নগদ অর্থ সবের শ্রেষ্ঠ অংশ সহজে-ই দেওয়া যায়, কিন্তু মতের আধিপত্যের, জিতের

আধিপত্যের, জিদের দম্ভের সূচ্যগ্রপরিমিত অংশায়ু-ও ত্যাগ করা যায় না। *জিতের জিদ্ বজায় রাখ্‌বার জন্য-ই স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত পাশা খেলায় সমস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ* ও সহধর্ম্মিণীর উপর স্বামীত্বের সত্ব ত্যাগ ক'রে ব'সেছিলেন, তা' ন'দে ব'দের কথা! ব'দে ব'ল্লে "ঐ দাদা, তোমার কেমন একটা গোঁ, তুমি জান, গঙ্গামণ্ডলের সালিয়ানা মুনাফা সাত কোড় টাকা!"

ন'দে। কি কোড় ফোড় দেখাচ্ছিস্ রে ছোঁড়া, বারবন্দের জমাবন্দী হ'চ্ছে পঁচিশ লাখ টাকা।

ব'দে। কিন্তু সদর খাজ্‌না দাখিল ক'রে হস্তবুদ কি থাকে, তা' জান? গঙ্গামণ্ডলের সদর খাজ্‌না একেবারে মাফ্, তার উপর সাত খুন রেহাই।

ন'দে। ওঃ বারবন্দের এলাকাটা-ই কি! উত্তুরে ঢোল সুমুদ্দুর আর দক্ষিণে কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির।

ব'দে। দাদা যে ঢোল সুমুদ্দুর ঢোল সমুদ্দুর ক'র্চ্ছ, ঢোল সমুদ্দুর কোথায়, তা' জান?

ন'দে। নে' হ'য়েছে হ'য়েছে, তুই খুব পণ্ডিত হইচিস্ ব'দে, পিতের তত্তুল্যি বড় ভাই, এলি কি না তাকে জ্ঞান দিতে, ঢোলসমুদ্দুর দেখাতে। নবদ্বীপে গেছিস্ কখন-ও, যদি কখন পুণ্যি ক'রে থাকিস্, নবদ্বীপে গিয়ে দেখে আসিস্ সুমুদ্দুর কাকে বলে।

ব'দে। দাদা, তোমার পুণ্যি দেখানোটা ভাল হয়নি, পাপমুখে ব'ল্‌তে নেই, আমি বরং একবার আড়ংঘাটার যুগলকিশোর দর্শন ক'রে এইছি, তোমার বরাতে যে তা-ও ঘটে নি।

ন'দে। কি ছারকপালে, তুই আমার বরাৎ দেখাস্? কার বরাতে খাস্ তা' জানিস্?

হাট থেকে যাত্রা ক'রেছিল দু'ভাই, পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি চ'লতে চ'লতে খানিক পথ এসে-ই একটু একটু স'রতে স'রতে এখন রাস্তার এ কিনারায় একজন ও কিনারায় আর একজন। ন'দের ঘাড় বেঁকেছে পূর্ব্বমুখো আর ব'দের বেঁকেছে পশ্চিমমুখো। আর উপরে 'বাই-প্লেনে' চ'ড়ে নারদ ঠকাঠক্ দো'কাঠি বাজাচ্ছেন। খাওয়ার খোঁটা খেয়ে-ই বৈদ্যনাথ মুখ বন্ধ ক'রে ফেল্‌ল ; নবদ্বীপচন্দ্র ভাইকে উল্লেখ ক'রে আর-ও দু'চারটে কথা বল্‌বার পর কোন উত্তর না পেয়ে মুখ গোঁজ্ ক'রে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে প'ড়ে একেবারে বাড়ী ঢুক্‌লো ; প্রায় দশ মিনিট পরে বৈদ্যনাথ-ও আস্তে আস্তে ঢুকে খিড়্‌কী থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

রান্না ভাত-বেন্নুন হেঁসেলে প'ড়ে-ই প'চ্‌তে লাগ্‌লো, সে রাত্রে বড়বৌ একবার এ-ঘর একবার ও-ঘর ক'রে স্বামীকে দেওরকে কত সাধ্যসাধনা ক'ল্লে, কত মাথার দিব্বি দিলে, কিন্তু কিছুতে-ই কিছু হ'ল না, কা'কে-ও উঠিয়ে দু'গাল ভাত মুখে দেওয়াতে পাল্লে না। 'কি হ'য়েছে গো?' 'কেন অমন ক'রে র'য়েছ?' 'মুখে জলটা দিলে না, শুয়ে প'ড়্‌লে?' এর উত্তরে না রাম না গঙ্গা! বড় একবার ব'লেছিল 'বড্ড মাথা ধ'রেছে', আর ছোটর বুঝি বুকে ব্যাথা। কাজে-ই বউ দুটো-ও উপসী থেকে খানিক ব'সে কেঁদে কেঁদে যে যা'র ঘরের মেঝেতে-ই ঘুমিয়ে প'ড়্‌ল।

কত বৎসর পরে উষা সমাগমে সূর্য্যদেব বঙ্গের একটি পল্লী কুটীরে নিত্য-অভ্যাসমত সম্পূর্ণ সুখ-শান্তির পবিত্র চিত্র দর্শন ক'রে দৈনিক-যাত্রা আরম্ভ কর্‌বার আশায় আকাশ-প্রান্ত হ'তে উঁকি মেরে দেখ্‌লেন, সুখি-বৌ যেন দুঃখের বোঝায় অঙ্গ ভেঙে দিয়ে অভ্যাসের বশে উঠানে ঝাঁটা বুলোচ্ছে আর পুণি-বৌ এক হস্তে গোয়াল আর অপর হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা ক'চ্ছে। গাইটা যেন করুণ দৃষ্টিতে বড়-বৌর

মুখের পানে চেয়ে আছে, আজ প্রভাতে বাছুরগুলির কচি অঙ্গে আর সে চাঞ্চল্য নাই, চালের বাতায় টাঙ্গানো দাঁড়ের উপর টিয়া পাখীটি ঘাড় নীচু ক'রে ব'সে আছে, সে না খুঁট্‌ছে বাসী ছোলা, না ব'ল্‌ছে রাধাকৃষ্ণ, বাড়ী যেন একেবারে নিঃসাড়া, কেবল তেঁতুল গাছের একটা ডালে ব'সে একটা কাক বিকৃত ক্রন্দন-স্বরে মাঝে মাঝে একটা অমঙ্গলের ডাক্ ডাক্‌ছে।

নবদ্বীপ ভোর না হ'তে বাহিরে কোথায় গিয়েছিল, ফিরে বাড়ী ঢুকে-ই দাওয়ায় ব'সে ভারী গলায় ডাক দিলে 'বৈদ্যনাথ!' (আজ আর ব'দে নয়, সে স্নেহের সম্ভাষণ ফুরিয়ে গেছে); বৈদ্যনাথ রুক্ষমুখে কাছে এসে এক পার্শ্বে দাঁড়ালো; নবদ্বীপ ব'ল্‌লে, "বস না ঐখানে", বৈদ্যনাথ মুখ ফিরিয়ে দাওয়ার কিনারায় আধ-বসা আধ-দাঁড়ানো অবস্থায় অঙ্গ-রক্ষা করিল। নবদ্বীপ এইবার ব'ল্‌লে, "সব ডেকে এয়েছি, গোবিন্দ ভুঁইয়া, রসিক চক্রবর্ত্তী, মাহিন্দির পাঁজা আর-ও দু'পাঁচজন আস্‌ছে, তোমার যা' যা' প্রেরাপ্পি অংশ লেহ্য মত ভাগ-বাঁটুরা ক'রে লাও; জমী আছে, ভিটে আছে, বাগান পুকুর তৈজসপত্তর আর নগদ আমার কাছে সব-ই আছে, বুঝে সুঝে লাও; এদ্দিন যাহ'ক এক সঙ্গে থাকা গেছ্‌লো আর চ'ল্‌ছে না।"

ঢেঁকি-বাহন ডেপুটী-নারদ স্বকার্য্য সমাধান ক'র্‌লেন। সুখের বাসা ভেঙে গেল—আনন্দকুটীরে আগুন লাগল। ভায়ে ভায়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হ'ল, জায়ে-জায়ে ভালবাসার ভাসান হ'ল, কিন্তু দেবর্ষি নারদের আশা পূর্ণ হ'ল কৈ! সাঁজের বেলায় আর সেই গোপীযন্ত্র বাজে না, সঙ্কীর্ত্তনের সে আখ্‌ড়া আর বসে না! তাঁতীদের মন থেকে মানুষের প্রেম-ও পালাল—হরিপ্রেম-ও পালাল। রইল কেবল একটা বিদ্বেষের ঘা, একটা বিষাদের আঁধার!

আমি। চুপ্ ক'র্‌লে যে?

প্রতাপ। ফুরিয়ে গেল, গল্প হ'য়ে গেল।

আমি। দুর ষ্টুপিট্, কতকগুলো বক্‌বক্ ত' ক'ল্লি, তোর গল্প কৈ?

প্রতাপ। গল্পের শুদ্ধ প্রতিবাক্য হ'চ্ছে—কথা-সাহিত্য; তিন মিনিটের ফুরণ ক'রে মিনিট আট দশ ধ'রে এতগুলো কথা কইলুম, এতে-ও যদি গল্প না হয় ত' আমি নাচার। তেমন পাকা লোকের হাতে প'ড়্‌লে, যেটুকু ব'লেছি, এ থেকে-ই এক সুন্দব কাপড়ে বাঁধা ত্রিবর্ণ-চিত্র-সংবলিত প্রিয়তমাকে উপহার দিবার উপযুক্ত সর্ব্বজনপ্রশংসিত উপন্যাস রচিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হ'তে পার্‌ত।

আমি। ঐ জ্যাঠামি-ই ক'র্‌তে পারিস্। নাও উমাকান্ত, তুমি এবার সুরু কর।

উমা। তোমার বক্‌সিসের বহর দেখে-ই যে আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যাচ্ছে। তা' যখন বলতে-ই হবে ভাই, তখন সেরে ফেলি।



উমাকান্তের গল্প

একটা ছোটরকম সেকেলে গল্প বলি, শোন। এতে এলোকেশ, ঝড়ের মত প্রবেশ, বৈকালিক চা-পান, চুম্বনের বৃষ্টিতে স্নান, এ সব কিছু পাবে না। নবাবী আমলের কথা। মোগল-দরবারে যেমন কেতা-দোরস্ত আদব-কায়দা ছিল, কোন কালে কোন রাজসভায় ঠিক তেমন যে ছিল, তা' কোন ইতিহাস বলে না। কোর্ট-এটিকেট্ দেখে-ই সাধারণ ভদ্রলোক এটিকেট্ শিখে। ইংলণ্ডে-ও রাজসভা আছে, রাজ-সভার আদব-কায়দা-ও আছে। এদেশে আমরা যে সব ইংরেজ দেখি, তা'রা চাকুরে, মহাজন বা দোকানদার, তাঁদের শিষ্টাচারের মধ্যে আমরা সেক্‌হ্যাণ্ড, 'হা-ডু-ডু', 'মাই-ডিয়ার' আর 'থ্যাঙ্ক ইউ' এই চারটি মাত্র দেখিতে পাই, আর সেই চারটে-ই শিখেছি। সকল জিনিষের-ই বাড়াবাড়ি হ'য়ে পড়ে, আদব-কায়দা সম্বন্ধে-ও মুসলমানদের মধ্যে-ও অনেকটা তা' হ'য়ে প'ড়েছিল; ষাট পঁয়ষট্টি বছর আগে-ও শুনেছি, ক'ল্‌কাতার রাস্তায় জল দেওয়া ভিস্তিরা 'জানিস্ আমরা নবাবের জাত' ব'লে পথের লোককে শাসাতো। বেগুন-পোড়াকে বায়গান্‌কা কাবাব্, কুঁচো চিংড়ির ঝোল্‌কে ঝিঙা মচ্ছিকা কালিয়া বলা বোধ হয় আজ-ও অনেক জায়গায় প্রচলিত আছে।

জবরগঞ্জের নবাব সার্‌ফরাজ-শা বড় ভাল লোক ছিলেন। নিজ ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ থাক্‌লে-ও তিনি অপর কোন ধর্ম্মের নিন্দা ক'র্‌তেন না, হিন্দুকে কাফের্ ব'ল্‌তেন না, কর্ম্মচারী-নিয়োগে দক্ষতা ভিন্ন অন্য কোন সুপারিস্ তাঁর কাছে চ'ল্‌তো না, ব্যক্তিগতভাবে তিনি অতি সরল, মিষ্টভাষী, দাতা ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁর দরবারের দ্বার সকল প্রজার-ই নিকট অবারিত ছিল।

শ্রাবণমাস প'ড়ে অবধি হিন্দুদের ঘরে ঘরে দোল্‌না খাটানো হ'য়েছে, সকাল, সন্ধ্যে, দুপুর অবসর পেলে-ই বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী দোলায় দোলে আর কাজ্‌রী গায়; গেরস্ত গরীবদের মেয়েরা রাত্তির চারটের সময় উঠে আটা-পেশা চাকি ঘুরোয় আর সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ্‌রী গান ধ'রে নগর, গ্রাম, পল্লী সব মধুময় ক'রে তোলে।

এই শায়োণ-উৎসবে হিন্দুদের সঙ্গে অনেক মুসলমান পরিবার-ও যোগ দিয়ে থাকেন, দোলায় দোলা ও কাজ্‌রীর আমোদ তাঁরা তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করেন। তখন ইউরোপীয় মনুষ্য কতক কতক এ-দেশে আমদানী হ'য়েছে, তাঁদের নীল, লাল, সবুজ বনাত, চীনে মাটীর পেয়ালা-পিরিচ, কাচের ঝাড়-লণ্ঠন, ছুরী, কাঁচি, পিস্তল, বন্দুক, শেরি-পোর্টের বোতল, ক্যালোমেলের পিল্‌, ফোড়াকাটা বেল্‌কাটার্‌, প্রেমারার মাছকাতুর তেরেস্তা প্রভৃতি অনেকগুলো ইউরোপীয় মাল এ দেশে আমদানী হ'লে-ও এত রকম বেলাতী জিনিষের ছড়াছড়ি হয়নি। আর ইউনিটি ব'লে কথাটা মোটে-ই আমদানী হয়নি; সুতরাং ইউনিটির অভাবে হিন্দু মুসলমানের ভিতর বেশ একটা সদ্ভাব ছিল, একসঙ্গে পাশাপাশি বাস করায় আপনা-আপনি-ই একটা সহজ আত্মীয়তা জ'ন্মে গিয়েছিল। পরস্পরের মধ্যে ভাই, দাদা, চাচা, মামু, ফুফু, মাসী এই রকম সম্বন্ধ পাতানো চ'ল্‌তো, সত্যপীরকে হিন্দুরা সত্যনারায়ণ ব'লে পূজা ক'র্‌তো, গাই বিয়ুলে প্রথম দুধ মাণিকপীরের দর্‌গায় পাঠাতো, মহরমের সময় অনেক হিন্দু সমারোহ ক'রে তাজিয়া বা'র ক'র্‌তেন, আবার মুসলমানরা-ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা ক'র্‌তেন না বটে কিন্তু শ্রাবণমাসে কাজ্‌রী গাইতেন, হিন্দোলায় দুল্‌তেন; ফাল্গুনমাসে হোলি গাইতেন, ফাগ খেল্‌তেন, পরস্পরের বাড়ী বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্‌, মনোক্কা, মিশ্রী, মোরব্বার ভেট্‌ পাঠানো-ও চ'লত।

গতরাত্রে শুক্লা একাদশী তিথিতে হিন্দুদের সব ঠাকুরবাড়ীতে ঝুলোন

ব'সে গেছে, নবাব-বাড়ীতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাইনাচের মজলিস চ'লেছে; আজ সকালে তয়ফার জশন্।

জবরগঞ্জের উত্তরপ্রান্তে একটি কুঁড়েয় একটি মুসলমানের বাস ছিল;, তিনি যখন নিজের কুঁড়েয় একখানি খাটো লুঙ্গি প'রে বালান্দা মাদুর পেতে ব'স্তেন, তখন তাঁর নাম হ'ত কুদরৎউল্লা, যখন একটি ঢিলে পাজামা, সাদা আচকান্ প'রে মাথায় একটি সুতোর কাজ করা টুপী দিয়ে রাস্তায় বেরুতেন, তখন মুন্সী কুদরৎ মামুদ ব'লে নিজের পরিচয় দিতেন, আর যখন দশকলিয়ার উপর কাবা-জুব্বা চাড়িয়ে ছাতির উপর একটি কলাপত্তুর কাজ করা লাল মখমলের অতি পুরাতন সদ্রি এঁটে, আঁচড়ানো বাব্‌রি চুলের ওপর জরি-লাগানো আমামা প'রে দাড়িতে আতর মেখে রেশমী রুমাল হাতে ক'রে দরবারে তস্‌রিফ নিয়ে যেতেন, তখন তাঁর 'ইসম্ সরিফ্' হ'ত মৌলবী মহম্মদ কুদরৎউদ্দীন সাহেব। কুদরৎউল্লার ঘরে বিবি ছিল না, ছাবাল ছিল না, অন্য কোন রেস্তেদার ছিল না, কেবল তাজু মিঞা ব'লে একজন অবশ্য-পোষ্য-বশ্য সেবক ছিল।

সকালে কি দিয়ে যে নাস্তা ক'র্‌বে কুদরৎউল্লা নিজে-ই তা' বুঝ্‌তে পার্‌তো না; তা'র চাকর তাজুর যে নিজের কত দুর্দ্দশা, তা' বেশ-ই বোঝা যাচ্ছে, তবু সে তা'র মিঞা সাহেবকে বড় ভালবাস্‌তো—অত্যন্ত মান্য ক'র্‌তো। এই প্রভুভক্তির পুরস্কার স্বরূপ কুদরৎ মিঞা তাজুর নাম রেখেছিলেন তামিজ খাঁ।

কুদরৎ সাহেবের অবস্থা ত' এই, কিন্তু কখন তিনি খাটো চালে চ'ল্‌তেন না, ছোট্ট কথা কইতেন না। কুঁড়েটুকু তাঁ'র দৌলতখানা, বস্‌বার চালাটুকু দেওয়ানখানা, রান্নার পর্‌চালা বাবুর্চিখানা, তাজুর ঘর তোষাখানা, ঘরের পেছনের ছাতিমতলা সাফাখানা, পেয়ারাতলা গোসলখানা ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি বালান্দার মাদুর পেতে দস্তরখানা বিছুতেন, তা'র উপর

মাটীর শান্‌কী পেতে আধ্‌পোড়া ভূষির রুটী খেতেন বাথরখানি ব'লে, তরুইকা কাবাব ব'লে ধুঁদুলছেঁচ্‌কি খেতেন আর জুটলে আখ্‌নি খেতেন টেংরির ঝোল ব'লে।

ক্ষিধে পেলে তাজু,—বাবুর্চ্চি, তেষ্টায় আব্‌দার, বাসন মাজ্‌তে মসাল্‌চি, ফুর্সি এগিয়ে দিয়ে হুকাবরদার আর ফাইফর্‌মাস খাট্‌তে বান্দা।

সাহেব ধুঁদুলছেঁচ্‌কি-ই খান আর কচুসিদ্ধ-ই খান, ঘরে ছেঁড়া লুঙ্গি-ই পরুন আর গামছা-ই কোমরে জড়ান, তিন চার দফা বেরোবার অতি পুরাতন জীর্ণ দামী পোষাক তাঁ'র আমকাঠের সিন্দুকের ভেতর রাখ্‌তেন, একটু আতর, খানিকটে গোলাপ সর্ব্বদা-ই তাঁর মজুত থাক্‌ত'; এক ফোয়া আতর কাণে না গুঁজে তিনি কখন-ই বাড়ীর বা'র হ'তেন না।

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য এই সামান্য পয়সা-ও কুদরৎ মিঞা যে কোত্থেকে যোগাড় ক'র্‌তেন, তা' কেউ বুঝ্‌তে পার্‌ত' না। নিন্দুকেরা ব'ল্‌তো যে মিঞা ঘরের আগড় বন্ধ ক'রে টুপি সেলাই করে, ভাল লোক ব'ল্‌তো, মিঞা ছুঁচের কাজ খুব ভাল-ই জানেন, এমন কি ভাল ঢাকাই মখ্‌মল তাঞ্জাব প্রভৃতি ছিঁড়ে গেলে তিনি বেমালুম্ রিপু ক'রে দিতে পার্‌তেন। মিঞা যখন ঝাঁপ্ বন্ধ ক'রে ঘরের ভেতর একলা থাক্‌তেন, তাজু কিন্তু তখন লোককে ব'ল্‌তো, "খামিন্ আব্ সেখ্ সাদী সাহেবকা কেতাব নকল ক'র্‌তে হেঁ।"

মহম্মদ কুদরৎউদ্দীন সাহেব প্রতি জুম্মার দিন প্রাতঃকালে দরবারে যেতেন। দেউড়ীতে পাহারাদার, ঘড়িওয়াল থেকে সুরু ক'রে মহলের পর মহল যেতে যেতে জমাদার, দারোগা, মুন্সী, বক্সী, দোয়ার-মোক্তার প্রভৃতি যা'কে দেখ্‌তেন, তা'কে-ই মৌলবী সাহেব দু'হাতে আদাব ক'র্‌তেন; কিন্তু সেই আদাবের মধ্যে এমন একটু কায়দা ছিল যে মৌলবী সাহেবের পিঠ ছেলামের সময় যদি পনোরো ডিগ্রী নত হ'ত,

অভিবাদনপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বা মুসাহেব প্রতি অভিবাদনে নিজ নিজ মেরুদণ্ড চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী পর্য্যন্ত অবনত ক'র্ত্তে বাধ্য হ'তেন। মস্‌নদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হ'য়ে দুই হাতে তিনবার ভূমিস্পর্শ ক'রে তিনি কুর্নিশ ক'র্‌তেন। ব'লেছি, নবাব সাহেব অমায়িক লোক ছিলেন, তিনি-ও প্রসন্নমুখে মৌলবী সাহেবের পানে চেয়ে ললাটে করস্পর্শ ক'র্‌তেন এবং কখন কখন ইঙ্গিতে আসন গ্রহণ ক'র্‌তে-ও অনুমতি ক'র্‌তেন; এইরূপে হজ্‌রতের সঙ্গে মৌলবী সাহেবের বেশ একটু মুখ-চেনা-চেনি হ'য়ে গিয়েছিল।

ঝুলোনের রাত্রে মার্‌ফেলের সময় মৌলবী সাহেব নাচ্‌মহলেউপস্থিত ছিলেন; গানের সময় কায়দামত মধ্যে মধ্যে তালে তালে ঘাড় নেড়েছেন, 'ক্যা তোফা!' 'ক্যা সহদ্ কা তরে আওয়াজ!' পার্শ্বস্থ উপবিষ্টের দিকে চেয়ে 'ক্যা গন্ধার লাগায়া!' প্রভৃতি মজলিসি বুলি সমঝ্‌দারের স্বরে জাহির ক'রেছেন।

পরদিন প্রাতে তাঁকে জশমে উপস্থিত থাক্‌তে হবে। শেষ রাত্রে খু এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, সকালে বেগ ক'মেছে, কিন্তু বৃষ্টি থামে নি মৌলবী সাহেব একটি পুরাতন বিদ্‌রীর বদ্‌না নিয়ে ছাতিমতলা ওজু ক'র্‌তে ব'সে গুন্ গুন্ স্বরে গত নিশায় শ্রু একটি লক্ষ্ণৌ ঠুংরি আস্তাইয়ের পুনরাবৃত্তি ক'র্চ্ছেন, আর মনে ...ন দিবসের খানা অভাবের কথা চিন্তা ক'র্চ্ছেন; এমন সময় দেখ্‌লেন যে সাম্‌নের একটা ছো গর্ত্তে কতকটা জল জ'মেছে আর তার ভেতর একটা কুঁচে ন'ড়ে ন'ে পালাবার পথ খুঁজ্‌ছে। "খোদা মেহেরবান্! বেগর দিন দীন্‌কা খোরাব আউর কোন্ পৌঁছাওয়ে, গরীবখানামে বন্দাকা ওয়াস্তে গোস্ত্ আপ চলা আয়া!" ব'লে মৌলবী সাহেব দু'টো কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে কুঁচো মৃগয়া ক'র্‌লেন, ঘরে গিয়ে তাজুকে ডাক দিয়ে ব'ল্লেন, "দেখ বাবুর্চি

আজ থানার বড় জবর জোগাড় হ'য়েছে, আজ বাগিচাতে এই একটা শীকার পাওয়া গেল, আচ্ছি তরে ইস্কো দোপেঁয়াজি বানাইয়ো, বেহেতর খানা বন্ যাগা" এই ব'লে যে দিকে দেওয়ালের গায়ে একটি তাক ছিল, তা'র-ই কাছে একটা আড়্‌কাঠায় ঝুলোনো শিকের হাঁড়িতে কুঁচেটি রেখে একখানি সরা চাপা দিলেন।

হতশ্রী পুরাতন পোষাকের মধ্যে পুরাকালে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ ছিল, সেইটীর সাহায্যে দীন দেহকে আমীরের অবয়বে পরিণত ক'রে, মৌলবী সাহেব নবাব-বাড়ীর উদ্দেশে শুভযাত্রা ক'র্‌লেন; যাবার সময় তাজুকে থানার তদ্‌বিরের কথা আবার ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন।

মৌলবী সাহেব যতক্ষণ বাড়ার ভেতর থাক্‌তেন, ততক্ষণ তাজু একটু কোঁড়া হ'য়ে-ই উঠ্‌তো, ব'স্‌তো, চ'লতো, কিন্তু মালিকের অনুপস্থিতিতে তাজু একেবারে নায়েব-মালিক তামিজ খাঁ; ইন্‌টারোগেসন্ তাজু একেবারে খাড়া ইন্‌টারজেক্‌সন্! দেওয়ানখানা, দপ্তরখানা, তোষাখানা, চৌতার, আঙ্গিনা সব ঝাড়ু দিচ্ছে, তালাও থেকে ঠিলিয়ে ভ'রে কাঁধে ক'রে জল আন্‌ছে, বদ্‌না, ফুর্সি, শানক্ মাজ্‌ছে আর বড় গলায় কল্পনাপ্রসূত ছক্কু মেথর, উমেদ ভিস্তি, নসীবন্ দাই প্রভৃতি গর্‌হাজির বেতমিজদের তলব কাট্‌বে, জর্‌মানা ক'র্‌বে, বরখাস্ত্ ক'র্‌বে ব'লে কোন জনকে শুনিয়ে শাসাচ্ছে। খানা পাকাবার মতলবে লক্‌ড়ী শিকার ক'র্‌তে গিয়ে তাজু দেখ্‌লে যে নিকটবর্ত্তী বাগিচাগুলিতে যা'র যা'র কাঠ প'ড়ে আছে, সে সব-ই ভিজে, তখন সে খানকতক ঘুঁটে, খাজ্‌না-ভাবে আদায় কর্‌বার জন্য জোলাপাড়ার দিকে গেল। কুদরুৎউল্লার ঘর 'বার্গলার-প্রুফ'; সে আমকাঠের সিন্দুকে নেপালী কুলুপ ভেঙে পুরোনো পোষাক চুরি করায় মেহনত পোষায় না, সহরের চোররা তা' খুব জানে; হস্তকৌশলে কুদরৎ

সাহেব সেই পোষাক ক'টি এতকাল আস্ত রেখে চালিয়ে এসেছেন। তা নাড়্‌তে চাড়্‌তে গেলে-ই পোষাক যে পরিবর্ত্তন লাভ ক'র্‌বে, তাতে স'ল্‌তে পাকানো-ও চ'ল্‌বে না।

ধুচুনি ভ'রে ঘুঁটে নিয়ে এসে তাজু দেখে যে একটা কালো বেরাল তাকের উপর উঠে শিকের দিকে চেয়ে জিম্‌ন্যাষ্টিক কেমন ক'রে ক'র্‌বে, তার-ই মতলব আঁট্‌ছে। "ডাকু দুষমন্‌, কাবাবদান্‌ লুঠ্‌নে আয়া? আজ তোম্‌কো কোতল করেগা।" ইজ্জত্‌ বজায় রাখ্‌বার জন্য কুদরৎ বদ্‌রং মখ্‌মলে জড়ানো খাপের ভিতর ভরা যে অর্দ্ধফলকবিশিষ্ট তরোয়ালের বাঁট তাজুকে দিয়েছিলেন, সেখানি নিয়ে ফিরে এসে তাজু দেখে যে শিকের হাঁড়ি সরা মাটীতে প'ড়ে ভেঙে র'য়েছে আর কুঁচে মুখে ক'রে-ই বেরাল পালাক্‌ আর বেরাল মুখে ক'রে-ই কুঁচে পালাক্‌, যা' হোক্‌ একটা কিছু ঘ'টেছে।

সর্ব্বনাশ! গোস্ত্‌ পগার পার, এখন উপায়? মৌলবী আজ পান্তার নাস্তা না ক'রেই দরবারে তসরীফ্‌ নিয়ে গেছেন, ওয়াপস্‌ ক'রে খানা না পেলে একেবারে তো মগজ বেজায় গরম হ'য়ে যাবে,তাজু এখন কি করে? খানিক উবু হ'য়ে ব'সে এক ক'ল্‌কে তামাক খাবার পর তাজুর বুদ্ধি জাগরিত হ'ল; বাঁদীপোতার অকচ্ছ কটিবাস ব'দ্‌লে তাজু তখন তামিজ খাঁর উর্দ্দি প'র্‌লে, মাথায় শোলার উপর সবুজ সালু-মোড়া পাগ্‌ড়ী, কোমরে রাঙা পা-জামা, গায়ে পা পর্য্যন্ত ঝুল্‌ হ'ল্‌দে চাপকান্‌, আর বাঁদীপোতাখানি যো সো ক'রে তরোয়ালখানা ঝুলিয়ে কোমরবন্ধ ক'রে বেঁধে নিয়ে তাজু শ্রীদুর্গা ব'লে (শ্রীবিষ্ণুঃ—পাঁচপীরকে সেলাম ক'রে) দরবারের দিকে রওনা হ'ল।

আজ সীস্‌মহলের আঙ্গিনার মাঝ্‌খানে লাল পাথরের থামওয়ালা চাঁদ্‌নীর তলায় গানের মজ্‌লিস্‌ ব'সেছে, মেঝেজোড়া ইরাণী গাল্‌চে পাতা,

আর এক দিকে সোণার জরিতে গাঁথা মতির ঝালর দেওয়া লাল-মখ্‌মলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে প্রফুল্লমুখে নবাব সাহেব ব'সে আছেন, ডাহিনে একজন লোক একটি সোণার পিক্‌দান হাতে বসে আর তা'র পাশে আর একজন ঢাকাই মলমলের দু'তিনটে থান নিয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে আছে; নবাব সাহেব ঘাড় ফিরুলে-ই পিক্‌দানওয়ালা মুখের কাছে পিকদানটী ধ'রছে আর দোস্‌রা লোক গজখানেক ক'রে নতুন মল্‌মল্‌ জনাব আলীর হাতে দিচ্ছে, নবাব সাহেব মুখ মুছে টুক্‌রোটুকু ফেলে দিলে সে আবার নতুন টুক্‌রো ঠিক ক'রে রাখ্‌ছে। নবাবেরা দু'বার এক রুমালে মুখ মুছ্‌তেন না, উচ্ছিষ্ট টুক্‌রোগুলি ভৃত্যদের-প্রাপ্য; বাঁ দিকে একজন বহুমূল্য রত্নখচিত পানদান, আর একজন চুনি-পান্নার কাজকরা আল্‌বোলার নল এগিয়ে ধ'রে আছে; মস্‌নদের সাম্‌নে আতরদান, গোলাপপাশ এলাচদান, গোলাপের কটোরা, পিচ্‌কারী প্রভৃতি, সবগুলো-ই স্বর্ণ-শিল্পীর কলা-কৌশলের পরিচায়ক; আর মস্‌নদের পশ্চাতে জম্‌কালো পোষাক পরা দু'টি সুন্দর ছোক্‌রা মোর্চ্ছহাতে মক্ষিকার উৎপাত নিবারণ ক'চ্ছে।

গালিচার মধ্যে কতকটা স্থানে ধপ্‌ধ'পে সাদা চাদরের ফরাস পাতা, তা'র উপরে নাচ-গানের আসর। অসিতা, সিতা, পীতা, গৌরী, শ্যামা, ক্ষীণা, পীনা, তন্বী, তরলা কলকন্ঠীগণের সমবেত সুরঝঙ্কারের কম্পন-তরঙ্গ চন্দ্রাতপতল-লম্বিত সিতোপল-আলোকাধারের দুল্‌গুলিকে পর্য্যন্ত ধ্বনিত ক'রেছে। পেশোয়াজের সাজ, ঘুঙুরের আওয়াজ, গহনার চমক, নাচের জমক রাত্রে-ই চুকে গেছে। প্রভাতের আসরে বীণাপাণির একাধিপত্য, রূপের আদর অবশ্য-ই আছে, কিন্তু রূপ আজ গুণের বশ্য, সেই জন্য গায়িকারা সহজব্যবহার্য্য পরিধেয় মাত্র প'রে এসেছে; হীরা, মতি, মম্‌তাজ, ময়না, তৌকী শাহাজাদীর দল পা-জামা, জামা ও রঙিন

ওড়না-সজ্জিতা ; জীবন, জান্‌কী, গণেশী, সরস্বতী, বিদ্যাধরী, যমুনার দল ভূষিতা মাত্র ওড়্‌না সাড়ীতে :

চাপকান-পাগড়ী চড়িয়ে মহম্মদ কুদরৎউদ্দীন সাহেবের হরকরা যখন আসরের ধারে উপস্থিত হ'ল, তখন—

"যব যৌবন কি ধুমধাম—আরে—
ধুমধাম—আরে ধুমধাম।
ধুমধাম যৌবনকী—"

ব'লে গণেশী একখানি দেহাতী ভৈরবীর আলাপ ক'র্‌ছিল, একদৃষ্টে অনন্যমনে সমস্ত সমঝ্‌দার গায়িকার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। অনেক চোখ মুখ হাতের ইসারা ক'রে-ও তামিজ খাঁ তা'র মনিবের দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ ক'র্‌তে পার্‌লে না। গান থাম্‌লো, আসরে উত্থিত 'বাহবা, বাহবা!' 'কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ!' 'শোভন্তরি, শোভন্তরি'র উচ্ছ্বাস কতকটা মন্দীভূত হ'ল, তখন নিরুপায় তামিজ খাঁ মরিয়া হ'য়ে, দু'কদম এগিয়ে ভূমি স্পর্শ ক'রে নবাব আলীকে তিনবার সেলাম ক'র্‌লে, আর জোড়হাতে দাঁড়িয়ে মৌলবী সাহেবের দিকে চেয়ে ব'ল্‌লে, "বান্দা হাজির!" মৌলবী সাহেব কতকটা অপ্রস্তুত, কতকটা বিরক্ত হ'য়ে আপনার ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টি ক'রে ব'ল্লেন, "কেঁও বেতমিজ, হিঁয়া তোম্‌কো কোন্ বোলায়া?"

তাজু। জনাব! গোস্তাকী মাফ্ হোয়্, খবর আচ্ছা নেহি।

কুদ্। কেঁও আচ্ছা নেহি? হাল্ আরজ কর?

তাজু, কুঁচে বেরালে নিয়ে গেছে, এ কথাটা প্রকাশ্যে আর কি ক'রে আসরের মাঝ্‌খানে বলে, তাই মনে মনে একটা আমীরী সাঁট্ বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল ; এখন ব'ল্‌লে, "কুছ্ মহলনে লুঠ্ লিয়া।"

কোড্‌ওয়ার্ড প্রস্তুতে ও ব্যাখ্যায় কুদরৎ সিদ্ধ-মস্তিষ্ক, সুতরাং তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন হ'ল, "কুচ্‌মহল লুঠ্‌ লিয়া—কোন্ লুঠ্‌ লিয়া ?"

তাজু। বিল্লর খাঁ নে লুঠ্‌ লিয়া। (অর্থাৎ বেরালে কুঁচে নিয়ে গেছে)।

কুদ্। বিল্লর খাঁ! কেঁও, সিকন্দার শা কাঁহা থা ? (অর্থাৎ শিকের উপর ত' ছিল)।

তাজু। খামিন্! সেকেন্দার শা কো কুছ্‌ কসুর নেহি, লেকিন্ তাকোন্দার খাঁ-নে নিমক্‌হারামী কিয়া। (অর্থাৎ শিকের আর দোষ কি, তাকের উপর উঠে-ই বেরালটা এই কাজ ক'রেছে।

কুদরৎউল্লা মুখ খুব ভারী ক'রে মনে মনে খানিকটা উপায় যেন চিন্তা ক'রে নিলে, তা'র পর তাজুর দিকে তাকিয়ে ব'ল্লে,—"খায়ের, যো গিয়া সো গিয়া, বে-ফয়দা আফ্‌শোষ! তোম্ যাও, মসুর-খাঁকে বোলায়কে সব বন্দ্‌বস্ত ঠিক কর।" (অর্থাৎ চারটি মসুর-ডাল গিয়ে জোগাড় ক'রে ফেল)।

কুদরৎকে তিনবার আর নবাব সাহেবকে তিন-তিরিক্কে ন'বার সেলাম ঠুকে তাজু স্বস্থানে প্রস্থান ক'র্‌লে। পুনর্যাত্রার সময় পথে তাজুকে যে দেখেছে, সেই বুঝেছে যে মিঞার ছাতি আর তার পচা চাপকানের ভেতর আঁটচে না।

নবাব ভাব্‌লেন, এ-লোকটা কে, প্রায়-ই আমার এখানে আসা-যাওয়া করে, আদব-কায়দা দুরস্ত অথচ পোষাক-আষাক দেখে তেমন রেস্তদার ব'লে বোধ হয় না, ভাবতেম্, কোন দেউলিয়া রইস্! এখন দেখ্‌ছি, এর মহল-টহল আছে, লোক-লস্কর-রেসেলা আছে, আর দৌলৎ ত' বোধ হয় বহুৎ,—একটা মহল লুঠ্‌ হ'য়ে গেল, তার জন্যে ব'ল্‌লে—'ক্যা আফ্‌শোষ'—যেন খবরে এলো না।

* * * * *

মজলিস্ বরখাস্ত্ হ'য়েছে, দু'চার জন অন্তরঙ্গ মুসাহেব সঙ্গে নবাব হামামে গিয়ে ব'সেছেন, এমন সময় একজন চোপ্‌দার মামুদ কুদরৎউদ্দীন সাহেবকে সসম্মানে পথ দেখিয়ে হুজুরের সাম্‌নে হাজির ক'র্‌লে। নবাব ব'ল্লেন, "আপনার ইজ্জতের মতন খাতির আপনাকে করা হয় নি, এতে বক্সী, পেশ্‌কার প্রভৃতির যে কশুর হ'য়েছে, তার জন্য আপনি তা'দের মাফ ক'র্‌বেন, আমার সুবার ভেতর এত বড় এক জন রইস্ তালুকদারকে দস্তুরমত দরবারে পেশ্ না করা গুস্তাকি।"

কুদ্। ম্যয় হুজুরালীকা কদম্‌কা জুতি বরাবর, গোলাম, সরকারকা হুকুম তামিল করনেকো ওয়াস্তে জিন্দ্‌গীভর্ ত্যায়ার হো।

নবাব। আপ্‌কা ইসম্ সরিফ ?

কুদ্। ম্যয় জান্‌তা হুঁ, ম্যয় নবাব আলীকা গোলাম, লেকেন সবকোই হামকো মহম্মদ কুদরৎউদ্দীন কয়তে হেঁ।

নবাব। আজ্‌সে সবকোই আপকো সর্‌দার কুদরৎউদ্দীন বাহাদুর কহ্‌কে সেলাম করেগা। আফ্‌শোষ আপ্‌কা ইজ্জৎকা বরাবর আওল-দরজাকা কাম মুঝ্‌কো কুছ্ আব্ ইয়াদ আতা নেহি; খয়রাত্-খানাকা কায়মোকাম দেওয়ান তরকি পা কর্ দোস্‌রা যাগামে যাতে হেঁ, আগর আপ্ মেহেরবাণী কর্‌কে ওই দেওয়ানী পসন্দ্ কিজিয়েগা, তব্ ম্যয়নে বহুত খুস্ হোগা।

কুদ্। জনাব আলীকা হুকুমসে ম্যয়নে সরকারকো জুতি উঠানে আস্তে তৈয়ার হুঁ।

নবাব। সুকর! আপ্‌কা দৌলতখানাসে এত্‌না দূর যানা-আনা তকলীফ হ্যায়, মছ্‌লীবাগ্‌মে আপ্ ডেরা লিজিয়ে, সামান-ওমান হুঁয়া সব কুছ্ মজুত হ্যায়, এক সোয়ারীকা ইজ্জৎ-বি আপ্‌কো দিয়া গিয়া,

ঘোড়ে-ওড়ে-বি তৈয়ার রহেগা, আওর সাল সাল সাত হাজার সিক্কা রূপেয়া তন্‌খা খাজান্‌জিখানাকা মারফৎ পৌছ্‌ যাগা।

পরদিন হ'তে সর্‌দার বাহাদুর কুদ্‌রৎউদ্দীন মছ্‌লিবাগে ব'সে নবাবী বরাদ্দ দৌলৎ দু'হাতে খয়রাৎ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, তামিজ খাঁ নূতন জম্‌কালো উর্দ্দী প'রে অন্যান্য নোকরের উপর নায়েব-সর্দ্দারী ক'র্‌তে লাগ্‌ল; খাসীর কোর্ম্মা, মুরগীর কোপ্তা, জর্‌দা পোলাও চাঁদির বর্ত্তনে ব'সে কুঁচের ঝোলমাখা পান্তা-ভাত ও বেগুন-পোড়াকে মাটীর সান্‌কী সমেত বিদায় দিল; বিল্লর খাঁর জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে "ম্যাও, ম্যাও" শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ ক'র্‌লে-ই সর্‌দার বাহাদুর তামিজকে হুকুম দিতেন, "বিল্লীকো আচ্ছীতরে মচ্ছী খিলাও।"

আমি। হ'য়ে গেল নাকি?

উমা। আমার কথাটি ফুরুলো, ন'টে গাছ্‌টি মুড়ুলো—

শ্রীগোবিন্দ। পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল—

প্রতাপ। তাই ত'! যা'-চ'লে, যাত্রীরা সব গোলমাল বাধিয়েছে, আর ত' গল্প হ'ল না। কোকন খুব ফাঁকি দিলে যা' হোক্‌।

উমা। আচ্ছা, বাড়ীতে পূজার আমোদ-আহ্লাদ সেরে ফের্‌বার সময় দেখা যাবে।

কোকন ব'ল্লে, তখন কি জানো—

"Love from love towards
School with heavy looks."

শ্রীগোবিন্দ ব'ল্‌লে, "ঐ ড্যাঙার দিকে কাণ পেতে শোন, ঢাক, সানাই প্রাণে আনন্দের তুফান তুলে দিচ্ছে,—আজ ষষ্ঠীর প্রভাত।"

গো-গোলযোগ

(২২শে ফাল্গুন ১৩২৯)

সে আজ প্রায় ৬৫ বৎসরের কথা, চিরকুমারী-গীতি "পাখী সব করে রবের" কবি ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দ্বিতীয় ভাগ শিশু-শিক্ষায় পড়িয়াছিলাম, "আঢ্য লোকে মান্য কর।" এ উপদেশবাণীটি দীর্ঘকাল ধরিয়া স্মরণ করিয়া রাখিয়া আঢ্য, শীল, মল্লিক, প্রভৃতি ধনাঢ্য লোকদিগের সম্মুখীন হইতে সমর্থ না হইলে-ও দূর হইতে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট মান্য দিয়া আসিতেছি। আজ প্রাতে কিন্তু শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য মহাশয়কে তাঁহার অলক্ষ্যে যতটা মান্য দিয়া আসিতেছিলাম, তাহা হইতে কিছু 'ডিস্‌কাউন্ট' কাটিয়া লইব কি না, সে সম্বন্ধে মনে একটা খট্‌কা লাগিল। সংবাদপত্রে দেখিলাম, নূতন মিউনিসিপ্যাল আইনের ঠোঁটের (Billএর) মধ্যে তিনি একটি ধারা ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন যে অধিকাংশ মিউনিসিপ্যাল কমিশনর ইচ্ছা করিলে কসাইখানায় যাহাতে বিনা নির্ব্বাচনে গাভী ও বৎস হত্যা না হয়, তাহার বিধান করিতে পারিবেন; কেবল যে এই ধারাটি বিলের মধ্যে লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, তাহা নহে, যখন শ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণত্বের অভিমানকারী শ্রীযুক্ত সার স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অসুস্থতা নিবন্ধন কমিটীতে উপস্থিত ছিলেন না, তখন-ই এই পাপকার্য্য করিবার সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন। যদি-ও কাউন্সিলে পেশ্‌ করিবার পূর্ব্বে লিপিটি স্থরেন্দ্রবাবুর দৃষ্টিতে পড়িয়াছিল, তথাপি বোধ হয় ব্রাহ্মণ বলিয়া-ই 'গো'-শব্দটি তিনি তখন কাটিতে পারেন নাই।

মিউনিসিপ্যালিটীর অধিকারী হইতেছেন কমিশনার বাহাদুররা, যখন সেই বাহাদুরদের নিজের কসাইখানা আছে, বাজারে গো-মাংস, শূকর-মাংস বিক্রয়ের দোকান আছে, তখন আবার 'হ্যান কেট না,' 'ত্যান কেট

না' বলিয়া একটা ন্যাকামো করা কি তাঁহাদের ভাল দেখায় ? আমরা সভ্য হইয়াছি তাই রক্ষা ; নহিলে সেকালের অসভ্য হিন্দুরা আজ বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ-ই গো-শূকরাদি মাংস-বিক্রয়ের প্রশ্রয়দাতা এই মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার হইতে যাইতেন না। আমার স্মরণ হয়, যখন আমার সাত আট বৎসর বয়স, এক দিন হঠাৎ আমার পিতামহের সম্মুখে এক ক্রীড়াসঙ্গীর সহিত কলহ করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলাম যে, "আমি যদি আর তোর সঙ্গে কথা কই ত' আমার গোরক্ত ব্রহ্মরক্তের দিব্যি" ; অসভ্য ঠাকুরদাদা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, দুই কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন। তিনি সবে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াছিলেন, আবার স্নান করিবার জন্য সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে আর্দ্রবস্ত্রে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন, ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত দিবারাত্রি নিরম্বু উপবাসী রহিলেন ; বাড়ীর মেয়েরা আমাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিলেন, মা চুলের মুটি ধরিয়া পিঠে গোটাকতক খুব জোরে চাপড় দিলেন। কিন্তু এ সবের কিছু-ই প্রয়োজন ছিল না। কেন না, তাহার পূর্ব্বে দাদার মুখপানে চাহিয়া-ই আমি লজ্জায় ঘৃণায় ভয়ে যেন মরিয়া গিয়াছিলাম। গো-রক্ত কথাটি কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র-ই কাশীদাস-কৃত্তিবাস-পড়া থানপরা অসভ্য দাদা এই কাণ্ড করিয়াছিলেন ; আর আজ দেখিলাম Roast Beef of old England-পড়া পেন্ট্‌লেনপরা বর্দ্ধমানাধিরাজ, সুরেন্দ্র বন্দ্যোপ্রমুখ কয়টি হিন্দু বাঙালীর গো-হত্যার প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী নাম কাগজে অক্ষয় অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। "আমরা হিন্দু, ও কথাটার কোনদিকে-ই ভোট দিব না" বলিলে কি বড়-ই ভীরুতা প্রকাশ করা হইত ?

যাক্, অমূল্যধন-বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি ভীমরুলের চাকে কাটী দিতে গিয়াছিলেন কেন ? এই হিন্দু-মুসলমানে একতার দিনে মুসলমানের কোন ভাবে আঘাত করা কি হিন্দুর উচিত ? একতার মূলমন্ত্র হইতেছে

একপক্ষকে সহ্য করা। যে শাশুড়ী বৌকে বেলা আট্‌টার আগে ঘুম থেকে উঠিতে বলেন, তার দুটা চোপা হজম করিতে পারে না, তাঁর-ই সংসার ভাঙিয়া যায়।

স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষকে আমি চিরদিন-ই পূজনীয়ভাবে দেখিতাম একবার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি আমাদের থিয়েটার সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা চার অংশীদারে এত দিন কায ক'চ্ছ, তোমাদের ভেতর আজ-ও ঝগড়া হয়নি ?" আমি উত্তর দিলাম, "না।" তিনি বলিলেন, "কেন ?" আমি হেন তেন সাত-সতেরো কত কি বলিলাম, তিনি কোন যুক্তি-ই গ্রাহ্য করিলেন না ; পরে ক্রশ একজামিন করিতে করিতে আমার মুখ হইতে বাহির হইল, "কোন অংশীদার যদি একটু চ'ড়ে উঠে বা একটা বিশেষ গোঁ ধরে, তা অন্যায় মনে ক'র্‌লে-ও আমরা সহ্য ক'রে তাকে পথ ছেড়ে দিই ;" তখন শিশিরবাবু যেন হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, বলিলেন "ওঃ ! তাই বল, you give in !" এই give in-টি হইতেছে একতার মূলমন্ত্র। ভারতে এই ভ্রাতা পাতানোর যুগে অন্ততঃ ভারতবর্ষের মুসলমানরা আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ছোট ভায়ের আবদার বড়্‌দাদাকে সহ্য ক'র্‌তে-ই হয়। আবার এক দিন সার বাম্‌ফাইল্ড ফুলার পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদিগকে তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী বা সুয়োরাণী বলিয়া একটা বক্তৃতায় অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছিলেন, যাহারা দাম্পত্য কাব্যে দ্বিতীয় সংস্করণের অধিকারী, তাঁহারা এই আবদার রক্ষার মর্ম্ম অন্তরে অন্তরে বুঝিবেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানদিগের সঙ্গে হিন্দুদিগের 'ইউনিটি' না থাকিলে-ও পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ সদ্ভাব ছিল, পল্লীগ্রামের ত' কথা-ই নাই, এই কলিকাতা সহরে-ও দর্জ্জিপাড়া তালতলা কড়েয়া প্রভৃতি অনেক পল্লীতে হিন্দু-মুসলমান গৃহস্থরা পাশাপাশি বাড়ীতে প্রায় এক প্রাচীরে বাস করিতেন ও

[এ]খন-ও করেন, ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে নিমন্ত্রণাদি করিবার রীতি আছে, আহার না থাকিলে-ও ব্যবহার আছে—বেশ সদ্‌ব্যবহার। [এ] সব স্থানে হিন্দুর রান্নাঘরের গন্ধ মুসলমানের নাসিকায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে 'কাফের' করে না এবং মুসলমানের বাবুর্চ্চিখানার গন্ধ হিন্দুর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে 'পিরিলি' করে না; পরস্পরের মধ্যে কহ-ই এমন ব্যবহার করেন নাই বা করেন না, যাহাতে অপরের কষ্ট হয় [বা] প্রাণে আঘাত লাগে। কিন্তু এখন আমরা সভ্য হইয়াছি, ভ্রাতা বলিতে শিখিয়াছি, সুতরাং যখন ভ্রাতায় ভ্রাতায় সম্পত্তির চুল-চেরা বখ্‌রা লইয়া বিষম কচ্‌কচি কলহ উকীলবাড়ী আদালত করা সভ্যতার একটি অঙ্গ, তখন এই পাতানো-ভ্রাতাদের সঙ্গে 'ভ্রাতৃভাব' রাখিতে গেলে তাঁহাকে [চু]ল-চেরা বখ্‌রা ত' দিতে-ই হবে, বরং দু'খানা থালা দু'টা ঘটি তাহাকে বেশী দিয়া বলিতে হইবে, "নে' ভাই নে', এই নিয়ে তুই খুসী হ'স্ নিগে' [যা]', আর কচ্‌কচি ক'রিস্ নে'।" হিন্দু মুসলমানের একতা সম্বন্ধে এইখানে এইটুকুমাত্র বলিয়া রাখিলাম।

আঢ্য মহাশয় বলিয়াছেন যে তিনি ধর্ম্ম হিসাবে গো-বধের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই, (economy) গৃহস্থালী হিসাবে গাভীকুল রক্ষার জন্য একটা প্রস্তাব করিয়াছেন মাত্র, বৃষোৎসর্গে তাঁহার আপত্তি নাই। আচ্ছা, আঢ্য মহাশয়কে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলে হিন্দুপরিচয়ভুক্ত এক জন-ও প্রতিনিধি আছেন কি যে হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দিয়া কথা কহিবেন? অবশ্য মেম্বরদের মধ্যে সমাজে অনেকে-ই হিন্দু এবং শ্রেষ্ঠ হিন্দু, কিন্তু 'রিফরম্‌' পাইয়া যে দিন ভারত স্বাধীন হইল, সেই দিন অবধি রাজখাতা হইতে হিন্দু নামটা উঠিয়া যায় নাই কি? কাউন্সিলে য়ুরোপীয়ান মেম্বর আছেন, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেম্বর আছেন, মহামেডান্ মেম্বর আছেন, কিন্তু হিন্দু মেম্বর কই? শুনিতে পাই, নন্-মহামেডান্

অর্থাৎ অ-মুসলমান পরিচয়ে জনকতক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া সু শরীরে বাহাল তবিয়তে নিজ নিজ নামের সীমান্তে এম, এল, সি, সংযু করিয়া লীলাক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকেন বটে। হিন্দুস্থানে স্বাধীনতা স্বরাজ প্রাপ্তির প্রথম কিস্তীর অন্নপ্রাশনে হিন্দু নাম লুপ্ত হইয়া অ-মুসলমান না গ্রহণ; জ্যোতিষমতে মেষ রাশির নামের আদ্য অক্ষরে 'অ' থাকা-ই বিধি

এইবার গৃহস্থালীর হিসাবে গো-রক্ষা সম্বন্ধে গোটা দুই কথা বলিবা আছে। আমি হিন্দু গৃহস্থ, নিজের পেট জ্বলিলে এবং ছেলে-মেয়ে নাতি নাতিনীদের মুখের দিকে চাহিলে প্রথমেই চাল-ডাল ঘি-দুধ কথাগুলা মনে আসে; ঘি-দুধের সঙ্গে গাভী, আর চাল-ডালের সঙ্গে বলদ-ও চোখের সাম্‌নে এগিয়ে পড়ে। গৃহস্থ হিসাবে গাভী যে প্রয়োজনে রক্ষণীয়, বলদ-ও তেমন-ই পালনীয়। শ্রাদ্ধের সময় হিন্দুগণ বৃষোৎসর্গ উপলক্ষে যে একটি পুং-বৎস পূজা করিয়া ছাড়িয়া দেন, তাহার উদ্দেশ্য ঐ বৎস স্বাধীনভাবে বিচরণ ও উদরপূর্ত্তি করিয়া ভবিষ্যতে গ্রামস্থ গাভীকুলের গর্ভে পুষ্ট বৎস উৎপাদন করিবে। এ দেশে এই গো-জাতির উন্নতির কথা উঠিলে-ই এক সম্প্রদায় চীৎকার করিয়া বলেন, জাতিবিশেষের ভোজ্যে ব্যবহার্য্য হইয়া-ই গো-বংশ ধ্বংস হইতেছে। অনেক গরু যে এইরূপে কুরুবংশের দশা প্রাপ্ত হয়, তাহা নিশ্চয়, কিন্তু তা-বলিয়া যে যাহার আহার্য্য ত্যাগ করিবে কি সহজে? আমরা এই বাঙালী জাতিটা-ই কি জৈনদিগের মনোব্যথা নিবারণের জন্য মৎস্য-বাৎসল্য ত্যাগ করিতে পারি? আর যদি-ই কোন আহার্য্য ত্যাগ করিতে হয়, তাহা কি আইনের ভয় দেখাইয়া করা যায়? আইন করিয়া লোককে জেল দেওয়া যায়, জরিমানা করা যায়, আইনে টেক্স আদায় করা যায়, কিন্তু 'ডাল খেও না ডাল্‌না খেও, ভাত খেও না খিচুড়ী খেও, ধুতি প'রো না লুঙ্গী প'র,' এই সবের কি আবার আইন হয়? বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা-ই মানবমনের স্বাভাবিক গতি,

স্মৃতির পর স্মৃতি যখন বিধির উপর বিধি গঠন করিয়া জাতিটার ওঠা-বসা হাঁচি-কাসি পাশফেরা চিৎ হওয়া পর্য্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিতে লাগিল, তখন স্মৃতির শাসনকার্য্য-পরিচালক পুলিশস্বরূপ বিপ্ররা বুঝিলেন যে এত বাঁধন সংসারী লোক সহ্য করিতে পারিবে না ; মাঝে মাঝে বিধি-রক্ষায় অপারগ হইবে বা লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিবে ; সুতরাং তাঁহারা ব্যবস্থা জুড়িয়া দিলেন যে অমুক বিধি লঙ্ঘন করিলে, 'যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং যথাবিহিতগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ'। সেইরূপ ইংরাজরা যত আইনের উপর আইন করিতেছেন, তত-ই লোকের আইন এড়াইবার বা আইন ভঙ্গ করিবার প্রকৃতি জাগিয়া উঠিতেছে, আর "যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং যথাবিহিতগোত্রনাম্নে পাহারাওলায় কি জমাদারায় কি ওভারসিয়ারায় বা এসেসরায় ইত্যাদিভ্যঃ সম্প্রদদানি" ব্যবস্থা হইতেছে। আমায় যদি কেহ কড়াকড়ি এগ্রিমেন্ট লিখাইয়া লইয়া চাকরী দেয়, আমি ত তখন-ই উকীলবাড়ী ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিব, এগ্রিমেন্ট এড়াইবার পথ কোন্ কোন্ খানে আছে। কাল যদি একটা আইন হয় যে বাঙালীরা পাঁটা খেলে পুলিসে ধ'র্‌বে, আমি ত দু'বেলা কাঁচা ছাগল ধরিয়া ধরিয়া খাইব। বাইবেলের ভগবানের প্রথম ভুল এডামকে নিষেধ করা যে ঐ গাছটার ফল খেও না। আমার বিশ্বাস, হিন্দুরা অত গরু গরু করিয়া না চেঁচাইলে অন্ততঃ এ দেশের ভদ্র গৃহস্থ মুসলমানরা অনেকে ও-আহার্য্য পরিত্যাগ করেন ; এখন-ও এই বঙ্গদেশের অনেক প্রাচীন মুসলমান পরিবারের মধ্যে ও-খাদ্যের প্রচলন নাই।

আসল কথা হইতেছে দুগ্ধের কথা লইয়া। এ দুগ্ধ-সমস্যা বড় বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুগ্ধ-ই এ দেশে প্রধান পুষ্টিকর পেয়, বিশেষতঃ শিশুর ও বৃদ্ধের দুগ্ধ একমাত্র জীবনধারণের উপায় বলিলে-ও অত্যুক্তি করা হয় না। অপুষ্টদেহ ও অসন্তুষ্টমনঃবিশিষ্টা বঙ্গের বালিকা জননীগণের বক্ষে

ইদানীং শিশুপালন-উপযুক্ত যথেষ্ট ও সুমিষ্ট দুগ্ধের একান্ত অভাব, সুতরাং অঙ্কশায়ী শিশুর পালনের জন্য গাভীমাতার চরণে শরণ গ্রহণ করিতে হয়। কিঞ্চিৎ ভূমি ও একটি গাভী-ও যাহার নাই, সে এক সময় গৃহস্থ বলিয়া গণ্য হইত না। ইংলণ্ডে-ও এক দিন নয় বিঘা জমী ও এক গাভী গৃহস্থের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। দেবভক্তি ও গো-ভক্তি বলিয়া আমাদের মধ্যে কথাটা আছে বটে, কিন্তু যেমন দোকানে সন্দেশ কিনিতে গেলে বলি, বারো আনার ভাল মনোহরা দাও আর দু' পয়সার লক্ষ্মীপূজার সন্দেশ দাও অর্থাৎ শক্ত ঠন্‌ঠ'নে দুর্গন্ধ চিনির ডেলা গোলাকার পদার্থ দাও বলি, তেমন-ই গো-মাতার সেবার জন্য একটি কাদা-গোবর-চোনাপ্লাবিত ভাঙা একচালা ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেই, বাঁশপাতা কুড়াইয়া খাওয়াইয়া সুরভি যাহাতে দুগ্ধবতী হন, তাহার চেষ্টা করি। পল্লীগ্রামে যখন চলিবেন, তখন চোখ চাহিয়া গরুগুলির অবস্থা দেখিবেন দেখি, কি কঙ্কালসার দেহ, কি সঙ্কুচিত উদর, কি অপরিষ্কার গাত্র, সজল চক্ষুতে কি জ্যোতিঃহীন ক্ষুধিত দৃষ্টি! ব'ল না—ব'ল না বাবা, আর ব'ল না! ইংরাজ-মুসলমানে কেবল খেয়ে গরু নষ্ট করে—আর আমরা কেমন গরুর পূজা করি!

এই বঙ্গের প্রায় দেড় লক্ষ পল্লীর এই অবস্থা। তারপর সহরে ত 'গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ' স্থানে 'মোটার ফিটিং হিতায় চ' বলিয়া ধনীরা প্রমাণ করিতেছেন, আর সাধারণ লোকের 'শোবার' ঘর জুটে না, তা গরু রাখিবে কোথায়?

বাজারে দুধ টাকায় দুই সের হইতে তিন সের পর্য্যন্ত, তাহাতে-ও মিউনিসিপ্যালিটীর জল-সরবরাহ-বিভাগ গয়লানীর কেঁড়েয় মিটার বসাইবেন কি না ভাবিতেছেন, এ অবস্থায় কয়জন গৃহস্থ পরিবারস্থ শিশুদিগকে আধপেটা দুধ খাওয়াইয়া-ও বাঁচাইয়া রাখিতে পারে?

আমরা হিন্দুজাতি আত্মম্ভরিতা ও বিলাসের প্রলোভনে কিরূপে দুগ্ধের

অপব্যয় করিতেছি, ও গো-জাতির অকালমৃত্যু হইতে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করিতেছি, সেই সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। অবিকৃত সহজ অবস্থাতে-ই দুগ্ধ পান করা ই প্রথম ও স্বাভাবিক ব্যবস্থা। রসনার পরিতৃপ্তি এবং অন্যান্য কারণে মানব ক্রমে দুগ্ধ হইতে উহার উৎকৃষ্ট সার ভাগ মাখন মথিত করিয়া লইতে আরম্ভ করিল। মাখন আবার ঘৃতে পরিণত হইল। তাহার পর দুগ্ধের বিকৃতি দধি ছানা পনির ক্ষীর আর-ও কত কি মূর্ত্তিতে মানবের উদরে স্থান প্রাপ্ত হইতে লাগিল; এইরূপে গো-মহিষাদি হইতে দেশের যে পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহার অনেক অংশ আর দুগ্ধপায়ীদিগের ব্যবহারে আসিতে পারিতেছে না। প্রথমে ঘৃতের কথা ধরা যাক্, সেই পৌরাণিক যুগ হইতে দেখা যায় যে এ দেশের ভোজ্যে এবং ধর্ম্মকার্য্যে-ও ঘৃত একটি অতি আবশ্যক পদার্থ। ইহা শুধু রসনাতৃপ্তিকর নয়, মাংসভক্ষণে বিরত জাতির শরীরগঠনকার্য্যে ঘৃত দুগ্ধ ই বলিতে গেলে অতি প্রধান উপাদান। এই বঙ্গদেশে ভদ্র গৃহস্থরা প্রথম অন্ন কিঞ্চিৎ ঘৃতমিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিতেন, আর অল্পমাত্রায় ঘৃত দেওয়া হইত ডাল ও কোন কোন তরকারীতে; ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে সম্পন্ন লোকদিগের বাটীতে কালে ভদ্রে লুচি ভাজা হইত।

আজ লুচির লোভে বা লুচি খাই বলিয়া গর্ব্ব করিবার জন্য কতটা পানের দুগ্ধ কাড়িয়া লইয়া ঘৃতের জন্য ব্যবহার করিতেছি, তাহা কি ভাবিয়া দেখি? অবশ্য বর্ত্তমান বাজারচলন বঙ্গভাষা যেমন ৭৫ ভাগ বিদেশী-বসা-মিশ্রিত, তেমন-ই বাজারচলন ঘি-ও ৭৬ ভাগ মৃত-জীবের চর্ব্বিমিশ্রিত, কিন্তু ২৪ ভাগ ঘৃতের জন্য-ও ত' বহু পরিমাণ পানীয় দুগ্ধ আমাদের লোভ ও আত্মম্ভরিতার দ্বারা অপহৃত হয়। ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে-ও দৈনিক লুচির ব্যবহার এই কলিকাতায়-ও খুব অল্প সংসারে প্রচলিত ছিল; এখন যিনি মাসে ত্রিশ টাকা মাত্র রোজগার করেন, তাঁর জন্য-ও সন্ধ্যার

পর লুচি ভাজা হয়। এতদ্ভিন্ন যিনি রাস্তা চলেন, তিনি-ই দেখিতে পান যে লুচি কচুরী পরেটা রুটীর দোকানের সংখ্যা কত বাড়িয়াছে। প্রত্যেক দোকানে-ই কি স্তূপাকার লুচি ভাজা হইতেছে এবং প্রতি দোকানের সাম্‌নে প্রত্যুষ হইতে খরিদ্দার ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; একবার কোন হিসাবী লোক যদি হিসাব করিয়া দেন যে গৃহে ও দোকানে লুচি ভাজায় প্রত্যহ কেবল এই কলিকাতা সহরে-ই কত মন ঘি খরচ হয়, তাহা হইলে চমকিয়া উঠিতে হইবে।

তার পর সন্দেশ; সন্দেশের জন্য ছানার প্রয়োজন, ছানা দুগ্ধের বিকৃতি। কি সন্দেশের দোকান! সন্দেশের কি ছড়াছড়ি! সন্দেশ খাইবার—সন্দেশ খাওয়াইবার—সন্দেশ পাঠাইবার কি ধূম! সন্দেশ খাইতে হইবে, সন্দেশ খাওয়াইতে হইবে, সন্দেশ পাঠাইয়া সন্দেশ লইতে হইবে, নহিলে আমার বড় লোক বলিয়া নামডাক হইবে না। কলিকাতা সহরে সন্দেশের মত লাভবান ব্যবসা বোধ হয় আর নাই। নূতন ময়রা দোকান খুলিয়া-ই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তেতালা কোঠা তুলিতেছে। ষাট্ বৎসর পূর্ব্বে যে সন্দেশের দাম ১৬ টাকা মণ ছিল, আজ এই লগন্‌সার বাজারে সেই সন্দেশ ১৫০ হইতে ১৬০ টাকা পর্য্যন্ত কিনিতে হইতেছে। আমার কন্যাদায়, ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া বরকর্ত্তার চরণ-পূজা করিয়াছি, তবু-ও আমাকে কর্জ্জ করিয়া সন্দেশ কিনিতে হইবে—পাতে সন্দেশ না দিলে সমাজে বড় নিন্দা! কিন্তু ভাবি কি, যে আমরা যখন সন্দেশ মুখে তুলি, ক'টী দুগ্ধপোষ্য শিশুর ঝিনুক কাড়িয়া লইয়া আমরা মোণ্ডা গালে পূরিয়া মনুষ্যত্বের মুণ্ডপাত করিতেছি? আমি অত সুশিক্ষিত সভ্য লোক নহি, আমার বরাবর-ই স্বভাব যে পরের ছেলের দোষ না দিয়া ঘরের ছেলেকে শাসন করা। আমি মুসলমানকে-ও বলিব না, 'গরু খেও না', ইংরাজকে-ও বলিব না 'ষাঁড় কেট না'; আমি বলিব হিন্দু তোমাকে,

তুমি ভাই গো-রক্ষা কর; চরণে প্রণাম করিলে-ই পূজা হয় না; গরুকে পূজা কর, তাহাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাল ঘরে রাখিয়া,—মন্ত্রে তাহার পেট ভরিবে না; তাহাকে ভাল বিচালী খোল ভূষি ফেন খাওয়াও, তাহার ঘরে সাঁজাল দাও, বৎস্যের পানের উপযুক্ত রাখিয়া তাহাকে দোহন কর। বাৎস্যায়নের কৌটিল্য-নীতি-শাস্ত্রে গ্রীষ্মকালে দুই বেলা গো-দোহন নিষিদ্ধ। তার পর শিশু বৃদ্ধ রোগী প্রভৃতির পানীয় দুগ্ধ যথেষ্ট সরবরাহের পর উদ্বৃত্ত দুগ্ধ থাকে, তাহা হইতে মাখম কর, ছানা কর, ক্ষীর ঘি লুচি খাও, স'য়ের বোয়ের বকুলফুলের মেয়ের বিয়েতে আর বৈবাহিকের বাপের শ্রাদ্ধে মণ্ডা কালাকন্দের আন্ত শ্রাদ্ধ কর, যা' খুসী কর!

ক্ষীর ছানা সন্দেশ লুচির লোভে আমরা কত দুধ চুরী করি, তাহার একটু ফর্দ্দ দেওয়া গেল। তার উপর এক নূতন উৎপাত জুটিয়াছে—"চা"; প্রতি চায়ের পেয়ালায় গড়ে এক কাঁচ্চা করিয়া হিসাব ধরিলে-ও মাত্র এই কলিকাতা সহরে প্রতিদিন কতটা দুধ এই নূতন নেশার শ্রাদ্ধে যায়, একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি। টেক্স বসাইবার মাথা বামুনঠাকুরদের মত আর কাহার-ও কখন হয় নাই; তাঁহারা যেমন কোন নূতন ফল বা অন্য কোন নূতন সুখাদ্য অগ্রে মুখে দিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকে খাওয়াইয়া কিংবা পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগের অশৌচান্তে নূতন জুতা পরিবার পূর্ব্বে অগ্রে ব্রাহ্মণকে পরাইয়া, তবে ব্যবহার করিতে পারিবে নিয়ম করিয়াছিলেন, আজ যদি তাঁহাদের পূর্ব্বপ্রভুত্ব বজায় থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়-ই এই চায়ের ঘটা দেখিয়া আগে বামুনকে দুধ খাওয়াইয়া পরে চা খাইতে পারিবে ব্যবস্থা করিয়া ফেলিতেন। মন্টিথের বাড়ীর পাদুকা-প্রস্তুতকারী এসিস্ট্যান্ট্‌রা যাহাতে সুলভে চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাটে রাত্রিতে ফ্ল্যাট হইয়া পড়িতে পারেন, তাহার জন্য রেণ্ট্‌-এ্যাক্ট্‌ জারি হইল, চাষাদের সৌখীন খাদ্য লবণের ডিউটি ডবল করিয়া যাহাতে দীনের আশ্রয় বিলাসবিবর্জ্জিত মোটরের

ডিউটি কমানো হয়, তাহার এ্যাজিটেশনে পরভার-পীড়িত ইংরাজের আসন টলিল আর চায়ের দুধের উপর একটা টেক্স কেহ মাথা খেলাইয়া বসাইতে পারেন না? সুরেন বাবু ত বামুন, ব্যবস্থা প্রস্তুতে-ও তিনি কেমন ক্ষিপ্রহস্ত, তাহার ফিরিস্তি-ও সে দিন কৌন্সিলে দাখিল করিয়াছেন, একবার আলমারির ভেতর থেকে পৈতে গাছটা বের ক'রে হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে একটা মতলব বার করুন দেখি, যা'তে যার বাড়ীতে যতটা দুধ চায়ের জন্য খরচ হবে, ততটা দুধ আগে নিকটস্থ বাড়ীর গরীবের ছেলেকে খাইয়ে, লোকে তবে চায়ের কপ্ মুখে তুল্‌তে পারবে, নইলে পরজন্মে গৃহস্বামীকে আসামের বাগানের কুলী হ'তে হবে।

এবার আর এক সখ বা প্রয়োজনের খাতিরে আমরা যে গো-বধের প্রশ্রয় দিতেছি, তাহার উল্লেখ করিব। যেমন গাড়ীটানা গরু কি ঘোড়ার পায়ে নাল না বাঁধাইয়া দিলে তাহারা কায করিতে পারে না, তেমন-ই আমাদের টেড়িকাটা বাবুদের পা গো-চর্ম্মে মুড়িয়া না দিলে আমরা কাযে অকাযে কিছুতে-ই যাইতে পারি না।

'পায়ের ধুলা' কথাটা আমাদের-ই নিজস্ব। ভক্তি-ভাজনের পদ-ধূলি লইয়া আমরা তাঁহাকে পূজা করি; গুরুজনকে আমরা তাঁহার চরণোদ্দেশে সম্বোধন করি; প্রণম্য ব্যক্তির চরণের কথা উল্লেখ করিতে হইলে তাহার অগ্রে আমরা 'শ্রী' বিশেষণ সংযুক্ত করি; এখন সেই শ্রীচরণ গো-চর্ম্মে মণ্ডিত না করিলে তাহার গৌরব রক্ষা হয় না। এখন অন্নগত প্রাণ আর জুতাগত মান। কোন নিমন্ত্রণের বৈঠকখানায় বসিলে বা পংক্তিতে ভোজন করিতে করিতে আমরা একবার চাই লুচির দিকে আর একবার চাই জুতার দিকে। কেন না, জুতা-যুগে অনেক সাধারণতঃ চরিত্রবান্ ভদ্রলোক-ও জুতা বদল করিয়া লইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারেন না। মুমূর্ষু জনক-জননীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অন্যান্য আশা-নৈরাশ্যের চিন্তার

দহিত প্রথম ভাবনা মনের উপর ভাসিয়া ওঠে, দিন কতক খালি পায়ে চ'লে কষ্ট পেতে হবে। শতকরা ৯৯'৯ জোড়া জুতা তৈয়ারী হয় গো-চর্ম্মে। পৃথিবী—ভারতবর্ষ—সমগ্র বঙ্গদেশের কথায় আর কায নাই; মাত্র এই কলিকাতা নগরীতে যত লক্ষ জোড়া বিনামা বিক্রীত হয়, তাহার জন্য চর্ম্ম সরবরাহ করে কি—যে সকল বলদ গাভী বৎস আয়ুর্ব্বেদমতে পীড়িত হইয়া সজ্ঞানে ধাপা লাভ করে তাহাদের-ই দেহ? এই জুতার জুতায় কত গরু মানবের হস্তে আইনী বে-আইনী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, তাহার হিসাব কোন Statistician করিয়াছেন কি? জুতার উপর আবার উপসর্গ আছে পোর্টম্যান্টো, ব্যাগ, সুট্‌কেশ্‌ ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঙলা ত' বিজ্ঞান বিজ্ঞান করিয়া অজ্ঞান হইয়াছে, গো-বধের জন্য খৃষ্টান মুসলমানকে দায়ী করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে পদাভরণের উপকরণ আদায়ের চেষ্টা যদি তাঁহারা অগ্রে করেন, তবে অনেক ধেনুর আখেরি বেণুবাদন বন্ধ করিতে পারিবেন। গাছের ছাল আছে, আটা আছে, রবার, শোন, পাট, কার্পাস, কর্ক বা অন্য কিছু হইতে জুতা, ব্যাগ, কুরিয়ার ব্যাগ, মনিব্যাগ, ঘোড়ার সাজ, মণিবন্ধ-ঘটিকার বগ্‌লস্‌ প্রভৃতি প্রস্তুতের উপায় করিলে হয় না? ও ভেজিটেবল-সু বা তরকারী-পাদুকায় কায চলিবে না; ও-জিনিষটি মুগ্ধ-বোধ পাঠের পূর্ব্বে বিদ্যাসাগরের উপক্রমণিকা-ও নয়।

মুসলমান ভ্রাতাদের বিগড়াইতে গেলে বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না, বরং তাঁহাদের হাতে ধরিয়া বলা ভাল "ভায়া, ঐ মাংসটা তোম্‌রা আর বেশী ব্যবহার না ক'র্‌লে-ই ভাল হয়"; নচেৎ একতার প্রভাবে ক্রমে তাঁহারা যেরূপ সব আলাদা আলাদা চাহিতেছেন, কোন্‌ দিন না কর্পোরেশনে প্রস্তাব উত্থাপিত করেন্‌ যে মুসলমানদের চলিবার জন্য একটা একটা আলাদা ফুটপাত রাস্তায় রাস্তায় প্রস্তুত হউক।

ইলিশ

চক্‌চ'কে চাকা চাকা সিকি-ঢাকা অঙ্গ।
কালাপেড়ে দাঁড়াখানি তনু ধনু-ভঙ্গ ॥
মিঠে গঙ্গাজলে তোলা অন্নপূর্ণা-ঘাটে।
মেছোর পাটায় শোভে কিবা বাঁকা ঠাটে ॥
ইলিশে খোলবে যথা জলুশের ছটা।
ভোজনে স্বজনসনে আরো ভারি ঘটা ॥
পেট-জোড়া ডিম-যোড়া পড়ে যেন ফেটে।
দিচ্চে তুলে হাতে মেছো ইচ্ছে খেতে চেটে ॥
পাড়াতে কড়াতে কেহ মাছ ভাজে [illegible]তে।
রন্ধনে আনন্দ বাড়ে গন্ধে মন মাতে [illegible]
লাউপাতা সাথে ভাতে স'র্ষেবাটা [illegible]।
সেই বোঝে মজা তার যার আছে [illegible]খা ॥
ভাতে মেখে খাও যদি ইলিশের [illegible]।
কাজ দেবে যেন 'কড্‌লিভার অয়েল' ॥
গরম গরম ভাজা খিচুড়ির সঙ্গে।
বর্ষাকালে হর্ষে গালে তোলে লোকে বঙ্গে ॥
পদ্মার হুদ্দোর মধ্যে ইলিশের রান্না।
উড়েতে হাঁড়িতে দিলে চোখে আসে কান্না ॥
কাঁচা ইলিশের ঝোল কাঁচা লঙ্কা চিরে।
ভুলিবে না খেয়েছে যে ব'সে পদ্মাতীরে ॥

ভাজিলে ঝালের ঝোলে ইলিশ অসার।
কাঁচাতে অরুচি রুচি মাথমের তার॥
স'র্ষে বাটা দিয়ে তা'তে মিশাইয়া দধি।
আমিরী আহার হবে রেঁধে খাও যদি॥
পিরিতে ইলিশ গাঁথা পুঁইপাতা সাথে।
তেল-কাঁটা দিয়ে ঘাঁটা চাটাচাটি পাতে॥
টকেতে চটক বাড়ে শেষে মুখশুদ্ধি।
ধন্তি ধন্তি রাঁধে গিন্নী মরি মরি বুদ্ধি॥
রাঁধুনী নিপুণা রাঁধে কত যে রকম।
ইলিশেতে অম্ল গড়ে বড়া পোড়া দম॥
পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিক যতনে।
আদরে করেন পূজা ইলিশ-রতনে॥
আষাঢ়ে প্রথম মৎস্য প্রবেশিলে ঘরে।
দূর্ব্বাধানে পূজে তারে শঙ্খরব ক'রে॥
রমণী-রসনা বোঝে ইলিশের স্বাদ।
চাঁদমুখে চিবাইতে সধবার সাধ॥
একটি একটি কাঁটা তারিয়ে তারিয়ে।
অবলা বিরলে খান বেরালে হারিয়ে॥
ছেলে-পুলে ধ'রে এনে খাওয়াইয়ে ঠুসে।
পুণ্যবতী গিন্নী খান কণ্ঠাখানি চুষে॥
বড় বউ মুড়ো চায় ভাজা খাবে মেজো।
ছোট বউ বলে, দাগা কড়া ক'রে ভেজো॥
ন'খুড়ীমা'র রুচি বেশী চচ্চড়ি খেতে।
আছড়া-আছড়ি ছুঁড়ীদের ছেঁচড়া পাতে পেতে॥

আস্ত-অস্ত পান্তা-ভাবে মেখে টক্ বাসি।
হ'তেন নাক' ক্ষান্ত কভু খেতে শান্ত মাসী॥
হিষ্টিরিয়া দৃষ্টিহারা পর্কোলা দে' চোখে।
অম্বল সম্বল পেটে ওঠে ঢোঁকে ঢোঁকে॥
নিভাননা স্থকুজনা আলোচনাগণ।
বঞ্চিতা ভোজ্যের ভোগে যত বাছাধন॥
ইলিশকে বিষ বোধে সারা হ'ন ভয়ে।
হজ্ব্যাণ্ড হাইজিন্তত্ত্ব প'ড়েছেন ব'য়ে॥
ছেলে পড়ে স্বাস্থ্যরক্ষা অম্ল-উদজান।
চাম্চে মাপে নাম্চে তাই অন্নপরিমাণ॥
আস্ত গোটা মৎস্য খাবে কোস্তা-কুস্তি কস্ত।
কাঙলা বাঙলা হ'তে সে পুরুষ অস্ত॥
দেখেছি, এ দেশে নারী ঢুকে ঢেঁকিশালে।
শ্যামা যেন রণবেশে নাচে তালে তালে॥
প'ড়েছে কেশের রাশি পিছনে ঝাঁপায়ে।
দুম্ দুম্ পড়ে ঢেঁকি মেদিনী কাঁপায়ে॥
ঘর্ঘর ঘুরিছে জাঁতা কামিনীর করে।
শিলেতে পিষিছে নোড়া জোড়া ভুজে ধ'রে॥
জলের কলসী কাঁকে হেলাইয়া অঙ্গ।
আলো ক'রে চলে পথে রূপের তরঙ্গ॥
শুয়ে ব'সে মাথা ঘ'সে রসে ভেসে কবে।
ফর্কে গিয়ে পর্দ্দাপার্কে সুস্থ দেহ হবে॥

—·—

নলের নবকলেবর

১

সারা বেলাটা লেবরেটারীতে খেটে দিবাবসানে একটি যুবক মাথাটা
রটা ঠাণ্ডা কর্‌বার জন্যে বাগানে বেড়াচ্ছেন। এই বাগানটি রাজ-
ীর-ই একটা অংশ মাত্র; নানারকম ফল ফুল ও পাতাবাহারের গাছে
ানটি দিব্য সাজানো। এই বাগানে পুকুর আছে, দীঘি আছে, ফোয়ারা
ছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পরম পণ্ডিত এই যুবকের মনে অনেক দিন
কে একটা সন্দেহ জেগেছে যে পৃথিবীর কায চালাবার জন্যে যতটুকু
প ও আলো আবশ্যক হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণে সূর্য্যকিরণ
াবায় হ'য়ে যায়, কিন্তু দিনের বেলার এই অতিরিক্ত সূর্য্যরশ্মি যদি কোন
য়ে ধ'রে কোথা-ও আলাদা জমা ক'রে রাখা যেতে পারে, তা হ'লে
য়োজন বুঝে অন্য সময় ঐ সঞ্চিত শক্তিকে খাটিয়ে মানুষ আলো ও তাপ
াদায় ক'রে নিতে পারে।

প্রকৃতি থেকে-ই মানুষের উৎপত্তি, অর্থাৎ নেচার বা প্রকৃতি-ই হ'ল
নুষের জননী; সুতরাং নেচারকে conquer করা বা মা'কে জব্দ
রা-ই মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা ও উন্নতির প[illegible]য়। পরশুরাম
থকে আরম্ভ ক'রে এই নিধিরামের বাড়ীর ভেতর পর্য্যন্ত নজর ক'র্‌লে
ছেলের এই বিদ্যার প্রমাণ প্রায় ঘরে ঘরে-ই পাওয়া যায়।

আমাদের এই পরিচিত যুবকটির সঙ্গে পাঠকপাঠিকার যে আলাপ
'রে দেওয়া উচিত, এ কথা মনে ছিল না, এই লৌকিকতা-রক্ষা-ভঙ্গ-
অপরাধ জন্য আপনারা ত্রুটি মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

এই যুবকটি নিষধ নগরের রাজা। শেয়ালদহ বা হাবড়া কোন্ ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেণে চ'ড়্‌লে বা কোন্ লাইন দিয়ে গেলে কবে কত রাত্রে গিয়ে নিষধ নগরে পৌঁছুতে পার্‌বেন, তা আমরা ঠিক ব'ল্‌তে পারি না, বোধ হয়, বিলিতী পাণ্ডা কুক কোম্পানী বা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুসন্ধান ক'র্‌লে ঐ নগরটি এখন-ও বর্ত্তমান আছে কি বহুকাল হ'ল তার গঙ্গালাভ হ'য়েছে তা জান্‌লে-ও জান্‌তে পারেন। যা'হোক এই নিষধনগরের রাজার নাম নল। আপনারা ব'ল্লে-ও ব'ল্‌তে পারেন যে নল কখন-ও মানুষের নাম হয়? এই বিষয়ে আমরা আপনাদের সঙ্গে একমত। বাস্তবিক যুবকটির যথার্থ কি নাম ছিল, তা ইতিহাস কখন-ও অক্ষরে প্রকাশ করে নি, তবে আমাদের বোধ হয় তিনি বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য সর্ব্বদা নানা রকমে পাইপ্ ও টিউব্ অর্থাৎ নল নিয়ে নাড়াচাড়া ক'র্‌তেন ব'লে তিনি "নাইট্ অফ্ দি পাইপ্" কিংবা "নল-রাজ" ব'লে খ্যাতি লাভ করেন।

নলরাজ বাগানে বেড়াচ্ছেন আর মনে মনে সূর্য্যরশ্মি পাম্প ক'রে বোতলে পূরবার একটা প্ল্যান ঠিক্ ক'র্‌চেন, এমন সময়ে অদূরে একটি ফোয়ারার উপর একটি সদ্য রজকাগার-প্রত্যাগত শুভ্রোজ্জ্বল-ধৌত-বসনের ন্যায় হংসকে উপবিষ্ট দেখে রোষ্ট্ খাবার লোভে রসনার প্রেরণায় তিনি দৌড়ে গিয়ে ধ'রে ফেল্লেন সেই হাঁসটিকে।

বন্দী হংস তখন সহজে প্রত্যাশিত প্যাক্ প্যাক্ প্যাক্ ক'রে না উঠে ব'লে উঠ্‌লো,—"I say Nal, old fellow!" অর্থাৎ "ওহে নল, বুড়ো ইয়ার!" নল ত' অবাক্। অবশ্য নলের মতন এক জন বিদ্যোৎসাহী নিশ্চয়-ই জান্‌তেন যে এই উন্নতির যুগে অধ্যাপকরা আর কেবলমাত্র প্রাসাদ-প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ নয়, শুশ্রূষায় আজকাল ঘাটে-মাঠে বাটে হাটে কুটীরে পর্য্যন্ত চ'রে বেড়াচ্ছে; তাঁর বাগানের মালী-ও এখন রাগ

বুলে খোন্তা কোদাল দূরে ফেলে বলে,—"শালিনে বনমালিনে"; আর ওরাকুমারী-ও ক্রচেট্-হাতে বিচরণ করে। এর উপর নলরাজ বৈজ্ঞানিক ইট্, সুতরাং নিশ্চয়-ই তিনি জার্ম্মেণী বেড়িয়ে এসেছেন। কে না নে, বিজ্ঞান কি অন্য কোন বিষয়ে প্রধান পণ্ডিত হ'তে হ'লে জার্ম্মেণীতে য়ে প'ড়্‌তে হয় আর ইংলণ্ডে ফী জমা দিতে হয়। কিন্তু উচ্চশিক্ষা, নশিক্ষা, হাড়, মাস, চাম্‌ড়া এডুকেশন পর্য্যন্ত চ'ল্‌বে, এ খবর রাখ্‌লে-ও লখাপড়ার চর্চ্চা যে পশুপক্ষীদের মধ্যে-ও আরম্ভ হ'য়েছে, এর কল্পনা লের-সূক্ষ্মছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে নি।

হায় নল! তুমি ডিস্ক্, ব্লোপাইপ, টেষ্টটিউব, গ্যাস, হক্সলে, টিণ্ডাল, জগো, গ্যানো ট্যানোকে নিয়ে-ই দিন কাটিয়েছ। পুরাবৃত্তের দিকে-ও যদি তোমার মন থাক্‌ত, তা হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌তে যে এ দেশে বহুকাল হ'তে-ই পশুপক্ষীদের ভেতর বিদ্যাচর্চ্চার বিলক্ষণ আদর ছিল। তখনকার এক জুলজিক্যাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নাম ছিল বিষ্ণুশর্ম্মা, এই মিষ্টার বিষ্ণুশর্ম্মা—তাঁর সময়ের পশুপক্ষীরা যে উত্তম সংস্কৃত ভাষায় আলাপ ক'র্‌তো, এ কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ ক'রে গেছেন। গ্রীক পণ্ডিত ঈশপ্ এ দেশে হাতী দেখ্‌তে এসে একটা বকের সঙ্গে ব্যবহারে বাঘের অতি উচ্চ অঙ্গের ডিপ্লোমেসি দেখে গিয়ে সেটা নিজের দেশের ঘটনা ব'লে প্রচার ক'রে দিয়েছিল। শুন্‌ছি, ছাতারে পাখী, কাদাখোঁচা, ফিঙে টিঙে ধ'রে আবার মন্ত্রীর কর্ম্মে নিযুক্ত কর্‌বার প্রস্তাব হ'চ্ছে, কিন্তু কে না জানে হায়! এই আর্য্যাবর্ত্তে এক দিন কেবল শুক অর্থাৎ টিয়ে পাখী নয়, তার স্ত্রী সারী কি না মিসেস্ টিয়ে পর্য্যন্ত রাজমন্ত্রীর কার্য্য ক'র্‌তেন;—হায় রে, কোথায় গেল আজ সেই স্ত্রীশিক্ষা!

যাক্, গল্প ধরা যাক্। হংস ব'ল্লেন, "হে রাজন্! আমায় বধ ক'রো না। ক্ষিধে পেয়ে থাকে, ঐ গাছে গাছে আম, কাঁটাল, তাল, বেল,

আতা, নোনা, নারকোল ড্যাফল, আরো কত ফল ঝুলচে, জিভ্ জুড়িয়ে পেট ভ'রে খেয়ে ফেল। ছাখ, আমায় বধ ক'র্লে তোমায় 'মার্ডার চার্জে' প'ড়্তে হবে। বধ মানে-ই মার্ডার, তা পশুপক্ষী-হত্যা ই হোক্ আর নরনারী-হত্যা-ই হোক্। তবে তুমি রাজা, তোমার সাত খুন মাপ। আর রাজগুষ্টি ব'লে তোমরা সবাই একযোট হ'য়ে আমাদের কি না এই পৃথিবীর আদিম নিবাসী পশুপক্ষীদের কোন ফিলিং নেই, স্নেহ-মমতা নেই, ব্যথা-বোধ নেই, মানুষের সখ আর পেটের জ্বালা দূর করা ছাড়া আমাদের জীবনের আর কোন প্রয়োজন নেই ব'লে-ই ফয়তা দিয়েছ, কাযে-ই এখানে তোমরা সাজার হাত এড়িয়ে যাবে, কিন্তু আর একজন রাজা আছেন—যাঁর তুমি-ও প্রজা, আমি-ও প্রজা তাঁর সাম্‌নে একদিন তোমাকে খুনী আসামী হ'য়ে খাড়া হ'তে-ই হবে, তখন তুমি কি জবাব দেবে MAN! বরং ছেড়ে দাও, আমি তোমার একটা উপকার ক'র্‌ব।

নল। তুমি আমার কি উপকার ক'র্‌বে?

হংস। আমি তোমার বিবাহ দিয়ে দেব।

নল। বিবাহ!—স্ত্রীলোকের সঙ্গে?

হংস। পুরুষের বিবাহ এখন পর্য্যন্ত ত' স্ত্রীলোকের সঙ্গে-ই চ'লে আস্‌ছে; তবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় একটা মেটামরফোসিস্ ক্ল্যাস্ খুলেচে, তাতে কেদার যে কালে কামিনী হ'য়ে দাঁড়াবে, এমন বেশ আশা করা যায়। কিন্তু আমি যে প্রস্তাবটা ক'র্‌ব, তাতে বড় একটা চান্স আছে। এ ক'নে বা ডাউয়েরি অর্থাৎ যৌতুক হাত-ছাড়া হ'য়ে গেলে শীগ্‌গির আর এমনটি জুটবে না।

নল। কিন্তু, ব্রাদার হংস! স্ত্রীলোককে বিয়ে ক'র্‌তে আমার বড় ভয় করে।

হংস। কিছু-ই আশ্চর্য্য নয়; চাক্ ঘাঁটাতে কে না ভয় পায়? তবে কি না মধু—বুঝেচেন—মধু—understand—মধু!

নল। Dear Duck! তুমি ত' বিজ্ঞান জান না, জান্‌লে বুঝ্‌তে যে নারী একটা ভয়ানক 'এক্সপ্লোসিভ্—কম্‌বাষ্টিব্‌ল্!

হংস। তাতে আপনার ভয় কি? দাহ্য পদার্থ নিয়ে-ই ত' আপনার কাজ। আপনি রাজা ব'লে-ই পার পেয়ে যাচ্ছেন, নইলে যে সব ভয়ানক 'এক্সপ্লোসিভ্' আপনার লেবরেটরীতে আছে, আর কেউ হ'লে এত দিনে গ্রেপ্তার হ'ত।

নল। তা বটে, তবে কি জান হংসেশ্বর! নারীর নয়ন দুটি অতি বিষম জিনিষ, ও দুটি cellএর ভিতর যে কি রহস্য আছে, তা পৃথিবীর কোন বৈজ্ঞানিক আজ-ও নির্ণয় ক'র্‌তে পারে নি। ঐ চোখের ভেতর থেকে যে ইলেকট্রিক কারেন্ট পাস করে, তার বৈদ্যুতিক শক্তিতে দশটা মাথাওয়ালা রাবণ-ও অচেতন হ'য়ে পড়েন। আবার আশ্চর্য্য! ঐ এক-ই cell ইলেকট্রিসিটির সঙ্গে সঙ্গে সময়ে সময়ে এত বেশী হাইড্রোজেন জেনারেট করে যে নিঃশ্বাস টানার সময় সেই অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে একেবারে $H_4\ O_2$ হ'য়ে দাঁড়ায় আর জলের তোড়ে বড় বড় হাতী পর্য্যন্ত ভেসে যায়।

হংস। কাজটা সীরিয়াস্ বটে, তা না হ'লে আপনার মত লোককে ব'ল্‌ছি কেন। বিশেষ, রূপবতীর নামটি হচ্ছে দময়ন্তী।

নল। দময়ন্তী! গ্রীক 'Damaein' শব্দের অর্থ ত' হ'ল পোষমানানো—

হংস। কিন্তু আগে ঐ উপসর্গটি আছে 'Adamas', ঐটে-ই হ'চ্ছে বিরোধ-বাচক।

নল। যা হোক্, বিপজ্জনক পরীক্ষণে সাফল্যলাভ করা-ই বৈজ্ঞানিকদিগের বীরত্ব। তা এই মানবীটি কে?

হংস। ইনি হ'চ্ছেন বিদর্ভেশ্বরের কন্যা।

নল। বয়স কত?

হংস। ছি!

নল। ঠিক ঠিক, মাপ ক'র্‌বেন; যুবতী যে স্ত্রীলোক, তা আমার মনে ছিল না। দেখ্‌তে শুন্‌তে অবশ্য ভাল ?

হংস। ভাল! চুলে কেরলী, চোখে বাঙালী, নাকে গ্রীক, ঠোঁটে মারাট্টা, রঙে কাশ্মীরী, কটি অবধি কৌরঙ্গী, তার নীচে উড়েনী, একেবারে 'হল অফ্ অল্ নেশান্‌স্।' সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী। তার উপর সংস্কৃতে ভটচার্য্যি পালীতে ফুঙ্গী, ফ্রেঞ্চে—

নল। অ্যাঁ! ফ্রেঞ্চ-ও জানে না কি ?

হংস। বই প'ড়ে শেখা নয়; তবে কুমারী সর্দ্দিটর্দ্দি হ'লে যখন কথা ক'ন, তখন তাঁর ভাষা মুঁসিয়েরা-ই বুঝ্‌তে পারেন। এ ছাড়া গাে প্যাটি, নাচে আল্‌বা, বাজায় নিতাই চক্রবর্ত্তী, কুস্তীতে—

নল। কুস্তী ?

হংস। সখীদের সঙ্গে।

নল। আচ্ছা হংসেশ্বর, তুমি ত কলেজে প'ড়েছ দেখ্‌ছি, তবে ঘট্‌কালী বিদ্যে শিখ্‌লে কোত্থেকে ?

হংস। এবার আমাদের ইউনিভার্‌সিটিতে চীন থেকে 'গ্রীং রীং ভীং' ব'লে যে নূতন ভাইস্‌চ্যান্সেলার এসেছেন, তিনি ব'ল্লেন,—'বিশ্ববিদ্যালয় যখন বরের-ই গুদম, তখন এখানে একটা ঘট্‌কালীর চেয়ার খুল্‌লে এই নন্‌-এম্‌প্লয়মেণ্টের দিনে অনেক ছাত্রের গতি হ'তে পারে। তবে M. M, M, পাশ করার পরে-ও যাতে আমরা ল' লেক্‌চার শুন্‌তে পারি, তার জন্যে একটা দরখাস্ত ক'রেছি।

নল। হংসরাজ, So fatal was never so sweet! তুমি এই বিবাহ ঘটিয়ে দাও, আমি ঘটোৎকচস্বরূপ তোমাকে এক টিন্ গোয়ালিনী মার্কা দুগ্ধ খাইয়ে দেব।

হংস রাজার শেষ কথা শুনে 'Thanks' ব'ল্‌তে গিয়ে খালি "প্যাঙ্ক" ক'রে ফেল্‌লে। তার পর রাজাকে উদ্দেশ ক'রে ব'ল্লে, 'আপনি প্রস্তুত হ'ন, আমি ক'নের বাড়ী চ'ল্লেম। উদ্বিগ্ন হবেন না, আমি অতি শীঘ্র-ই ফিরে আস্‌বো; আমরা হংসজাতি, একাধারে এয়ারোপ্লেন, সী-প্লেন।"

ইতি নল-নবকলেবর-কাব্যে ঘটকোচ্ছ্বাসো নাম প্রথমঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ।

২

আবার বাগান; নেহাৎ বাদ্‌লা-বৃষ্টি না হ'লে ইট্‌-কাঠের বেড়ার ভেতর প্রেম জমে না। অনাঘ্রাত ফুল-গন্ধ, বায়ুর মন্দ আন্দোলন, সরসীর সলিল-হিল্লোল, অস্তগামী সূর্য্যের ম্লান মাধুর্য্য, বর্ষাবারি-ধৌত চন্দ্রের অতুল ঐশ্বর্য্য—ঘরের ভেতর আমরা কোথায় পা'ব? আমরা সহরবাসী গৃহস্থলোক, এই জন্য অন্ততঃ ছাদের ওপর মদন ওরফে প্রণয় ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত ক'রে থাকি। তবে রাজারাজ্‌ড়ার ত' আর বাগানের অভাব নেই। তাই আসুন, আমরা খিড়্‌কীদোর দিয়ে একটা রাজ-অন্তঃপুরের পিছনের বাগানে ঢুকে পড়ি।

পরিচ্ছন্নতা ও বস্তু-বিন্যাসে উদ্যানটি মালীর মেহনতের সাক্ষ্য দিলে-ও হরিণাক্ষী ললনার সৌন্দর্য্য-বোধ ও শিল্প-নিপুণতা যে কারুকল্পনাকে রূপের আধারে পরিণত ক'রেছে, তা বেশ বোঝা যায়।

চির-নবীন দূর্ব্বাদলের আঁচল-চাপা সরোবরতীরস্থ প্রশস্ত লনটি অস্তগামী সূর্য্যের প্রখর তাপ থেকে রক্ষা কর্‌বার জন্য পশ্চিমদিকে ঘন বাঁশের ঝাড়। এইখানে বিদর্ভদেশের রাজার একমাত্র কন্যা কমকান্তি দময়ন্তী সখিগণের সঙ্গে ফুটবল খেল্‌ছেন।

বড় বাড়াবাড়ি ক'রে ফেল্‌ছি, না পাঠক মহাশয় বা পাঠিকা টীকাকারিণী? কিন্তু সাহিত্য-আদালতে এত কাল টাউটারী ক'রে কি নজীর কথাটা-ও শিখি নি? স্বয়ং কবি কালিদাস কুমারসম্ভবে

কন্দুক-ক্রীড়ার কথা উল্লেখ ক'রে গেছেন। তবে আমাদের সেই রা
মা'টি তাঁর খেলার গোলাগুলিকে কোমল কর-পল্লবে ধারণ ক'র্তেন
শ্রীচরণের পুণ্যস্পর্শে অদৃষ্টের লীলাভূমিতে গড়িয়ে গড়িয়ে অবশেষে গে
পার ক'রে দিতেন, সে কালের রিপোর্টাররা তার ধারাবাহিক বিব
দিয়ে যান-নি। আর অহঙ্কারী পুরুষ আমরা যদি একটু বেশ ভেবে-চি
ধ্যান ক'রে দেখি, তা হ'লে বুঝ্তে পারি যে পুরুষদের নিয়ে ফুট
খেল্বার জন্য-ই এ সংসারে নারীর সৃষ্টি। লুপ্ত-স্থিতি-স্থাপকতা শূন্য-গ
গোলক আমরা ঐ লক্ষ্মীদের শক্তির তাড়নাতে-ই সচেতন হই, লাফি
উঠি, উদ্দেশ্যের নির্দ্দেশ পাই আর কখন কখন বন্ধনীর সীমা অতিক্র
ক'রে ক্রীড়ারতা মমতাময়ীর গৌরব বৃদ্ধি করি।

গলায় দড়ি দিলে-ও এ লজ্জা যায় না যে আজ বিদেশী বেণে ব্যাসা
বেচ্তে এসে এ দেশকে স্ত্রী-শিক্ষা দিতে, স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা সম্মা
দিতে শেখাচ্ছে। আর আমরা বেহায়া হ'য়ে স্বীকার ক'চ্ছি যে আম
আশ্চর্য্য একটা নূতন কথা শুন্লুম।

এই ভারতবর্ষের কল্পনা-ই এক দিন নারী-মূর্ত্তিকে চৌষট্টি-কলা
সমষ্টিত সর্ব্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিল। ভারতে
উপাসকেরা-ই দুর্গাদেবীর দশখানি হাতে দশখানি অস্ত্র দিয়ে তাঁর চরণে
প্রণত হ'য়েছিল। এ দেশের সর্ব্বত্যাগী পুরুষের আদর্শ শিব-ই রণ
শ্রমাবসানে গৌরীকে মসীময়ী দেখে আপনার বুক পেতে দিয়ে জায়াকে
তার উপর দাঁড় করিয়েছিলেন।

যে দেশে শক্তিকে সম্মান কর্বার জন্য আজ-ও সধবার পূজা কুমারী
পূজা হয়, সে দেশের দময়ন্তী অন্তঃপুরের অন্তরালে সখীদের সঙ্গে যা
একটু ফুটবল খেলেন, তবে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়? খেলা-টা
আপোষে লড়াই; সুতরাং হারজিত দুয়েতে-ই, সমস্ত গ্রাউণ্ড-টা থেকে-

একটা হাসির উচ্ছ্বাস মুখরিত হ'চ্ছে। অবলা-অধর-স্ফুরিত হাস্যের মধুর কল্লোল অতিক্রম ক'রে একটা আওয়াজ এল—প্যাক্।

কোকিলের কুহুরে কিশোরীর কমকান্না কচিৎ চমকিত হয় বটে, পাপিয়ার স্বর-লহরীতে-ও প্রেমিকার বুক-টা চাপিয়া ধরার কথা, ভ্রমর-গুঞ্জন-ও রমণীরঞ্জন; কিন্তু হংসের ডাকে এমন কি রাগিণী মাখা আছে যে তা' ঝুমকো ঝোলানো রাঙা রাঙা কাণগুলির ভেতর ঢুকে স্ফুটনোন্মুখ বালিকা কলিকাদলের কন্দুকক্রীড়া বন্ধ ক'রে দিতে পারে? শব্দমাত্রে-ই প্রাণের ভেতর একটা ভাবের ছবি ফুটিয়ে তোলে; হংস কলকণ্ঠ না হ'লে-ও তাহার আগমনসংবাদ নবীনা যুবতীদের মনে উত্তেজনার পটপরিবর্ত্তনের একটা সঙ্কেত ক'রে দিলে। সরোবরসলিলে ভাসমান সেই সিতাঙ্গ বিহঙ্গের রঙ্গ দেখে ক্রীড়াশীলা বালিকারা ফুটবল ফেলে পাখীটিকে ধর্‌বার জন্যে পুকুরের পাড়ে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ ক'রে দিলেন। যে নিজে সুন্দর, সে সকল সামগ্রীকে-ই সুন্দর ক'রে ভোগ ক'র্‌তে পারে, সেই জন্য হংসরাজ ধরা দেওয়ার অভিসন্ধি স্থির ক'রে এলে-ও খানিকক্ষণ সুন্দরীদের চটুল চরণের লাস্যলীলা ও উল্লাসফুল্ল কপোলের অলক্তোজ্জ্বল আভা প্রশংসা-দীপ্ত চক্ষে উপভোগ ক'রে নিয়ে স্বয়ং দময়ন্তীপ্রক্ষিপ্ত পুষ্পাসারবাসিত চেলাঞ্চলের তলে ধরা দিলেন। "বাঃ, বাঃ, কি সুন্দর হাঁস" এই আনন্দবাণী বালাকণ্ঠে কোরসে ধ্বনিত হ'ল। হাঁসটি বড় হাঁপাচ্ছে দেখে দময়ন্তী সখীদের একটু স'রে যেতে ইঙ্গিত ক'রে ব'ল্লেন, "তোমরা একটু এইখানে থাক, আমি খানিক বেড়িয়ে একে ঠাণ্ডা করি—বড় ভয় পেয়েছে।"

একটু এগুতে না এগুতে-ই দময়ন্তী হাঁসের দিকে চেয়ে মনে ক'র্‌লেন, যেন পাখীটা একটু হাস্‌ছে। হাঁসের আবার হাসি কি? ঐ লম্বা হাড়ের ঠোঁটে কি হাসি ফোটে? ফোটে বৈ কি, যেখানে চৈতন্য আছে, জীবন আছে, সেইখানে হাসি-ও আছে কান্না-ও আছে। হাঁস ত হাস্‌বে; ব্যাঙও-

হাসে,সাপ-ও হাসে। সেক্সপীয়ার ব'লে গেছেন, 'One may smile and smile and yet be a villain'; বাঙলার গ্রাম্য কবিরা-ও ব'লেছেন, 'সাপের হাসি বেদেয় চেনে'। আপনারা দেখেন নি যে শূয়োর-মুখো, সাপমুখো, ব্যাঙমুখো লোকরা কি মারাত্মক হাসি-ই হাসে? কিন্তু আমাদের পরিচিত সুশিক্ষিত হংসাধরে যে হাস্যরেখা বিকসিত হ'ল তা মার্জ্জিত-শিষ্টাচারস্পৃষ্ট, অশ্লীলতাবর্জ্জিত and a bit significant।

"রাজকন্যা, ভাল আছেন?" প্যাঁক্-প্যাঁক্‌ভাষী হংসস্বরে এই মানবোচিত ভদ্রবাণী শুনে দময়ন্তী ত' অবাক্! শুধু অবাক্ নয়, সুশিক্ষিতা হ'লে-ও দময়ন্তী স্ত্রীলোক, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে যে একটা ভূত-প্রেত-ডাইনী গোছের কথা মনে পড়ে নি—এটা জোর ক'রে বলা যায় না।

হংস। বোধ হয়, রাজদ্রোহের আশঙ্কায় আপনাদের রাজধানীতে সংবাদপত্রের প্রবেশ নিষেধ, তা' না হ'লে এত দিন জান্‌তে পার্‌তেন যে যে সভ্যতা বোবাকে কথা কইতে শিখিয়েছে, সেই সভ্যতা পশুপক্ষীদের মধ্যে-ও বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে।

দময়ন্তী। আশ্চর্য্য!

হংস। আর-ও আশ্চর্য্য হবেন, যখন শুন্‌বেন আপনি, যে পেঁচাদের মাঝ্ থেকে তিন চার জন বড় বড় গ্রন্থকার হ'য়েছে, দু'এক জন কাঠ্‌ঠোক্‌রা এমন সমালোচনা করেন যে অগষ্টস্ শালা পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে পেরে ওঠেন না। এক একটি হাঁড়িচাঁচা বক্তৃতায় বার্ককে-ও ছাড়িয়ে উঠেছেন, আর ছাগলদের ভেতর থেকে দু'এক জন এমন উপন্যাস লিখ্‌ছে যে, বঙ্কিম, জর্জ্জ ইলিয়টদের আদর একেবারে উঠে গেছে।

দময়ন্তী। উঃ, আমরা কি অন্ধকারে! খবরের কাগজের অভাবে ভাবের রাজ্যে যে কি পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে, আমরা তার কিছু-ই টের পাই না!

হংস। যাক্, এখন ও-কথার আলাপ যখন হোল, তখন এ বিষয়ে অনেক তত্ত্ব আপনাকে জানাবো। এখন একটা private কথা আছে।

দময়ন্তী। আপনি পক্ষী-ই হোন আর যা-ই হোন, আপনি পুরুষ, তাতে শিক্ষিত, আপনার সঙ্গে private কথা কওয়াটা স্ত্রীলোকের পক্ষে—

হংস। চিন্তা ক'র্বেন না—চিন্তা ক'র্বেন না; দূত যেমন্ অবধ্য, ঘটক-ও তেমনি অখাদ্য; বিশেষ আপনার কাছে লজ্জার মাথা খেয়ে বলি, 'হাড়গিলে শকুনি-টকুনির ভয়ে আমাদের পুরুষত্ব একেবারে লোপ পেয়েছে। লেখাপড়া-ই শিখি আর ডিগ্রি-ই নিই, রোষ্ট্ গ্রিল-ট্রিল হওয়া এবং আমাদের লেডীদের ডিম্ব উৎপাদন করা ছাড়া জীবনে আর কোন কায নাই।

দময়ন্তী। কি আপ্শোষ।

হংস। আর আপ্শোষ নেই, ও সব আমাদের স'য়ে গেছে। যখন সাম্নে-ই কোন brother হংস বা sister হংসীর পালক-টালকগুলো ছিঁড়ে নিয়ে গলায় ছুরি বসাচ্ছে দেখি, তখন খাঁচার ভেতর থেকে মনে করি যে ওদের নিয়তি ছিল, পরমায়ু ফুরিয়েছে, তাই যাচ্ছে, আমাদের এখুনি ধান দেবে, ভুষিগোলা দেবে, মজাসে খাব। যা হোক্, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি engaged ?

দময়ন্তী। আপনার কত নম্বর ?

হংস। মাপ ক'র্বেন, আমি আপনাকে টেলিফোন girl মনে করি নি। জিজ্ঞাসা ক'র্ছিলাম, আপনার মতন অমূল্য রত্ন লাভের আশায় কোন-ও ভাগ্যবান্ যুবক কি—

দময়ন্তী। Oh nonsense—I am only a Child !

হংস। নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনি যে বালিকা, তা'—I may take my Bible oath on it.

দময়ন্তী। আপনি খৃশ্চান না কি?

হংস। না—না, আমি সনাতনী; ওটা কায়দা-দোরস্ত ইংরাজী, তাই ব'লে থাকি। দেখুন, সকলে-ই বলে, আপনি দয়াবতী, ব্যথার ব্যথী হওয়া, আপনার প্রকৃতিগত। একটি সম্ভ্রান্ত যুবক—

দময়ন্তী। অন্য কথা বলুন।

হংস। ধন-ঐশ্বর্য্য যথেষ্ট—

দময়ন্তী। আবার—

হংস। এম্-এস্-সি পাশ ক'রে রিসার্চ্চ ওয়ার্ক ক'র্‌চেন, তা' ছাড়া—

দময়ন্তী। তা হ'লে আমি এখান থেকে চ'লে যাব।

হংস। জার্ম্মাণী ঘুরে এসেছেন।

দময়ন্তী। এ্যাঁ—

হংস। কি জানি কোথা হ'তে আপনার অনুপম রূপলাবণ্যের, অপরিসীম গুণাবলীর, বিশ্ব-বিজয়িনী-বিদ্যার, গলাগলি কলাশিক্ষার আর কোশল-ইউনিয়ন-চ্যালেঞ্জ-কাপ্ উইন করার খবর শুনে অবধি—

দময়ন্তী। How Strange!

হংস। বাড়ীতে আহার ছেড়ে হোটেলে খাচ্ছেন, নিদ্রা গাছতলাতে-ই যান, চশ্‌মা ত্যাগ ক'রেছেন, দিবানিশি শূন্যদৃষ্টি, দীর্ঘশ্বাস ঘোর ভয়ানক! কখন-ও ঝড়ের মত বেগে বাগানে প্রবেশ করেন, কখন-ও চায়ের সরঞ্জাম ল'য়ে ভুলে জুতা বুরুশ ক'র্‌তে ব'সে যান আর কত কবিতা-ই যে লিখ্‌ছেন—

দময়ন্তী। কবি! তিনি কি কবি?

হংস। একেবারে কবি ক্যায়সার।

দময়ন্তী। হংস, Mr. হংস, তুমি পালকের ভিতরে ক'রে কিছু এনেছ?

হংস। কি আন্‌ব ?

দময়ন্তী। কি আন্‌বে ? মুকুলিতা-প্রেম-ধৃতবামসি-বক্ষ অরক্ষণীয়া অবিবাহিতা বালিকাকে কবি যুবকের দীর্ঘশ্বাসের কথা শোনাতে এসেছ আর ঐ ফেদার-জ্যাকেটের পকেটে ক'রে এক শিশি Salvolatile কি Smelling salt আন নি ? ওঃ, চেতনার চেষ্টায় তোমার ঠোঁটের ঠোকর আমার সহ্য হবে না, স্থতরাং রে মূর্চ্ছা—প্রণয়োচ্ছ্বাস-প্রকাশ-পটীয়সী-মূর্চ্ছা—তুই দূরে থাক্, দূরে থাক্, অন্য সময় তোর শরণাপন্ন হবো।

হংস। সেই যুবক—

দময়ন্তী। আবার সেই যুবক ! তুমি হংস না
বক ? মিছে বক্ বক্ করো না।
যাও চলি শীঘ্রগতি ;—
পক্ষভরে বাতাসেতে চ'ড়ে,
উড়ে যাও লক্ষ বছরের পথ,
মিনিট পাঁচেকে।
বাঁচাও অবলা-প্রাণ—
ব'লে সেই কবি নটবরে,
নামে মধু ঝরে যাঁর,
হইয়ে বিকলা বালা—

হংস। নল, নল, কোরে।

দময়ন্তী। নল ? নল নাম তাঁর ?
তরলে তরাতে নল এসেছে ধরায়।
নলে ঝরে জল, অনল সৃজিত বাষ্প
বহে নল চালাইতে মিল ;

মধুর অধরে নল, বিরহবিধুর-বাবু
ধড়ফড়ি চিন্তানলে
ভড়র ভড়র টানে গড়গড়া।
সেই নল হৃদয়ের কল মম
চালাবে সোহাগে।
কোথায় সেই—

হংস। নিষধ-ঈশ্বর।

দময়ন্তী। নিষধ কি নিষাদ,
যে কুলে উদয় আমার হৃদয়-চাঁদ,
উড়ে যাও শীঘ্র তথা,—
সেধ'নাক বাদ হ'য়ে হারামজাদ,
বীররসে হ'ব আমি ভাসমান,
মধুরস ত্যজিয়া তা হ'লে—

হংস। কি বল্‌ব?

দময়ন্তী। ব'লো হ'বে স্বয়ম্বর;
প্রথম নম্বর সীট করুন দখল
সকাল সকাল আসি';
হাসি' হাসি' ভালবাসি'
পরভাতে কল্য বরমাল্য
দিব আমি গলে তাঁর।

তখন হংস প্যাঁক্ প্যাঁক্ রবে রাজকন্যাকে ট্যা—ট্যা অভিবাদন ক'রে পক্ষ বিস্তার ক'র্ল্লে, দূরে সখিগণ "ঐ যা উড়ে গেল," ব'লে ক্ষণেক পাথরের পরীর ন্যায় স্থির থাকলে-ও, নানা অভাবজনিত দুঃখে একটি গান ধ'রে দময়ন্তীকে বেষ্টনপূর্ব্বক নানা অঙ্গভঙ্গী ক'রে নৃত্য ক'র্ত্তে

লাগলেন। সখীরা শুনেছিলেন যে সাধারণ জগতে তাঁদের পৌরাণিক রূপের প্রতিভূস্বরূপিণী রঙ্গিনীরা সমস্বরে গান ধ'র্‌লে-ই নৃত্য ক'র্‌বেন, এই অনুশাসনটি বিশেষ মান্য ক'রে চলেন, তাই তাঁরা-ও হর্ষে-বিষাদে ভয়ে-বিস্ময়ে রোদনে-বেদনে গান ধ'র্‌লে-ই নেচে ওঠেন।



মানব চির-কাল-ই নন্দন-শোভিত অমরাবতী, ঐশ্বর্য্য-ভূষিত ইলিসিয়ম্‌, হুর-মনোহর বেহেস্ত আদি রচনা ক'রে কল্পনায় ইউটোপিয়া-স্বপ্নের সাফল্য অনুভব করে। বর্ত্তমান কালের যুগ-সামঞ্জস্যে আমরা অমনি একটা রথ দেখার সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচার চেষ্টা আজ বছর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ধ'রে ক'রে আস্‌ছি। পরিবারটি শাড়ী-সিঁদুর প'র্‌বে, পায়ের ধূলো নেবে, অথচ সন্ধ্যার পরে একটু ভিড়ের বাইরে গিয়ে ঘোড়াটা আস্‌টা চ'ড়্‌বে, কাছারী থেকে টুপীটা নিয়ে একটু অমনি আড়ালে-আব্‌ডালে কাঁধ দু'খানিতে হাত দিয়ে ঠোঁট দু'খানি গালে ঠেকাবে। হরিসভায় গিয়ে কেত্তন-ও ক'র্‌ব, চোখ দিয়ে জল-ও গড়াবে, অথচ একটু আধটু ফাউল কারী খেলুম-ই বা! দময়ন্তী ভাল, স্বয়ম্বর ভাল, কিন্তু ওর সঙ্গে দময়ন্তী খেল্‌লে-ই বা একটু হকি, ক্রিকেট, ব'ল্‌লে-ই বা দু' একটা ইংরাজি—সর্ব্বদা ধ'রে রেখে—যে নল-ও একটু ইংরাজী জানেন। স্বয়ম্বরের আমরা খুব পক্ষপাতী; এই কন্যাদায়ের বাজারে কন্‌ভোকেশনের পর ঐ সিনেট্‌ হলে-ই গ্রীভস্‌ সাহেব (in the way of a test case) স্বয়ম্বরের একটা বন্দোবস্ত করেন, তা' হ'লে বোধ হয়, দেশের ও সমাজের অনেক উপকার হ'তে পারে। পুরাণগুলোকে আমাদের ইমিজিয়েট্‌ পূর্ব্বগামীরা condemn ক'রে গেছেন বটে, কিন্তু আমাদের ভেতর অনেকটা tolerationএর ভাব এসেছে। এই ধরুন রামচন্দ্র; পূর্ব্বে

অনেকে সীতাকে বনবাস দেওয়ায় রামের নিন্দা ক'র্‌তেন; কিন্তু আমরা বুঝেছি যে রামচন্দ্র তাঁর রাজ-জন্ম সত্ত্বে-ও Democracyর পক্ষপাতী ছলেন, কেন না, তিনি সীতা সম্বন্ধে হু' একটা ধোপার মত জান্‌তে পেরে-ই labour-partyর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করেন।

কাকে-ও কাকে-ও ব'ল্‌তে শুন্‌ছি যে রামচন্দ্র সীতাকে ইন্‌টারন্ ক'র্‌লেন, তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু একজন সম্ভ্রান্তা মহিলার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করাটা তাঁর ভাল হয় নি : তিনি বনে ঋষি-কন্যাকে দেখ্‌তে যাও ব'লে তাঁর সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার ক'র্‌লেন! এঁদের যদি য়ুরোপের পুরাতন রাজবংশের ইতিহাসের কথা স্মরণ থাকৃত, তা' হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌তেন যে কত রাজা কত সময় রাণীত্যাগের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত কর্‌বার জন্যে অতি গোপনে পোপের কাছ থেকে ছাড়্‌পত্র আনিয়েছেন, চুপি চুপি পার্লিয়ামেণ্টে ডিভোর্শ পাশ করিয়েছেন। পোপ বশিষ্ঠের স্কুলের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান ছিলেন রামচন্দ্র, তিনি বুঝেছিলেন যে সীতাকে জানিয়ে শুনিয়ে প্রকাশ্যভাবে পরিত্যাগ ক'র্‌তে হ'লে রাজনীতির নিয়মানুযায়ী তাঁর ষ্টেট্-ট্রায়েল হওয়া আবশ্যক, আর তাতে যদি ভার্ডিক্ট সীতার বিপক্ষে দাঁড়ায়, তা হ'লে একেবারে ডিভোর্শ ছাড়া উপায় নাই, কিন্তু যে রামচন্দ্র সীতাকে স্বর্গের দেবী অপেক্ষা সম্মান ক'র্‌তেন, তাঁকে সাধারণ বিচারালয়ে খাড়া ক'রে অপমানিত কর্‌বার ইচ্ছে তাঁর ছিল না এবং স্ত্রীভাবে তাঁকে পরিত্যাগ ক'র্‌তে-ও তাঁর হৃদয় কখন-ও সম্মত হয় নি; কেবলমাত্র কতকগুলি প্রজাকে প্রবোধ দেবার জন্যে রাণীর অন্যত্র অবস্থানের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন মাত্র, আর অতি বুদ্ধিমতী সীতা নিজে-ও এ কথা বুঝেছিলেন।

এখন আমরা বিলিতী চশ্‌মা চোঁখে দিয়ে পুরাণ প'ড়্‌ছি, সুতরাং প্রতি শব্দের যথার্থ ব্যাখ্যা আমাদের চক্ষু পরিষ্কাররূপে দেখ্‌তে পাচ্ছে।

এই যে স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রণ যাবার পথে মোটর টায়ার ফেটে যাওয়াতে প্রিন্স্ নলকে পথে প্রায় তিন কোয়ার্টার ডিটেণ্ড্ হ'তে হয়, আর সেই সময় ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ এই চারটি বড় বড় অফিসিয়ালের সঙ্গে তাঁর একটু কথাবার্ত্তা হয়, এ থেকে আমাদের মত বুদ্ধিমান্ কখন-ও কি বিশ্বাস ক'রে নিতে পারে যে ইন্দ্র একটা দেব্‌তা যার হাজারটা চোখ ছিল আর অগ্নি একটা হাত-পা-ওলা মানুষ, বরুণ-ও তাই আর যম সেই যমের বাড়ীর যম ?

রূপক রূপক ; সেকালে কবিরা ইতিহাস লিখ্‌তেন, সেই জন্য বেশী অলঙ্কারপ্রিয় ছিলেন। ইন্দ্র ছিলেন গে অল্ ইণ্ডিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান্, সেকালের চেয়ারম্যান্‌রা খুব বেশী মোটা মাইনে পেতেন আর ভাল ভাল ড্যান্‌সিং গার্ল-টার্ল মাইনে ক'রে রেখে বাবুয়ানা ক'র্‌তেন। বরুণ হ'লেন গে জলের কলের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার, অগ্নি ফায়ার ব্রিগেডের সুপারিনটেনডেণ্ট, আর যম হ'লেন স্বয়ং হেল্‌থ্ অফিসার ; প্লেগ, পক্স, কলেরা এই সবের বাড়াবাড়ি হ'লে কর্ত্তা স্বয়ং-ই এসে গলি-ঘুঁজিতে ঘুরে বেড়াতেন।

বিদর্ভনগরে মহাড়ম্বরে স্বয়ম্বর, বিস্তর বিস্তর রাজারাজ্‌ড়া আহূত, এক এক জনের সঙ্গে এক একটা লম্বা রেটেনিউ, তার উপর দর্শক আছে, ভিক্ষুক আছে, রবাহূত। খুব সম্ভাবনা কলেরা, প্লেগ ট্লেগ, দেখা দেবে এই জন্যে-ই মিউনিসিপ্যালিটীর বড় বড় অফিসিয়ালরা নিজে-ই এসে হাজির হ'য়েছেন। তার পর যখন কথায় কথায় শুন্‌লেন যে,—young girlটি more than fair আর highly cultured, তখন ভাব্‌লেন why not take our chance, it would be quite a fun, তখন এইরূপে ভাগ্যপরীক্ষা-ই বল আর মজা দেখা-ই বল, একটা মৎলব ঠিক ক'রে ইন্দ্র এণ্ড কোং প্রথমে নলের সঙ্গে একটা কম্পাউণ্ড্ করবার চেষ্টা

ক'র্‌লেন, কিন্তু দু' এক কথাতে-ই বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে নলটি একটু বাঁক-নল গোছের অর্থাৎ বেণ্ট্‌-পাইপ। যম ব'ল্‌লেন, I shall make a fun of it in earnest; তোমরা জান যে Art of make-up অর্থাৎ বহুরূপীবিদ্যে আমার বিলক্ষণ আছে, come, আমরা চার জনে-ই নলের মত সেজে ফেলি, we'll give a treat to the girl in the way of a pretty puzzle. *

---

* স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করিয়া-ই লেখনীকে বিরাম দিলাম। আশা করি কোন তরুণ স্নেহাস্পদ্‌ নলদময়ন্তীর গল্পটি এই নূতন ধাঁজের সঙ্গে খাপ্‌ খাওয়াইয়া পরিসমাপ্তির দ্বারা আমাকে পুলকিত করিবেন। লেখক।

বিষম সমস্যা

"এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে।"

গলির মোড়ে, রায়েদের রকে, দত্তদের দরজায়, সেনেদের সদরে, বাঁড়ুযোদের বৈঠকখানায়, চায়ের দোকানে, হেদোর কোণে, গোলদীঘির ধারে যুবকদের দল চক্র ক'রে ব'সে দাঁড়িয়ে আবার এ সব কি ফিস্‌ফিস্ ক'চ্ছে? কার-ও মুখ গম্ভীর, কার-ও সুচারু ভুরু কুঞ্চিত, কার-ও ঠোঁটে টেপা হাসি, কেউ বা উঁচু ক'রে তোলা ডান হাতের মুঠো বাঁ হাতের চেটোর ওপর ধপাৎ ক'রে ফেলে নিজের কথাগুলো শ্রোতার বুকের ভেতর যেন ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা ক'চ্ছে। চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে টের পেলেম, একটা কথা যেন কাণের ভেতর ফস্ ক'রে ঢুকে গেল—"তাই ত' সি, আর, দাশের মাথা খারাপ হ'য়ে গেল নাকি!"

ঠিক কথা; ছোকরাটির নাড়ীজ্ঞান আছে। মাথা খারাপ না হ'লে কোন বুদ্ধিমান্ কি রাজনৈতিক সমস্যার একটা সহজ-বোধ্য ভাষ্য প্রকাশ করে? পলিটিক্সের ভাষার ভিতর গূঢ় হইতে গূঢ়তম অর্থ লুক্কায়িত থাকা বিশেষ প্রয়োজন। হেঁয়ালি ভেঙে দিলে-ই পলিটিক্স একটা সোজা খেলো কথা হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রাচীনকালে এ দেশে যিনি প্রধান পলিটিসিয়ান্ ছিলেন, তাঁহার নাম কৌটিল্য। বিশ্বরাজ্যের নিয়ন্তাকে-ও পৌরাণিকবা চক্রী নামে আখ্যাত করিতে দ্বিধা করেন নাই।

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পলিটিক্যাল্ গ্রন্থ—গীতা। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে এই গীতার বাণী শ্রীভগবানের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল। মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রাণে বৈরাগ্য উদয় হওয়ায় তিনি জ্ঞাতি-বন্ধু-গুরুজন-হনন ভয়ে গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়া সমরবিমুখ হইয়াছিলেন, কিন্তু গীতা

শ্রবণ করিয়া তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উদ্ভাসিত হইল, অমনি সংহারমূর্ত্তিতে আবার মার মার রবে গাণ্ডীব গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য-বর শঙ্কর আবার এই গীতা পাঠ করিয়া-ই আপনাতে ও পরব্রহ্মে অভেদ বোধ করিলেন। শচীনন্দন নিমাই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া সংসার পাতিয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ গীতা পাঠ করিয়া-ই আবার তাঁহার চৈতন্য উদয় হইল, তিনি দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন, বঙ্গদেশে বিষয়বাসনা-ত্যাগ-বৃত্তির বীজ ছড়াইয়া দিয়া গেলেন।

"শঙ্খবণিকের করাত যেমন যাইতে আসিতে কাটে।" পলিটিক্সের ভাষা-ও তেমন-ই হওয়া উচিত। একটা ছোটখাট দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্; এই দেখুন না, কলিকাতার ইংরাজের কাগজ "ষ্টেটস্‌ম্যান্"—এ দেশে বিলাতী মাল আমদানীর পক্ষে যখন ওকালতী করিতে হয়, তখন বলেন যে ভারতের কোটি কোটি দীন-দুঃখী নর-নারীকে সুলভে পরিধেয়াদি ব্যবহার্য্য সরবরাহ করা রূপ পরোপকারবৃত্তির উত্তেজনাতে-ই আমরা এই বাণিজ্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নিজের কোন স্বার্থ নাই; আবার তাঁহাদের-ই বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত অষ্ট্রেলিয়ান যদি এমন কিছু কায করেন যাহাতে রাঢ়ভূমি ইংলণ্ডের লভ্যের খাতায় কিছু কম পড়ে, তখন-ই অষ্ট্রেলিয়াকে দু'কথা শুনাইয়া দিয়া বলেন, "কেবল তোমাদের-ই উপকারের জন্য তোমাদের মাল বিক্রয়ের একটা বাজার আমরা ইংলণ্ডে খুলিয়া রাখিয়াছি।"

পলিটিক্স-সাহিত্যে এইটি হ'চ্ছে এ, বি, সি, তবু ইংরাজ জাতিতে বৈশ্য, রাজনৈতিকতন্ত্রে তিনি এম্যাটের মাত্র। আমাদের স্বরাজ দরাজ খৈরজ গরজ নারাজ সকল দলের-ই পলিটিক্স শিক্ষা ইংরাজের নিকট; সুতরা অনেক সময়ে মনের মতলব চাপিয়া রাখিয়া কায করিতে পারেন না, কথা ফাঁক করিয়া দেন।

চিত্তরঞ্জন বাবু তেমন যদি পাকা পলিটিসিয়ান হ'তেন, তা হ'লে আগে

৮০ জন মুসলমানকে চাকুরীর চেয়ারে বসাইয়া তবে ২০ জন হিন্দু ফাঁকে ফোঁকে 'সেবকশ্রী'র টুল পাতিবার চেষ্টা দেখিবেন, এই রকম একটা বেফাঁস্ কথা না ব'লে মনের ভাবটা এরূপ ভাবে ব্যক্ত ক'র্‌তেন যে যখন দেখা যায়, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপাঠ, হাতুড়ী, করাত, নাপিতের নরুণ, ধোপার পাটা, কুমোরের চাক, ঢাকীর ঢাক, তাঁতির তাঁত, অন্নের পাত, সকল-ই ক্রমে হিন্দু বাঙালীদের হাত কাঁধ কোল থেকে স'রে অন্য জাতির কাছে গিয়ে তাদের ছাতির বলবৃদ্ধি ক'চ্ছে, তখন আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করা গেল যে, শতকরা বিশ জন বই অ-মুসলমান বাঙালী ম'লে-ও আর চাকুরী ক'র্‌বে না ; মুসলমান ভ্রাতারা ইচ্ছা করেন, সব বড় বড় মাইনের চাকুরী তাঁরা নিতে পারেন, চাকুরী ক'রে আমরা যেমন গোল্লায় গেছি, তেমন-ই তাঁরা যেতে পারেন, আমরা তাতে একটি-ও কথা কইব না।"

গো-বধ সম্বন্ধে বলিলে-ই হইত যে, যখন শাস্ত্রে দেখা যাইতেছে, গো-হত্যা, গো-মাংস, গো-রক্ত এ সকল কথা মুখে আনিলে নিষ্ঠাবান্ হিন্দুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তখন স্বরাজ্যদল ধার্য্য করিলেন, কোন সভাসমিতি কৌন্সিল বৈঠক বা অপর কোন-ও স্থানে কোন-ও হিন্দু কখন-ও গো-হত্যা শব্দ মুখে আনিতে পারিবেন না, তা যা হ'বার হোক্। আর কৌন্সিলে মুসলমান-প্রভাব দৃঢ়তর করিবার প্রস্তাবটা ঘুরাইয়া বলিতে পারিতেন যে, যখন গভর্ণর বাহাদুর মেজরিটী দেখিয়া-ই মিনিষ্টার নিযুক্ত করিবেন, তখন ঐ মিনিষ্টারী পদের অবশ্যম্ভাবী বিপদ চৌষট্টি হাজারী কলঙ্কের পশরা মস্তকে বহিবার আশঙ্কায় অ-মুসলমানরা অতি অল্পসংখ্যায় মাত্র কৌন্সিলে প্রবেশ করিবেন। এইরূপে বাজনা খাজনা যা কিছু কথা সব-ই পলিটিকাল্-ভাষাচক্রে ফেলিয়া আসল মতলব চাপিয়া রাখিতে পারিতেন।

কাঞ্চনসঞ্চয়ের মোহ কাটাইয়া চিত্তরঞ্জন যে দেবলাঞ্ছন পূজ্যের আসন ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা টল্ টল্ করিতেছে প্রসাদ বাঁটিবার সময়; মুসলমানদিগের জন্য তিনি কাঁচা পাকা দুই রকম সিন্নির ব্যবস্থা করিয়া হিন্দু ভক্তদের মাত্র দু'ফোঁটা করিয়া চরণামৃত দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমরা যে শাক্ত ভক্ত, পাঁঠার মুড়ির প্রত্যাশা রাখি, কালীঘাটের কূলে বাস করিয়া-ও দেশবন্ধু এ কথা ভুলিয়া গেলেন!

রাজনৈতিক-ভারতবর্ষের বিষম সমস্যা হিন্দু-মুসলমানে ইউনিটি বা একতা। মহাত্মা গন্ধী যখন অসহযোগ মন্ত্রে ভারতবাসীকে দীক্ষিত করিবার প্রস্তাব করেন, তখন তাঁহার মনের এই ভাব ছিল যে, ইংরাজ যখন শাসক, আমরা শাসিত, ইংরাজ শক্তিমান্ আমরা অশক্ত, ইংরাজের হস্তে দাতার ভাণ্ডার, আমাদের স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি, ইংরাজ দখলদার, আমরা বে-দখল, তখন ইংরাজের কার্য্যে সহযোগী হওয়ার অর্থ ইংরাজ স্বার্থের পরিপোষণ ভিন্ন অন্য কিছু-ই হইতে পারে না।

ইংরাজ সম্বন্ধে এই সহযোগের কথা যেমন খাটে, মুসলমানদিগের সম্বন্ধে-ও তেমন-ই অনেকটা খাটে। ইংরাজ যেমন বলেন, তোমরা বিজিত, আমরা জেতা; তোমরা বর্ব্বর, আমরা তোমাদিগকে সভ্য করিতেছি; শান্ত্রীর সাহায্যে তোমাদের শান্তিরক্ষা করিতেছি, আফিস খুলিয়া তোমাদের বাবুদের চাকরী দিতেছি, কল বসাইয়া তোমাদের জোলা মালা দাঁড়ী মাঝি ছুতার কামার হেলে জেলে সবাইকে মোটা মোটা মাহিনার কুলিগিরী দিতেছি, তারা সারাদিনের কর্ম্মের আনন্দে বিভোর হইয়া সন্ধ্যাবেলা তাড়ির কলসী লইয়া বসিতেছে; তেমন-ই মুসলমানরা-ও বলিতে পারেন যে ইংরাজরা ক'দিন-ই বা তোমাদের উপকার করিতেছেন এই বাঙলা দেশে-ই কোম্পানীর শাসন হইতে আরম্ভ করিয়া-ও এখন-ও দেড় শত বৎসর পূর্ণ হয়নি, সমগ্র ভারতে ত' আর-ও কম দিন;

মার আমরা ইতিপূর্ব্বে সাত শত বৎসরের-ও উপর তোমাদের লালনপালন করিয়াছি, ইজের পরাইয়াছি, মাথায় মোড়েসা বসাইয়াছি, কোপ্তা কার্ম্মা পোলাও রাঁধিতে শিখাইয়াছি, আতর গোলাপ মাখাইয়াছি, সুতরাং আমাদের দাবী অবশ্য তোমাদের পূর্ব্বে-ই গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

তোমাদের আর্য্য দ্রাবিড় প্রভৃতি নাম, ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি নাম বহু দিন লুপ্ত হইয়াছে। হিন্দু বা হিন্দুস্থান এ নাম আমাদের দেওয়া; এরূপ ভাবের অস্তিত্ব মুসলমানহৃদয়ে অতি সহজ।

বাস্তবিক, আমরা যে এখন ইণ্ডিয়ান বলিয়া গর্ব্ব করি, সে আখ্যা য়ুরোপের-ই প্রদত্ত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা যত-ই গোলমাল করুন, মুসলমান আমলের পূর্ব্বে যে হিন্দুস্থানী কথা ছিল, তাহা ত' পুরাণ ইতিহাসে দেখিতে পাই না।

মুসলমানরা অনায়াসে-ই বলিতে পারেন যে কণিকামাত্র প্রসাদ ভোজন-ই তোমাদের ভাগ্যে বহুকাল হইতে ব্যবস্থা হইয়াছে। নৈবেদ্য অগ্রে আমাদের সম্মুখে-ই নিবেদিত হইত, আমরা কৃপা করিয়া তোমাদিগকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিতাম মাত্র। তোমরা ভুলিয়া যাও যে এ দেশ এক দিন তোমাদের ছিল, তোমরা একটা জাতি বা মানুষ ছিলে; এ রাজ্য আমরা অধিকার করিয়াছিলাম, বহু শতাব্দী ভোগের পর ইংরাজ আসিয়া আমাদিগের-ই হস্ত হইতে হিন্দুস্থানের রাজদণ্ড নিজ করকবলিত করিয়াছে, সুতরাং ষোড়শোপচারে ভোগগ্রহণ করিবার অধিকার এক্ষণে তাঁহাদের-ই। কিন্তু প্রসাদের অগ্রভাগ আমাদের প্রাপ্য, উচ্ছিষ্টের উচ্ছিষ্ট তোমরা আশা করিলে-ও করিতে পার।

বড় বড় চাকুরীর জন্য এত দিন যে মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক অধিকসংখ্যায় ইংরাজী পড়েন নাই বা পরীক্ষায় পাশ করেন নাই, তাহার কারণ ইহা নহে যে তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা ধী, মেধা,

অধ্যবসায় বা স্মৃতিশক্তিতে হীন। ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া-ও খান্‌দানীর জোরে-ই তাঁহারা নবাবী আমলে শাসনাদি বিভাগে মোটা মাহিনার উচ্চপদ লাভ করিতেন; তাঁবেদারীর জন্য বিদ্যা শিক্ষা প্রয়োজন, সুতরাং সুবাদার ফৌজদারমন্‌সফ্‌দার কাজী কোতোয়াল, এমন কি, দারোগা প্রভৃতির তাঁবেদারী করিবার জন্য-ই হিন্দুদিগকে কেতাবী-এলেম্ কিছু কিছু আদায় করিতে হইত। বহু বহু শত বৎসরের অভ্যাস সহজে ত্যাগ করা যায় না, সুতরাং উচ্চপদলাভে মুসলমানদের যে জাতিগত অধিকার আছে, এ কথা কিঞ্চিদধিক শত বৎসরে মুসলমানগণ কেমন করিয়া বিস্মৃত হইবেন? আবার বৎসরত্রয়মাত্র পূর্ব্বে রিফর্‌ম্‌যুগের প্রারম্ভে-ই ইংরাজরাজ স্পষ্ট-ই বলিয়া দিয়াছেন যে ইণ্ডিয়াতে তিনটি জাতি গণ্য, বাকি সব ইতরে জনাঃ; অর্থাৎ য়ুরোপীয়ান, য়্যাংলোইণ্ডিয়ান ও ম্যাহমিডান, অবশিষ্ট সব নন্‌ম্যাহমিডান্ বা অ-মুসলমান।

নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে স্বার্থের সমতা না হইলে কখন-ও একতা হয় না। পরের বাড়ী লুঠিবার সময় দস্যুদলের মধ্যে একটা একতা হয়, আবার সেই লুণ্ঠিত দ্রব্য বাট্‌পাড়ের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য চোরদের মধ্যে একতার প্রথা আছে। মকদ্দমার সময় উকীলে মক্কেলে একটা পাকাপাকি ইউনিটি জন্মিয়া থাকে। স্বাধীনে-অধীনে, প্রভু-ভৃত্যে, শক্তে-অশক্তে, যে মিলনের সম্বন্ধ, তাহার নাম একতা নহে। ইংরাজের বাণিজ্য-প্রসারণ সঙ্কল্পে বা স্বজাতিপ্রীতির পথে আদতে বাধা দিও না, ইংরাজ তোমার সহিত বেশ মিলিয়া মিশিয়া কায করিবে, তাহাকে সবমিশন বলিতে হিউমিলিয়েসন বোধ হয়, কো-অপারেসন বল, আর যা ইচ্ছা বল, কোন আপত্তি নাই। মুসলমানদের সঙ্গে-ও যদি একতা রাখিতে ইচ্ছা কর, তাঁহাদের সকল আব্‌দার অগ্রে রক্ষা কর;—গিভ্ ইন্! গিভ্ ইন্!

ব্যারিষ্টার আমীর আলীর পুরুষানুক্রমে বাস বাঙলা দেশে, তিনি

বাঙালীর বাঙালী। কিন্তু তিনি-ও যখন ইংলণ্ডে চিরবাসের সঙ্কল্প করিয়া বঙ্গভূমি হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করেন, তখন বলিয়াছিলেন যে এ দেশ-ও আমার বিদেশ ; ইংলণ্ড-ও আমার বিদেশ ; সুতরাং আমি যে বাঙলা ছাড়িয়া ইংলণ্ডে যাইতেছি, ইহাতে আমার বিশেষ আক্ষেপের কারণ কিছু-ই নাই।

ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণের স্বর্গীয় স্বপ্ন এই যে, সমগ্র জগৎ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মনুষ্যের মধ্যে এক বিরাট্ ভ্রাতৃভাবের সৃষ্টি করিবে। আজ সি, আর, দাশ মহাশয় কল্‌মা পড়িয়া শের দানিস্ খাঁ নাম গ্রহণ করুন, দেখিবেন, ভারতবর্ষের কোটি কোটি মুসলমানবাহু তাঁহাকে সত্য সত্য ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য সস্নেহে বিস্তারিত হইবে ; এখন আমরা মুসলমান ভাই-ই বলি, আর মুসলমানরা হিন্দু ভাই-ই ব'লুন, সব-ই ইংরাজীর মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড।

ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের আবার দৃঢ়বিশ্বাস যে ঈশ্বরের অলঙ্ঘনীয় আদেশে এ দেশে আবার বাদ্‌শাই-আমল আসিবে, কোন মুসলমান সম্রাটের বকৃতের অপেক্ষাতে-ই দিল্লীর তক্ত আম-খাসে মজুত রহিয়াছে। রাস্তা হইতে ডাকিয়া যে কোন মুসলমানকে আলাদা জিজ্ঞাসা করুন, উত্তরে এ অধীনের কথা সত্য বলিয়া বুঝিবেন। এই কলিকাতার রাস্তায় আমি বাল্যকালে হিন্দু পথিকের সহিত বিবাদ করিয়া ভিস্তিকে বলিতে শুনিয়াছি —"জানিস্ হালা, মুই বাদ্‌শার জাত।"

আমরা যদি এতকাল পরে-ও ভীমার্জ্জুন, প্রতাপ, পৃথ্বী, স্মরণ করিতে পারি তাহা হইলে মুসলমানরা কেন না বাবর আকবর আলমগীর স্মরণ করিবেন ?

ইউনিটি আমাদের হিন্দু-মুসলমানে ঐক রকম ছিল, অন্ততঃ টলারেসন্ —যাকে সাদা বাঙলায় "ক্ষেমা-ঘেন্না" বলে। পল্লীগ্রামে ত' আছে-ই ;

এই কলিকাতায় দর্জ্জিপাড়া তালতলা প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-মুসলমানেরা পাশাপাশি বাড়ীতে চাচা, মামু, দোস্ত্ প্রভৃতি সম্বন্ধ পাতাইয়া পাঁচ ছ' পুরুষ ধরিয়া নির্ব্বিবাদে বাস করিয়া আসিতেছে। কাল হইল এক ইংরাজী-পড়া চাক্‌রী আর তার ওপর এক পলিটিক্স লইয়া। ইংরাজরা পলিটিক্সের সর্ব্ববিষয়ে পাকা না হইলে-ও ভেদ-নীতিজ্ঞানে একেবারে সিদ্ধ। জাতিগত অধিকার যে কি পাইয়াছি, পেটের জ্বালায় তা ত' কিছু-ই বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু ব্যক্তিগত মাহিয়ানা বা মর্য্যাদা লইয়া হিঁদুতে হিঁদুতে, হিঁদু মোছলমানে ঘরওয়া লড়ায়ের কি আখ্‌ড়াই বাজ্‌না-ই না বাজিয়া উঠিয়াছে!

আদত কথা হইতেছে, এখন আমরা চটিয়া গিয়াছি ইংরেজের উপর। চটিয়াছি নানা কারণে। প্রথমতঃ যাঁহাদের স্বচ্ছল অবস্থা, তাঁরা বলিতেছেন, 'এ কথা সত্য যে, সাহেব না হ'লে সভ্য-ও কেউ হয় না, শিক্ষিত-ও কেউ হ'তে পারে না, রাজ্যশাসন-ও কেউ ক'র্ত্তে পারে না'; কিন্তু রং-ছাড়া সাহেব হইতে আমাদের আর বাকীটা কি? এক পুরুষ ইংরাজী পড়ার পরে-ই আমরা চাপ্‌কানের ঝুল হাঁটুর নীচে নামানো বন্ধ করিয়াছি, দাড়ী রাখিতে আরম্ভ করিয়াছি; যখন স্বায়ত্তশাসন বলিতে শিখিয়াছি, তখন-ই পার্শী-কোট নাম দিয়া একটা ইংরেজী-কোট জাল করিয়াছি; স্বরাজ স্বরাজ বলিয়া চেঁচাইয়াছি আর একেবারে হাট্‌-কোট নেক্‌টাই এবং গোঁফের দুদিক্ মুড়ানো। আর আমরা বাঙালী বলি না, একেবারে ইণ্ডিয়ান্; বাঙালী ক্রিকেট খেলে, ফুট্‌বল খেলে—নাম হয় ইণ্ডিয়ান্ টিম্ জিতিয়াছে। এতগুলো তুরুপ হাতে, তবু বদ রং বলিয়া আমাদের হাতে রাজ্যভার ছাড়িয়া দিবে না কেন? দ্বিতীয়তঃ, নৈরাশ্যের দলের নালিশ যে, ফাঁকি দিয়া আমাদের কাছ হইতে এত স্কুলকলেজের মাহিনা লইলে, এত বিলাতী বই কাগজ কলম খাতা ফাউণ্টেনপেন্ বেচিলে,

প্যাণ্ট্ কোট্ চাপ্কান গাউন গছাইয়া ডিগ্রী দিলে, এখন অন্ন দিবার সময়—"নো ভেক্যান্সি" বল কেন? তৃতীয়তঃ আর এক দল আছেন, যাঁদের এক গোলামী একঘেয়ে দাঁড়াইয়াছে, যা হোক্ একটা মনিব বদ্‌লাইলে বাঁচি! আর শেষে সর্ব্বসাধারণের দল,—খাট্‌ছি খুট্‌ছি, গোটাকতক টাকা-ও গুণে পাচ্ছি, কিন্তু কিছুতে-ই কুলোয় না।

বাঙলার শেষ নবাবদের সময়ে-ও আর কিছু থাক্ না থাক্, চালটা খুব সস্তা ছিল; এখন মাগ্‌গির চোটে আমাদের মনুষ্যত্বে এমন মর্ম্মান্তিক ঘা পড়িয়াছে যে কেহ আসিলে এক মুঠো অন্ন দেওয়া দূরে থাক্, পরিবারস্থ কোন লোক যদি চাড্ডি ভাত বেশী খায় ত' মনে মনে রাগ হয়। দশজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলে অন্ততঃ এক এক জনের পাতে এক পোয়া সন্দেশ না দিলে আর ভাল দেখায় না; কিন্তু ভাদ্রমাসে-ও এক পোয়া সন্দেশের দাম আট আনা, আর লগন্সার বাজারে এক টাকা। তার উপর আবার আজকালকার সভ্যতা বজায় রাখিতে গেলে বাব্ বিস্তর; চা চুরোট্ সাবান কোকো তোয়ালে কাপ্ সসার ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁরা ভাবেন যে মরিতে ত' বসিয়াছি, তা হউক্ একটা গোলমাল লণ্ডভণ্ড হইয়া একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাউক্।

এই জন্য-ই আমাদের মুসলমানদের সঙ্গে পলিটিক্যাল ইউনিটি স্থাপনের এত আগ্রহ। হিন্দুস্থান ছাড়া আমাদের আর কোন গতি নাই—গিয়া আশ্রয় লইবার আর কোন যায়গা-ও নাই; কিন্তু মুসলমানদের সে আপদ নাই; এখন-ও আশেপাশে তুর্কিস্থান, আফগানিস্থান, পার্শিয়া প্রভৃতি অনেক স্বাধীন মুসলমানরাজ্য রহিয়াছে, সুতরাং ইণ্ডিয়ানদের উপকারের জন্য ইণ্ডিয়ায় বাস করা রূপ ঝকমারির মাসুল তাঁরা পুরা দাবীতে-ই চাহিয়া থাকেন। আর এই ইণ্ডিয়াতে-ই তাঁরা দলেবলে কম পুরু নহেন; তার ওপর আমাদের শুচিবাই সেই দলকে নিত্য বৃদ্ধি করিতেছে; রামচাঁদ

একবার রহমৎউল্লা হইলে আর বাবার খাতির রাখে না, তার যে কলসের জল এক দিন তুমি অবজ্ঞায় স্পর্শ কর নি, সেই কলসের জল-ই তখন সে কুলকুচো করিয়া তোমার গায়ে দেয়।

সভা-ই কর আর সমিতি-ই কর, লেক্‌চার-ই ঝাড় আর ট্র্যাক্ট-ই ছাপাও, মুসলমানদের সন্তুষ্ট রাখিতে গেলে সিংহের প্রাপ্য সিংহকে দিতে-ই হইবে; মুড়িটি হাল্‌দার মহাশয়ের জন্য না রাখিলে কালীঘাটের পাঁঠায় কোপ্ পড়ে না, আর সে মুড়ির পরিমাপ মেরুদণ্ডের আধখানা অবধি।

আমাদের অনেক দেশহিতৈষীরা বলেন যে মুসলমান-ও বাহির হইতে আসিয়া আমাদের দেশ জয় করিয়াছিলেন, ইংরাজ-ও বাহির হইতে আসিয়া জয় করিয়াছেন, কিন্তু মুসলমান আসিয়া আমাদের দেশে আমাদের সঙ্গে একত্রে বাস করিয়াছেন, তাই তিনি আমাদের ভাই, আর ইংরাজ বসন্তের কোকিল, দু'দিন কুহু কুহু শুনাইয়া ফল্‌টা পাকড়্‌টায় ঠোকর মারিয়া উধাও হইয়া উড়িয়া যায়, তাই সে তাইরে—নারে—না। যদি ডিক্রীদার মহাজন খাতকের ভিটেতে বাঁশগাড়ি করিয়া বসিয়া ওপর মহলটহল দখল করিয়া নিয়া পূর্ব্বের স্বত্বাধিকারীকে মাথা গুঁজিয়া থাকিবার জন্য নীচেকার গোটাদুই ঘর ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাতে মহাজনের যতটা বদান্যতা প্রকাশ পায়, মোগল পাঠান-ও এ দেশে বাস করিয়া ততটুকু উদারতা দেখাইয়াছিলেন।

সমগ্র ভারতবর্ষটায় বরফ পড়ে না আর সিমলা-দার্জ্জিলিংয়ে বারমাস ডিসেম্বর জানুয়ারী নয় তাই রক্ষা, ইংরাজরা যায় আসে, একদিন হয় ত' সবাই-ই যাইবে।

কিন্তু—একজনেরা দু'ভাই ছিল; বড় ভাই কেরাণী, ছোট ভাই উকীল। বাপ মর্‌বার পর দু'ভাইয়ে বিষয় ভাগাভাগি হ'ল; উকীল ভাই-ই ভাগ বাঁটুয়ার সব বন্দোবস্ত ক'রে ঘরে ঢুকে নিজের স্ত্রীকে ডেকে

ব'ল্লেন,—"ছোটবৌ, ভারি মজা ক'রে এসেছি, বথ্‌রায় আমার-ই জিত।" ছোটবৌ ব'ল্লেন, "কি রকমটা শুনি?" উকীল উত্তর ক'র্ল্লেন—"মাকে দিয়েছি দাদার বথ্‌রায় ফেলে, আর আমি নিয়েছি ঠাকুর, একমুঠো ভিজে চাল আর দুটো ছোলা কি একটা কলা!" তখন উকীলের উকীল ছোটবৌ ঠাকৃরুণ ব'ল্লেন,—"আ পোড়া বুদ্ধি! আ মুখে আগুন! এই বুঝি তোমার উকীলি বিদ্যে! মা তো হয় পাঁচ বছর, নয় বড় জোর দশ বছর, আর ঠাকুর যে অমর, অমর—অ মিন্সে, অমর! চিরকালটা খাবে আর জ্বালাবে।"

আগমনী

১

এস গো আনন্দময়ী নিরানন্দ বঙ্গ-ধামে।
অন্তরে সন্তোষ সৃষ্টি হয় যেন মা দুর্গা নামে।
উষাতে কিশোরীকুল,
কুড়াতে শেফালীফুল,
তরুতলে দলে দলে চলে মুক্ত কেশদামে।
নলিনী তুলিতে কত যুবা মিলে জলে নামে॥

২

মণ্ডপ মণ্ডিত হোক্ মা গো তোর প্রতিমায়
পণ্ডিতেরা চণ্ডী পাঠ করে যেন পুনরায়॥
বাজিলে পূজায় ঢোল,
উঠুক্ আনন্দ-রোল,
ছেলে কোলে গিন্নী বউ যেন পুনঃ রাঁধে ভোগ।
ঘুচে যাক্ ঘরে ঘরে পোড়া উড়ে-ভাড়া রোগ॥

৩

জোলার কাপড় প'রে ডুরে লাল নীল কোরা।
ছেলে মেয়ে দেখি সব যেন হাসি মুখপোরা॥
চক্‌চ'কে জুতো পায়,
নারিকেলছাপা খায়,
ছুটো-ছুটি লুটো-পুটি পূজার প্রাঙ্গণে জুটে।
রুলি চেলী প'রে মেয়ে-মুখে হাসি ওঠে ফুটে॥

৪

চিন্তার পাবক জ্বালি' যুবক হৃদয়ে আর।
না যায় প্রবাসবাসে ক'রে ঘর অন্ধকার॥
তুষ্ট হ'য়ে অবস্থায়,
গৃহস্থালী ব্যবস্থায়,
দুর্গোৎসবে যেন সবে তোলে মা আনন্দ-রোল।
বেদনা বিদায় হোক্ বাজিলে বোধনে ঢোল॥

৫

সিন্দূরে সুন্দর সীঁথি সাজায়ে সুন্দরীদল।
আনন্দ-বন্দর যেন করে অন্দর-মহল॥
বধূ-মুখে মধু রব,
ঘরে ঘরে দুর্গোৎসব
সে রবে রবাব বীণা মৃদুল মন্দিরা বাজে।
উমা রমা বাণী রাণী জীবন্ত শরীরে সাজে॥



থিয়েটারে পিনু

কলেজ-জীবনে ক'ল্‌কেতায় ব'সে ব'সে পল্লীগ্রামের উন্নতির জন্য খবরের কাগজে ইংরাজী বাঙলা অনেক প্রবন্ধ-ই লিখেছি ও আপনারা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে পুষ্করিণী-সংস্কার, জঙ্গল-পরিষ্কার, সেনিটারি-কুটীর-নির্ম্মাণ, মশক-সংহার, মশারি-মাহাত্ম্য প্রচার প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রাম্য তরুণদের অনেক উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু দেশের লোক এত নিদ্রাগত, এমন অলস, এমন উৎসাহহীন, অকর্ম্মণ্য যে আমার এবং আমার ন্যায় দেশহিতৈকমাত্র-ব্রতধারী উচ্চশিক্ষিতদের সারগর্ভ উপদেশে তারা কর্ণপাত-ও ক'র্‌লে না। কেহ কেহ এত দূর নির্ব্বোধ যে আমাকে-ও কিনা বলে, 'আপনি-ও এসে আমাদের সঙ্গে লাগুন না।' Division of labourএর economic তত্ত্ব তারা এক্কেবারে-ই বোঝে না; কায ভাগ ক'রে নিতে হবে। এক দল শুধু উপদেশ দিয়ে ব'ল্‌বে "কর—কর," আর এক দল নিঃশব্দে কুড়ুল কোদাল নিয়ে কাযে লেগে যাবে, এই হ'চ্ছে এ দেশের রাজনীতি।

এই সব দেখে শুনে-ই আমার দেশভূষণ কাকা মহাশয় সে পার্টিসনই হাঙ্গামের সময় হ'তে-ই পানকপুরের পৈতৃক ভিটা বাগান পুকুর জমীজারাৎ সব হানিফ্ মণ্ডলকে বিক্রী ক'রে ক'ল্‌কেতায় হ্যারিসন রোডে একটি বাড়ী তৈয়ারী ক'রে বাস ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেছেন। কাকা বলেন, 'দেশের কায সব চেয়ে বিলেতে ব'সে-ই ভাল ক'রে করা যায়, অপারগ পক্ষে অন্ততঃ ক'ল্‌কেতায় না থাকলে, দেশের-ই বল আর গ্রামের-ই বল, কোন উপকার-ই ক'র্ত্তে পারা যায় না।

কাকা যে সম্পূর্ণ মাত্রায় স্বদেশহিতৈষী, এটা তাঁর বাড়ীখানি দেখ্‌লে-ই

রাস্তায় চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে-ই লোক বুঝ্‌তে পারে। কাকার বাড়ীর উত্তরদিক হ্যারিসন রোড্, দক্ষিণদিক দিয়ে একটি গলি বেরিয়ে গেছে, সুতরাং বাড়ীর পশ্চিম প্রান্তটি লম্বে আড়াই ফুট, তার পরে ইমারত দুই বাহু বিস্তার ক'র্‌তে ক'র্‌তে যেখানে পূর্ব্বসীমায় আবদ্ধ হ'য়েছে, সেখানে লম্বে আঠারো ফিট, আর সেই দিক্‌টি চৌতলা। সুতরাং পূর্ব্বে হিমালয় ও পশ্চিমে কুমারিকা অন্তরীপযুক্ত এই বাস্তুটি দেখ্‌লে-ই মিনিয়েচর ইণ্ডিয়া ব'লে মনে হয়, তবে স্থানমাহাত্ম্যে ভারতবর্ষ একটু ঘুরে দাঁড়িয়েছেন মাত্র।

কাকাদের সময়ে এন্‌ট্রান্স অব্‌ধি জিওগ্রাফি প'ড়্‌তে হ'ত আর বি, এল পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তিনি কেমিষ্ট্রিতে এম, এ দিয়েছিলেন, কেন না, অক্সিজেন হাইড্রোজিন তত্ত্ব না বুঝ্‌লে কন্‌ট্রাক্ট্-আইন আদতে-ই আয়ত্ত হ'তে পারে না। সুতরাং কাকা যে বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক উপায়ে বাড়ী তৈয়ারী ক'র্‌বেন, তাতে কিছু আশ্চর্য্য হবার কথা নেই।

ভৌগোলিক উপায়ের পরিচয় দেওয়া গেল, বৈজ্ঞানিক অভিসন্ধি হ'চ্ছে যে ক'ল্‌কেতায় যত ঊর্দ্ধদিকে বাস ক'র্‌বে, অক্সিজেনের কল্যাণে তত-ই স্বাস্থ্যরক্ষা হবে। গৃহপ্রবেশের তিন বৎসরমধ্যে এই তত্ত্বের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ প্রমাণ পেয়েছিলেন, কেন না, নিশ্বাস-পথে অনবরত ওজোন প্রবেশ ক'রে ক'রে কাকীমার দেহের ওজন এত বেড়ে গিয়েছিল যে তিনি আর নীচের তলায় নাম্‌তে-ই পার্‌তেন না।

বাবাকে বিস্তর পরামর্শ দিয়েছিলুম্ যে সভ্যতার কেন্দ্র ক'ল্‌কেতায় এসে ১৪ ছটাক জমীর ওপর সুন্দর ইন্দ্রভবন ক'রে বাস করুন। কিন্তু তাঁর এক দিকে দেশহিতৈষিতা কিছুমাত্র নেই, তার ওপর বিষয়বুদ্ধি অতিশয় প্রবল। সুতরাং সেই ২৫ টাকা বিঘা খরিদ ৩ বিঘা-জমীর ওপর ভিটায় ব'সে ক্ষেত গোলা পুকুর বাগান আর অসভ্য প্রজাদের নিয়ে-ই জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছেন।

মহাত্মা গন্ধী দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রেছেন। লক্ষ লক্ষ মুদ্রা-উপার্জ্জনক্ষম দেশবন্ধু মতিলাল নেহরু প্রভৃতি মনীষিগণ নিজ নিজ বৃত্তি ত্যাগ ক'রেছেন, আর বাবা যদি দেশের জন্য ঐ পোড়া 'দেশের মায়াটা' ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌তেন, তা হ'লে আজ আমি এই প্রাসাদ-নগরীতে কত বুক ফুলিয়ে-ই না চ'ল্‌তে পার্‌তেম !

দুঃখের উপর দুঃখ, কলেজে যেই এই লম্বা ছুটী হয়, হোষ্টেলে-ও অমন-ই দরজা বন্ধ ক'রে দেয়, কাযে-ই নিরুপায় হ'য়ে 'স্বদেশকে' দত্ত কোম্পানীর চায়েব দোকানে রেখে কয়েক সপ্তাহের জন্য আমাদের দেশে যেতে হয়।

হা দেশ! হা পল্লীভবন! হা গ্রামসুন্দরি! তোমাদের 'বটবৃক্ষ' 'আম্রকানন' 'বংশবাটিকা' 'সরোবরকূলে সন্ধ্যা', 'কলসীকক্ষে কুলবালা' ইত্যাদি কল্পনাচক্ষুতে অঙ্কিত ক'রে কত কবিতা-ই না লিখেছি, ছাপিয়েছি, প'ড়েছি, প'ড়ে প'ড়ে শুনিয়ে শুনিয়ে বন্ধুবর্গকে ঘর থেকে, গোলদীঘির বেঞ্চি থেকে—যাক্, সে কথা আর কায নেই। কবিতা লিখেছি বটে, সে কল্পনারাজ্যে মস্তিষ্কের জল্পনা মাত্র; কিন্তু গ্রামসুন্দরীর নিকটে যখন সশরীরে উপস্থিত হওয়া যায়, তখন কবিতা মহাভীতা হ'য়ে জ্বলন্ত চিতায় ঝম্প প্রদান করেন। সহজ চক্ষুতে দেখ্‌লে পল্লী-সুন্দরী যে নিতান্ত কুৎসিতা, তা মনে হয় না বটে, কিন্তু ক'ল্‌কেতার হোষ্টেলরূপ বান্ধবতীর্থ ছেড়ে যখন পৈতৃক ভিটার সেই আলকাতারামাখা বরং কড়ির দিকে চোখ মিলে চাই, তখন প্রাণের ভিতরটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

"Oh from what height to what pit thou hast fallen !" কোথায় সেই ইলেক্‌ট্রিক্ ফ্যান, ইলেক্‌ট্রিক লাইট্ আর কোথায় না একটা মাটীর প্রদীপ! কোথায় ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের চক্রবৎ ঘূর্ণন আর কোথায় না জানালা-পথে আম্‌ড়াগাছের চাম্‌ড়া-জ্বালানো সমীরণ; এখানে বন্ধুবর্গের সহিত একত্র ভোজনে ব'সে উড়ের রান্না নুণগোলা ঝোল-ও মিষ্টি লাগে;

কিন্তু দেশে গিয়ে আব্-হাওয়ার দোষে আর গণ্ডা গণ্ডা ছেলের কলরবে মায়ের হাতের অমৃত বেতার হ'য়ে যায়; ভোজনান্তে দেশে যখন বড় বৌদিদি পান হাতে দেন, তখন তাতে একটু স্নেহের আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু হোষ্টেলের 'নতুন ঝি'র তাম্বুল প্রদানে যে একটু আর্টের সাড়া প্রাণে নাড়া দেয়, তা ব্যাচিলার-অব-আর্টস্-পারমিশান-প্রয়াসী প্রবাসী পথিক ভিন্ন আর কে বুঝ্বে।

পূজার ছুটীতে ক'ল্কেতা ছেড়ে যেতে হয় বটে, কিন্তু নিজের দেশে না গিয়ে গ্রামান্তরে মামার বাড়ী যাই, সেখানে তিন রাত্রি যাত্রা ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদে এক রকম গোলেমালে কেটে যায়; যদি-ও দুর্গোৎসবের বৈজ্ঞানিক অর্থ কেহ-ই বুঝে না, অনুষ্ঠানের সঙ্গে বর্ব্বরতা ঘনমিশ্রিত, তথাপি প্রত্নতত্ত্ববিদের চক্ষুতে আমি সে সব নিরীক্ষণ ক'রে একরূপ সঙ্কটাপন্ন আনন্দ অনুভব করি। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে এক দিন পাঁজী খুলে দেখি যে এবার সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিন দিন-ই 'যাত্রা নাস্তি!' ভাব্লেম্, দূর ছাই! এবার মামার বাড়ী যাত্রা-ও হবে না, তবে এবার ক'ল্কেতা ছেড়ে "পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

হাইকোর্ট বন্ধ হ'তে-ই কাকা দেশের কাযের জন্য মাদ্রাজে বিশ্রাম ক'র্তে গেছেন, কাকীমার কাছে গিয়ে ব'ল্লুম্, "মা, এবার ছুটীতে বাড়ী যাব না, তোমার এখানে-ই থাক্ব।" কাকীমা দেহভারে গভীরা গম্ভীরা স্থাবর ও স্থবিরা। তিনি ব'ল্লেন, "বেশ ত বাবা, তোমার ঘর, তোমার বাড়ী,"—বেশী কথা আর কইলেন না, নিম্নমুখী অঙ্গুলীর ইঙ্গিতে-ই আমি বুঝ্লেম্ যে, নিম্নতলে-ই আমার বাসা। কুমারিকা অন্তরীপের প্রান্তসীমার কুঠরীতে ব'সে ব'সে আমি হ্যারিসন রোড্-সাগরের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ট্রাম ও ট্যাক্সির সগর্জ্জন লীলারঙ্গ দেখি আর ফকির মামার সঙ্গে ক'ল্কেতার পূজা দেখ্বার সম্বন্ধে আলাপ করি।

ফকির মামা ভগ্নীর বাড়ীতে থাকেন এবং তাঁ'র সংসারের সমস্ত কাযকর্ম্মের তত্ত্বাবধান করেন, কিন্তু তা ব'লে তিনি ঠিক ভগ্নীপতির অন্ন দাস-ও নহেন; ভগ্নী কর্তৃক সহোদর ভাইকে 'পেয়িং গেষ্টের' সম্মান দেওয়ার সভ্যতা এখন-ও বাঙলার বর্ব্বর সংসারে প্রবেশ করে নি, তাই মামাকে ফ্রি বোর্ডিং নিতে হয়, কিন্তু হিমাচলবাসিনী অচলা দিদিমণির এবং স্বদেশব্রতধারী মক্কেলময়-জীবন, 'বাবু'র তরফ থেকে তিনি সব দিক্ দেখে-শুনে সংসারের যে অপচয় নিবারণ করেন, তাতে তাঁকে খোরাকীর উপর কিছু অতিরিক্ত মাসোহারা দিলে-ও অন্যায় হয় না।

মামা ছেলেবেলা থেকে-ই একটু স্বাধীন-ভাবাপন্ন, বারবার তিন বার এন্‌ট্রান্‌স্ ফেল্ হ'য়ে পাঁচ জনের পরামর্শে মাসকতক লালদীঘির ধারে ঘুরে ঘুরে যখন কোনমতে-ই একটা চাকরী জোটাতে পার্‌লেন না, তখন তাঁ'র প্রাণে স্বাধীনতার দিব্যজ্যোতিঃ পরিষ্কাররূপে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌ল। নিজে পরিশ্রম ক'রে দু'পয়সা রোজগার ক'র্‌তে-ই হবে, তার জন্য রাস্তা ঝেঁটানো, মাথায় মোট্ ব'ওয়া পর্য্যন্ত অপমানের কথা নয়, মামা এটা বেশ স্থির ক'রে নিলেন। তিনি প্রথম কায আরম্ভ ক'র্‌লেন, ট্রামগাড়ীতে খবরের কাগজ বেচে, বছরখানেক বাদে কিছু জমিয়ে একখানি ছোট রকম মনোহারী দোকান খুল্‌লেন, কিন্তু যে সব মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড তাঁ'র দোকান থেকে ধারে জিনিস কিন্‌লেন, তাঁ'দের মধ্যে কেহ-ই উপুড় হস্ত না করায় দোকানখানি উঠে গেল। এর পরে মামা একটা নতুন কায আবিষ্কার কর্‌বার জন্য যোগাসনে ব'স্‌লেন; সকাল ও বিকালে নানান্ রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো আর আহারান্তে দু'টি ঘণ্টা পদ্মাসনে ব'সে একটা ইনিস্পিরেসানের জন্য যক্ষরাজের চরণধ্যানে নিবিষ্ট হ'লেন। খবরের কাগজে বিলেতের 'লেবার লীগ', 'লেবার ষ্ট্রাইক্' প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে হঠাৎ ফকির মামার মনে লাগ্‌লো, এ দেশে-ও একটা শ্রমিকসঙ্ঘ ক'রে চালালে হয় না? কাদের নিয়ে

প্রথম সম্ভব করা যায় ? যে সময় এই আইডিয়াটা মামার মাথায় প্রথম ঢুকলো, তখন তিনি সবে আহার ক'রে উঠেছেন্, মুকুন্দ ঠাকুরের রান্না মুগের ডালের পিণ্ডদানের ঢেঁকুর তখন-ও তাঁর গলার কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাযে-ই উড়িষ্যাবাসী পাচককুলকে নিয়ে একটা সঙ্ঘগঠনের সঙ্কল্প মনে মনে স্থির ক'র্লেন।

আজ প্রায় দু'বৎসরের উপর হ'ল, ৩৬।১ এ নং গুড়ের মার আড়া লেনে ফকির মামার 'উড়িয়া ইউনিয়ন' স্থাপিত হ'য়েছে ; প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় রাত্রি ৯টার পর সেখানে মিটিং হয়, ক্রমে পাচক থেকে উড়ে বেয়ারা, খানসামা পর্য্যন্ত মেম্বার হ'য়েছে—প্রত্যেক উড়ের ই মেম্বার হবার অধিকার আছে। মেম্বার হবার ভর্ত্তির ফি ফার্ষ্ট ক্লাস পাচক ও খানসামার এক এক টাকা, সেকেণ্ড ক্লাস ঐ ঐ আট আট আনা। যারা পোলাও কালিয়া চপ্ কাট্লেট্ প্রভৃতি রাঁধ্তে পারে, তারা-ই ফার্ষ্ট ক্লাস পাচক ; কড়াইয়ের ডাল, কাঁচ্কলার ঝোল প্রভৃতি সেকেণ্ড ক্লাস ; যারা কাপড় কোঁচাতে, তেল মাখাতে, কেরোসিনের ডুম্ ভাঙ্তে পারে, আর বাবুর কাপড়ের আলমারী ও প্রাইভেট্ আলমারীর চাবি যাদের হাতে, তারা-ই ফার্ষ্ট ক্লাস্ খানসামা, আর ঝাড়ু দেওয়া, জুতো বুরুষ করা, বাজার ব'য়ে আনা চাকরেরা সেকেণ্ড ক্লাস। ফকির মামা হ'লেন সেক্রেটারী, প্রত্যেক মেম্বারকে তার মাইনের হিসাবে টাকা পিছু মাসে এক আনা ক'রে চাঁদা দিতে হয়, এই সব আয়ে মামা অফিসের খরচ ও নিজের পারিশ্রমিক চালিয়ে দেন। এখন মেম্বারসংখ্যা ৩ শত ৬৯ জন, সুতরাং মামার মাসিক আয় একটা বড় হাই স্কুলের হেড্ মাষ্টারের চেয়ে বেশী, সুতরাং মামা মনে মনে ভাবেন, ভাগ্যিস্ এন্ট্রান্স্ ফেল্ ক'রেছিলুম, নইলে হঠাৎ এম, এ, পাশ ক'র্লে আমার কি দুরবস্থা-ই না জানি হ'ত।

পরশু রাত্রে ইউনিয়নের সেকেণ্ড্ এনিভার্সারি হ'য়ে গেছে, তার জন্য

সকল মেম্বার-ই অতিরিক্ত চাঁদা দিয়েছিলেন এবং প্রত্যেক পাচক নিজের মনিববাড়ী থেকে এক এক থাল লুচি বা পরেটা, ডাল, ভাজা এবং মাংস, মাছ প্রভৃতি বিবিধ তরকারি এনেছিলেন তাতে স-সেক্রেটারি সকলে-ই পরিতোষের সঙ্গে সাপার্ ক'রেছিলেন। ঐ এনিভার্সারি মিটিংএ সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে রেজিলিউসন পাশ হয় যে কোন ফার্ষ্ট ক্লাস রাঁধুনী-ই খাওয়াপরা ১৬৲ টাকা মাইনের চাকুরী ক'র্‌বে না। ২২৲ টাকা থেকে সুরু ক'রে বছরে ১৲ টাকা ক'রে বৃদ্ধিতে ৮ বছরে ৩০৲ টাকা হওয়া চাই, আর সেকেণ্ড ক্লাসরা ১২ টাকার বদলে ১৫৲ টাকা, বছরে এক টাকা বৃদ্ধিতে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত। ঠিকে রাঁধুনীরা প্রত্যেক বাড়ীতে ২ ঘণ্টা রাঁধ্‌বে, মাইনে প্রত্যেক বাড়ীতে ৭৲ টাকা। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজা প্রভৃতি উৎসবে অন্যত্র গিয়ে ঠিকে লুচি ভাজ্‌বার অধিকার সব পাচকের-ই থাকবে, সে ক'দিন মনিবকে ছুটী দিতে-ই হবে। খানসামা ও চাকরদের গড়ে দু দু টাকা ক'রে বেতন বৃদ্ধি আর বাবুর বাড়ীর কোন লোক যদি সঙ্গে যায়, তা হ'লে তারা বাজারে যাবে না।

মামা-ও গৃহস্থ বটে, অন্ততঃ তিনি যাঁর বাড়ীতে থাকেন, সেই ভগ্নীপতি মহাশয়, কিন্তু গরীব শ্রমিকদের জন্য এই নিঃস্বার্থ হিতৈষিতায় তাঁদের বাড়ীর দেয়ালে আঁচ্‌টি পর্য্যন্ত লাগে নি, কেন না, এসিষ্ট্যাণ্ট-সেক্রেটারী উৎকলপ্রদীপ অনন্ত মিশির মহাশয় প্রথমে-ই প্রস্তাব করেন যে "সকরটরি বাবুর বাড়ী মু সব পলা করি কাম করিমু। তঙ্কা নিব নি।" প্রত্যেক মেম্বার পালাক্রমে কাকার বাড়ী এক এক দিন রেঁধে দিয়ে যেত' আর দু'জন ক'রে চাকর এসে সব কাযকর্ম্ম ক'রে যেত'।

* * * *

ষষ্ঠির দিন বৈকালে ফকির মামাতে আমাতে পূজোর বাজার দেখ্‌তে বেরুলুম। যে দিকে ফিরাই আঁখি, জামার দোকান দেখি। রং-বেরংয়ের

জামা, সব দোকানের সাম্‌নে আলো ক'রে ঝুল্‌ছে, দুল্‌ছে। রাঙা জামা, গোলাপী জামা, সবুজ জামা, নীল জামা, বেগুনী জামা, সাদা জামা; কোনটার নাম কামিজ, কোনটার নাম সেমিজ, কোনটার নাম পাঞ্জাবী, কোনটার নাম ফ্রক্‌, কোনটার নাম পিনে, কোনটার নাম জ্যাকেট্‌। বিলিতী আদ্ধি, বিলিতী ক্যামব্রিক, জাপানী বা বিলিতী সিল্ক, বিলিতী ভেল্‌ভেট্‌, বিলিতী জরি, বিলিতী লেশ। দেশী কাপড়ের দোকানে মাদ্রাজী তাঁতের ধুতি শাড়ী ফেলে কেউ সিম্‌লা ফরাসডাঙা ঢাকাই শান্তিপুর পাব্‌না—বাঙলার তৈরী কাপড় ছুঁচ্‌চেন না; ম্যাঞ্চেষ্টারের ধুতি বিক্রী কম, তবে বিলিতী কলে বিলিতী সুতোয় তৈরী বোম্বেয়ে ধুতিশাড়ী কিনে বিস্তর বাঙালী-ই ভাটিয়া ধনীদের মান রক্ষা ক'র্‌ছেন।

মনে মনে ক'র্‌তেম যে, পল্লীগ্রামে একখানা বাড়ীতে পুজো হ'লে দশখানা গ্রাম সেখানে জড় হ'য়ে আমোদ-আহ্লাদ করে, তখন ক'ল্‌কেতা সহরে কি সমারোহে-ই না দুর্গোৎসবের ধুম-ধাম হয়। চোখে দেখ্‌লুম্‌, ক'ল্‌কেতায় যা কিছু পুজোর নিশানা আছে, তা সব রাস্তায়; ভদ্রাসনের ভিতর খুব কম বাড়ীতে-ই হাসির আওয়াজ পাওয়া যায়, অনেক বড়মানুষের বাড়ীর পুরুষরা পুরুতের হাতে প্রতিমা জিম্মা ক'রে দিয়ে বিদেশে বেড়াতে যান; সাধারণ গৃহস্থলোকের মধ্যে অনেকে ছুটীর কল্যাণে বাড়ী ছেড়ে কোথা-ও গিয়ে দু'দিন জুড়িয়ে আসেন।

ক'ল্‌কেতার প্রধানতঃ পূজার উপস্বত্ব ভোগ করে কাপড়ওয়ালা, জামাওয়ালা, জুতোওয়ালা আর সন্দেশওয়ালারা। আর ভোগ করেন ট্রামওয়ে কোম্পানী ও শিয়ালদা, হাওড়ার রেল কোম্পানী।

অনুশোচনা এল, ভাব্‌লুম্‌, দেশে 'গেলে হ'ত, যাত্রানাস্তি হ'লে-ও সেখানে বলিদানের ধুম খুব আছে, পাঁঠাটা পেট ভ'রে খাওয়া যেত';

বিশুদ্ধ হিন্দুমতে ফাউল রান্নার হোটেলগুলি ক'ল্‌কেতায় না থাক্‌লে সপ্তমীর সন্ধ্যের ট্রেণে-ই দেশাভিমুখে রওনা হ'তুম্।

* * * *

আমায় মন-মরা দেখে ফকির মামা বড় দুঃখিত হ'লেন, ব'ল্লেন, "তাই ত' হে, কি ক'রে তোমাকে একটু জাগিয়ে রাখি, তা ঠিক ক'র্‌তে পার্‌ছি নে, বড়-ই মুস্‌ড়ে প'ড়েছ, উদ্যোগী লোকের মধ্যে অনেকে-ই বেরিয়ে গেছে, একটা শোক-সভাটভা নেই যে তোমায় নিয়ে গিয়ে একটু স্ফূর্ত্তি করিয়ে আনি। তবে এক কথা, আজকাল পাবলিক্ থিয়েটারগুলো পূজোর কদিন খোলা থাকে, চল, এক দিন একটা প্লে দেখে রাত্‌টা কাটিয়ে দেওয়া যাক্।"

* * * *

মহাষ্টমীর দিন সন্ধ্যার সময় বিধুমুখী-হোটেলে ডিনার খেয়ে মামা-ভাগ্নে থিয়েটার উদ্দেশ্যে দুর্গা ব'লে যাত্রা ক'র্‌লেম। ও হরি! ট্রামওয়েতে মোটে যায়গা নেই, কালীঘাটের ফেরৎ যাত্রী সব বাদুড়ের মতন গাড়ীর আশে পাশে ঝুলে আস্‌ছে; তখন ফিজিক্যাল একসার্সাইজের দোহাই দিয়ে মনকে শান্ত ক'রে লেফ্‌ট্ রাইট্, লেফ্‌ট্ রাইট্ ক'রে কুইক্‌মার্চ্চ ক'র্‌লুম্।

দীপাবলীতেজে উজ্জ্বলিত দ্বারে উপস্থিত হ'য়ে দেখি যে বোর্ডে মার এক একখানা পোষ্টারের সাম্‌নে হবু দর্শকের এক একটা ভিড় জ'মে গেছে; তারা প্লাকার্ড প'ড়্‌ছে, আর নম্বর গুণ্‌ছে,— এ থিয়েটারে যাবে কি অন্য থিয়েটারের টিকিট কিন্‌বে, তা ঠিক ক'র্‌তে পার্‌ছে না। কারু মত এইখানে-ই যাওয়া যাক্, ভেট্রিনারি ট্রেজিডিয়ান যদু জানা আজ এখানে হিরোর পার্ট নেবে—ঐ দেখ্ ক্যাটালগ লেখা র'য়েছে—সে যা এক্ট করে বুঝেছিস্—ষ্টেজের উপর চর্‌কী ঘুরিয়ে দেয়, আওয়াজ যায় বোধ হয়, ও-পারে ঘুস্‌ড়ির চড়া অবধি। আর এক জন ব'ল্লে. "আমার সঙ্গে আয় দেখি

আমি যেখানে নিয়ে যাব, সেখানে ৬নং পালা আছে, তার উপর গালবাঁকা ভূতির নাচ, সোমের মুখে যখন এক একটা লাফ্ মার্বে, তখন একেবারে চক্ষু স্থির হ'য়ে যাবে।"

এদের তর্ক-বিতর্ক হ'তে লাগ্‌লো আমরা দু'জন টিকিটঘরে গিয়ে দু'খানা টিকিট চাইলুম্, টিকিটবাবু গম্ভীরভাবে ব'ল্লেন, "'ফিল্ডাপ্' (filled-up)।" আমরা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, "দু' টাকা ?" টিকিটবাবু ব'ল্লেন, "এখন-ও পেলে পেতে পারেন।"

পরে বুঝেছিলুম্, টিকিটবাবু যত্ন জানার চেয়ে-ও বড় এক্টার, কেন না, এক টাকার যায়গায় তখন-ও দু'খানা বেঞ্চি পুরো খালি আছে, আর দু' টাকায় জন ২৫।৩০ লোক মাত্র। বোধ হয়, অভিনয়ের বেজায় আওয়াজ শোন্‌বার জন্যে আগে থাকৃতে আমাদের শ্রবণশক্তিকে শাণিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে-ই রঙ্গালয়ের প্রাঙ্গণে হট্ টি, পান, চুরুট, সিগেরেট্, বিড়ি, আইস্, লেমনেড্, ঘোলের সরবৎ প্রভৃতি শব্দ ; পিক্‌লো, ট্রেসেলো, প্রোপেলো, ব্যাস্ প্রভৃতি উদারা মুদারা তারা গ্রামনির্গত স্বরবৈচিত্র্যে একটা অভিনব হরিবল্ হারমনির সৃষ্টি ক'র্‌ছে। এমন সময়ে স্কুল বস্‌বার সঙ্কেতস্বরূপ একটা পেটাঘড়ী ভয়ঙ্কর "ঢং" ক'রে বেজে উঠ্‌ল, আমাদের শ্রবণশক্তি-ও আর এক পর্দ্দা সাউণ্ড্-প্রুফ হ'ল। ভাল যায়গা বেছে নেবার জন্য চেয়ার দখল ক'রে দেখি যে ড্রপ্‌সিন্‌খানিতে যে চিত্রটি আঁকা হ'য়েছে, তা' সম্পূর্ণ সাহিত্যসঙ্গত। পর্দ্দাখানির উপর বর্ণমালার খেলায় যেন চড়কের মেলা ব'সে গেছে। সুপারি, দেশালাই, শেলায়ের কল, জলধর ছাতা, স্বদেশী সাবান, জলদোষ, বালাপোষ, মনতোষ তৈল প্রভৃতি কত লেখা-ই না লিখেছে ; ভাব্‌লেম্, আর্টের এ একটা নতুন নমুনা বটে! যখন পয়সা দিয়ে টিকিট কিনেছি, তখন দশ মিনিট ধ'রে বার চেরেক এই বিজ্ঞাপন প'ড়্‌তে-ই হবে।

কন্‌সার্ট্‌ বাজ্‌লো, গ্যালারির দর্শকরা বস্‌বার যায়গা নিয়ে যন্ত্রবাদনের সঙ্গে কণ্ঠস্বর যোগ ক'রে দিলে।

এইবার অভিনয় আরম্ভ। পর্দ্দা উঠ্‌লো, রাজসভায় ধূলো উড়্‌লো, বোধ হয়, সিফ্‌টাররা এইমাত্র একবার বুরুস বুলিয়ে গেছে। সিংহাসনে রাজা উপবিষ্ট, রাজার পিছনে হলে সাদা কালো পাথর তুলিকা-সম্পাতে বিন্যস্ত, কিন্তু সিংহাসনখানির আধ ইঞ্চি তক্তার উপর দেড় ইঞ্চি ধূলোর তোষক, সিংহাসনের উপর একখানি সখীর সবুজ রংকরা চুম্‌কী বসানো ওড়্‌না ঢাকা; ক্ষত্রিয় রাজা ধনুর্দ্ধর সিংহ তার উপর উপবিষ্ট, দক্ষিণে মন্ত্রী, বামে সেনাপতি, তিন জন সভাসদ্‌ দু'দিকে দাঁড়িয়ে। রাজা একবার সিংহাসন থেকে উঠে এসে দাঁড়ালেন, বোধ হয়, তাঁর সমস্ত সাজগোজ দর্শকদের দেখাবার জন্য। রাজার মাথায় বাব্‌রি চুল, তেল-মাখানো তালগাছের জটার মত দু'দিকে ঝুল্‌ছে, তার ওপর ডাক-বসানো টিনের মুকুট, মুকুটখানির ১০।১২টি শিং বেরিয়েছে। নটের কর্ত্তব্যবোধে রাজা মুখে রং মেখেছেন, তাতে তাঁকে অনেকটা অ্যাংগ্লোস্যাক্সন জাতীয় লোক ব'লে-ই বোধ হয়। কিন্তু হাতের কব্জির দিকে নজর প'ড়্‌লে-ই ইথিওপিয়া মনে আসে। রাজার পায়ে এক জোড় পুরাতন জুতো, জরি সব খ'সে গিয়েছে, তার উপর লাল মেজেণ্টা রংকর ফুল-মোজা, তার উপর এক জোড়া নি-ব্রিচ্‌ হাঁটুর নীচে ইলাস্‌টিক্‌ দিে আঁটা, গায়ে সল্‌মা-চুম্‌কির কায করা একটি কোলঢাকা কোট, কোটে নীচে তিন দিকে ঝালোর লাগানো চতুষ্কোণ ফ্রিমেশনদিগের ব্যবহার উপযোগী চীর-খণ্ড। রাজার কণ্ঠে, গলায়, কাণে, মোগলাই পাগ্‌ড়ীতে হাতে, মণিবন্ধে, কাঁকালে, কোমরে, যত বড় বড় মুক্তা ঝল্‌মল্‌ ক'চ্ছে ; এ রকম এক সাইজের অমন বড় মুক্তা পঁচিশটে পেলে হায়দ্রাবাদের নিজাম- আপনাকে ধন্য মনে করেন। মুক্তাক্রয়ে থিয়েটারের ম্যানেজার

একেবারে মুক্তহস্ত। সেনাপতিকে দেখলে-ও বডি-অফ-অল্-নেশন ব'লে মনে হয়, জগতের সমগ্র জাতির বিজয়-নিশান তিনি স্ব-শরীরে বহন ক'রে আছেন। মন্ত্রী বেচারী-ই খালি একরাশ সিরাজগঞ্জ পাট মাথায় মুখে জড়িয়ে একটা ময়লা খিড়্‌কিদার পাগ্‌ড়ী আর তদবস্থ জোড়া প'রেছিলেন। সভাসদ্ দু'জন বোধ হয়, এতক্ষণ বাইরে পান-বিড়ি বেচ্‌ছিল, তাড়াতাড়ি এসে দু'টো ক্রিটোনের ঝল্‌ঝ'লে আল্‌খাল্লা প'রে এ্যাপিয়ার হ'য়েছে। এক জন পাগ্‌ড়ী বেঁধে নিয়েছিল, আর এক জন তখন-ও বাঁধ্‌ছিল।

এখানে-ই ব'লে রাখি, ১৯১৯এর অভিনেতারা, অন্ততঃ বড় বড় অভিনেতারা, যাঁরা ভেটারেন্. বা ভেট্রিনারি ব'লে নিজেদের নাম বিজ্ঞাপিত করেন, তাঁরা নিজের নিজের পোষাক নির্ব্বাচনে দেশ কাল পাত্র সব বিচার ত্যাগ ক'র্‌তে প্রস্তুত, যদি তাঁদের আর্শি তাঁদের বলে, 'এই যে সাজ্ সেজেছ, এতে-ই তুমি রমণী-মোহন'। দেখ্‌লুম, কোন অভিনেতা-ই মাথায় পাগড়ি কপালের উপর পরেন নাই, পাছে অত কষ্টের জল দিয়ে পাতাকাটা সিঁথেটুকু ঢাকা পড়ে।

যা হোক্, অভিনয় আরম্ভ হ'ল; প্রোগ্রামে দেখ্‌লুম্. বেগে দূতের প্রবেশ, প্রোগ্রামের বেগ্‌টা প্রথমে সাম্‌লে নিয়েছিলুম্, তবে দূত যখন ষ্টেজে বেগে প্রবেশ ক'র্‌লে, তখন একটু চ'ম্‌কে উঠ্‌তে হ'য়েছিল দূতটি জীর্ণ-শীর্ণ কালো কোলো, তেলচুক্‌চুকে আর একেবারে স্প্রিংয়ে গড়া; সেকালে ছেলেদের খেল্‌না তালপাতার সেপাই বিক্রী হ'ত, কাঠিটে ঘোরালে-ই সেপাই একেবারে দু'হাত দু'পা এঁকিয়ে বেঁকিয়ে জুমড়ে ছেলেদের আনন্দবর্দ্ধন ক'র্‌ত; দূতরাজ-ও বোধ হয় সেইরূপ সাফল্য লাভ ক'রেছিল, কেন না, উপরের মহিলাসনে একটি খোকা বা খুকী অনেকক্ষণ থেকে কাঁদ্‌ছিল, দূতের অভিনয় আরম্ভ হ'তেই কিন্তু শিশু নীরব হ'য়ে গেল। দূতের ভূমিকায় বেশী কথা ছিল না, দূত যে কথা কয়টি

ব'ল্লে, তার ভাবার্থ এই যে শিপ্রানদীর অপর পারে মবারকদ্দৌলা খাঁ এসে সসৈন্য শিবির সংস্থাপন ক'রেছেন, শীঘ্র-ই নগর আক্রমণ ক'র্বেন।

বলা বাহুল্য, নাটকের ঘটনাস্থল মাড়োয়ার প্রদেশে, কিন্তু কবি তাঁ'র কাব্যকে ফুটিয়ে তুল্তে মিউনিসিপ্যালিটী থেকে লাইসেন্স নিয়ে উজ্জয়িনী হ'তে শিপ্রানদী মাড়োয়ারের মরুভূমিতে চালান ক'রেছেন। দূত এপ্রেন্টিস, কাজে ঢুকে-ই প্রথমে একখানি সামাজিক নাটকে দুর্ভিক্ষের পার্ট পায়, তাতে একটি-ও কথা ছিল না, কিন্তু তার নগ্ন দেহের উপরার্দ্ধে পঞ্জরশোভা দেখে দর্শকরা একেবারে বিস্ময়ে বিমোহিত হ'য়েছিলেন, আর সদানন্দ শীল মহাশয় দুর্ভিক্ষকে একটি রূপার মেডেল প্রদান করেন, সেই অবধি সকলে তাকে দুর্ভিক্ষ ব'লে ডাক্তো, আর সে-ও ঐ নামে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে ক'র্তো। তাকে একটি ছোটখাটো দূতের পার্ট দেওয়াতে সে বড়-ই চ'টে গিয়েছিল, সেই জন্য তার পার্টের গোটা আষ্টেক লাইন কথা ব'ল্তে এমন মুখব্যাদান, চক্ষুর ঘূর্ণায়মান, হস্তপদ সঞ্চালন, বক্ষে মুষ্ট্যাঘাত ক'র্লে যে তার মনে মনে হ'ল, যেন লোক বুঝ্তে পারে যে পার্ট পেলে সে যদু জানাকে-ও ছাড়িয়ে উঠ্তে পারে। কিন্তু তা-ও বলি, উপর থেকে মেয়েরা খল্খল্ ক'রে হেসে উঠ্লে-ও দূতের হাত-পা নাড়া আর ওঃ ওফ্ শব্দ শুনে ভাল ভাল দর্শকরা-ও ঘন করতালিধ্বনি ক'রেছিলেন।

দূতের মুখের বার্ত্তা পেয়ে মহারাজ ব'ল্লেন, পামর মবারকদ্দৌলার এত বড় স্পর্দ্ধা যে আমার রাজ্য আক্রমণ ক'র্তে আসে ? মন্ত্রী, এখন কি করা যায়!' রাজার স্বর গম্ভীর কর্কশ তীব্র ছাদস্পর্শী! মন্ত্রী উত্তর দিলেন, 'দেখা যাক্, সেনাপতি মহাশয় কি বলেন।' মন্ত্রীর গলার সুর স্বভাবতঃ পিয়ানোর উপর পৌছায় না, তার উপর আবার একটু আর্টের-ও আভাস আছে, কেন না, বাৎস্যায়নের মতে মন্ত্রীর মন্ত্রণা রাজার কর্ণাগ্রমাত্রে-ই প্রবেশ ক'র্বে, অন্যত্র তাহার গতি নিষেধ। তখন রাজা

নাপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'র্লেন, সেনাপতি চক্ষু ফিরালেন দূতের কে, চক্ষু যে কেবল ফিরালেন, তা নয়, সেই বড় বড় সুগোল চক্ষু ট বার দুই তিন ঘুরিয়ে নিলেন এবং সেই ঘূর্ণনলীলা যাতে কোন র্শকের-ই লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, সেই জন্য মিলিটারিচালে ফুট্-লাইটের কাছ র্য্যন্ত এগিয়ে এলেন। তার পর পীটস্থ বন্ধুবিশেষের প্রতি দৃষ্টি রেখে তকে উদ্দেশ ক'রে ব'ল্লেন,—

রে দূত,
ভূতগ্রস্ত হইয়াছ তুমি,
মনে মনে কুৎ করি আমি।

আমার ন্যায় জনকতক দর্শক ভাব্লেন যে দূতটি একটু আগে ষ্টেজে দাঁড়িয়ে যে রকম হাত-পা খিঁচেছিলেন তাই লক্ষ্য ক'রে-ই সেনাপতি মহাশয় তাকে ভর্ৎসনা ক'চ্ছে'ন, কিন্তু পশ্চাদ্বর্ত্তী পংক্তি সে ভ্রান্তি দূর ক'রে দিলে,—

কিম্ভূতকিমাকার এ কি সমাচার!
কর্ত্তা-কর্ম্ম-ক্রিয়া-হীন
বার্ত্তা দেহ তুমি!
পূর্ব্ব-পরাজয় হয় নি ভারক;
সে জঘন্য মবারক
রণে আসে পুনঃ, অগণ্য সৈন্য সাথে।
কার বলে বলীয়ান্ পালোয়ান-কুলাধম,
আসে হানা দিতে?
জানে না বিপক্ষ, দক্ষ নলিনাক্ষ
সেনানী-প্রধান জাগে এ দুয়ারে।
হনু যথা রাঘব-শিবিরে।

(মহারাজকে লক্ষ্য ক'রে কিন্তু চক্ষুর্দ্বয় অডিয়েন্সের দিকে রেখে)

কি ভয় কি ভয় রাজন্,
ডজন ডজন সৈন্য তুরজন,
বাজায়ে বাজন, করিবে সাজন,
প্রাণ দিতে স্বদেশের হিতে।
সপ্তকোটি কণ্ঠ ক'রে কল কল
ফুলাইবে গলদেশ,
দ্বিসপ্তকোটি ভুজে, চক্ষু বুজে,
লেগে যাবে লুঠিতে ভাণ্ডার।
উপাড়ি' ফেলিব দুই করে
হিমাদ্রি সাগর ;
নিষ্কণ্টক ক'রে দিব এ্যাট্‌লাণ্টে।
কাঁপিবে সিজার ম্যালোরিয়া-জ্বরে
বসি' রোম-সিংহাসনে ;
দুয়ো দুয়ো দিবে লোক
নেপোলিয়ো বীরে ;
মর্ম্মাহত জার্ম্মাণ, বুঝিবে শর্ম্মার বল,
বসি' রম্য হর্ম্ম্যতলে।

মন্ত্রী আর সহ্য ক'র্ত্তে পার্লেন না। মিহিসুরে ধীরে ধীরে ব'ল্লেন,—

হে কার্য্যদক্ষ নলিনাক্ষ,
তব বলবীর্য্য বিখ্যাত জগতে,
বহু দিন হ'তে তাহা জানিত এ মূঢ় ;
কিন্তু নাট্যাচার্য্য তুমি, কবিত্বে নিপুণ,—

এত গুণ তব নাহি জানিতাম,
হায় রে, বলিতে কি মাইরি !

রাজা। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও দোঁহে,
জানি আমি সেনাপতি,
অগতির গতি তুমি
গুণবতী বীরত্ব বর্ণনে।
বিশ্বাস আমার, প্রশ্বাস তোমার
পশিয়াছে শত্রুর শিবিরে।
ভয়ে মূর্চ্ছাপন্ন বিপক্ষের সৈন্য,
দৈন্যভাবে নিদ্রা যায় শুইয়া কম্বলে—

রাজার স্পীচ্ আর শেষ ক'র্‌তে হ'ল না, আলুলায়িত পক্ককেশী এক জন বৃদ্ধা ঝড়ের বেগে প্রবেশ ক'রে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো,—

"মহারাজ, মহারাজ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।
দুরাত্মা যবনরা—
নারীহৃদি জলনিধি করিয়া মন্থন,
সতীত্বরতন মোর করে রোমন্থন।"

সেনাপতির স্পীচের পর যা ক্ল্যাপ্ প'ড়েছিল, এই সতীত্বহরণ সংবাদে করতালির ধ্বনি তার চেয়ে বেশী হ'ল; নাট্যকারের ড্রামাটিক্ আর্টের প্রথম পরিচয় লোক এইখানে-ই পেলে; কেন না, সতীত্বহরণের দৃশ্য না দেখালে যবনাগমন বেল্‌কুল্ জমে না।

রাজা। (সক্রোধে) আর না, আর না,
যমের আতিথ্য কেবা করিবে স্বীকার,
নারীর সতীত্ব স্বত্ব করিয়া সংহার !

ডায়েনা-দমনা জন্মে দ্রৌপদী যে দেশে,
একাদশী করে নারী জ্যৈষ্ঠ মাসে হেসে,
সেই দেশে আসে কি না সেখ্ মবারক,—
দুর্গার দালানে যেন ক্রুষ্টম্যাস্‌কেক্।

চল চল, সাজ সাজ, গজবাজী উষ্ট্র ষণ্ডে দেশ লণ্ডভণ্ড কর। উড়ে যাও নভস্থলে, ডুবে যাও সিন্ধুজলে! এই প্রাচীনার সতীত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ভাণ্ডারের এই অমূল্য নিধি, যে তস্কর চুরি ক'রে নে যেতে চায়, তাকে হাতে হাতকড়ি দিয়ে হুগ্‌লীর জেলে না পাঠিয়ে আমি আজ জলগ্রহণ পর্য্যন্ত ক'র্‌বো না। কিন্তু একটা কথা ভাব্‌তে হ'চ্ছে—

(রক্তবস্ত্রপরিহিতা, আলুলায়িতকেশা পরিচারিকার অসিকরে মল্ল নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ)

পরি। আরে নরাধম, ভীরু কুলকলঙ্ক, শত্রুপক্ষ সশস্ত্র তোরণে দণ্ডায়মান, আর তুই কি না এখন-ও ব'লছিস্ 'কিন্তু!' তোর কাপুরুষ বদন এখন-ও কি না ব'ল্‌ছে, 'ভাব্‌তে হবে!' সিংহাসনের কুক্কুর, নেবে বোস্! শোন মন্ত্রী, শোন সেনাপতি, আমি ব'ল্‌ছি, এই রাজবাটীর সামান্য পরিচারিকা হ'লে পরে-ও আমি বীরাঙ্গনা, আমার অনুমতি, এখন-ই যুদ্ধযাত্রা কর। ঘোড়া, ঘোড়া, আমার জন্য একটা ঘোড়া!

ওরে বাবা রে বাবা, কি হাততালি রে কি হাততালি! বাড়ী বুঝি ভেঙে পড়ে! ড্রেস্ সার্কেল, বক্স, ষ্টল, পীট্, গ্যালারি একেবারে চড়্‌বড়্, চড়্‌বড়্, চড়্‌বড়্! কেবল মহিলাসনে সেই খোকাটি ঘুম ভেঙে আবার কেঁদে উঠ্‌লো, আর মেয়েদের সঙ্গে যে ক'জন ঝি এসেছিল, তারা এম্‌নি চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লো, "বেশ ব'লেছে, খুব ব'লেছে, মাগী ঝিয়ের মতন ঝি বটে, রাজাটাকে খুব শুনিয়ে দিয়েছে।"—যে আওয়াজ্ নীচে থেকে পুরুষরা পর্য্যন্ত শুন্‌তে পেলে।

ফকির মামা ব'ল্লেন, "পিনু, প্লে দেখে আমার ত' গলা শুকিয়ে উঠেছে।"

আমি উত্তর দিলুম্, "চল মামা, আমার-ও বীররস কণ্ঠাগত, বাইরে গিয়ে একটু চা খেয়ে টেম্পারেচারটা ঠাণ্ডা ক'রে নি।"

২

দ্বিতীয় অঙ্কটা বাইরে ব'সে ব'সে-ই কাটিয়ে দিলুম। চা-টা যেন একটু অল্প অল্প তেতো লাগ্‌লো, ভাব্‌লুম, বড় কড়া ক'রে ফেলেছে। তারপর একটু এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে দেখি নিকটে-ই যে একটা মাঝারি নিমগাছ ছিল, তার তলায় সন্ধ্যার পর যে হ'ল্‌দে পাতাগুলো ছড়ানো দেখেছিলুম, তা প্রায় পরিষ্কার হ'য়ে, গেছে, চায়ের দৌলতে একটা নতুন সাইকলজিক্যাল তথ্য শিখে ফেল্‌লুম্, যথা—থিয়েটারে যখন চিরবসন্ত, তখন হেমন্তে-ও (কার্ত্তিকে) নিম্বভোজনম্।

পূজার রাত্তিরে ১১টার আগে বাসায় ফিরে গিয়ে কি ক'র্‌ব, ঘুম ত' হবে-ই না, বন্ধুরা সব প্রায় দেশে গেছে, তাদের কারুর ওখানে গিয়ে যে খানিকটা হুইষ্ট খেলে সময় কাটাবো, তার-ও উপায় নেই। আবার নগদ টাকা দিয়ে দু দু খানা টিকিট কিনেছি, আর থিয়েটারের ম্যানেজাররা এক অঙ্ক দেখিয়ে ঠকিয়ে টাকাটা গ্রাস ক'র্‌বে, তা-ও প্রাণে সহ্য হ'চ্ছে না।

লোহার রেল ভাঙার উপর হাতুড়ী পেটার আওয়াজ আর সঙ্গে সঙ্গে গোলাপী সিগারেট্, পান-বিড়ি আওয়াজ্ উঠ্‌তে-ই বুঝ্‌তে পারা গেল, দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হ'ল; তারপর কনসার্ট অর্থাৎ ঐক্যতান বাদন; বেহালা যদি বাজ্‌ছে বি ফ্ল্যাটে, পিক্‌লো বাজ্‌ছে সি সার্প, বম্বার্ডেন ডি, ক্লারিয়নেট্ এফ্.; প্রত্যেক যন্ত্রী-ই যেন ব'ল্‌ছেন, 'আমি যে সুর ধ'রেছি, তাতে-ই সবার ঐক্য

হওয়া উচিত, তা হ'লে-ই ঐক্যতান বাদন হবে, আর অন্যান্য যন্ত্রীরা সঙ্গে সঙ্গে-ই ব'ল্‌ছেন যে এই স্বাধীনতার দিনে আমরা কার-ও তাঁবেদার হ'য়ে পদানুসরণ ক'র্‌তে প্রস্তুত নই, আমাদের-ও ফ্রি-উইল অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা আছে। এর উপর ষ্টেজে-ও যখন বীররস গর্জ্জন ক'রেছে, আমরা-ই বা তবে কেন পেছিয়ে প'ড়ে চেপে থেকে একটা স্কেলের গোলামী ক'র্‌বো।

দর্শকরা বাইরে এসে স্বদেশী সিগারেট্, স্বদেশী বিড়ি, স্বদেশী ঝাকড়ানিঙড়িত স্বদেশী চা, স্বদেশী কেক্ বিস্কুট্ ও স্বদেশী তেলে ভাজা ক্রুকেট্ পান-ভোজন ক'র্‌ছেন, আর অভিনয়ের তারিফ্ ক'র্‌ছেন; কেউ বা নাচের পক্ষপাতী, কেউ বা গানের, কেউ বা প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে রাজী আছেন যে চম্বোলীর রাজপথ হুবহু ওল্ড কোর্ট্ হাউস্ ষ্ট্রীটের মত হ'য়েছে, আর ঐ রাজপথে ইলেক্‌ট্রিক পাখা ঘোরায় সপ্তদশ শতাব্দীতে-ও আমাদের ভ্রাতা রাজপুতরা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উন্নতি কতদূর ক'রেছিলেন, তা বোঝা যাচ্ছে; কিন্তু এক বিষয়ে সমস্ত দর্শক একমত দেখা গেল যে কবি যা বীররসপ্রসবিণী স্বদেশহিতৈষিণী ঝিয়ের চরিত্র সৃষ্টি ক'রেছেন, তা কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর ইম্পসিব্‌ল্। নাটকের নাম "জলধির স্থলপদ্ম" না দিয়ে ঐ ঝিয়ের নামে "অসিতা" হ'লে-ই ঠিক হ'ত, তা ছাড়া ভূতি কি একৃট্-ই ক'র্‌লে! বন্ধু উত্তর দিলেন, "কেমন—কেমন! ব'লেছিলুম ত! তুমি যে 'ভারাক্রান্ত ভারত' দেখ্‌তে চাচ্ছিলে সেখানে গেলে কি ভূতির এই একৃটিং দেখ্‌তে পেতে? ভূতি হ'চ্ছে বাঙলার সারা বার্নার্ড স্মিথ্, ও বিলেতে জন্মালে কোন্ কালে সার্ টাইটেল্ পেত'।"

অভিনয়ের চেয়ে সমালোচনা আমাদের বেশী মিষ্টি লাগ্‌ছিল, কিন্তু থিয়েটার-দ্বীপের অপর প্রান্ত হ'তে ঝামাঘসা বামাকণ্ঠনিঃসৃত "ও গো, পটোলডাঙার শোয়ারী"—শ্যামবাজারের শোয়ারী কোথা গো, নেমে এস"—"ও তালতলার শোয়ারী", সিঙ্গীদের বাড়ী গো, সিঙ্গীদের বাড়ী," "মুখুয্যেদের

কে এসেছ, এস গো", এই রকম দক্ষিণেশ্বর থেকে কালীঘাট পর্য্যন্ত নগর উপনগরের যত পল্লী আছে, আর বাঙালীর যত রকম পদবী আছে, সব উচ্চারণ ক'রে থিয়েটারের ঝি যে ষ্টেজের ঝিয়ের আগে মেডেল ও নাইট্ উপাধি পাবার উপযোগী, তা প্রমাণ ক'রে দিচ্ছিল, তাইতে-ই আমাদের কাণের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কে কতকটা তুর্‌খুর চিড়িক্ প্রবেশ ক'র্‌ছিল।

এমন সময় যাদব আমাদের চায়ের টেবিলের কাছে একখানা চেয়ারে ব'সে প'ড়্‌লো, আমি ব'ল্‌লুম, "কি হে যাদব, তালতলার শোয়ারীর বাবু তুমি না কি?" যাদব ব'ল্‌লে, "হ্যাঁ, আর ব'লো না ভাই, বাড়ীর ওঁদের সঙ্গে না আন্‌লে আস্‌বার-ও যো নেই, আবার আন্‌লে থিয়েটার দেখা চুলোয় যা'ক্, ওঁদের-ই কেবল তদ্বির।" আমি ব'ল্‌লুম, "পানটানের জন্যে যে খর্‌চা হয়, তা আগে থাক্‌তে দিয়ে দাও না কেন, ঐ চীৎকারে বাড়ী মাত্ ক'রে ভিড় ঠেলে তেতালা থেকে নামিয়ে আনার দরকার কি?" যাদব ব'ল্‌লে, "টাকাকড়ি ত' ওঁদের-ই কাছে থাকে, আমি আবার দোষ কি? নামিয়ে এনে খালি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, 'বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছ ত? ঝি কি রকম এক্‌ট্ ক'র্‌লে বল", বস্ এই পর্য্যন্ত।" আমি—"হরির জন্যে এই হাঙ্গাম?" যাদব—"ঐটুকু যদি ফি ড্রপ্‌সিনের পর না করি, তা হ'লে বাড়ী গিয়ে শুন্‌তে হবে যে একেবারে মগ্ন হ'য়ে থিয়েটার দেখ্‌ছিলে, আমরা মরি কি বাঁচি, তার খবর নেই।" আমি—"যত দোষ বুঝি তাঁদের-ই, স্পষ্ট ব'ল্‌তে-ই ত' পার, আকাশ থেকে চাঁদ নামিয়ে মাঝে মাঝে সাম্‌নে না দাঁড় করালে প্রাণটা ঠাণ্ডা হয় না? যাক্, তোমার সঙ্গে নিবারণ বাবুকে দেখেছিলুম না, তিনি কোথায়?" যাদব—"নিবারণ বাবুর অন্যত্র একটু বরাত আছে, ঘরে ফির্‌তে ভোর হবে, বাড়ী গিয়ে দেখাবেন ব'লে এখান থেকে একখানা প্রোগ্রাম পকেটে ক'রে নিয়ে গেলেন।"

ঢং! 'ড্রপ্ উঠেছে, ড্রপ্ উঠেছে' একটা শব্দ হ'ল, দ্বারে দ্বারে পুনঃ-প্রবেশের ভিড়; দশ আনা নিজের ইচ্ছা, ছ আনা যাদবের অনুরোধ, আমরা-ও গিয়ে ষ্টলে ঢুকে একটা যায়গা যোগাড় ক'রে ব'সে প'ড়্লুম।

প্রথম দৃশ্যে ই দু'জন সৈনিক কথা ক'চ্ছে;—

১ম সৈ। তার পর আমরা সেনাপতির আদেশে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে অগ্রসর হ'তে হ'তে—

২য় সৈ। অন্ধকার নিশীথে মাত্র, তারকালোকে—

১ম সৈ। দুর্গের পশ্চাতে গিয়া—

২য় সৈ। উপনীত হ'লেম।

১ম সৈ। পশ্চাতের প্রাচীর দুর্ব্বল ছিল, সুতরাং—

২য় সৈ। সমবেত সৈন্যের পদাঘাতে—

১ম সৈ। হুড়্মুড়্ শব্দে তা' ভূমিসাৎ হ'ল।

২য় সৈ। তখন রাজ-জামাতা গন্ধর্ব্ব সিংহ—

আমি ব'ল্লাম, "ও যাদব, দু'জনে-ই ত' দেখ্ছি সব জানে, তবে আবার বলাবলি ক'র্ছে কেন?" ফকির মামা ব'ল্লে, "দূর মুখ্যু, ওরা যেন জানে, তুই জান্তিস্ কি? ঐখানে-ই হ'চ্ছে আর্ট।"

দ্বিতীয় দৃশ্যে আট বছর থেকে আরম্ভ ক'রে ব'ল্তে নেই অবধি বয়স-পর্য্যন্ত অবস্থার পৌনে দু' ডজন সখী সার বেঁধে ষ্টেজে এক অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে কাত হ'য়ে শুয়ে প'ড়্ল; ভাব্লেম্, এরা-ই বুঝি স্থলপদ্ম, আপাততঃ ভুঁইচাঁপাতে পরিণত হ'য়েছে; তার পর সখীরা ঐ শায়িত অবস্থাতে-ই এক একখানি হাত খানিকটা তুলে আঙুলগুলি এঁকিয়ে বেঁকিয়ে ঘোরাতে লাগ্লেন, বোধ হয়, পাপ্ড়ি-নাড়ার অভিনয়, তারপর সেই নেপথ্যের তব্লায় তেহাই প'ড়্লো. অমনি সখীরা 'হুড়্মুড়্' ক'রে ঝড়াক্সে না উঠে নাচ্তে আরম্ভ ক'র্লে। দু'হাতের চেটো সাপের মত ফণাধরা, শেষে

মবন্ধ-করা মুখে জোরে চেপেধরা ঠোঁট, তার মধ্যে গুটি পাঁচেক সখীর বিদ্রোহী দাঁত কিছুতে-ই পর্দ্দার আড়ালে থাকৃতে চায় না, আর ডিঙী মেরে মেরে তালে-বেতালে চলা, যেন সৌন্দর্য্যের স্রোত বহিয়ে দিলে; বোঝা গেল যে 'গায় গলা আর নাচে রূপ' এ কথা সত্য বটে। গলা-ও গাইলে। বাঙ্‌লার ভোজে মাছের কাঁটা থেকে আরম্ভ ক'রে নাউয়ের খাকৃলার পর্য্যন্ত মিশ্রিত ছ্যাঁচড়া'র মত মিষ্টি তরকারী আর নেই, আর বাঙ্‌লার আজকালকার গানে বাগেশ্রী থেকে আরম্ভ ক'রে লুম্‌-ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, টৌরী, অহং ইত্যাদি মিশ্রিত জংলার মতন ওস্তাদী রাগিণী আর কিছু নেই। তার পর গানের কথার মধ্যে বার্ডেনটা বোধ হ'ল, আর বোঝা-ও গেল—"এ নব যৌবন-ভার, বহিতে না পারি আর," ৮৷৯ বছরের মেয়ে-কটির যৌবন-ভার বোঝা গেল তাদের পায়ে-ই নেমেছে, দেড় ছটাক ওজনের দুখানি পায়ে সাত পো ওজনের ঘুমুর জড়ানো দেখে; আর একটি মহীয়সী মহিলার বোধ হয়, প্রায় ৪৮ বৎসরের সঞ্চয়ে এত দূর বেড়েছে যে তাঁকে কাঁটায় চড়ালে অন্ততঃ ৩৷৷৹ মণের কমে দাঁড়াবে না; বক্স থেকে একটি বাবু এই মহিলার নৃত্যে মোহিত হ'য়ে তাঁর চরণ উদ্দেশ্যে একটা ২৷৷৹ সের ওজনের তোড়া ফেলে দিয়ে নিজের সৌন্দর্য্যবোধ-শক্তির পরিচয় দিলেন। দর্শকমণ্ডলী ঘন ঘন করতালি দিলেন, গ্যালারি থেকে একটা জোর শিশ্‌ উঠ্‌লো।

আমি এক রকম ছেলেবেলা থেকে-ই থিয়েটার দেখ্‌ছি; ক'লকেতায় ত' অনেক থিয়েটার অনেকবার দেখেইছি, সখের থিয়েটারে-ও নিমন্ত্রণ পেয়ে গেছি, তার পর ঢাকা, কুমিল্লা, রংপুর, খুল্‌না, নৈহাটী, বহরমপুর,—একবার লক্ষ্ণৌ গিয়ে একটা থিয়েটার দেখি, সব যায়গায়-ই দেখেছি যে হাততালি প'ড়্‌লে-ই জোরে একটা শিশ্‌ ওঠে; এতে আমার বিশ্বাস যে এই ভারতবর্ষে একটিমাত্র লোক আছে, যার জীবনের কার্য্য হ'চ্ছে

থিয়েটার যেখানে হয়, সেখানে গিয়ে শিশ্ দেওয়া। ইনি সখে এ কায করেন কি পেশাদার? যদি পেশাদার হন, তা হ'লে এঁর বেতন দেয় কে, এ কথা কেউ ব'লে দিতে পারেন?

(পট-পরিবর্ত্তন)

চাম্বোলি নগরের উপকণ্ঠস্থ পথ।

সিন্‌খানির সাম্‌নে প্রথমে একটি নদী, নদীর ধারে একসার ঝাউগাছ, তারপর লাল সুর্‌কী বাঁধানো রাস্তা,রাস্তার পরপারে প্রাচীর বেষ্টিত উদ্যান, অদূরে কোন কলের উচ্চ চিম্‌নী দেখা যাচ্ছে, আন্দাজ হ'ল অনেকটা যেন ক'ল্‌কেতার অপর পারে ঘুষ্‌ড়ীর ষ্টল্‌কট্‌ সাহেবের বাগান ও কলের সাম্‌নের রাস্তার মত; কিন্তু পটু চিত্রকর তাঁর কলাবিদ্যার কৌশলে হিন্দুস্থানের প্রাচীন কোন রাজ্যের ভাব দর্শকের মনে জাগরিত কর্‌বার জন্য ঐ দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে কাশীর বিশ্বনাথের সুবর্ণমণ্ডিত মন্দিরের অগ্রভাগ ও তাজমহলের গম্বুজ চিত্রিত ক'রে দিয়েছেন, এটা অলঙ্কার-শাস্ত্রমতে যেমন কবিপ্রসিদ্ধি বা পোয়েট্‌-লাইসেন্স্ আছে, তেম্‌নি পেণ্টার্স-লাইসেন্স্। পটখানি প্রকাশ হবা মাত্র ঘন করতালিধ্বনি ও এন্‌কোর এন্‌কোর শব্দ উত্থিত হ'ল। শিশ্‌ওয়ালা-ও আপনার চাক্‌রীর মর্য্যাদা বজায় রাখ্‌লে।

(পলায়নপর সৈনিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপর সৈনিকের প্রবেশ ও তাহাকে ধৃতকরণ)

২য় সৈ। ভীরু, পলায়ন ক'র্‌ছ?

১ম সৈ। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, ভাল লাগে না এখন।

২য় সৈ। ছেড়ে দেব? কোথায় যাচ্ছ এখন, লজ্জা করে না, পালাচ্ছ?

১ম সৈ। কে ব'ল্লে আমি পালাচ্ছি ?

২য় সৈ। তবে কোথায় যাচ্ছ ?

১ম সৈ। বাড়ী যাচ্ছি।

২য় সৈ। কার আজ্ঞায় বাড়ী যাচ্ছ ?

১ম সৈ। কার আজ্ঞা ? পেটের আজ্ঞা, ক্ষিদের আজ্ঞা. বেলা সাড়ে তিনটে বেজে গেছে, এখন-ও মুখে একটু জল পড়ে নি, চা-টা পর্য্যন্ত খাওয়া হয় নি।

২য় সৈ। শত্রুপক্ষ ঘন গোলাবর্ষণে আমাদের সৈন্যগণকে ধরাশায়ী ক'র্‌ছে, এখন-ও যুদ্ধ শেষ হয় নি; আর ভীরু, রণস্থল ছেড়ে পলায়ন ক'র্‌ছিস ?

১ম সৈ। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত 'অপিক্ষে' ক'র্‌লে কি আমি থাক্‌ব ?

২য় সৈ। ভীরু, দেশের জন্য—স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে কাতর হ'চ্ছিস্! (দর্শকগণের ঘন করতালি)

১ম সৈ। প্রাণ-ই যদি যাবে, স্বাধীনতা নিয়ে ভোগ ক'র্‌বে কে বাবা ! (দর্শকগণের উচ্চহাস্য)

যাদব ব'ল্‌লে, "আর্টটা দেখ্‌লে একবার ? সিরিও-কমিকে কি হারমোনিয়াস্, হরিফিকেশন্!"

২য় সৈ। কাপুরুষ, আমার-ই কি প্রাণ নেই ? তবে তোর মত আমার প্রাণে ভয় নেই।

১ম সৈ। তা জানি বাবা, দু'বার গলায় দড়ি আর একবার ডুবে ম'র্‌তে চেষ্টা ক'রেছিলে। তা কি জান বাবা, তোমার বাড়ীতে-ও যুদ্ধক্ষেত্র, বাইরে-ও যুদ্ধক্ষেত্র, সুতরাং তুমি নিঃপরোয়া। আমার বাড়ীতে যা হোক্ মাগী রেঁধে দু'টি ভাত-ও দেয়, দু'টো আত্তি ক'রে কথা-ও কয়, সুতরাং

২য় সৈন্য। ধিক্ ধিক্ নরাধম,
ইচ্ছা হয়, দমাদ্দম প্রহারি তোমারে
ধরিয়ে চুলের ঝুঁটি।
ছুটিতেছ প্রাণভয়ে ?
মৃত্যু সদা বীরবাঞ্ছনীয়।
কেহ মরে জ্বরে,
কেহ বা উদরে প্লীহার পীড়নে।
ক'রে দয়া, ধরে ম্যালেরিয়া,
কালাজ্বর সূত্রে, কেহ বহুমূত্রে,
থাইসিসে নিঃশ্বাস রোধ কাহার-ও বা হয়।
ব্রাণ্ডীবট্‌ল্ ব্যাভারে পটোল তোলে বা কেউ,—
মরণের ঢেউ সদা উঠে সংসার-সাগরে।
(বাঃ বাঃ—ব্রেভো—ব্রেভো)
কিন্তু অবহেলে যুদ্ধস্থলে
প্রাণ দেয় যেই জন,
বুদ্ধিমান সেই, না ভোগে
রোগের যন্ত্রণা শুয়ে।
বিশেষতঃ মায়ার প্রপঞ্চ এই রঙ্গ-মঞ্চে
কোন্ নর নাহি চায়
চট্ ক'রে প্রাণ পরিত্যাগ ?
এ দারুণ গ্রীষ্মে, প্রতি দৃশ্যে দৃশ্যে
প্রবেশিয়া, করি' অসি আস্ফালন,
সজোরে গর্জ্জন, প্রাণ বিসর্জ্জন হ'লে বাঁচি।
তৃতীয় অঙ্কেতে যমের অঙ্কেতে

মুদিয়ে নয়ন, করিলে শয়ন,
ফেলিব নিঃশ্বাস, পার্ট হবে শেষ ;
ফেলি' পরচুলা তুলাভরা জামা,
ছদ্ম গোঁপ-দাড়ী ছাড়ি'
পাড়ি দিব যে যার বাড়ীতে সকাল সকাল ;
তবে কালভয়ে ভীত কেন রে দুর্জ্জন ?

(বিউটীফুল বিউটীফুল ও করতালি)

১ম সৈ। বাথানি সাহস তোর,
বলিহারি বীরপণা !
সত্য বটে যমে না ধরিলে জটে
নটের নিস্তার নাই।
চল ফিরে শিবিরেতে যাই ;
প্রবেশ প্রস্থান দু'-এক ক্ষেপ্,—
না করি আক্ষেপ,
পটক্ষেপ না হইবে যতক্ষণ।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(গ্যালারি হইতে এন্‌কোর এন্‌কোর ও শিশ্)

(মন্ত্রি-পুত্রের প্রবেশ)

ম-পু। যুদ্ধ বেধেছে, স্বদেশের জন্য—স্বাধীনতার জন্য সহস্র সহস্র দেশহিতৈষী এই সময়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে ! কি বীরত্ব ! কি মহত্ব ! গৌরবে—গরিমায়—ত্যাগের মহিমায় আমার হৃদয় স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌ছে।

রঞ্জন শশধরের শুভ্র হাসিরাশি বাসন্তী-পবনে মিশাইয়া গিয়া যেন মরমে আমার বেহাগে মূলতান বাজাইতেছে। স্বাধীনতা, তোমার জন্ম আমি কি না ক'র্‌তে পারি? মাতর্জ্জন্মভূমি, তুমি অনুমতি দিলে আমি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, অলস-বিলাস, শয়ন-ভোজন, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারি। কিন্তু—

তা ব'লে কি হায়,
সত্য সত্য ম'র্‌তে যেতে পারি
আমি কামানের মুখে?
অসির ঝলক্,
নলকে দামিনী সম
কম কবিতায়।
তা ব'লে কি হায়, নিজের গলায়
পড়ে যদি সে অসির কোপ্,
তোপে উড়ে যায়
পৈতৃক মস্তক অথবা শরীর,
কোন্ বীর পারে, স্থির থাকিবারে
সমর-প্রাঙ্গণে?
দাঙ্গা-হাঙ্গামার মাঝে
ভদ্রলোকে কভু কি বিরাজে?
পদ্যে কিংবা গদ্যে,
শুইয়া মশারিমধ্যে,
বিপক্ষে বধিতে পারি,
করিতে বক্তৃতা।
কি ভয় কি ভয়.

গাও ভারতের জয় !
কথা অতি মধুময়,
কিন্তু বড় সোজা নয়,
সে জয়ের দায়ে
ধেয়ে গিয়ে কষ্ট পাওয়া
হাঙ্গামার মাঝে।
ধিক্ ধিক্ মহারাজ,
শত ধিক্ জনকে আমার ;
মন্ত্রি-পদে বসি',
মাসিক বেতন গণি',
বংশের কেতনে,
অম্লান বদনে, আজ্ঞা দেন,
যেতে মারামারি কাটাকাটি
লাঠালাঠি-পূর্ণ রণস্থলে।
ওহো—হো—হো—
মুখে বন্দে মাতরং,
ভয়ে বুক কাতরং,
নবনী-গঠিত এই বঙ্গ-গতরং,
নহে খোঁট্টা সম পাথরং,
কিংবা ছুলে বাগ্দী ইতরং,
তদুপরি প্রিয়া পূর্ণ সতেরং,
সুকেশাং সুবেশাং
মৃদু-হাস্যবিমলাং
শুভ্র-জোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং

ছেড়ে হেন কামিনীং
কি দুঃখে বিপক্ষ-মাঝে
যাব আমি আত্মহত্যা তরে অগত্যা ?

(দর্শকগণের করতালি)

(রণসজ্জায় সজ্জিতা মন্ত্রি-পুত্র-বধূ নগেন্দ্রবালার প্রবেশ)

(দর্শকগণের উচ্চ করতালি)

প্রিয়ে—প্রিয়ে !
বিদায়—বিদায় !

নগেন্দ্র। চল—চল,
প্রাণেশ্বর—বীরবর,
অগ্রসর—অগ্রসর—
রণে হও অগ্রসর।

ম-পু। প্রিয়ে ! তবে বিদায়।
আর এ জনমে তোর
চাঁদিয়া বদন
করিব না নিরীক্ষণ,
কালো কেশরাশি
হাসি' হাসি' না দিব দুলায়ে।
মানে মুখ থাকিলে ফুলায়ে
চরণে বুলায়ে কর
করিব না আরাধনা ;
বেদনা বাজিলে বুকে,

চুমায়ে ও মুখে
ঘুমায়ে না পড়িব তোমার পাশে।
ধিক্ ধিক্ প্রাণনাথ,
শুনিয়া তোমার বাৎ
ধাত ছেড়ে যায় যেন হ'য়েছে লক্ষণ।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত শিরে,
নয়নের নীরে ডেকেছে
প্রবল বান,
খান্ খান্ লবেজান্
এ জান আমার।
এ বিশ্ব-সংসার
এখনো যে ছারখার
কেন নাহি করিল গমন!
অরিরে না করিয়ে দমন
পতি মোর প্রেম-কথা কয়!
শমনের আবাহন
নাহি শোনে কাণে!
হা প্রিয়ে!
কোথায় নয়নে জল,
বিমলিন বদন-কমল,
বারে বারে কোথায় বারণ,
সজোরে দু' করে ধারণ,—
ধরিয়া রাখিতে মোরে
গৃহের পিঞ্জরে

কিংবা বক্ষের পঞ্জরে!
না হ'য়ে লজ্জিতা,
সজ্জিতা পুরুষ-বেশে?
চূড়াবাঁধা কেশে পাগ্‌ড়ী জড়ায়ে
লড়ায়ে যাইতে যেন
হ'য়েছ উদ্যতা।
নগে। হ্যাঁ—হ্যাঁ।
বাটী-ত্যাগ, শাটি-ত্যাগ,
পরিত্যাগ পরিপাটি কবরী-বিন্যাস।
অবলার অহঙ্কার
অলঙ্কার-ভার,
এ অঙ্গে সহে না আর।
যুগযুগান্তর
কেটে গেছে নারী-ভাবে,—
অন্তরে নূতন মন্ত্র
এবে দিয়েছে স্বদেশ।
বন্দিনী রন্ধন-ঘরে না রহিব আর,
না করিব
সন্ধ্যায় চন্দন-চর্চ্চা, বেণীর বাহার।
ভাঙিয়াছে ভ্রম,
বৃথা পণ্ডশ্রম—
সন্তান পালন
ছলনা বুঝেছি সার।
কহি সত্য সত্য

বুঝে নেব নিজ স্বত্ব,
পূর্ণ পুরুষত্ব করি' অধিকার।
দাড়ী করি' লোপ,
মুড়াইয়ে গোঁপ,
যামিনী কামিনী নামে
সম্ভাষি' পুরুষে,
বীর-রসে নারী
এ বিশ্ব ভাসাবে;
সমাজ হাসাবে,
স্বামীরে শাসাবে,
ন্যায্য অধিকার
গ্রাহ্য হবে তার।
সাম্রাজ্য স্থাপনে,
স্থপতি-বিদ্যায়,
হবে নারী ইঞ্জিনিয়ার।
সে কি?
আর সে কি!
এই দেখ রণে আগুয়ান্
রমণী জোয়ান।
(অসি কোষমুক্ত করিয়া)
এই অসি ঝলে করে,
কটাক্ষে ঠিকরে
বৈদ্যুতিক হুতাশন,
হ্রস্ব দীর্ঘ না রাখিয়া জ্ঞান,

অশ্বপৃষ্ঠে হব অধিষ্ঠান।
হিন্দু খৃষ্টান মোগল পাঠান
বৌদ্ধ কি জৈন বৈষ্ণব 'দৈন'
নারীর বীরত্ব দেখে হইবে অবাক।
পাক্‌সাটে নিমতলাঘাটে
পাঠাইব চমূচয়।
মুখুয্যের নন্দিনী আমি বাঁড়ুয্যের বধূ,
আমি কি ডরাই তোরে
কাপুরুষ পতি—
রমণীদুর্গতিকারী ভীরু চারু রায় ?

অজ্ঞান হ'য়ে আমরা এই দেখ্‌ছিলেম, ঘন ঘন করতালি ছাপাইয়া, রঙ্গস্থল কাঁপাইয়া, মাতৃক্রোড়স্থ শিশুগণকে কাঁদাইয়া ফোঁপাইয়া নাট্যকলার এই অপূর্ব্ব বিকাশ, স্বদেশ-বাৎসল্যের এই ভীষণ উচ্ছ্বাস, নারীমহিমার এই গোলাপনির্য্যাস সকলের নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। চক্ষু মুদ্রিত ক'রে কলার আলাপ শুন্‌ছিলেম্। চোখ খুলে দেখি, মন্ত্রিপুত্র বক্ষঃস্থল হ'তে একটি দুই ড্রাম শিশি বার ক'রে ব'ল্‌ছেন ;—

জীবনের সুখস্বপ্ন ভেঙে দিলি মোর!
ওলো মনচোর,
প্রেমঘোর কেন দিলি কাটাইয়ে ?
লুটায়ে চরণে
শুভ্রবরণে, প্রেমের কারণে,
পড়িয়াছি বারে বার,—
তার প্রতিদান
দিলি কি লো বীর-রসে ?

আর না ধ'রিবি
অধরে আমার প্রভাতে চায়ের বাটি ?
সন্ধ্যায় শীতল পাটী বিছাইয়া ছাতে,
তাতে-পোড়া পতিরে তোর
না শোয়াবি আর ?
এলে আলস্যে জৃম্ভণ
চুম্বনে না জাগাইবি মোরে,
গহনার তরে বাহানায় না করি' দহন
কাহন কাহন কথা
কহি' সারা নিশি ?
রূপসি, পাগলিনী প্রায়
ধেয়ে যাবি সমর-প্রাঙ্গণে ?
তবে এস হলাহল,
এমন সংসারে না রহিব আর ;
এ বিজ্ঞানের যুগে,
না মরিব অস্ত্রাঘাতে,
হইব অজ্ঞান
রসায়নশাস্ত্রমতে।

(হলাহল পান ও পতন)

প্রিয়ে, তবে বিদায়, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, ধূমকেতু, তরু, লতা, গুল্ম, তৃণ, অর্কিড্, শিশির, নীহার, বৃষ্টিজল, নদীর স্রোত, সমুদ্রাম্বু, বরফ, ভাত, ডাল, মাছ, তরকারী, লুচি, সন্দেশ, চপ্, কাট্‌লেট্, পুডিং, পিক্‌ল, হ্যাট্‌কোট্, নেক্‌টাই, সিগারেট্, চা, জন্মের মতন বিদায়। প্রি—য়ে!

ন—গে—ন্দ্র—বা—লা ত—বে আ—সি চি—র—বি—দা—য়। হ—রি—দী—ন—ব—ন্ধু স্ব—দে—শ চ—র্—কা— (মৃত্যু)

টিকিট কেনা সার্থক হ'ল, দু'টাকা দিয়ে দশ টাকার আনন্দ পেলুম্। ভাব্‌লুম্, একে-ই বলে ন্যাচার‍্যল্ প্লে! যাদব মনে হ'ল যেন একটু মুস্‌ড়ে গেছে। তার সত্যভামা স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে এই অভিনয় দেখেছেন, এইবার তাঁকে নামিয়ে গাড়ীতে তুল্‌বেন্, তাই বোধ হয় ভাব্‌ছেন, বিজ্ঞান-সাহায্যে তাঁর-ও এই জগৎ ত্যাগ ক'র্‌তে হবে কি না।

প্রেমের আবেগ

অহো! দাঁড়ায়ে নদীর কূলে চির অপ-
রিচিতা খচিতা-চারু-লাবণ্য চমকে।
কালো-এলোচুলগুলি ইস্ক্রুপের প্রায়,
রূপের পিছনে যথা পশ্চাৎ-ভূখণ্ড।
প্রচণ্ড চাপড় গণ্ডে মেরেছে সরম
যেন, হেন লাল তাই দু'খানি কপোল।
ছোট খাটো শাটী টুকু দারিদ্র্য-গৌরবে
হরিদ্রা-রঞ্জিত-অঙ্গ বেষ্টিতে সচেষ্ট।
সৃষ্টির বাহিরে দৃষ্টি করিয়া প্রেরণ
মরণের পারে হেরে প্রণয় স্বপন।
চুম্বনের অঙ্কুরস্থ অধর-গুদাম,
ধুমধাম-ষোড়শের প্রথম তাড়স্।
নিজেরে নিঃশেষ ক'রে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে,
সম্পূর্ণ রূপেতে হায়, ফুটায়ে তুলেছে
আপনারে। প্রাণহীন প্রেমহীন
মাটীর কলস, অলস বসিয়া আছে
চরণের পাশে, রাক্ষসী পিপাসা
ল'য়ে বিরাট উদরে; বোঝে নাই গূঢ়
তত্ত্ব মূঢ়, হেলিয়ে দুলিয়ে সেই
বঙ্কিম-কাঁকালে। দেখিলাম নৌকা হ'তে—

পেরেক মারিয়া দিল আঁখির কপাটে ;
নড়ে না পড়ে না পাতা উন্মুক্ত "Ajarএ"।
চাহিয়া চাহিয়া নেত্রে বিশ্বের মাধুরী
দেখিতে দেখিতে একত্রে সঞ্চিত অই
যৌবন-জমক ; ভুলিলাম দুনিয়ার
দৃশ্য সমুচয়। অজানা জলের কণা,
চোখের লুকানো কোণে হইল হাজির ;
গলিল নজীর তার ফোঁটায় ফোঁটায়।
কপোলে চিবুকে বুকে কোটের বোতামে,-
রুমালে মুছিয়া, পকেটে থুইনু
অমূল্য সে অশ্রুজল। কাঁদি নাই
মাতার চিতার পাশে, পিতার যাতনা ভরা
হাঁপানির শ্বাসে ; জল-পথে নৌকা হ'তে,
দেখেছি কোনৈক গ্রামে আরেক ভীষণ
দৃশ্য ; দুর্ভিক্ষে বুভুক্ষু জীর্ণ শীর্ণ শিশু কোলে
কৃষাণ-কৃষাণী দল—বিপদে বিহ্বল ;
এক ফোটা জল ফেলে নাই বীর আঁখি মম।
জলমগ্ন রুগ্ন যেন এক লোকে
দেখিয়াছি হাত তুলে হাঁপাতে হতাশে ;
সত্রাসে মাঝিরে ব'লে সরায়েছি দূরে তরী,
করি নাই একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ।
সাবধানে "মনিব্যাগ" চেপে ধরি' করে
সান্ত্বনা দিয়াছি মর্মে। এসেছিল চোখে
জল, সেই এক অতীত সকালে,

শুনে দিতে খুনে এক সতর্ক মক্কেলে,
ডিগ্রির টাকার দাবী তিপ্পান্ন ক' আনা,
হাতবাক্স খুলে আপনার ; আর আজ
কাঁদিনু চাঁদিমা-মাখা-পল্লী মল্লিকার রূপে।
লঘুস্বরে অদূর জলায় ডাকিয়া উঠিল
ঘুঘু কাঁপাইয়া পাড়া, সাড়া দিলে পোড়া
এ হৃদয় তায়। ভিড়াও ভিড়াও ডিঙা,
বলিল রঘুরে, রসনা বাসনা সনে।
সদা রাজি মাঝি ফিরাল গলুই-মুখ
সুখের ঠিকানা সেই ঘাট-পাশে।
ডিঙায়ে ডাঙায় লম্ফ দিতে অনুরাগে,
ধোপ-দস্ত-বস্ত্র মোর মাটী হোলো
কর্দ্দমের দাগে ; বিরহ-বিধুর মূর্ত্তি,
পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পেলে তায়, শৈবালে জড়িত
রৌদ্রতপ্ত পদ্ম প্রায় হায়! ধীরে অতি ধীরে
"ব্যালান্স" রাখিয়ে, দু'বাহু ছড়ায়ে হায়,
দাঁড়ালেম গিয়ে, যথা পাখিটীর প্রায়
একাকিনী পল্লী-বিনোদিনী চেয়ে আছে
উদাস নয়নে, শাখী শিরে উপবিষ্ট
শ্রান্ত এক শকুনীর পানে।
হাস্ ফাঁস্ সনে মম ঘন দীর্ঘশ্বাস
পশিতে বালার কর্ণে, চমকি' উঠিল
যেন শ্যামলা বিজলী, দুলায়ে পৃষ্ঠেতে
বেষ্টিত সেই কালো মেঘ-মালা।

নতজানু হ'য়ে সেই ঘাট-সানুদেশে,
আর্টের প্রয়োগে রাখি সার্টেতে ছাদিত
এই হার্টের উপরে হাত, বলিলাম,—
ওহো বলিলাম, কত যুগ-যুগান্তরে,
ডেকেছি তোমারে, কে জানে বসিয়া কোন্
নক্ষত্রমণ্ডলে, হৃদয়ের রাণী মোর—

*   *   *   *

"হাঃ তোর্ বাবুর বাপ নিব্বংশ রে শালা"
মাত্র শুনে, তালা ধ'রে গেল কাণে ;
ঝিকিল মিকিল চক্ষে যেন লক্ষ তারা,
মাটীতে লুটানু প'ড়ে লাঠির আঘাতে।
